সিগমা ফোর্স

স্যান্ডস্টর্ম

জেমস রলিন্স

রূপান্তর: মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

bangla book's direct Link

স্যান্ডস্টর্ম

জেমস রলিন্স

রূপান্তর: মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

ব্যাখ্যার অতীত এক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল লন্ডন মিউজিয়াম!

নড়ে-চড়ে বসল বিশ্বের বেশ কয়েকটি গোপন সংগঠন। প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বের হলো লেডী কারা কেনসিংটন, সুন্দরী এবং বিদূষী ড. সাফিয়া আল-মায়াজ এবং নামকরা প্রত্নতাত্ত্বিক ওমাহা ডান। প্রবেশ করল এমন এক শহরে, যা কল্পনাকেও হার মানায়। কিন্তু ওদের পিছু পিছু ধেয়ে এসেছে অন্যান্যরা। ওদের উদ্দেশ্য সারা দুনিয়া জুড়ে বয়ে আনবে বিশৃঙ্খলা। সেই সাথে আরব মরুভূমির বিপদ তো আছেই।

সবার লক্ষ্যই এক- এমন এক ক্ষমতার উৎস খুঁজে বের করা, যেটা দুনিয়াকে পরিণত করতে পারবে স্বর্গে অথবা ধ্বংস করে দেবে মানব সভ্যতাকে!

কে জিতবে শেষ পর্যন্ত?

ISBN 978 984 91918 2 7
9 789849 191827

সিগমা ফোর্স সিরিজের প্রথম বই

স্যান্ড স্টর্ম

Σ

জেমস রলিন্স

রূপান্তরঃ মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

Ada

ভূমিকা

বিশ্বজুড়ে জেমস রলিন্স এক জনপ্রিয় নাম। তার লেখা বইগুলো যেমন দারুণ থ্রিলিং তেমনি দারুণ উপভোগ্য। তার স্ট্যান্ড অ্যালোন বইগুলোও জনপ্রিয়তাও তুঙ্গে। তবে সিগমা ফোর্স তার সবচেয়ে জনপ্রিয় সিরিজের নাম।

বিশাল কলেবরের এই বইটি অনুবাদকর্মে হাত দেবার সাহস জোগাতেই লেগে গিয়েছে বেশ কিছু দিন। যেহেতু সিরিজটা নিয়ে পাঠকদের আগ্রহ তুঙ্গে, তাই বলতে গেলে ভয়ে ভয়েই কাজটা শুরু করেছিলাম। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর বুঝতে পারলাম, ভয়ের চেয়ে আনন্দই পাচ্ছি বেশি। একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বইটা মনোযোগ আঁকড়ে ধরে রাখতে সক্ষম।

অনুবাদ করার সময় আক্ষরিকের চেয়ে ভাবানুবাদের দিকেই আমার লক্ষ্য থাকে বেশি। চেষ্টাও করি যেভাবে লেখা হলে আমি পড়ে মজা পেতাম, সেভাবে লিখতে। চেষ্টা কতোটুকু সফল তা পাঠকরাই ভালো বলতে পারবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালায় আসি। প্রথম কৃতজ্ঞতা কার প্রতি সেটা আর উল্লেখ করলাম না, কারণ পেছনের বই গুলোতেও তিনি ছিলেন, সামনে বই গুলোতেও থাকবেন। তাই নাম উল্লেখ বাহুল্য।

মাঝখানে ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার কারণে একটু বিরক্ত হয়ে কাজ বন্ধ রেখেছিলাম। সাজিদ ভাইকে দেবার কথা ছিল অনেক আগে, দিয়েছি দেরী করে। কিন্তু এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা না করায়, তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞ সাঈদ শিহাবের প্রতি, এত দ্রুত ফাইনাল টাচ দিয়ে দেবার জন্য।

তবে সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ পাঠকদের প্রতি, কেননা তাদের আগ্রহের ফসল এই অনুবাদ।

ডা. মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
ঢাকা,
২০১৬ইং

ম্যাপ ফাইল

ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স কোডঃ
আলফা৪২-পিসিআর
সিগমা ফোর্স

আরব উপদ্বীপ

ARABIAN PENINSULA

ব্রিটিশ মিউজিয়াম

BRITISH MUSEUM
West Stair
Kensington Gallery
Office
Arched Room
NORTH WING
WEST WING
Reading Room
EAST WING
Queen Elizabeth II Grand Court
SOUTH WING
Main Entrance
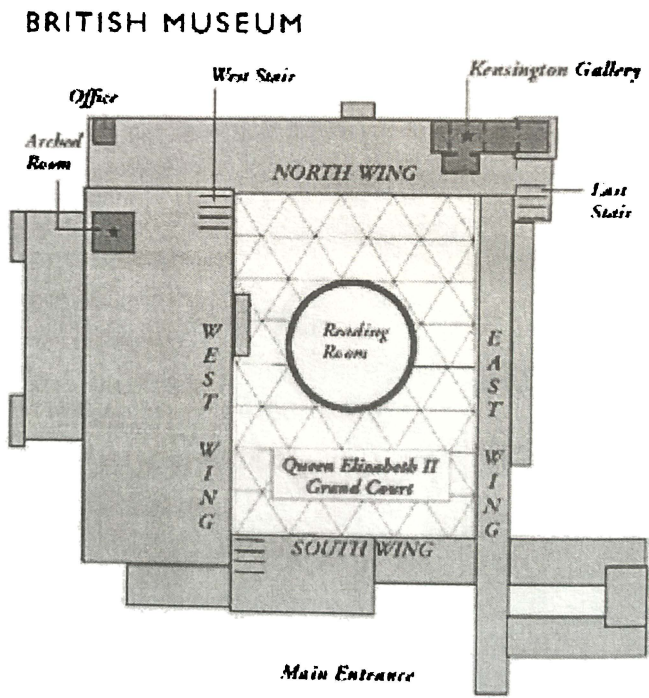
নবী ইমরানের সমাধি

CRYPT OF NABI IMRAN
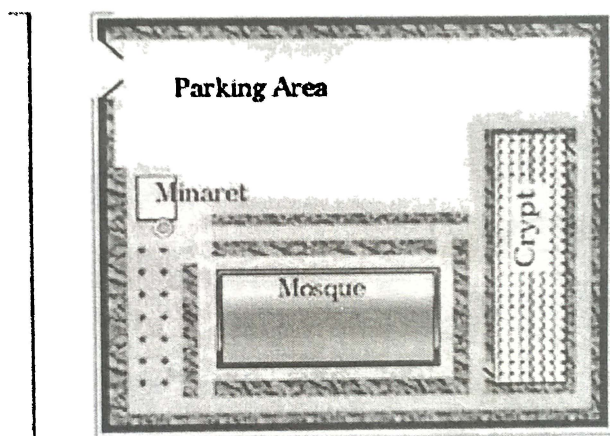
আইয়ুব (আঃ) এর সমাধি

TOMB OF AYOUB
Ruins
Crypt
Steel Door
& Pit
Landscaped
Gardens & Grounds
Minaret &
Mosque
Parking Lot

শিশুর

SHISUR
Desert
of
Rub' al-Khali
Ruins of Ubar
Citadel
Sinkhole
Old Well
N
Ruins' Security
Fence and Gate
Town of Shisur

প্রথম পর্ব

থান্ডার স্টর্ম

আগুন আর বৃষ্টি

ᛝᚷ○ᚦᛏ|ᛝᛖᚦᛁᛊ
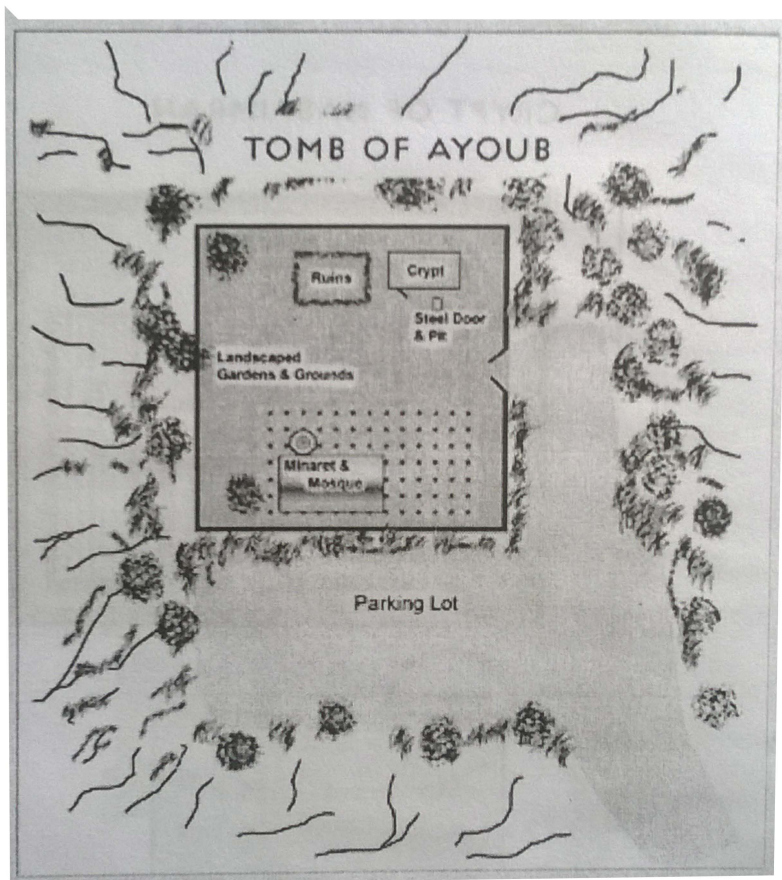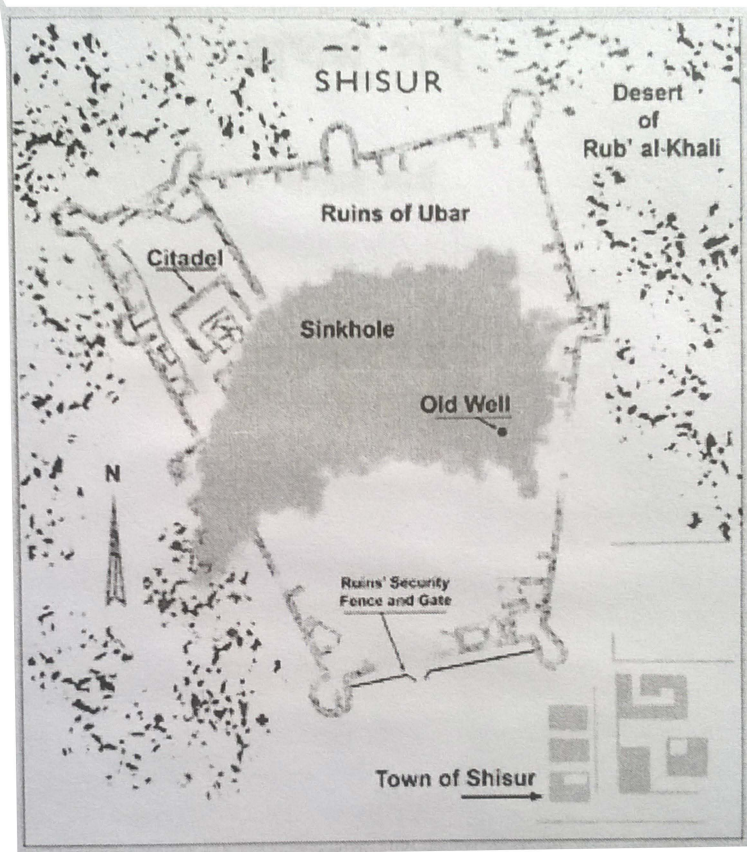
নভেম্বর ১৪, ০১:৩৩ এ.এম.
দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম
লন্ডন, ইংল্যান্ড

আর মাত্র তেরো মিনিট পর মারা যাবে হ্যারি মাস্টারসন।

একথা যদি জানত, তাহলে জীবনের শেষ সিগারেটটা একদম গোঁড়া পর্যন্ত টানত সে। কিন্তু আফসোস! জানা নেই। তাই মাত্র তিন টান দিয়েই নিভিয়ে ফেলল আগুন, হাত নেড়ে মুখের সামনে থেকে সরিয়ে দিল ধোঁয়া। ব্রেক রুমের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, একথা জানতে পারলে মিউজিয়ামের নিরাপত্তা প্রধান রায়ান ফ্লেমিং ওকে কাঁচা চিবিয়ে খাবে। এমনিতেই গত সপ্তাহে দুই ঘণ্টা দেরি করে কাজে আসায় লোকটার বদনজরে আছে ও।

মনে মনে গাল বকে নিভানো সিগারেটটা পকেটে পুরল হ্যারি। পরের ব্রেকে শেষ করবে...যদি এই রাতে আর কোন ব্রেক পাওয়া যায় আরকি।

পাথরের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করছে বজ্রের আওয়াজ। ঠিক মাঝরাতের দিকে শুরু হয়েছে ঝড়। প্রথমে হচ্ছিল শিলা বৃষ্টি, কিন্তু এখন তা রূপ নিয়েছে যেন মহাপ্লাবনের। *দ্য বিব* এর আবহাওয়াবিদের মতে, গত এক দশকে এরচেয়ে শক্তিশালী ইলেক্ট্রিকাল স্টর্ম (বিদ্যুৎ তাড়িত ঝড়) আর হয়নি। শহরের অন্তত অর্ধেক এলাকায় বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

হ্যারির কপাল মন্দ-কেননা এই মুহূর্তে ও আছে শহরের বিদ্যুৎহীন অর্ধেকে। গ্রেট রাসেল স্ট্রীটের ব্রিটিশ মিউজিয়াম এই মুহূর্তে ডুবে আছে কালো ঘন অন্ধকারে। ব্যাকআপ জেনারেটর আছে অবশ্য, কিন্তু তাও মিউজিয়ামের সম্পদ রক্ষা করার জন্য পুরো নিরাপত্তা বাহিনীকে ডেকে আনা হয়েছে। আধ-ঘন্টার মাঝে এসে পড়বে সবাই। কিন্তু হ্যারি ঝড়টা শুরু হওয়া থেকে এখানে, আজ যে ওর রাতের শিফটে ডিউটি। জেনারেটররের সাহায্যে ভিডিও সার্ভেল্যান্স ক্যামেরাগুলো এখনও চলছে। তবু ফ্লেমিং আদেশ দিয়েছে-আড়াই মাইল লম্বা মিউজিয়াম হলের পুরোটা একবার পরীক্ষা করে দেখে আসতে হবে!

আলাদা আলাদা হয়ে কাজ করা ছাড়া উপায় নেই।

ইলেক্ট্রিক টর্চটা হাতে নিয়ে হলের উপর আলো ফেলল হ্যারি। রাতের বেলা মিউজিয়ামের ভেতরটা ঘুরে দেখতে একদমই ভালো লাগেনা ওর। জানালার বাইরে জ্বলতে থাকা স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোয় অদ্ভুত দেখায় সব কিছু। কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকায়, এখন ওই আলো গুলোও নিভে গিয়েছে। অল্প ক্ষমতার সিকিউরিটি ল্যাম্পের আলোতে অদ্ভুতুড়ে দেখাচ্ছে মিউজিয়ামের ভেতরের সবকিছু।

স্নায়ু শান্ত করার জন্য নিকোটিনটুকুর বড় প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কাজে তো লাগতেই হবে। রাতের শিফটের নিরাপত্তা রক্ষীদের মধ্যে হ্যারির অবস্থান সবার নিচে। তাই ওকে যে ভুগর্ভস্থ গার্ড রুম থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত উত্তর উইং এর দিকে যেতে বলা হবে-সেটা প্রত্যাশিত ছিল। তবে আশার কথা হলো, ওখানে পৌঁছাবার শর্টকাট পথ অবলম্বন করতে তো আর কেউ নিষেধ করেনি। সামনের লম্বা হলটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাণী এলিজাবেথ II এর গ্রেট কোর্টে চলে এল সে।

এই কোর্টটাকে ঘিরে আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের চারটা উইং। কোর্টের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরি-রাউন্ড রিডিং রুম। দুই একর লম্বা কোর্ট ইয়ার্ডের পুরোটাকে ঢেকে রেখেছে ফস্টার এন্ড পার্টনার্সের বানানো বিশাল এক উপবৃত্তাকার (জিওডেসিক) ছাদ।

পাস-কী ব্যবহার করে কোর্টে ঢুকে পড়ল হ্যারি। মিউজিয়ামের অন্যান্য অংশের মত এই জায়গাও অন্ধকারাচ্ছন্ন। মাথার অনেক উপরে অবস্থিত ছাদে আছড়ে পড়ে শব্দ করছে বৃষ্টির ফোঁটা। কিন্তু তা সত্ত্বেও, খোলা জায়গায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে হ্যারির পদ শব্দ। আচমকা আকাশকে দুই ভাগ করে ছুটে গেল বজ্রের ত্রিশূল। এক মুহূর্তের জন্য চোখ ধাঁধানো আলোয় উদ্ভাসিত হলো চারপাশ। পরক্ষণেই অন্ধকার ফিরে পেল তার রাজত্ব।

ইলেক্ট্রিক টর্চের আলোয় পথ দেখে কোর্ট পার হলো হ্যারি, উত্তর উইং এর দিকে এগোচ্ছে। দরজার কাছে পৌঁছে, মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আর্দ্র বাতাস আর অ্যামোনিয়া অভ্যর্থনা জানাল ওকে। এতক্ষণ ছিল কোর্টের খোলামেলা জায়গায়, এখন দেয়াল আবদ্ধ ঘরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। লম্বা হলঘরের ওমাথা লক্ষ করে আলো ফেলল-কিছু খোয়া গিয়েছে বলে মনে না হলেও, পুরোটা ঘুরে দেখতে হবে ওকে। মনে মনে হিসেব করে নিল, তাড়াতাড়ি করে কাজ সারতে পারলে হয়তো আরেকটু সিগারেট টানার সুযোগ পাওয়া যাবে। নিকোটিনের লোভে শুরু করে দিল কাজ।

এই উইংটাকে এখন মিউজিয়ামের বার্ষিক প্রদর্শনীর জন্য সাজানো হয়েছে। মানবজাতির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি জাতির অবদানকে একে একে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একটা একটা করে স্যুইট দেখে চলল হ্যারি- সেল্টিক, বাইজানটাইন, রাশিয়ান, চাইনিজ-কোনটাই বাদ পড়ল না। প্রতিটি স্যুইট সিকিউরিটি গেট দিয়ে

তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে। মিউজিয়ামের সিস্টেমই এমন। বিদ্যুৎ চলে গেলে সাথে সাথে দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ পর, হলের শেষ মাথায় এসে উপস্থিত হলো হ্যারি।

এসব স্যুইটের অধিকাংশ জিনিসপত্র শো-কেসের জন্যই নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু সবার শেষে যে গ্যালারি স্যুইটটা আছে, সেটা সবসময় এখানেই ছিল। অন্তত হ্যারি যতদিন হলো চাকরী করে, ততদিন ধরে আছে। মিউজিয়ামের অ্যারাবিক কালেকশন শোভা পাচ্ছে এখানে। এই স্যুইটের সবকিছুর ব্যয়ভার বহন করছে মাত্র একটি পরিবার। আরব উপদ্বীপের তেল বিক্রি করে ধনী হয়েছে পরিবারটি। লোকে বলে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মধ্যে এমন একটা গ্যালারির স্থায়ী অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে, বছরে কমপক্ষে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড গুণতে হয়।

এমন একনিষ্ঠতা প্রশংসার দাবী রাখে।

অথবা নিন্দার।

পয়সার কী নিদারুণ অপচয়! ভাবতে ভাবতে পিতলের নেমপ্লেটে আলো ফেলল হ্যারি- **দ্য কেনসিংটন গ্যালারি**। তবে কর্মচারীদের মাঝে "কুত্তীটার খোঁয়াড়" নামেই বেশি পরিচিত জায়গাটা।

হ্যারি অবশ্য কখনও লেডী কেনসিংটনকে সামনা সামনি দেখেনি। তবে অন্যান্য কর্মচারিদের কাছে শুনেছে, এই গ্যালারির ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অনিয়ম বা অযত্ন তিনি মেনে নিতে পারেন না। এটা তার একান্ত ব্যক্তিগত শখের প্রজেক্ট। এই স্যুইটের সামান্যতম অনিষ্ট হলে কেউ তার কোপানল থেকে রক্ষা পায় না, এমনকি ডিরেক্টর পর্যন্ত না।

চাকরীর মায়ায় এই গ্যালারির সামনে কিছুটা সময় বেশি অতিবাহিত করল হ্যারি। আলো ফেলে ভালোমত দেখে নিল সব কিছু। নাহ, কোন গোলমাল নেই।

ফিরে যাবে, এমন সময় কিছু একটা নজর কাড়ল ওর। জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল হ্যারি, টর্চের আলো এখন মেঝের উপর পড়ছে।

কেনসিংটন গ্যালারির ভেতর থেকে একটা নীলচে আলো বের হয়ে আসছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন।

আরেকটা টর্চ... ভেতরে ঢুকে পড়েছে কেউ...

উত্তেজনায় হ্যারির হৃদপিন্ড যেন গলার কাছে চলে এসেছে। অনুপ্রবেশকারী! হাত বাড়িয়ে রেডিওটা তুলে নিল ও, "উত্তর উইং-এ সম্ভবত কোন অনুপ্রবেশকারী আছে। পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে নির্দেশনা চাই।"

এখন শিফট লিডার জিন জনসনের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা। লোকটা পাগলাটে হলেও নিজ কাজে দক্ষ। আগে অফিসার হিসেবে আরএএফ-এ কর্মরত ছিল (RAF-Royal Air Force)।

দুই মুহূর্ত পরেই রেডিওতে ভেসে এল লোকটার গলা, কিন্তু কেটে কেটে আসায় হ্যারি পুরোপুরি শুনতে পেল না। "...সম্ভাব্য...নিশ্চিত?...পর্যন্ত অপেক্ষা...দরজা বন্ধ তো?"

নিচে নেমে আসা সিকিউরিটি গেটের দিকে তাকাল হ্যারি। প্রতিটা গ্যালারিতে ঢোকার রাস্তা মাত্র একটা। অন্য পথ বলতে অনেক উঁচুতে অবস্থিত জানালা। কিন্তু ওগুলো খোলা অসম্ভব, ভেতরে ঢুকতে হলে ভাঙতে হবে। আর ভাঙলে এতক্ষণে গার্ড রুমের টের পেয়ে যাবার কথা।

মানস চোখে হ্যারি দেখতে পেল, জনসন এরিমধ্যে কেনসিংটন গ্যালারিতে অবস্থিত সবগুলো ক্যামেরা পরীক্ষা করে দেখা শুরু করে দিয়েছে। আরেকবার পাঁচ রুমের স্যুইটটার দিকে তাকাল সে, আছে আলোটা। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছে। কোন দক্ষ চোরের এভাবে ঘোরাফেরা করার কথা না! সিকিউরিটি গেটের দিকে তাকাল এবার, সবুজ আলো জ্বলছে। নাহ, ঠিকমতই কাজ করছে ওটা।

সন্দেহে পড়ে গেল ও, পাশ দিয়ে যাচ্ছে এমন কোন গাড়ির হেড লাইটের আলো না তো?

রেডিওতে আবার জনসনের গলা শোনা গেল, "ভিডিওতে কিছু নে...ক্যামেরা ফাইভ এখনও বন্ধ হয়ে...ওখানেই থাক...সাহায্য আসছে।"

গেটের পাশে দাঁড়িয়ে রইল হ্যারি। ব্যাকআপ আসছে। আচ্ছা, যদি আমার ভুল হয়ে থাকে?-আচমকা ভাবনাটা খেলে গেল ওর মনে। এমনিতেই ফ্লেমিংয়ের সাথে ঝামেলা চলছে। এখন যদি কোন বোকামি করে ফেলে...

ঝুঁকিটা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে, "কে ওখানে!" চিৎকার করল। জোরালো, দৃঢ় গলায় বলতে চাইছিল কথাগুলো। কিন্তু যা বের হলো, তাকে জোরালো বা দৃঢ়-কোনোটা বলার উপায় নেই।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, ওর চিৎকার শুনেও আলোটার উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরায় কোন পরিবর্তন এল না। বরঞ্চ মনে হলো, গ্যালারির আরো ভেতরে ঢুকে পড়ছে তা। নাহ, ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না। কোন চোরের পক্ষে এতটা শান্ত আচরণ করা সম্ভব না।

হ্যারি পাস-কীটা ব্যবহার করে খুলে ফেলল সিকিউরিটি গেট। একটু আগে ভয় পেয়েছিল বলে, নিজেকেই গালি দিতে মন চাচ্ছে। রেডিওতে কিছু বলার আগে আরো ভালোভাবে অনুসন্ধান করে দেখে নেয়া উচিত ছিল।

কিন্তু যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এখন যতটা সম্ভব কাজ দেখাতে হবে।

আরেকবার ডাকল সে, "সিকিউরিটি! ডোন্ট মুভ!"

আলোটা যেন ওকে পাত্তাই দিল না। আগেরও মতোই ঘোরাফেরা করতে লাগল।

হলের গেটের দিকে একবার তাকাল ও-অল্পক্ষণের মাঝে ব্যাকআপ চলে আসার কথা। "ধুরু, চুলোয় যাক।" বলল, আলোর পিছু নিয়ে ঢুকে পড়ল গ্যালারিতে।

আশেপাশের অসাধারণ সম্পদের দিকে তাকাবার অবকাশ নেই, কিন্তু তাকালে দেখতে পেত অ্যাসারিয়ান রাজা অসুরবানিপালের কাদামাটির ফলক, পারস্য যুগেরও আগে নির্মিত মূর্তি, বিভিন্ন যুগে ব্যবহৃত তলোয়ার ও অস্ত্র সহ আরো অনেক কিছু।

একেবারে শেষ ঘরটায় এসে উপস্থিত হলো হ্যারি। এখানকার জিনিসগুলো যেকোন প্রকৃতিবিদকে মুগ্ধ করবে। দুষ্প্রাপ্য পাথর, অলংকার, ফসিল আর নিওলিথিক (নব্য-প্রস্তর যুগীয়) যন্ত্র দিয়ে ভর্তি এই ঘর।

এতক্ষণে আলোর উৎস পরিষ্কার দেখা গেল। গম্বুজাকৃতি ঘরটার ঠিক মাঝখানে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে আধ-মিটার ব্যাসের একটা নীল আলো। কাঁপছে আলোটা, দেখে মনে হচ্ছে প্রিজম্যাটিক নীল তেল ব্যবহার করে জ্বালানো হয়েছে ওটা।

হ্যারির চোখের ঠিক সামনে, একটা কাঁচের ক্যাবিনেট ভেদ করে চলে গেল আলো। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

আলোটা কিন্তু থামেনি, এগিয়ে গিয়েছে লালরঙা একটা সিকিউরিটি ল্যাম্পের দিকে। *পপ* করে শব্দ হলো একটা, সেই সাথে নিভে গেল লাল আলো। আওয়াজটা কানে যেতে সম্বিত ফিরল হ্যারির, এক পা পিছিয়ে এল। ক্যামেরা ফাইভ নিশ্চয় এই কারণেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই ঘরে লাগানো ক্যামেরার দিকে তাকাল সে, লাল আলো জ্বলছে। কাজ করছে ক্যামেরাটা।

ক্যামেরার দিকে ওর তাকানো দেখতে পেয়ে রেডিওতে জনসন বলল, "হ্যারি, ফিরে এসো! ওখানে থাকার দরকার নেই!" আশ্চর্যের বিষয়-এবার কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পেল হ্যারি।

কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়ল না। ভয় আর বিস্ময়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। এমনিতেও আলোটা ওর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যাচ্ছে ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে।

বৃত্তাকৃতি আলোটার উজ্জ্বল আভায় হ্যারি আবছাভাবে একটা ধাতব বস্তু দেখতে পাচ্ছে। একটা কাঁচের ডিসপ্লেতে শোভা পাচ্ছে জিনিসটা। জিনিসটা একটা বাছুরের সমান বড়। না, ভুল হল! একটা হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকা বাছুরের সমান বড়। অবশ্য কাঁচের সামনে রাখা কার্ডে লেখা-উট। উটের সাথে টুকরাটার মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হলেও, যেহেতু জিনিসটা একটা মরুভূমিতে পাওয়া গিয়েছে, তাই ওটা উট হবার সম্ভাবনাই বেশি।

লোহার উটের উপরে গিয়ে থামল আলোটা, ভাসছে এখনও।

কৌতূহলী হয়ে এক পা এগিয়ে গেল হ্যারি, রেডিওটা মুখের কাছে এনে বলল, "ক্রাইষ্ট!"

কাঁপতে থাকা আলোর গোলকটা কাঁচ ভেদ করে প্রবেশ করল উটের ভেতরে। আচমকা জ্বলতে থাকা মোমবাতি নিভিয়ে দিলে যেমন হয়, তেমনিভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল আলো।

হঠাৎ নেমে আসা অন্ধকার এক মুহূর্তের জন্য অন্ধ করে দিল হ্যারিকে। টর্চটার কথা মনে পড়ল ওর, উঠিয়ে নিয়ে আলো ফেলল উটের উপর, "আলোটা নেই...!"

"তুমি ঠিক আছ তো?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ওই জিনিসটা আসলে কী ছিল?"

জনসন জবাব দিল, গলায় বিস্ময়ের সুর স্পষ্ট, "আমার মনে হয় একটা লাইটনিং বল (একধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা, স্থির বিদ্যুৎ গোলক আকৃতি ধারণ করে)। গল্প শুনেছি, কিন্তু চোখে এই প্রথম দেখলাম। অসাধারণ ছিল।"

অসাধারণ ছিল, ভাবল হ্যারি। তবে কপাল ভালো, কেননা জিনিসটা আসলে যাই হোক না কেন, অন্তত অন্যান্য প্রহরীদের বিদ্রুপের হাত থেকে তো ওকে রক্ষা করেছে!

টর্চটা নিচের দিকে নামাল সে। আলো দূরে সরলেও, লোহার উট কিন্তু এখনও জ্বলছে। ঘন লাল দেখাচ্ছে ওটাকে।

"আবার কী?" বিড়বিড় করে বলল হ্যারি। রেডিওতে হাত দিতেই বিদ্যুৎ যেন কামড় বসাল ওর আঙুলে। গালি বকে উঠল, কিন্তু রেডিওটা ছাড়েনি। বলল, "অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে এখানে। আমার মনে হয় না-"

আচমকা যেন ঝলসে উঠল লোহার উট। পিছিয়ে এল হ্যারি। লোহা যেন উটটার দেহ থেকে গলে গলে পড়ছে।

এই অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষি একমাত্র সে-ই নয়।

রেডিওতে নির্দেশ ভেসে এল, "হ্যারি, বেরিয়ে এসো!"

তর্ক করার প্রশ্নই ওঠে না! আদেশ পালনের জন্য ঘুরে দাঁড়াল হ্যারি, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

উটটাকে ঘিরে ধরে রাখা ডিসপ্লের কাঁচ বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল। বর্শার ফলার মত কাঁচের ছোট ছোট টুকরা এসে আঘাত হানল ওর বাম দিকে। আরেকটা টুকরা গাল কেটে বেরিয়ে গেল। তবে ব্যথা অনুভব করার সময়ই পেল না হ্যারি। তার আগেই যে ওর দিকে ধেয়ে এসেছে জ্বলন্ত চুল্লির মত প্রচন্ড উত্তাপ। বাতাসে যতটুকু অক্সিজেন ছিল, তার পুরোটা নেই হয়ে গেল মুহূর্তের মাঝে।

ঠোঁট খুলেছিল হ্যারি, চিৎকার করতে চেয়েছিল হয়তো। কিন্তু ওই পর্যন্তই, কোন আওয়াজ করতে পারেনি।

পরের বিস্ফোরণটা ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিল গ্যালারির অন্য মাথায়। তবে, সিকিউরিটি গেটের সাথে বাড়ি খেল কেবলমাত্র ওর জ্বলন্ত হাড়। কাপড় আর মাংস পুরো ছাই হয়ে গিয়েছে।

০১:৫৩ এ.এম.

সাফিয়া আল-মায়াজের ঘুম ভাঙল তীব্র আতংকে। চতুর্দিক থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসছে। আতংক যেন আঁকড়ে ধরল ওকে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কপাল বেয়ে ঝরে পড়ছে ঘাম। মুষ্ঠিবদ্ধ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে বিছানার চাদর। পলক ফেলতে ভয় পাচ্ছে, যদি কিছু হয়ে যায়! অতীত আর বর্তমানের মাঝামাঝি কোন এক অদ্ভুত সময়ে আটকা পড়েছে ও।

সাইরেন বাজছে, দূরে কোথাও বিস্ফোরণ হলো এই মাত্র...আর একেবারে নিকট থেকে ভেসে আসছে আতংকিত আর আহতদের চিৎকার। ওর নিজের গলাও আছে এদের মাঝে...

ফ্ল্যাটের নিচে, রাস্তা থেকে হর্নের আওয়াজ ভেসে এল, "রাস্তা খালি করে দিন! গাড়িগুলোকে যেতে দিন!"

ইংরেজী...আরবী না...হিব্রুও না।

অ্যাপার্টমেন্টের পাশ দিয়ে সাইরেন বাজাতে বাজাতে চলে গেল একটা গাড়ি।

চিৎকার করে বলা কথাগুলোই ওকে ফিরিয়ে আনল বর্তমানে। এখন সে লন্ডনে আছে, তেল আবিবে না। দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এল, চোখ অশ্রুসজল।

প্যানিক অ্যাটাক হয়েছে।

নিজেকে সামলাবার জন্য উলের তৈরি কমফোর্টারটা গায়ে পেঁচাল সে। থেরাপিষ্টের শেখানো পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে নিজেকে সামলে নেবার প্রয়াস পেল। চোখ বন্ধ করে শ্বাস নিল কয়েকটা।

বিছানায় ভারী কিছু একটা পড়ার আওয়াজ শুনে চোখ খুলল সাফিয়া। হাত বাড়িয়ে পশমের স্পর্শ পেল। "স্বাগতম বিলি।" মোটা সোটা পার্সিয়ান বিড়ালটাকে আদর করে বলল সে। বিলি আদর পেয়ে উঠে এসে বসল ওর কোলে, গরগর আওয়াজ করছে।

থেরাপিস্টের শেখানো ব্যায়ামের চেয়েও বেশি কাজে দিল বিলির সঙ্গ। কাঁধের শক্ত মাংসপেশিগুলো নরম হয়ে এল। বুঝতে পারল কুঁজো হয়ে আছে সে, যেন যে কোন মুহুর্তে কারও কাছ থেকে আঘাতের আশংকা করছে।

এখনও আধ-ব্লক দূর থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসছে। খোঁজ নেয়া দরকার। ভয় এখন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, খরচ করার জায়গা খুঁজছে সাফিয়া।

আস্তে করে বিলিকে কমফোর্টারের উপর শুইয়ে দিল সে। এক মুহূর্তের জন্য আওয়াজ করা থামিয়ে দিল বিড়ালটা। কিন্তু যখন বুঝল ওকে বের করে দেয়া হচ্ছে না, তখন আবার শুরু হয়ে গেল গরগর করা। বিলি লন্ডনের রাস্তায় জন্মগ্রহণ করেছে। সাফিয়া যখন ওকে খুঁজে পায়, তখন প্রাণিটা গাড়ির সাথে আঘাত পেয়ে

পা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। কারও কথায় পাত্তা না দিয়ে সাফিয়া নিজেই বিড়ালটাকে নিয়ে গিয়েছিল কাছের এক পশু হাসপাতালে।

পশুটাকে রাস্তায় ফেলে আসাটা হতো খুব সহজ। কিন্তু ওকে দেখে কেনো যেন নিজের কথা মনে পরে গিয়েছিল মেয়েটার। একদিন ওকেও সবাই ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেদিন যদি কেউ আশ্রয় না দিত...! বিলির মাঝে যেন নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল। একই সাথে সভ্য আর বন্য। দুনিয়ার প্রতিটা কোণায় গিয়েছে সাফিয়া, নিজের বন্য স্বভাবটাকে শত চেষ্টা করেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।

কিন্তু এক উজ্জ্বল বসন্তের দিনে, জগত কাঁপানো বিস্ফোরণে শেষ হয়ে গিয়েছিল সব কিছু।

সব দোষ আমার...মাথার ভেতরটা আবার ভরে উঠল কান্না আর চিৎকারের আওয়াজে।

জোরে শ্বাস নিতে নিতে বিছানার পাশে থাকা ল্যাম্পটা অন করার চেষ্টা চালালো সাফিয়া। হলো না, বিদ্যুৎ নেই। ঝড়ের জন্যই নেই হয়তো-ভাবল সে।

সেজন্যই এত গোলমাল নাকি?

তাই যেন হয়।

বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সাফিয়া। পর্দা সরিয়ে পঞ্চম তলার ফ্ল্যাট থেকে উঁকি দিল বাইরে।

নিচের দৃশ্যটা অপরিচিত মনে হলো ওর কাছে। সদা শান্ত রাস্তাটা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছে। ফায়ার ইঞ্জিন আর পুলিশ কারে গিজগিজ করছে রাস্তা। বৃষ্টির তীব্রতা কমে এসেছে। স্ট্রীট ল্যাম্পও আর জ্বলছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক ব্লক দূরে জ্বলতে থাকা ঘন লাল আভা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে।

আগুন!

সাফিয়ার হৃদ স্পন্দন বেড়ে গেল, দম বন্ধ হয়ে আসছে আবার-নাহ, পুরানো দিনের কথা ভেবে না। বরং বর্তমান নিয়েই বেশি চিন্তিত। আগুনের অবস্থান দেখে অশুভ আশঙ্কায় ভরে উঠেছে মন। মিউজিয়ামটা যে ওদিকেই। পর্দাটা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল ও, গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল আগুনের দিকে।

ফ্ল্যাট থেকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামটা পায়ে হাঁটা দুরত্বে। পরিষ্কার দেখতে পেল, মিউজিয়ামের উত্তরপূর্ব দিকটায় আগুনের নাচন। অনেককে দেখা যাচ্ছে, আগুন নেভাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

সাফিয়ার আঁতকে উঠার কারণটা উত্তরপূর্ব দিকের তৃতীয় তলায়। ওখানকার দেয়ালে বিশাল বড় একটা গর্ত, আর তা দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বিস্ফোরণের আওয়াজ নিশ্চয় শুনতে পেয়েছিল ও, কিন্তু ঝড়ের কারণে আলাদা করতে পারেনি।

সম্ভবত বোমার আঘাতে হয়েছে ক্ষতিটা...টেরোরিষ্ট অ্যাটাক না তো। নাহ্, হতে পারেনা...

নিজেকে দূর্বল মনে হলো। উত্তর উইং...ওর উইং। নিজের সারা জীবনের সব কাজ, সব রিসার্চ, সব কিছু যে ওখানেই রাখা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। মনে হচ্ছে যেন কোন দুঃস্বপ্ন দেখছে, ঘুম ভেঙে উঠে দেখবে-ঠিকঠাক আছে সবকিছু।

কিছুক্ষণ পর মাথা ভেতরে ঢুকিয়ে নিল সাফিয়া। ঘরের ভেতর আলো দেখে বুঝল, বিদ্যুৎ ফিরে এসেছে।

ওকে চমকে দিয়ে ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিল সাফিয়া, "হ্যালো?"

পেশাদার একটা গলা শুনতে পেল ও, "ড. আল-মায়াজ?"

"হ-হ্যাঁ।"

"আমি ক্যাপ্টেন হোগান। মিউজিয়ামে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।"

"দুর্ঘটনা?" সাফিয়া বুঝতে পারছে, ওর কাছ থেকে কিছু লুকানো হচ্ছে। সাধারণ দুর্ঘটনায় এমন কিছু হতেই পারে না।

"হ্যাঁ। আপনাকে ব্রিফিং এ আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আমাকে মিউজিয়ামের ডিরেক্টর অনুরোধ করেছেন। আপনি কি একঘণ্টার মাঝে আসতে পারবেন?"

"জি পারব। আমি এখুনি আসছি।"

"খুব ভালো। সিকিউরিটিকে আপনার নাম বলে দিচ্ছি।" ফোন রেখে দিলেন ক্যাপ্টেন।

রিসিভার রেখে দিল সাফিয়া, দেখল বিলি ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ল্যাম্পের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে বিড়ালটা চোখে।

"আমার কোন অসুবিধা হবে না, সব কিছু ঠিক আছে।" অস্ফুট স্বরে বলল। যতটা না বিলিকে উদ্দেশ্যে করে, তারচেয়ে বেশি নিজেকে স্বান্তনা দেবার জন্য।

স্বান্তনা পেল না দুই জনের কেউই।

২:১৩ এ.এম জি.এম.টি (০৯:১৩ পি.এম. ইএসটি)
ফোর্ট মিড, মেরিল্যান্ড

নিউ টাইমসের ক্রসওয়ার্ড পাজল মেলাবার সময় বিরক্ত করাটাকে খুব একটা ভালো চোখে দেখেন না থমাস হার্ডি। প্রতি রবি বার রাতে এই কাজটা করতে খুব ভালো লাগে তার। আজকেও তাই করছেন, একহাতে চল্লিশ বছর পুরানো স্কচের বোতল আর অন্য হাতে একটা সিগার। আগুন জ্বলছে ফায়ারপ্লেসে।

চামড়ার উইংব্যাক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি, নজর অর্ধেক শেষ করা পাজলের দিকে। মনোযোগ দিয়ে পরের সূত্রটার অর্থ ভাবছেনঃ

১৯-উপর নীচ-পাঁচ অক্ষরের শব্দ- "সাম অফ অল মেন (যোগফল অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে-অনু)"।

ডেস্ক ফোন বেজে ওঠায় মনোসংযোগে বাঁধা পড়ল তার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাকের উপর থেকে চশমাটা সরালেন তিনি।

ফোন তোলার জন্য সামনে ঝুঁকে দেখতে পেলেন, তার ব্যক্তিগত লাইনে ফোন এসেছে। এই নাম্বারটা আছে মাত্র তিনজনের কাছে-প্রেসিডেন্ট, জয়েন্ট চীফ এর চেয়ারম্যান আর তার ডানহাত, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের কাছে।

কাগজটা ভাঁজ করে কোলের উপর রাখলেন তিনি, ব্যক্তিগত লাইনের লাল বাটনটা চাপলেন। এতে স্ক্রাম্বলার চালু হয়ে যাবে। কেউ আড়ি পাতলেও কিছু বুঝতে পারবে না।

"হার্ডি বলছি।" রিসিভার তুললেন বললেন।

"ডিরেক্টর।"

ক্লান্ত দেহটাকে সোজা করে ফেললেন হার্ডি। গলার স্বরটা চিনতে পারছেন না। উল্লেখিত তিন জনের গলা তার মুখস্ত। "কে বলছেন?"

"টনি রেক্টর। এই অসময়ে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত।"

নামটা শোনা মাত্র মনে মনে হাতড়াতে শুরু করলেন থমাস হার্ডি। ভাইস অ্যাডমিরাল অ্যান্থনি রেক্টর। সাথে সাথে পাঁচটা শব্দ মনে পড়ে গেল তারঃ ডারপা (DARPA-*The Defense Advanced Researcb Projects Agency.*) এই ডিপার্টমেন্টটা কাজ করে ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্সের হয়ে। এদের মটো একটাইঃ *সবার আগে।* প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার ব্যাপারে দ্বিতীয় স্থানে আসতে কোন ক্রমেই রাজি নয় ইউ.এস.এ।

কোন ক্রমেই না।

আতংক দানা বাঁধল তার মনে, "আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি অ্যাডমিরাল?"

"ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একটা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।" বিস্তারিত বর্ণনা করে বোঝালেন অ্যাডমিরাল। থমাস নিজের ঘড়ির দিকে তাকালেন। বিস্ফোরণের মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়েছে। এত অল্প সময়ে এত বেশি তথ্য জড়ো করতে পেরেছেন অ্যাডমিরাল! আশ্চর্য দক্ষতা ডারপার!

অ্যাডমিরালের কথা শেষ হলে থমাস জানতে চাইলেন, "এতে ডারপার আগ্রহের কারণ?"

রেক্টর জানিয়ে দিলেন কারণটা।

থমাসের মনে হলো, ঘরের তাপমাত্রা হঠাৎ করে দশ ডিগ্রী কমে গিয়েছে, "আপনি নিশ্চিত?"

"আমি এরিমধ্যে একটা দলকে প্রমাণ খোঁজার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার ব্রিটিশ এমআইফাইভ-এর সহায়তা দরকার। আর যদি..."

এই গোপন ফোন কলের তাৎপর্য থমাসের কাছে পরিষ্কার হয়ে এল। ব্রিটিশ এমআইফাইভ ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি। রেক্টর চান, থমাস সবার নজর অন্য দিকে সরিয়ে দিক। যেন ডারপার দল কোন সন্দেহ না জাগিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এমনকি ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিকেও ধোঁকা দিতে চান তিনি।

"বুঝতে পেরেছি।" থমাস অবশেষে বললেন। *সবার আগে*। "আপনার দল তৈরি তো?"

"সকাল হতে হতে তৈরি হয়ে যাবে।"

আর কোন ব্যাখ্যা না পাওয়ায়, থমাস হার্ডি বুঝতে পারলেন-ব্যাপারটা কারা দেখভাল করবে। কাগজের মার্জিনে একটা গ্রিক চিহ্ন আঁকলেন তিনি -Σ

"আমি ব্যবস্থা করে রাখব।" ফোনে বললেন।

"খুব ভালো, ধন্যবাদ।" লাইন ডেড হয়ে গেল।

থমাস রিসিভার নামিয়ে রাখলেন, পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে এরিমধ্যে চিন্তা করা শুরু করে দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি করতে হবে। অসমাপ্ত ক্রসওয়ার্ড পাজলের দিকে তাকালেন তিনিঃ ১৯-উপর নীচে-পাঁচ অক্ষরের শব্দ- "সাম অফ অল মেন"।

একেবারে যুতসই।

কলমটা তুলে নিয়ে বক্সগুলোতে লিখলেন তিনি- সিগমা।

০২:২২ এ.এম. জিএমটি
লন্ডন, ইংল্যান্ড

ব্যারিকেডের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাফিয়া। হাত দু'টো ভাঁজ করে আছে, চিন্তিত। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ধোঁয়ার গন্ধ। কী হয়েছে এখানে? ব্যারিকেডের ওপাশে দাঁড়িয়ে এক কনস্টেবল ওর ছবি মিলিয়ে দেখছে।

সাফিয়া জানে, মিল খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে বেচারাকে। লোকটার হাতে ধরা মিউজিয়ামের পরিচয় পত্রে শোভা পাচ্ছে একটা ত্রিশ বছর বয়সী এক পড়ুয়া মেয়ের ছবি। গায়ের রঙ কফিতে ক্রিম মেশালে যেমন হয় তেমন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মেয়েটার কালো চুল পিছনে বেঁধে রাখা, চশমার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে সবুজ চোখ। কিন্তু এই মুহূর্তে সাফিয়াকে উদভ্রান্তের মত দেখাচ্ছে। মাত্র বিছানা

থেকে উঠে এসেছে ও, জামা কাপড় ভেজা, চুল খোলা। তাড়াহুড়োয় বৃষ্টির মাঝে ছাতা না নিয়েই বেরিয়ে পড়েছে।

খবরের কাগজের লোক এরিমধ্যে চলে এসেছে। দুই একটা টেলিভিশন ট্রাকও এসে উপস্থিত। এমনকি দু'টো ব্রিটিশ মিলিটারি ট্রাকও দেখতে পেল সে, রাইফেলধারী সৈনিক বয়ে এনেছে।

সন্ত্রাসী হামলার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না-ব্যারিকেড পর্যন্ত আসতে আসতে একজন সাংবাদিকের কাছে এমন কথা শুনেছে ও। এই মুহূর্তে আশেপাশে ও ছাড়া আর কোন আরব নেই বলে, দুই একজন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সন্ত্রাসী হামলার সাথে ভালোভাবে পরিচয় আছে তার, কিন্তু উপস্থিত লোকরা যা ভাবছে-ঠিক সে কারণে নয়। আর কে বলতে পারে! হয়তো ওর-ই বুঝতে ভুল হচ্ছে, প্যানিক অ্যাটাক হয় এমন রোগীদের প্যারানয়ায় (এমন চিন্তা করা যে, সবাই আমার ক্ষতি করতে চাইছে) ভোগা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

মিউজিয়ামে কী ঘটেছে, তা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে সে। গত দশকের প্রায় পুরোটা কেটেছে মিউজিয়ামের সংগ্রহ বাড়াবার চেষ্টায়। আর গত চারটা বছরের প্রতিটা ক্ষণ ব্যয় করেছে মিউজিয়ামে থেকে রিসার্চ প্রজেক্টগুলো পরিচালনা করে। অনেক কষ্টে গড়ে তোলা সংগ্রহের কতটুকু অবশিষ্ট আছে? আর কতটুকু পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে?

অনেকক্ষণ পর সন্তুষ্ট হলো কনস্টেবল, "আপনি যেতে পারেন। ইন্সপেক্টর স্যামুয়েলসন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

আরেকজন পুলিশ ওর সাথে সাথে মিউজিয়ামের দক্ষিণের প্রবেশ পথ পর্যন্ত এগিয়ে গেল। প্রবেশপথে পিলার গুলোর দিকে মুখ তুলে চাইল সাফিয়া। এতদিন পর্যন্ত জায়গাটাকে ব্যাংকের ভল্টের মত শক্ত বলে মনে হত ওর।

কিন্তু আজ রাতে ধুলোয় মিশে গিয়েছে সেই ধারণা...

ভেতরে ঢুকে অনেকগুলো সিঁড়ি পথ পার হয়ে এল সে। এরপর **"কেবলমাত্র মিউজিয়ামের কর্মচারীদের জন্য"** লেখা একটা দরজা দিয়ে গলিয়ে দিল নিজেকে। ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছেঃভূ-গর্ভস্থ সিকিউরিটি স্যুইট।

দরজায় দাঁড়িয়ে একজন অস্ত্রধারী প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। নড করল একবার, বোঝা গেল ওদের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। টেনে দরজা খুলল লোকটা।

এবার অন্য এক পুলিশ সঙ্গী হলো সাফিয়ারঃ সিভিলিয়ান পোষাক আর নীল স্যুট পড়া এক কালো ব্যক্তি। সাফিয়ার চেয়ে ইঞ্চি খানেক লম্বা হবে, চুল ধূসর রঙ ধারণ করেছে। গালে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি দেখতে পেল ও, শেভ করার সুযোগ পায়নি সম্ভবত। মনে হয়, এ লোকটাও বিছানা থেকে উঠে এসেছে।

একটা হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা, "ইন্সপেক্টর জেফরি স্যামুয়েলসন।" ভেজালো হাতে করমর্দন করল, "এত তাড়াতাড়ি আসার জন্য ধন্যবাদ।"

নড করল সাফিয়া, কথা বলার সাহস হচ্ছে না।

"দয়া করে আমার সাথে আসুন, ড. আল-মায়াজ, বিস্ফোরণের কারণ খুঁজে বের করার জন্য আপনার সাহায্য আমাদের দরকার হবে।"

"আমার সাহায্য?" কোন ক্রমে বলল মেয়েটি। ব্রেক রুমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেল, এখানে কর্মরত প্রত্যেক প্রহরীকে ডাকা হয়েছে। কয়েকজনকে চিনতেও পারল, কিন্তু ওর দিকে তারা এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন অপরিচিত কাউকে এই প্রথমবারের মত দেখছে। সাফিয়াকে দেখা মাত্র চুপ হয়ে গেল সবাই। মেয়েটা বুঝতে পারল, সবাই জানে যে ওকে ডেকে আনা হয়েছে।

কিন্তু কেন? তা কেউ জানে না। তবে নিজের উপর সবার সন্দেহের দৃষ্টি ঠিকই উপলব্ধি করতে পারল সে।

মাথা উঁচু করে এগোল সে, ভয় ছাপিয়ে এখন মনে জেঁকে বসেছে বিরক্তি। একসাথে কাজ করে সবাই, সহকর্মী বলেই ভাবে এদেরকে। তবে একটা কথা মনে মনে স্বীকার না করে পারল না সাফিয়া-এরা সবাই যেহেতু ওর অতীত সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত, তাই সন্দেহ করাটা খুব একটা অস্বাভাবিক না।

ইন্সপেক্টরের পিছু পিছু হলের একেবারে কোণার রুমের দিকে এগোল সে, কাঁধ ঝুলে পড়েছে। জানে, "নেস্ট" (বাড়ি)-এর দিকে এগোচ্ছে ওরা। নামটা কর্মচারীদের আদর করে দেয়া, আসলে ওটা একটা ডিম্বাকৃতির রুম। দেয়াল জুড়ে ভিডিও সার্ভেইল্যান্সের যন্ত্রপাতি, মনিটর দিয়ে ভর্তি।

সিকিউরিটি প্রধান, রায়ান ফ্লেমিং কে দেখতে পেল সাফিয়া। লোকটা মাঝবয়সী, খাট হলেও শক্তপোক্ত। ন্যাড়া মাথা আর বাঁকানো নাকের কারণে, দূর থেকেও ওকে চিনে ফেলা যায়। "বল্ড ঈগল" (ন্যাড়া ঈগল) নামে সবাই ডাকে তাকে। এই মুহূর্তে মিলিটারি ইউনিফর্ম পড়া আর কোমরে অস্ত্র ঝোলানো এক রোগা লোকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। সামনে বসা এক টেকশিয়ানের ঘাড়ের উপর দিয়ে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনে। সাফিয়া ঢুকতেই ফিরে তাকাল।

"ড. সাফিয়া আল-মায়াজ, কেনসিংটন গ্যালারির কিউরেটর।" পরিচয় করিয়ে দেয়ার সুরে বলল ফ্লেমিং। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল।

সাফিয়া ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আসার আগে থেকে এখানে কর্মরত ফ্লেমিং। শুরু করেছিল গার্ড হিসেবে, কিন্তু উঠতে উঠতে আজ সে সিকিউরিটি প্রধান। বছর চারেক আগের কথা, প্রাক-ইসলামিক যুগের একটা মূর্তি চুরি বলতে গেলে একা হাতে ঠেকিয়েছিল ফ্লেমিং। আজকের এই পদটা সেই কৃতিত্বের পুরস্কার। কেনসিংটনরা দক্ষ লোকের দাম দিতে জানে। তখন থেকে সাফিয়া আর ওর গ্যালারির দিকে আলাদা একটা নজর রাখে ফ্লেমিং।

এগিয়ে গিয়ে ওর সাথে যোগ দিল মেয়েটা, সাথে ইন্সপেক্টর স্যামুয়েলসন। ফ্লেমিং হাত বাড়িয়ে সাফিয়ার কাঁধ স্পর্শ করল, চোখে দুঃখ, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তোমার গ্যালারি... তোমার সব কাজ..."

"আমরা কি সব হারিয়ে ফেলেছি?"

ফ্লেমিংকে দেখে মনে হলো, অসুস্থবোধ করছে। কথা না বলে, একটা মনিটর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সে। সাফিয়া ভালোভাবে দেখার জন্য সামনে ঝুঁকে এল। সাদা কালো ছবিতে, উত্তর উইং এর প্রধান হলটা দেখতে পেল। এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নিরাপত্তা প্রদানকারী স্যুট পরিহিত একদল লোক কাজ করছে উইং-এ। এদের কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে কেনসিংটন গ্যালারিতে ঢোকার সিকিউরিটি গেটের সামনে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কংকালের মত দেখতে একটা অবয়বের দিকে।

ফ্লেমিং মাথা নাড়ল, "একটু পর করোনার মৃতদেহ চিহ্নিত করার জন্য ভেতরে ঢুকবেন। কিন্তু আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে ও আমার দলের এক প্রহরী, হ্যারি মাস্টারসনের..."

হাড়গুলো থেকে এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বিশ্বাস করা কঠিন যে, এই কিছুক্ষণ আগেও ওগুলোর মালিক বেঁচে ছিল! সাফিয়ার পায়ের নিচের দুনিয়া কেঁপে উঠল যেন, নিজেকে সামলাতে এক পা পিছিয়ে গেল সে। হাড় থেকে মাংস পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলতে পারে, এমন ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের কথা কল্পনা করাও কঠিন।

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" বিড় বিড় করে বলল সে, "কী ঘটেছে এখানে?"

মিলিটারি লোকটা উত্তর দিল, "এর উত্তরটা আমরা আপনার কাছ থেকেই আশা করছিলাম। নিদেনপক্ষে কোন সূত্র।" ভিডিও টেকনিশিয়ানের দিকে ফিরে বলল, "আবার প্রথম থেকে দেখাও।"

আদেশ পালন হতে হতে সাফিয়ার দিকে তাকাল সে। লোকটার চেহারায় কাঠিন্য, "আমি কমান্ডার র‍্যানডলফ, মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়) এর অ্যান্টি টেরোরিস্ট ডিভিশনের প্রতিনিধি।"

"অ্যান্টি টেরোরিস্ট? বোমাবাজি হয়েছে নাকি এখানে?"

"এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না ম্যাম।" সাফিয়ার প্রশ্নের উত্তরে বলল সে।

টেকনিশিয়ান ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, "আমি তৈরি, স্যার।"

মনিটরের দিকে মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করল র‍্যানডলফ, "আমরা চাই, আপনি ভিডিওটা দেখুন। কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি, ব্যাপারটা ক্ল্যাসিফাইড (একান্ত গোপনীয়)। বুঝতে পেরেছেন?"

কিছুই বুঝতে পারেনি সাফিয়া, কিন্তু তাও নড করল।

"চালাও।" আদেশ দিল র‍্যানডলফ।

ক্যামেরায় কেনসিংটন গ্যালারি দেখা গেল। ঠিকই আছে সবকিছু, তবে অন্ধকার।

“রাত একটার ঠিক পরের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন আপনি।” পাশ থেকে র‍্যানডলফ বলল।

সাফিয়া দেখতে পেল, পাশের রুম থেকে এক টুকরা আলো ভেসে এল এই রুমে। প্রথম প্রথম মনে হলো, হাতে মশাল নিয়ে কেউ একজন অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু একটু পরেই পরিষ্কার বোঝা গেল, আলোর উৎস নিজে থেকে নড়ছে! “জিনিসটা কী?” জানতে চাইল ও।

এবার টেকনিশিয়ান জবাব দিল, “আমরা বিভিন্ন ফিল্টার ব্যবহার করে দেখেছি। যে আলোর গোলকটা দেখছেন, সেটাকে বল লাইটনিং বলা হয়। ঝড়ের ফলে উদ্ভূত হয় এই গোলক, কিন্তু ইতিহাসে এই প্রথম বারের মত আমরা বল লাইটনিং এর ভিডিও পেয়েছি।”

সাফিয়া এই বল লাইটনিং এর কথা আগেও শুনেছে। কিন্তু সাধারণত এর দ্বারা কারও কোন ক্ষতি হয় না। একবার উঁকি দিয়ে লাইভ ফিড (সরাসরি সম্প্রচার) এর দিকে তাকাল, এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। একটা ছোট বল লাইটনিং এত বড় বিস্ফোরণের কারণ হতে পারে না-ভাবল।

এরিমধ্যে ভিডিওতে প্রবেশ করেছে একজন প্রহরী। “হ্যারি মাস্টারসন।” বলল ফ্লেমিং।

সাফিয়া একটা দীর্ঘঃশ্বাস ফেলল। ফ্লেমিং-এর যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে এই লোকটার এখন কেবলমাত্র কিছু ধোঁয়া ওঠা হাড় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বল লাইটনিং টাকে অনুসরণ করছে প্রহরী, দেখে মনে হলো বিস্ময়ে অভিভুত হয়ে গিয়েছে সে! রেডিওটা মুখের কাছে তুলতে দেখা গেল ভিডিওতে, কিন্তু কোন অডিও ফুটেজ না থাকায়, কী বলল তা শোনা গেল না।

বল লাইটনিংটা একটা ডিসপ্লে-এর বেদীর উপর এসে স্থির হলো। ডিসপ্লেতে লোহার কিছু একটা শোভা পাচ্ছে। লোহার জিনিসটার মাঝে ঢুকে পড়ল বল লাইটনিং। চোখ কুঁচকে ফেলল সাফিয়া, কিন্তু ঘটল না কিছুই।

এদিকে প্রহরী এখনও রেডিওতে কথা বলে যাচ্ছে...কিন্তু আচমকা সতর্ক হয়ে উঠল সে। কিছু একটা দেখতে পেয়েছে হয়তো। বেচারা লোকটা ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে, ফেটে গেল ডিসপ্লে ক্যাবিনেট। এক মুহূর্ত পর দেখা গেল চোখ ধাঁধানো বিস্ফোরণ, এরপর অন্ধকার হয়ে গেল স্ক্রীন।

“চার সেকেন্ড পিছনে নাও।” আদেশ দিল কমান্ডার র‍্যানডলফ।

উল্টো দিকে চলতে শুরু করল ভিডিও ফ্রেমগুলো।

“থামো।” হঠাৎ বলে বসল র‍্যানডলফ।

স্ক্রীনে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লোহার টুকরাটা। সত্যি বলতে কি, একটু বেশিই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ভেতর থেকে যেন আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছে।

"কী ওটা?" র‍্যানডলফ জানতে চাইল।

প্রাচীন নির্দশনটার দিকে তাকিয়ে রইল সাফিয়া। এখন বুঝতে পারছে, কেন এত জরুরী তলব পরেছে!

"ওটা কি কোন মূর্তি?" জানতে চাইল কমান্ডার, "কতদিন ধরে আছে এখানে?"

সাফিয়া পরিষ্কার বুঝতে পারল কমান্ডারের মনের কথা, অবশ্য লুকাবার কোন চেষ্টাও করেনি লোকটা। জানতে চাইছে, কারও পক্ষে কি মূর্তির ভেতর বোমা ফিট করে মিউজিয়ামে ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব? হলে নিশ্চয় তার সাহায্যকারী আছে কেউ! আর বেশি সম্ভাবনা হলো সেই সাহায্যকারী এখানে কর্মরত কেউ একজন। কে হতে পারে? নিশ্চয় এমন কেউ, যার অতীতে এধরনের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা আছে!

মাথা নেড়ে না করল মেয়েটা, "না, মূর্তি না।"

"তাহলে কী?"

"উল্কাপিন্ডের অংশ...উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ওমানি মরুভূমিতে আবিষ্কৃত হয়েছিল।"

উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হলেও, জিনিসটা আরো অনেক বেশি প্রাচীন। আর সাফিয়ার তা অজানা নেই। বহু শতক ধরে আরবে একটা গল্প প্রচলিত আছে- এমন এক হারানো শহরের গল্প, যার প্রবেশপথে পাহারা দিচ্ছে এক লোহার উট। এমন এক শহর, যার ধন সম্পদের পরিমাণ অকল্পনীয়। গল্পে আছে, শহরটা এত ধনী যে কালো মুক্তা পাথরের মত পড়ে থাকে তার রাস্তায়, যেন আবর্জনা।

উনবিংশ শতাব্দীতে এক বেদুইন ট্রাকার সে শহরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় এক ব্রিটিশ অভিযাত্রীকে। কিন্তু কোথায় সেই ধন-সম্পদ? বালিতে ডুবে থাকা এক উল্কাপিন্ড ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায়নি অভিযাত্রী। উল্কাপিন্ডটা দেখতে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা উটের মত। আর দেখা গেল, গল্পের সেই বিখ্যাত কালো মুক্তা আদতে পুড়ে যাওয়া কাঁচ। বালিতে উল্কাপিন্ড পড়ার ফলে উৎপন্ন তীব্র উত্তাপে যার সৃষ্টি।

"এই উটের মত দেখতে উল্কাপিন্ডটা" বলেই চলছে সাফিয়া, "ব্রিটিশ মিউজিয়াম চালু হবার সময় থেকেই এখানে আছে। তবে এতদিন স্টোরেজ লকারে ফেলে রাখা হয়েছিল। আমি খুঁজে বের করে কালেকশনে যোগ করেছি।"

ইন্সপেক্টর স্যামুয়েলসন তার দীর্ঘক্ষণের নিরবতা ভেঙ্গে বললেন, "কতদিন আগের ঘটনা এটা?"

"দুই বছর।"

"তাহলে তো অনেকদিন হলো।" জোর দিয়ে বললেন ইন্সপেক্টর, সেই সাথে এমনভাবে কমান্ডারের দিকে তাকালেন যেন এই বিষয় নিয়ে আগেই এক দফা কথা কাটাকাটি হয়ে গিয়েছে।

"উল্কাপিন্ড?" মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কমান্ডার, নিজের কন্সপাইরেসি থিওরি (কেউ আমাদের পিছনে লেগেছে-কোন প্রমাণ ছাড়া এমন কথা বলাঃ অনু) কাজে না লাগায় মনক্ষুণ্ন। "কিন্তু, কেন?"

হঠাৎ দরজার কাছ থেকে ভেসে আসা হট্টগোলের আওয়াজে চমকে উঠল সবাই। নজর চলে গেল সেদিকে। মিউজিয়ামের ডিরেক্টর, এডগার টাইসনকে দেখতে পেল সাফিয়া। তিনি জোর করে সিকিউরিটি সুইট্যে ঢুকতে চাইছেন। লোকটা মিউজিয়াম অন্তঃপ্রাণ। এতক্ষণ তাঁকে দেখতে না পাওয়াটা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

কিন্তু সেই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা কেন ঘটল, সেই কারণটাও দেখতে পেল সে। টাইসনের ঠিক পিছু পিছু স্যুইটে ঢুকল আরেক মহিলা। ঝড় শুরু হবার আগেই যেমন তার উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়, তেমনি ভদ্রমহিলা প্রবেশ করার আগেই যেন তার উপস্থিতির কথা বুঝতে পারল সবাই। ছয় ফুটের উপরে লম্বা ভদ্রমহিলার পরনে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের টারটান ওভারকোট, ভিজে একশা হয়ে আছে পোষাকটা। কিন্তু কাঁধ পর্যন্ত লম্বা বালু রঙা চুল শুকনো।

কমান্ডার র‍্যানডলফ সোজা হয়ে দাঁড়াল, এক পা সামনে এসে সম্মানের সাথে বলল, "লেডী কেনসিংটন।"

ওকে যেন পাত্তাই দিল না সদ্য আগত মেয়েটা, ঘরের মাঝে নেচে বেড়াচ্ছে দৃষ্টি। সাফিয়ার উপর নজর পড়তেই স্বস্তির আভা খেলে গেল চেহারায়, "সাফি... থ্যাংক গড!" দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে সাফিয়াকে জড়িয়ে ধরল সে। কানে ফিসফিস করে বলল, "খবরটা শোনার পর...এমনিতেই তুমি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ কর... ফোনে পাচ্ছিলাম না।"

সাফিয়াও জড়িয়ে ধরল মেয়েটাকে। একে অন্যকে সেই ছোট বেলা থেকে চেনে ওরা, এক অর্থে বোনের চেয়ে বেশি আপন। "আমি ঠিক আছি, কারা।"

কারা, মানে লেডী কেনসিংটন বেশ শক্ত মানসিকতার মেয়ে। তাকে এমন ভয় পেতে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। হঠাৎ কারার প্রতি ভালোবাসায় ভরে উঠল ওর মন। অনেক দিন ধরে এই অনুভুতির সাথে অপরিচিত সাফিয়া, অন্তত কারার বাবা মারা যাবার পর আর কখনও এমন অনুভূতি হয়নি।

কেঁপে উঠল কারা, "তোমাকে হারালে পাগল হয়ে যেতাম।" আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল বান্ধবীকে.।

চোখ ভরা পানি নিয়ে সাফিয়া ভাবল এরকম আরেকটা আলিংগনের কথা। সেদিনও একই কথা শুনেছিল সে। *আমি তোমাকে কোন দিন হারাব না।*

বয়স যখন চার, তখন বাস অ্যাক্সিডেন্টে সাফিয়ার মা মারা যান। বাবা যে কে, তাই জানতে পারেনি কখনও। মা হারা মেয়েটার ঠাই হয়েছিল এতিম খানায়। জায়গাটা ওর মত দোআঁশলার জন্য নরক তুল্য।

এক বছর পর, এতিমখানা থেকে ওকে তুলে আনা হয়েছিল কারার খেলার সাথী হিসেবে। কারার রুমেই ঘুমাতো ও। দত্তক নেবার দিনটার কথা অবশ্য ওর খুব একটা মনে নেই। শুধু মনে আছে, একজন লম্বা লোক এসে ওকে নিয়ে গিয়েছিল।

লোকটা ছিল কারার বাবা-রেজিনাল্ড কেনসিংটন।

দু'জনের বয়স ছিল কাছাকাছি, আবার দু'জনেই বুনো প্রকৃতির। তাই পরস্পরের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল খুব সহজে। খুব আনন্দে কাটছিল দিন।

যখন ওদের বয়স দশ, তখন হলো ছন্দপতন। লর্ড কেনসিংটন ঘোষণা করলেন, কারাকে দুই বছরের জন্য ইংল্যান্ডে পড়তে যেতে হবে। আচমকা ঘোষণায় এতটা মুষড়ে পড়েছিল সাফিয়া যে, খাওয়া শেষ না করেই দৌড়ে এসে রুমে লুকিয়েছিল। বান্ধবী হারাবার ভয় তো ছিলই, সেই সাথে এতিমখানায় ফিরে যাবার আতংকও ছিল। কিন্তু কারা নিশ্চিত করেছিল ওকে। কাঁদতে কাঁদতে ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, *আমি তোমাকে কোনদিন হারাব না। পাপাকে বলে তোমাকেও আমার সাথে নিয়ে যাব।*

কথা রেখেছিল কারা।

সাফিয়া আর কারা একসাথে দুই বছরের জন্য ইংল্যান্ডে গেল। একসাথে লেখাপড়া করল। বোনের মত, বেষ্ট ফ্রেন্ডের মত একে অন্যের সাথে সময় কাটালো। ওমানে ফেরার পর দেখা গেল, দু'জনকে আলাদা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে! মাসকাট থেকে একই সময়ে লেখা পড়া শেষ করল ওরা। জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাবার সাথে শিকারে গিয়েছিল কারা, ফেরার আগ পর্যন্ত ভালোই চলছিল সব কিছু।

কিন্তু তারপর ওলট-পালট হয়ে গেল সব কিছু।

কারা তো ফিরে এল, কিন্তু তার বাবা ফিরলেন না।

আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো, রেজিনাল্ড কেনসিংটন সিংকহোলে পড়ে মারা গিয়েছেন। কিন্তু তার দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সেদিনের পর থেকে কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল কারা। নাহ, সাফিয়াকে কখনও দূরে সরিয়ে দেয়নি। কিন্তু সেই বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্কটাও আর রইল না। নিজের লেখাপড়া নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়ল কারা, পড়া শেষ হলে হাতে তুলে নিল বাবার ব্যবসার দ্বায়িত্ব। মাত্র উনিশ বছর বয়সে অক্সফোর্ড থেকে পাশ করে বেরোয় সে।

দেখা গেল, ব্যবসার ব্যাপারে কারা কেনসিংটন এক বিরল প্রতিভা। ইউনিভার্সিটিতে থাকা অবস্থায়, বাবার রেখে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ তিনগুণ করে ফেলল সে। কেনসিংটন ওয়েলস, ইনকর্পোরেটেডের শাখা বিস্তার হলো নতুন নতুন ব্যবসায়ঃ কম্পিউটার টেকনোলজি প্ল্যাটফর্ম, ডিস্যালিনেশন (লবণ দূর করা) প্যাটেন্ট, টিভি সম্প্রচার ইত্যাদি। তবে কারা কিন্তু পরিবারের সম্পদের মূল উৎস-

তেল এর কথা ভোলেনি। এই মাত্র গত বছর, হ্যাল্লি বার্টন কর্পোরেশনকে সরিয়ে তেল খাতে এক নম্বরে নিজের আসন পাকাপোক্ত করে ফেলেছে কেনসিংটন ইনক.।

ভোলেনি সাফিয়াকেও। কারার অর্থায়নেই অক্সফোর্ড থেকে আর্কিওলজিতে ডক্টরেট করল সাফিয়া। লেখা পড়ার পাট চুকলে, যোগ দিল কেনসিংটন ওয়েলস, ইনক.-এ। কারার ব্যক্তিগত প্রজেক্ট, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কেনসিংটন গ্যালারি দেখভাল করার দায়িত্ব এসে পড়ল ওর উপর। কোম্পানির মত কেনসিংটন গ্যালারি আরো সমৃদ্ধ হলো কারার তত্ত্বাবধায়নে। দুই মাস আগের কথা-শত শত মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে, কারার সমস্ত সংগ্রহ কিনে নেবার প্রস্তাব দিয়েছিল ক্ষমতাসীন সৌদি পরিবার।

কারা সেই প্রস্তাব আমলেই নেয়নি। টাকা দিয়ে এই গ্যালারির মূল্য বিচার করা অসম্ভব। এটা আসলে ওর বাবার স্মৃতিসৌধ। তার মরদেহ কোন দিন পাওয়া না গেলেও, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের এই গ্যালারিটাই যেন তার সমাধি।

সাফিয়া, লাইভ ফিড দেখাচ্ছে যে মনিটরটা, সেটার দিকে তাকাল। ওর নিজের যখন এমন লাগছে, তখন কারার উপর দিয়ে যে কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে-তা সহজেই অনুমেয়।

"কারা," শুরু করল সাফিয়া। নম্রস্বরে কথা বলছে, যেন ধাক্কাটা আস্তে লাগে। "গ্যালারিটা...আর নেই।"

"জানি, এডগার বলেছে।" কারা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল। গলার স্বরে ফিরে এসেছে কাঠিন্য। চিরপরিচিত আদেশের সুরে বলল, "কী হয়েছে এখানে? আর এজন্য কে দায়ী?"

সৌদি রাজ পরিবারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবার মাত্র দুই মাস পর এমন দুর্ঘটনা! কারার যে সন্দেহ হবে তাতে আশ্চর্য কী।

লেডী কেনসিংটনের জন্য আবার শুরু থেকে চালানো হলো ভিডিওটি। সাফিয়া সেদিকে নজর না দিয়ে, কারার দিকে নজর দিল। নিশ্চয় অনেক বড় শক পেয়েছে কারা! চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল বিস্ফোরণের সাথে শেষ হলো ভিডিও। পুরো সময় জুড়ে মেয়েটার চেহারায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখতে পেল না সাফিয়া, যেন মার্বেল পাথর দিয়ে বানানো কোন মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে।

কিন্তু ভিডিও শেষ হতে, ধীরে ধীরে চোখ মুদল কারা। নাহ, ভয় বা শকের জন্য নয়-সাফিয়া ওর বান্ধবীর মনের খবর সহজেই আঁচ করতে পারে। স্বস্তি নিয়ে চোখ বন্ধ করেছে ও, ভাবল সাফিয়া। চোখের সামনে দেখতে পেল, তার বান্ধবীর ঠোঁট নড়ছে। কানে শোনা যায় না, এমন আওয়াজে বলছে, "অবশেষে..."

ফক্সহান্ট

নভেম্বর ১৪, ০৭ঃ০৪ এ. এম. ইএসটি
লেডিয়ার্ড, কানেকটিকাট

যে কোন ধরনের শিকারে সফল হবার জন্য চাই ধৈর্য্য।

পেইন্টার ক্রো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে ওর মাতৃভূমিতে। তার বাবার গোত্রের লোকরা এই এলাকাকে ডাকে মাসানটুকেট-"গাছের রাজ্য" বলে। কিন্তু পেইন্টার যেখানে দাড়িয়ে আছে সেখানে নেই কোন গাছ, নেই পাখির কোলাহল বা বাতাসের মৃদু স্পর্শ। তার বদলে কান না পাতলেও শুনতে পাওয়া যাবে স্লট মেশিনের খটাখট, পয়সার ঝনঝনানি। শ্বাস নিতে হয় পরিশোধিত বাতাসে।

ফক্সউড রিসোর্ট এন্ড ক্যাসিনো বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্যাম্বলিং কমপ্লেক্স (জুয়াখেলার স্থান), এমনকি লাস ভেগাস বা মন্টি কার্লোতেও এত বড় কমপ্লেক্স নেই। লেডিয়ার্ডের ঠিক বাইরে, মাসানটুকেট রিজার্ভেশনের ঠিক মাঝখানে গাছ-পালা ভেদ করে দাড়িয়ে আছে বিশাল কমপ্লেক্সটি। জুয়াখেলার বিভিন্ন উপকরণ ছাড়াও রিসোর্টে আছে তিনটা বিশ্বমানের হোটেল। পুরো কমপ্লেক্সটার মালিক পিকো ট্রাইব (গোত্র)। পিকো ট্রাইব অর্থ "ফক্স পিপল (শেয়াল মানব)"। এই মাটিতে দশ হাজার বছর ধরে শিকার করে বেড়াচ্ছে গোত্রটি।

কিন্তু আজকের শিকারের লক্ষ্য হরিণ নাা, আর না কোন শেয়াল।

আজকের শিকার একজন চাইনিজ কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট-জিন ঝ্যাং।

ঝ্যাং অবশ্য নিজের আসল নামের চেয়ে নকল নাম-*কেয়োস* নামেই বেশি পরিচিত। দক্ষ হ্যাকার আর কোড ব্রেকার এই ঝ্যাং। ডোশিয়ে পড়ে লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মেছে পেইন্টারের মনে। গত তিন বছর ধরে ইউ.এস.এ-এর বিরুদ্ধে অনেকগুলো সফল কম্পিউটার এসপিউনাজ মিশন সম্পন্ন করেছে এই মুহূর্তে রাফল লরেন স্যুট পড়া লোকটি। এবার তো একেবারে লস অ্যালামস থেকে প্লাজমা উইপনস টেকনলজি চুরি করে এনেছে।

অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে পেইন্টার-কখন শিকার পাই গো (এক ধরনের খেলা) এর টেবিল ছেড়ে উঠবে। অবশেষে ফল মিলল অধ্যবসায়ের, উঠেছে লোকটা।

"ক্যাশ করে নেবেন, ডা. ঝ্যাং?" পিট বস জানতে চাইল। ভোর সাতটা বাজে, ঝ্যাং বাদে অন্য কোন খেলোয়াড় নেই। আর আছে লোকটার বডিগার্ড।

পেইন্টার তাই দূর থেকে নজর রাখছে। কোন ঝুঁকি নিতে চায় না সে, অন্তত এতদূর আসার পর তো নয়-ই।

ঝ্যাং ডিলারের দিকে এগিয়ে দিল নিজের কালো চিপস গুলো। ডিলার মেয়েটি টাকা গোনা শুরু করল।

লোকে বলে, চাইনিজদের চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। ঝ্যাংকে দেখে কথাটা সত্যি বলে মনে হলো পেইন্টারের। একেবারে অনুভূতিশুন্য চেহারা।

দেখে কেউ আচ পর্যন্ত করতে পারবে না যে, লোকটা কত বড় ক্রিমিনাল। পনেরটা দেশের পুলিশের ওয়ান্টেড লিষ্টে ওর নাম আছে। একেবারে পশ্চিমা ব্যবসায়ীদের মত বেশ নিয়েছে লোকটাঃ একটা দারুণ স্যুট, সিল্ক টাই আর হাতে প্লাটিনাম রোলেক্স। চোখে চশমা, হালকা নীল রঙের কাচ দিয়ে বানানো। জিনিসটা ওর চেহারায় জ্ঞানী জ্ঞানী একটা ভাব এনে দিয়েছে।

অবশেষে গোনা শেষ হলো ডিলারের, "পুরো পঞ্চাশ হাজার ডলার।"

পিট বস মেয়েটির দিকে চেয়ে নড করলে, টাকাগুলো গুনল ডিলার। "সৌভাগ্য আপনার সাথী হোক।" বস বলল।

ঝ্যাং চুপচাপ ওর দুই বডিগার্ড নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, এমনকি একবার নড পর্যন্ত করল না। সারা রাত ধরে জুয়া খেলেছে সে। সুর্য উঁকি দিচ্ছে পূর্বাকাশে। তিনঘন্টার মাথায় সাইবার ক্রাইম ফোরাম আবার চালু হয়ে যাবে। পরিচয় পত্র চুরি, দালানের নিরাপত্তা ইত্যাদি আরো অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে কনফারেন্সটিতে।

দুই ঘন্টা পর শুরু হবে হিউলেট প্যাকার্ডের ব্রেকফাস্ট সিম্পোজিয়াম। এই মিটিং চলাকালীন সময়েই ঝ্যাং লেনদেন সেরে ফেলবে। লোকটার আমেরিকান কন্ট্যাক্ট কে, তা এখনও জানা যায়নি। পেইন্টারের এই গোপন মিশনের এটাও একটা উদ্দেশ্য। চুরি করা ডাটা পুনরুদ্ধারের সাথে সাথে ঝ্যাং এর আমেরিকান কন্ট্যাক্টকেও ধরতে চায় সিগমা।

এমন একটা মিশন, যেখানে ব্যর্থ হবার কোন সুযোগ নেই!

পেইন্টার পিছু নিল। মাইক্রো-সার্ভেইল্যান্স আর কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সে অসাধারণ দক্ষ। ডারপার বসেরা সেজন্যই ওকে বেছে নিয়েছেন। তবে ফক্সউডের মত জায়গায় কারও নজর না কাড়ার ব্যাপারটাও আছে।

দোআঁশলা হলেও, পেইন্টারের মাঝে বাবার যতটুকু ছাপ আছে তা দিয়ে সহজেই ওকে পিকো ইন্ডিয়ান বলে চালিয়ে দেয়া যায়। একটা ট্যানিং স্যালনে গিয়ে চামড়াটা আরেকটু বাদামী করে নিতে হয়েছে আর কন্টাক্ট লেন্সের সাহায্যে মার কাছ থেকে পাওয়া নীল চোখজোড়া ঢাকতে হয়েছে-এই যা।

বেশ কিছুটা দূর থেকে ঝ্যাংকে অনুসরণ করছে পেইন্টার। সরাসরি একবারও ওদিকে তাকায়নি। হঠাৎ ইয়ারপিসে গুঞ্জন উঠল, চিনতে পারল পেইন্টার-ঝ্যাং এর গলা। নিজের স্যুইটের দিকে ফিরতে ফিরতে মান্দারিনে কথা বলছে লোকটা।

গলায় লাগানো মাইক্রোফোনটা স্পর্শ করল পেইন্টার, সাবভোকাল (স্বরযন্ত্র ব্যবহার করে কোন আওয়াজ না করে শুধু স্পন্দনের সাহায্যে কথা বলা) আওয়াজে বলল, "স্যানচেজ, শুনতে পাচ্ছ?"

"একেবারে পরিষ্কার, কমান্ডার।"

ক্যাসান্দ্রা স্যানচেজ এই মিশনে ওর সহকারী। ঝ্যাং-এর স্যুইটের ঠিক উল্টো পাশে আস্তানা গেঁড়ে বসেছে মেয়েটি।

"সাবডার্মাল (চামড়ার নিচে লাগানো) যন্ত্রটা কাজ করছে?"

"করছে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কাজ না সারতে পারলে সমস্যা হবে। জিনিসটার পাওয়ার প্রায় শেষের দিকে।"

পেইন্টার ভ্রূ কুঁচকে ফেলল। সাবডার্মাল জিনিসটা আসলে একটা আড়িপাতা যন্ত্র। আগের দিন ঝ্যাং-এর শরীর ম্যাসেজ করার উছিলায় ক্যাসান্দ্রা সেটাকে জায়গামত বসিয়ে দিয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকান বলে, স্যানচেজকে অনায়াসে ইন্ডিয়ান বলে চালিয়ে দেয়া যায়। আড়িপাতা যন্ত্রটা একেবারেই ছোট, তাই ঝ্যাং চামড়া ফুটো হবার ব্যথা একদম টের পায়নি। তাও সাবধানের মার নেই ভেবে, স্যানচেজ চামড়ার রঙের সাথে মিলিয়ে একটা সার্জিকাল টেপ লাগিয়ে দিয়েছিল। ম্যাসেজ করা শেষ হতে হতে, ঐ ছিদ্রের আর কোন অস্তিত্বই রইল না। তবে সমস্যা একটাই, জিনিসটার আয়ুষ্কাল মাত্র বারো ঘণ্টা।

"আমাদের হাতে কতক্ষণ সময় আছে?"

"খুব বেশি হলে...আঠারো মিনিট।"

বারো জন ডারপা এজেন্ট দুই সপ্তাহ খেটে চুরির পেছনে দায়ী ব্যক্তিটিকে খুঁজে বের করতে পেরেছেঃ জিন ঝ্যাং। কাগজে কলমে সে চ্যাংনেট, সাংহাইয়ের একটা টেলিকমের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। কিন্তু আসলে সে একজন গুপ্তচর। সিআইএ-র দেয়া তথ্য মতে, ঝ্যাং-এর স্যুইটে রাখা একটা স্যুটকেস কম্পিউটারে পোরা আছে সব তথ্য। কিন্তু এমন ব্যবস্থা করে দেয়া আছে যে, ঠিক মতো আনলক করতে না পারলে সব মুছে যাবে।

সেই ঝুঁকি নেয়া সম্ভব না। কেননা লস অ্যালামসে রেখে আসা ঝ্যাং-এর ওয়ার্ম নিজের কাজ খুব ভালোমত করেছে। প্লাজমা ক্যানন সম্পর্কিত সব তথ্য মুছে গিয়েছে। নাওয়া খাওয়া ছেড়ে কাজ করলে আগের অবস্থায় ফিরতে সময় লাগবে না হলেও দশ মাস। কিন্তু সমস্যা হলো, তথ্যগুলো চায়নার হাতে পড়লে তারা এগিয়ে যাবে পাঁচ বছর।

কিন্তু সময় যে বয়ে যাচ্ছে, হাতে আর বেশি অবশিষ্ট নেই।

এলিভেটর চালু হলে পেইন্টার গলার মাইক্রোফোন স্পর্শ করে বলল, "উপরে উঠছে।"

"বুঝতে পেরেছি, তোমার নির্দেশের অপেক্ষা করছি কমান্ডার।"

এদিকে এলিভেটরের দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে, পেইন্টার পাশের এলিভেটরে উঠে পড়েছে। আগেই হলুদ টেপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল ওটা। টেপে কালো অক্ষরে লেখা ছিলঃ **নষ্ট**।

"ঢুকে পড়েছি।"

স্যানচেজ সাবধান করে দিল ওকে, "তৈরি হয়ে নাও।"

দরজা বন্ধ হতে হতে, এলিভেটরের মেহগনি প্যানেলে হেলান দিয়ে দাঁড়াল পেইন্টার।

ছুঁড়ে দেয়া গুলির মত উপরে ছুটল এলিভেটর। স্যানচেজ ওর এলিভেটরের গতি ম্যাক্সিমাম করে রেখেছে আগেই। আর ঝ্যাং-এর এলিভেটরের গতি কমিয়ে দিয়েছে চব্বিশ পার্সেন্ট। আশা করা যায়, ঝ্যাং ব্যাপারটা টের পাবে না।

বত্রিশতম তলায় এসে ঝাঁকি দিয়ে থামল পেইন্টারের এলিভেটর। এতটাই আচমকা যে মেঝে থেকে উপরে উঠে গেল ওর দেহ। এক মুহূর্ত পর আবার আছড়ে পড়ল মেঝেতে। দরজা খুললে, টেপের নিচ দিয়ে বের হলো সে। অন্য এলিভেটরটার দিকে তাকিয়ে দেখল, এখনও তিন তলা নিচে আছে সেটা।

তাড়াতাড়ি করতে হবে।

দৌড়ে ঝ্যাং-এর স্যুইটের সামনে চলে এল সে। "ভেতরের কী খবর?" জানতে চাইল সে।

"মেয়েটাকে খাটের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। ভেতরে দুই জন গার্ড তাস পেটাচ্ছে।"

"রজার দ্যাট।" স্যুইটের হিটিং ভেন্টে আগেই পেন্সিল ক্যামেরা সেট করে রেখেছে স্যানচেজ। ঝ্যাং-এর স্যুইটের ঠিক উল্টোটার দরজা খুলল পেইন্টার।

ক্যাসান্দ্রা স্যানচেজের চারদিকে মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে আছে নজরদারী করার সব যন্ত্রপাতি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো কাপড় পরে আছে মেয়েটি। এমনকি তার কাঁধেও একটা কালো হোলস্টার, তাতে শোভা পাচ্ছে .৪৫ সিগ সওয়ার। নিজের মত করে বানিয়ে নিয়েছে সে বন্দুকটা। বাঁটটা স্বাভাবিকের চেয়ে বড়, রাবার দিয়ে মোড়া। ম্যাগাজিন রিলিজ করার ক্যাচটা ডান দিকে। খুব দক্ষ মার্কসম্যান সে, সিগমায় আসার আগে স্পেশাল ফোর্সে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।

চোখে উত্তেজনা নিয়ে পেইন্টারকে স্বাগত জানালো মেয়েটা।

ক্যাসান্দ্রাকে দেখে শ্বাস ফেলার গতি যেন বেড়ে গেল পেইন্টারের। সিল্কের ব্লাউজ মেয়েটির স্তন জোড়াকে ঢেকে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। নিজেকে সামলাতে চোখ উপরে তুলে নিল সে। গত পাঁচ বছর ধরে একে অন্যের পার্টনার ওরা। কিন্তু নিজেদের মাঝে সম্পর্কটা ঘন হয়েছে এই অল্প কয়দিন হলো।

মেয়েটিও যেন বুঝতে পারল ওর অবস্থা। "হারামজাদারা এসে পড়েছে প্রায়।" মনিটরের দিকে নজর ফেরালো সে, "পনের মিনিটের মাঝে যদি ফাইলগুলো ওপেন না করে সে... *শিট!*"

"কী হলো?" জানতে চাইল পেইন্টার।

একটা মনিটরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল ক্যাসান্দ্রা। গ্রান্ড পিকো টাওয়ারের থ্রি-ডি ইমেজ দেখা যাচ্ছে ওতে। একটা ছোট লাল X জ্বলছে ওতে। "ঝ্যাং আবার নিচে নামছে!"

হাত মুঠো করে ফেলল পেইন্টার। "কিছু একটা সন্দেহ করতে পেরেছে হয়তো। এলিভেটরে ওঠার পর কি স্যুইটের সাথে কোন যোগাযোগ করেছে?"

"একবারও না।"

"কম্পিউটারটা কোথায়? ওখানেই আছে?"

আরেকটা মনিটরের দিকে দেখাল মেয়েটি। ওতে ঝ্যাং-এর স্যুইটের সাদা কালো ছবি দেখা যাচ্ছে। ছোট কম্পিউটারকে দেখতে পেল পেইন্টার। ভেতরে ঢুকে ওটা ছিনিয়ে আনতে কোন কষ্টই হবে না ওর, কিন্তু ওর চাই ঝ্যাং-এর কোডগুলো। নয়ত কম্পিউটারে জমা করে রাখা সব তথ্য পরিণত হবে আবর্জনায়। আড়িপাতা যন্ত্রটা এজন্যই ফিট করা হয়েছিল, ঝ্যাং এর টাইপ করা সবগুলো কী বুঝতে পারত ওটার সাহায্যে।

"আবার নিচে যেতে হবে।" বলল পেইন্টার। যন্ত্রটার রেঞ্জ মাত্র দুইশ মিটার। তাই কাউকে না কাউকে সবসময় ওটার কাছে থাকতে হয়।

"যদি আমাদের উপস্থিতি আন্দাজ করতে পারে-"

"আমি জানি।" দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল ও। ঝ্যাং যদি ওদের উপস্থিতির কথা আন্দাজ করতে পারে, তাহলে আর কোন উপায় নেই-মেরে ফেলতে হবে ক্রিমিনাল লোকটাকে। চায়নার হাতে কোনক্রমেই তথ্যগুলো পড়তে দেয়া যাবে না। সেভাবে ব্যাকআপ প্ল্যান করে রেখেছে ওরা। সিগমা কাঁচা কাজ করে না। তাদের ব্যাকআপ প্ল্যানের-ও ব্যাকআপ প্ল্যান থাকে। এমনকি, স্যুইটের ভেন্টিলেশন গ্রেটে একটা ছোট ইএম গ্রেনেডও আছে (ইএম-ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক, এধরনের গ্রেনেড ফাটিয়ে একটা নির্দিষ্ট এলাকার সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি অকেজো করে দেয়া যায়)। এক মুহূর্তের নোটিশে ওটাকে ফাটিয়ে দিতে পারে পেইন্টার। এতে করে কম্পিউটার থেকে সব তথ্য মুছে যাবে।

পেইন্টার আবার দৌড়ে গিয়ে ঢুকল ওর এলিভেটরে। "ওদের আগে আমাকে নিচে নামিয়ে দিতে পারবে?"

"শক্ত করে কিছু একটা আঁকড়ে ধর।" জবাবে ক্যাসান্দ্রা বলল।

কিন্তু মেয়েটার পরামর্শ মোতাবেক কাজ করার আগেই পায়ের নিচ থেকে সরে গেল এলিভেটররের মেঝে। বাধাহীনভাবে পড়তে শুরু করল এলিভেটর। একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে ব্রেক কষে থামল যন্ত্রটা, অনেক চেষ্টা করেও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রইতে পারল না পেইন্টার।

দরজা খুলে গেলে হাচরে পাঁচরে উঠে দাঁড়াল ও। মাত্র পাঁচ সেকেন্ডে ত্রিশ ফ্লোর! রেকর্ড করে ফেলেছে নিশ্চয়। এলিভেটর থেকে বের হয়ে লবিতে এসে দাঁড়াল সে, ঝ্যাং-এর এলিভেটররের দিকে তাকিয়ে বুঝল এই মুহূর্তে মাত্র আর কয়েক ফ্লোর উপরে আছে ওটা।

কয়েকপা পিছিয়ে এল পেইন্টার, এমন ভান করছে যেন সে ক্যাসিনোর সিকিউরিটি গার্ড।

এলিভেটর এসে পৌছাল অবশেষে, খুলে গেল দরজা।

আড়চোখে এলিভেটররের ভেতরে নজর ফেলল সে, *ওহ শিট...* খালি ভেতরটা!

ঝ্যাং অন্য কোন ফ্লোরে নেমে পড়ল নাকি? এলিভেটররের ভেতর ঢুকল সে। অসম্ভব। এটা এক্সপ্রেস এলিভেটর। মাঝখানে বিরতি দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেইন্টাররের নজরে পড়ল এলিভেটররের পেছনের দেয়ালের দিকে। কিছু একটা টেপ দিয়ে লাগানো আছে। ঝিলিক দিচ্ছে প্লাস্টিক আর ধাতু। মাইক্রোট্রান্সিভার, আড়ি পাতার যন্ত্রটা।

দুরু দুরু বুকে এলিভেটরে প্রবেশ করল পেইন্টার। চোখ কেবলমাত্র টেপের উপর। টেনে খুলে নিল জিনিসটা। কাছ থেকে পরীক্ষা করল। ঝ্যাং ওকে ধোঁকা দিয়েছে!

হে খোদা...

"স্যানচেজ!"

কোন উত্তর পেল না ওপাশ থেকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে চাপল এলিভেটররের **স্যুইটস** লেখা বাটন, মনে হলো খুব ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছে এলিভেটররের দরজা। রেডিওতে মেয়েটাকে ধরার জন্য আরেকবার চেষ্টা করে দেখল সে, কিন্তু কোন উত্তর পেল না।

"গড ড্যাম..." এলিভেটর ওঠা শুরু করল। পেইন্টার নিজেকে সামলাতে পারল না, মেহগনি প্যানেলের ঘুষি বসাল, "আরো জোরে যা, হারামজাদা!"

কিন্তু মনে মনে জানে, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

০২ঃ৩৮ পি.এম. জিএমটি
লন্ডন, ইংল্যান্ড

কেনসিংটন গ্যালারির সামনে, হলে দাঁড়িয়ে সাফিয়ার মনে হলো-ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু এই অনুভূতি পোড়া কাঠের গন্ধ বা আগুনের ধোঁয়ার জন্য হচ্ছে না, হচ্ছে অপেক্ষার জন্য। সারাটা সকাল ধরে অপেক্ষা করছে ও, কিন্তু ভেতরে ঢোকার অনুমতি পায়নি।

কেবলমাত্র অফিশিয়াল লোকদের জন্য।

সিভিলিয়ানদের হলুদ টেপটা অতিক্রম করার অনুমতি নেই, তার উপর গার্ড দিচ্ছে মিলিটারির লোক।

প্রায় অর্ধদিন পর ওকে ঢোকার অনুমতি দেয়া হলো। এবার নিজের চোখেই দেখতে পাবে ভেতরের ধ্বংস যজ্ঞ। ভেতরে ঢুকবার ঠিক আগ মুহূর্তে ওর মনে হচ্ছিল, হৃদপিন্ড যেন লাফিয়ে গলায় চলে এসেছে!

কিছু কি অবশিষ্ট আছে? পুনরুদ্ধার করতে পারবে কি সে?

যতটুকু আশা অবশিষ্ট ছিল, গ্যালারিতে ঢুকে তাও মুহূর্তের মাঝে উড়ে গেল।

এই গ্যালারি শুধু ওর অ্যাকাডেমিক অর্জনের ঘাঁটি-একথা ভাবলে বড় ভুল হবে। তেল আবিবের পর, সাফিয়া নতুন করে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে এই গ্যালারিটাকে সাজিয়ে তোলার মাধ্যমে। আরবকে ছেড়ে ইংল্যান্ডে এসেছে সে, কিন্তু মাতৃভূমিকে মন থেকে মুছে ফেলা কি আর সম্ভব? সে যে এক আরবী মায়ের সন্তান। আর তাই লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রে সাজিয়ে নিয়েছে নতুন এক আরব। ঘর বলে মনে হয় জায়গাটাকে, শান্ত আর নিরাপদ স্থান।

নাহ, ঘর না। ঘরের চেয়েও বেশি কিছু...

এই গ্যালারিটা শুধু নিজের জন্য সাজায়নি সে, সাজিয়েছে ওর মায়ের জন্যও। যে মাকে খুব কষ্ট করে মনে করতে হয়। একে অন্যের সাথে জীবনের মুহূর্তগুলো শেয়ার করতে পারেনি তো কী হয়েছে, এই গ্যালারিটাকে তো শেয়ার করতে পারে!

কিন্তু এখন? এখন সব ধ্বংস হয়ে পড়ে আছে চোখের সামনে।

"আমাদেরকে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে।"

আচমকা রায়ান ফ্লেমিং-এর গলা শুনে সম্বিত ফিরল সাফিয়ার। সিকিউরিটি প্রধান এখনও ওর সাথে আছে।

"চিন্তা করো না, আমি তোমার সাথেই থাকব।" স্বান্তনা দেয়ার সুরে বলল রায়ান।

জোর করে শ্বাস টানল মেয়েটি, নড করে জানাল কৃতজ্ঞতা। ভয়ে ভয়ে এগোল সামনের দিকে। গ্যালারির এন্ট্রান্স পার হয়ে উঁকি দিল ভেতরে।

জানত কী দেখতে পাবে, কিন্তু শোনা আর নিজের চোখে দেখা পুরো আলাদা ব্যাপার।

চিরপরিচিত সেই উজ্জ্বল গ্যালারিটা পরিণত হয়েছে কালো খুপরিতে। আগুন ধ্বংস করে ফেলেছে সবকিছু।

কিন্তু কেন ঘটল ব্যাপারটা? সাফিয়া কিছুই ভাবতে পারছে না।

"রাবারের জুতা পরে নাও," ফ্লেমিং ওকে টেনে একপাশে জড়ো করে রাখা রাবারের বুটের দিকে নিয়ে গেল। "ওহ, আর শক্ত হ্যাটও লাগবে।"

"শুরু করব কোত্থেকে?" জানতে চাইল কেউ।

প্রয়োজনীয় পোশাক পরিধান করে গ্যালারিতে প্রবেশ করল সাফিয়া, রোবটের মত হেঁটে দেখছে সবকিছু। যেন দেখছে সব-ই, কিন্তু কী দেখছে তা উপলব্ধি করতে পারছে না। পায়ের নিচে কিছু একটা পড়তে সেদিকে নজর দিল সে। এক টুকরো পাথর, অ্যাসারিয়ান একটা ট্যাবলেটের অংশ। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

এতক্ষণে গ্যালারিতে উপস্থিত অন্যদের দিকে নজর পড়ল তার।

অনাহুত আগন্তুক এসে ডুকেছে ওর ঘরে।

জায়গায় জায়গায় জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো, কথা বলছে নিচু স্বরে। সাফিয়ার মনে হলো, যেন কোন কবরস্থানে চলে এসেছে। সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সদস্য এসে উপস্থিত হয়েছে, এরপর কী করণীয় তা ঠিক করতে চায়।

হঠাৎ শীতল ক্রোধ আচ্ছন্ন করে ফেলল সাফিয়াকে, ইচ্ছা হলো ঘাড় ধরে সবাইকে বের করে দেয়। এটা তার গ্যালারি, তার আবাস। একদিক দিয়ে ভালোই হলো, ক্রোধটা ঝেটিয়ে দুর করল ওর ভেতরে গড়ে ওঠা অসহায়ত্বকে। সাহায্য করল নিজেকে গুছিয়ে নিতে, সাফিয়া এই গ্যালারির কিউরেটর। ওর দায়িত্ব অনেক।

মিউজিয়ামের অন্যান্য স্কলার আর ছাত্রদের উপর নজর পড়ল মেয়েটির, ওদের বিভেদ ভুলে এক হয়ে কাজ করাটা আরেকটু শান্ত হতে সাহায্য করল।

ঘুরে প্রবেশ পথের কাছে এসে দাঁড়াল সাফিয়া। গুছিয়ে কাজ করবার জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের দরকার নেতৃত্ব, নির্দেশনা। আর গ্যালারি কিউরেটর হিসেবে এ দ্বায়িত্ব এসে পড়ে ওর ঘাড়ে। কিন্তু কোন কিছু করার বা বলার আগেই, কারার নেতৃত্বে এগিয়ে আসা একদল মানুষ দেখে থমকে গেল সে। মানুষগুলোর পরনে কেনসিংটন ওয়েলস-এর ইনসিগনিয়া আঁকা কাজের পোষাক। কম করে হলেও বিশ জন হবে!

নতুন আসা মেয়েটার ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, "কারা?" সারাটা দিন কারাকে কোথাও খুঁজে পায়নি ও। তবে শুনেছে, অনুসন্ধান কাজে সহায়তা করায় ব্যস্ত ছিল কারা কেনসিংটন।

অনুসারীদের হাতের ইঙ্গিতে গ্যালারিতে প্রবেশ করতে বলল কারা এরপর সাফিয়ার দিকে ফিরে বলল, "আমি নিজস্ব ফরেনসিক টিম নিয়ে এসেছি।"

"কেন? কেন করছ এসব?" প্রশিক্ষিত সেনাদলের মত চলা ফেরা করতে থাকা নব্য আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল সাফিয়া। সেনাদলের মত চলাফেরা হলেও, এ দলের হাতে নেই কোন অস্ত্র। বরঞ্চ সেখানে শোভা পাচ্ছে একগাদা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

"এখানে আসলে কী ঘটেছিল, তা খুঁজে বের করতে চাই বলে।" কারা দৃঢ় সংকল্পের সাথে বলল।

বহুদিন পর এরকম করে মেয়েটাকে কথা বলতে শুনল সাফিয়া। ওর ভেতরের কোন দমে থাকা স্পৃহাকে যেন কেউ খুঁচিয়ে তুলেছে। মাত্র একটা বিষয় এমন করার ক্ষমতা রাখে।

কারার বাবা।

মেয়েটির সাথে বিস্ফোরণের ভিডিও দেখার শেষ মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়ে গেল সাফিয়ার। কানে যেন শুনতে পেল সেই মুহূর্তে কারা উচ্চারিত শব্দঃ *অবশেষে...*

কারা গ্যালারিতে পা দিল। ততক্ষনে ওর দলের সবাই কাজে লেগে পড়েছে।

"আমি চাই ওই উল্কাপিন্ডের প্রতিটা খন্ড যেন আমার সামনে থাকে।"

নড করে সবাই জানিয়ে দিল যে, তারা বুঝতে পেরেছ। এরপর আবার যার যার কাজে মনোযোগ দিল।

সাফিয়া কারার পাশে এসে দাঁড়াল, "আসলে কী খুঁজছ, বল তো?"

কারা ফিরে তাকাল ওর দিকে, চোখ জোড়া যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, "উত্তর।"

"তোমার বাবার জীবন সম্পর্কে?"

"না, তার মৃত্যু সম্পর্কে।"

৪ঃ২০ পি.এম.

গ্যালারির ভেতরে এখনও পূর্ণোদ্দমে কাজ চলছে। কিন্তু কারা বসে আছে হলে, একটা ফোল্ডিং চেয়ারে। কাজের কোলাহল এখান থেকে খুব অল্প শোনা যাচ্ছে। সিগারেট ধরাবার জন্য বের হয়েছিল সে। অভ্যাসটা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে হাত দুটোকে ব্যস্ত রাখার জন্য কিছু না কিছু একটা খুব দরকার।

আশা করতেও সাহস দরকার। সে সাহস কি ওর মাঝে অবশিষ্ট আছে?

সাফিয়া ওকে দেখতে পেয়ে সেদিকে রওনা হলো। কিন্তু কারা হাত নেড়ে থামিয়ে দিল ওকে, "এক মিনিটের মাঝে ফিরছি।" হাতের সিগারেটটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল।

সাফিয়া কোন কথা না বলে নড করল শুধু, আবার ঢুকে পড়ল গ্যালারিতে।

সিগারেটে আরেকটা টান দিল কারা, বুক ভরে গেল শীতল ধোঁয়ায়। কিন্তু নিজের মধ্যে কেন যেন এক অপূর্ণতা টের পাচ্ছে সে। গত রাতে শোনা

মিউজিয়ামের বিস্ফোরণ ঘটার আচমকা খবরের কারণে শুরু হয়ে ছিল অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ। আস্তে আস্তে থেমে আসছে সেটা, সেই সাথে আসছে অবসাদ। ধোঁয়া ছাড়ল সে, *পাপা...*

গ্যালারির কোন এক জায়গা থেকে কিছু একটা আছড়ে পড়ল। কারার কানে বন্দুকের গুলির মত শোনাল আওয়াজটা। মনে পরে গেল অতীতের কথা, বালির রাজ্যে শিকার করার কথা।

সেদিনটা ছিল ওর ষোলতম জন্মবার্ষিকী।

আর শিকার আয়োজন করেছিলেন ওর বাবা, জন্ম দিনের উপহার হিসেবে।

~~~

অ্যারাবিয়ান ওরিক্সটা হারিয়ে যেতে চাইল বালিয়াড়ির আড়ালে (এক ধরনের অ্যান্টিলোপ হরিণ)। কিন্তু দেহের সাদা পশমগুলো অনেক দূর থেকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ধবধবে সাদার মাঝখানে মাত্র দুটো দাগ। একটা দাগ প্রাণিটার লেজের ঠিক মাথায়, আর আরেকটা চোখ আর নাকের চারপাশে। পিছনে রক্তের ট্রেইল রেখে এগিয়ে যাচ্ছে ওরিক্সটা, শিকারীদের কাছ থেকে পালাচ্ছে।

প্রায় পৌনে একমাইল পিছন পিছন আসছে কারা। স্যান্ড সাইকেলের (এক ধরনের বাহন) ইঞ্জিনের আওয়াজ ভেদ করেও শুনতে পাচ্ছে ওরিক্সটার কাতড়ানি। হতাশ কারা আরো দ্রুত যাওয়ার জন্য বাইকের হ্যান্ডেল মোচড়ালো। স্যান্ড স্কার্ফ পড়ে আছে বলে রাগে একটার উপর আরেকটা চেপে থাকা ঠোঁট দেখা যাচ্ছে না। ওর পরনে একটা খাকি সাফারি স্যুট। বাঁধা চুল ঘোটকীর লেজের মতো করে ঝুলছে।

ওর বাবাও আসছেন সাথে সাথে, অন্য আরেকটা সাইকেলে চড়ে। তার কাঁধে শোভা পাচ্ছে একটা রাইফেল। মেয়ের চোখের উপর চোখ পড়ল লর্ড কেনসিংটনের।

"কাছাকাছি এসে পড়েছি!" ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে এবার ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ শোনা গেল। গতি বাড়িয়ে বালিয়াড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন তিনি।

কারা পিছু নিল, না দেখলেও জানে যে ওদের বেদুইন গাইড সাথে সাথেই আসছে। হাবিব-ই খুঁজে পেয়েছিল ওরিক্সটাকে। দক্ষ হাতে গুলিও করেছিল প্রথমে। সাইকেল না থামিয়েই ওরিক্সটার গায়ে গুলি লাগাতে দেখে, হাবিবের তাকে মুগ্ধ হয়েছিল কারা। কিন্তু যখন জানতে পারল যে, ইচ্ছা করেই হত্যা করা হয়নি ওরিক্সটাকে, বেদুইন ওর জন্যই আহত করেছে প্রাণিটাকে-মুগ্ধতা পরিণত হয় রাগে।
~~~

"গতি কমিয়ে দিলাম... বাচ্চাটার জন্য।" ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলেছিল হাবিব।

অহেতুক নিশৃংসতা দেখে আর অপমানে হতবাক হয়ে গিয়েছিল কারা। ছয় বছর বয়স থেকে বাবার সাথে শিকার করে সে। নিজেও যথেষ্ট দক্ষ, আর তাই জন্তু জানোয়ারদের অযথা আহত করা পছন্দ করে না। বর্বরতা মনে হয় ওর কাছে।

থ্রটলটা আরো খুলে দিল সে, গতি বাড়াল সাইকেলের।

লর্ড কেনসিংটন কারাকে যে পদ্ধতিতে বড় করেছেন, তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে। মা-হারা এক লেডীর এমনভাবে বেড়ে ওঠা উচিত কিনা-এ প্রশ্নের জবাব চায় সবাই। কিন্তু কারা জানে, ওর বাবা ঠিক কাজটাই করেছেন। বাইরের দুনিয়ায় মেয়ে বা ছেলে বলতে কিছু নেই। নিজের যোগ্যতাতেই অর্জন করতে হয় সবকিছু।

বালিয়াড়ির গোড়ার কাছে গিয়ে কারা আর ওর গাইড, লর্ড কেনসিংটনকে ধরে ফেলল। তার সাইকেলটা বালিতে আটকা পড়ে গিয়েছিল। দক্ষতার সাথে সেই ফাঁদ থেকে বের হয়ে পরের বালিয়াড়িটার দিকে রওনা দিলেন তিনি। সেটা আবার ছয়শ ফুট উঁচু লাল বালির পাহাড়!

হাবিবের ঠিক পিছু পিছু চূড়ায় পৌঁছল কারা, গতি কমিয়ে উঁকি দিল নিচে। কপাল ভালো গতি কমিয়েছিল, কেননা বালিয়াড়ির ওই পাশ ধরে নামার মত কোন জায়গা নেই। একেবারে খাড়া দেয়াল। শেষ হয়েছে বালুর রাজ্যের সাথে মিশে গিয়ে। আরেকটু হলেই সাইকেলসহ পড়ে যেত ও।

হাবিব ওকে সাইকেল থামাবার নির্দেশ দিলে সেই মোতাবেক কাজ করল কারা। সামনের অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য ওকে যেন শ্বাস নিতে ভুলিয়ে দিয়েছে।

সূর্য ডুবতে বসেছে। কিন্তু সারা দিনের প্রচন্ড উত্তাপে বালি রূপান্তরিত হয়েছে কাঁচে। সৃষ্টি হয়েছে তাপ মরীচিকার। কারার দেখে মনে হলে, সামনে এক বিশাল বড় লেক।

সেই সাথে আরো একটা দৃশ্য নজরে পড়ল ওর। লেকের ঠিক মাঝখানে ফানেলাকৃতির একটা স্তম্ভ। বালু নিচ থেকে উপরে উঠে যাচ্ছে-একটা স্যান্ড ডেভিল, বালুর ঘূর্ণিঝড়।

কারার জন্য এই দৃশ্য এবারই প্রথম না। এর আগেও দেখেছে, এমনকি আরো ভয়ানক স্যান্ড স্টর্মও (বালু ঝড়) দেখেছে। ওগুলো হঠাৎ করেই আসে, আবার হঠাৎ করেই নেই হয়ে যায়। কিন্তু এখন যে দৃশ্যটা সামনে রয়েছে, সেটা দেখার সাথে সাথেই দাগ কেটে গিয়েছে ওর মনে। ঘূর্ণিঝড়টার একাকী অবস্থান, বিশাল শুন্যতার মাঝে তার অস্তিত্ব-যেন জাদু করে ফেলেছে ওকে।

পাশ থেকে হাবিবের বিড় বিড় করে কিছু বলার আওয়াজ শুনতে পেল সে। মাথা নিচু করে আছে গাইড, প্রার্থনা করছে।

লর্ড কেনসিংটন যোগ দিলেন ওদের সাথে, "ওই যে!" খাড়া দেয়ালটার গোড়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

ওরিক্সটাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা গেল।

হাবিব হাত তুলে মানা করল, "নাহ, আমরা আর সামনে এগোচ্ছি না।"

কারার বাবা ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন, "কি বলছ এসব?"

"আর সামনে এগোনো যাবে না।" হাবিব জবাব দিল, "এটা নিসনাসদের এলাকা, নিষিদ্ধ বালু। আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

হেসে ফেলল ওর বাবা, "বোকার মত কথা বলো না তো, হাবিব।"

"পাপা?" প্রশ্ন করল কারা। নিসনাস শব্দটা এই প্রথম শুনছে।

"নিসনাসেরা হলো গিয়ে মরুভুমির বুগিম্যান (দানব), কালো জিন। এসব এলাকায় শিকার করে বেড়ায়।"

গাইডের দিকে তাকাল কারা। আরবের সবচেয়ে, নাহ ভুল হলো-সারা বিশ্বের সবচেয়ে বিশাল জনশুন্য আর বালুময় এলাকা এই রুব আল-খালি। সাহারা মরুভুমিও আকারে এর কাছে শিশু। এই জায়গাকে ঘিরে অনেক গালগপ্প প্রচলিত। অনেকে বিশ্বাসও করে সেসব।

ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে, বিশ্বাস ওদের গাইডও করে।

বাইকের ইঞ্জিন আবার চালু করে ওর বাবা বললেন, "তোমাকে শিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কারা। প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গব না।"

কারা ইতস্তত করল। ভয় আর সঙ্কল্প; গালগপ্প আর বাস্তবতার মাঝে আটকা পড়ে গিয়েছে সে। এই মরুভুমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সব গল্প সত্যি মনে হচ্ছে ওর।

পলায়নপর প্রাণিটার দিকে নজর পড়ল হঠাৎ। খুব কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে। মনোস্থির করে ফেলল সে। প্রাণিটার এই কষ্টের জন্য সে-ই দায়ী, কষ্ট থেকে মুক্তিও তাকেই দিতে হবে।

নিজের ইঞ্জিনটা চালু করল সে, "বাম দিক দিয়ে নিচে নামার পথ আছে।" বালিয়াড়ির আপাত মসৃণ দিকটার দিকে বাইক চালালো।

ওর বাবা যে গর্বের সাথে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন, সেটা টের পেতে পিছু ফিরতে হলো না কারার।

ওরিক্সটাকে খুঁজল নজর। খুঁজে পেতে সময় লাগল না। কিন্তু দুরের স্যান্ড ডেভিলটা আবারও কেড়ে নিলো ওর মনোযোগ। এক বিন্দুও নড়েনি ওটা, অদ্ভুত ব্যাপার!

বাইক চালিয়ে নিচে নেমে এল কারা, পিছু পিছু ওর বাবা। কিন্তু ওরিক্সটার কান ফাঁকি দিতে পারল না। গতি বাড়িয়ে দিল প্রাণিটা, বার বার মাথা তুলে এদিকে চাইছে।

আর বেশি দূরে নেই, বাইকটা নিয়ে খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারবে আহত প্রাণিটাকে। এরপর একটা মাত্র গুলিতেই সমাপ্তি হবে শিকারের।

“কাভারের দিকে ছুটছে!” ওর বাবার চিৎকার শুনতে পেল।“স্যান্ড স্টর্মের দিকে এগোচ্ছে।”

ওকে অতিক্রম করে শাই করে চলে গেল ওর বাবার বাইক। মাথা নিচু করে পিছু নিল কারাও। আহত প্রাণিটা জান বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটছে।

স্টর্মের কাছে পৌঁছে গিয়েছে প্রাণিটা, উদ্দেশ্য মাঝখানে পৌঁছুনো।

গাল বকে উঠলেন ওর বাবা, কিন্তু গতি কমালেন না।

কারাও কমালো না।

স্যান্ড স্টর্মটার একদম পাশে এসে ব্রেক কষলো দুজনেই। বালুতে গভীর একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। স্যান্ড স্টর্মটা গর্তের ঠিক মাঝখান থেকে উঠে এসেছে, যেন মরুভুমির কাছ থেকে ধার নিচ্ছে বালু। কম করে হলেও পঞ্চাশ গজ হবে তার ব্যাসার্ধ, বিস্তৃতি সিকি মাইল।

স্যান্ড স্টর্মটার দেহ জুড়ে খেলা করছে নিশ্চুপ, নীলাভ আলো। কারা নাকে ওজোনের গন্ধ পেল। রুক্ষ, শুষ্ক মরুভুমিতে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকেঃ স্থির বিদ্যুৎ।

অসাধারণ সুন্দর দৃশ্যটার দিকে না তাকিয়ে, ওর বাবা গর্তের দিকে ইঙ্গিত করলেন, “ওই যে, ওখানে!”

কারা সেদিকে চাইল, ওরিক্সটাকে দেখা যাচ্ছে। কিভাবে কিভাবে যেন প্রাণিটা পৌঁছে গিয়েছে কেন্দ্রে।

“রাইফেলটা হাতে নাও!” নির্দেশ দিলেন ওর বাবা।

শব্দগুলো কানে গেলেও, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি।

ওরিক্সটা প্রায় পৌঁছে গিয়েছে ওর গন্তব্যে। বাবা গাল বকে উঠলেন, ঢাল বেয়ে চালিয়ে দিলেন তার বাইক।

ভয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল কারা। কিন্তু তবুও বাবার পিছু পিছু বাইক চালিয়ে দি[illegible]। ঢালের একটু নিচে নামতেই শরীর দিয়ে অনুভব করল স্থির বিদ্যুতের উপস্থিতি। লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল, ভয়টা আরো বাড়িয়ে দিয়ে গেল যেন। গতি কমাল সে। পেছনের চাকাগুলো বসে গেল বালুময় ঢালে।

এদিকে ওর বাবা পৌঁছে গিয়েছেন নিচে, বাইকটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে থামালেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন কাঁধে ঝোলান রাইফেলের দিকে।

কারা তার মার্লিন রাইফেলের কান ফাটানো আওয়াজ শুনতে পেল। ওরিক্সটা বালুর আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে প্রায়, শুধু ছায়া দেখা যাচ্ছে এখন। সেই ছায়া হেলে পড়ল।

পেরেছে, পাপা পেরেছে!-ভাবল সে।

নিজেকে বড় বোকা মনে হলো কারার। ভয় পেয়ে মোমের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। “পাপা!” প্রশংসা করার জন্য মুখ খুলল সে।

কিন্তু হঠাৎ ভেসে আসা এক চিৎকার থামিয়ে দিল ওকে। স্যান্ড ডেভিলটা থেকে এসেছে ওই নারকীয় চিৎকার। ওরিক্সের ছায়া যন্ত্রণায় ছটফট করছে, চিৎকারটা এসেছে ঐ অবলা প্রাণির মুখ থেকেই। যেন কেউ ওকে জবাই করছে।

ওর বাবাও শুনেছেন চিৎকার। বাইক ঘুরিয়ে নিতে চাইলেন। এরপর মুখ তুলে চাইলেন, "কারা! এখান থেকে যাও!"

হচ্ছেটা কী এখানে?

যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনই আচমকা বন্ধ হয়ে গেল গা শিহরানো চিৎকার। পরিবর্তে ভেসে এল মাংস আর পশম পোড়ার বীভৎস গন্ধ। দম বন্ধ হয়ে এল কারার। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, ওর বাবা বাইকটা বালু থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

বাবার বাইক আটকে গিয়েছে!

জায়গায় স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কারার দিকে পড়ল তার নজর, "যাও, কারা!" হাত নাড়িয়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাবার প্রয়াস পেলেন তিনি। ভয়ে কাগজের মত সাদা হয়ে আছে মুখ, "যাও, বাছা!"

এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পারল কারা, কেউ যেন ওকে হালকাভাবে টানছে। যেন ওর আসে পাশের এলাকার অভিকর্ষ হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছে। স্যান্ড ডেভিলটার দিকে ছুটে যাচ্ছে বালু কণা।

ওর বাবাও টের পেয়েছেন। সর্বশক্তিতে চেষ্টা চালালেন এবার, কিন্তু কাজ হলো না। কারার দিকে তাকিয়ে বললেন, "খোদার কসম, দৌড়াও!"

চিৎকারটা নয়, ওর বাবার ভয়ার্ত কণ্ঠ শুনে সম্বিত ফিরল মেয়েটির। পাপা তো খুব কম সময়ই চিৎকার করেন, ভয় পেয়ে চিৎকার করার মত লোক তো তিনি না!

ইঞ্জিন চালু করল সে। ভয়ার্ত চোখে দেখল, গর্তটা আকারে আরো বেড়ে গিয়েছে। ওর বাবাকে গ্রাস করে ফেলেছে প্রায়।

"পাপা!"

"যাও, বাছা!" যেন কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরেই বাইকটাকে ছুটিয়ে আনলেন তিনি। নিচ থেকে সরে যেতে থাকা বালুতে কামড় বসাল সামনের চাকা।

কারা বাইক ঘুরিয়ে নিল, ঢাল বেয়ে উঠে গেল উপরে। মনে হচ্ছিল, বাইকের চাকার নিচের বালু গুলো যেন কোন কার্পেট। আর প্রচন্ড শক্তিশালী কেউ হ্যাঁচকা টানে ওটাকে সরিয়ে নিতে চাইছে। নিজের দক্ষতার সবটুকুকে কাজে লাগাল সে।

কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে এসে পিছু ফিরে চাইল-বাবা এখনও গর্তের কাছে। ঘাম আর বালুতে কর্দমাক্ত হয়ে আছে চেহারা, অতিরিক্ত মনোযোগের কারণে চোখজোড়া কুঁচকে গিয়েছে। তার ঠিক পিছনের দেখা যাচ্ছে ঘূর্ণায়মান বালু।

চেষ্টা করেও নজর ফেরাতে পারল না কারা। স্যান্ড ডেভিলটার ঠিক মাঝখানে একটা অন্ধকার ছায়া দেখতে পেল সে, আকারে বাড়ছে মুহুর্মুহু। সেই সাথে যেন আরো কালো হচ্ছে ছায়াটার রঙ। বিদ্যুতের হালকা ঝলকানি যেন গিলে ফেলছে

কালো অবয়বটা। বাতাস থেকে এখনও পোড়া মাংসের গন্ধ বিদায় নেয়নি। হাবিবের সাবধানবাণীর কথা মনে করে, ভয়ে কেঁপে উঠল সে।

কালো ভুত...নিসনাস!

"পাপা!"

কিন্তু ওর বাবাকে যে ততক্ষণে আরো শক্ত করে আটকে ফেলেছে বালু! পালাবার কোন পথই রাখেনি। চোখে চোখ পড়ল বাপ-মেয়ের। পাপার চোখে ভয় দেখতে পেল কারা, কিন্তু জানে ঐ ভয়টা তার নিজের জন্য না। ওর জন্য।

যাও, ফিসফিস করে বললেন তিনি। এরপরই হারিয়ে গেলেন বালুর আড়ালে।

"পাপা!..."

উত্তর হিসেবে শুনতে পেল ভয়ানক এক চিৎকার।

নড়ার সুযোগ পেল না কারা, তার আগেই বালুর স্তম্ভের মাঝে বিস্ফোরণ ঘটল। ভয়াবহ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল বাইরের দিকে। ধাক্কা দিয়ে ওকে উড়িয়ে নিয়ে গেল সেই বিস্ফোরণের শক্তি। মাটি উপরে উঠে এল ওর সাথে মিলিত হতে। হাতের কিছু একটা ভাঙার আওয়াজ পেল কারা, ব্যথাও পেল সেই সাথে। মুখ থুবড়ে বালুতে আছড়ে পড়ল সে।

ওভাবেই শুয়ে রইল কিছুক্ষণ, নড়ার ক্ষমতা নেই। কিন্তু বাবার খোঁজ নেবার তাগিদে নিজেকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যেখানে একটু আগেও পাপা ছিলেন, সেদিকে।

উধাও হয়ে গিয়েছে স্যান্ড ডেভিল। এখন অবশিষ্ট আছে শুধু বালুকণা। বসার চেষ্টা করল, কিন্তু সাথে সাথেই ব্যথা পেল হাতে। কী ঘটল, কেন ঘটল-কিছুই বুঝতে পারেনি কারা। হতভম্ব চোখে তাকাল চারপাশে।

চারপাশে শুধু বালুর রাজ্য। কোন প্রিন্ট নেই, নেই কোন ট্রাক। কিছুই নেইঃ কোন গর্ত নেই, কোন রক্তাক্ত ওরিক্স নেই, বাইকও নেই।

লর্ড রেজিনাল্ড কেনসিংটন, তিনিও নেই।

নিঃসঙ্গ বালুর দিকে তাকিয়ে রইল সে, "পাপা..."

গ্যালারি থেকে ভেসে আসা চিৎকার কারাকে টেনে আনল বর্তমানে। সিগারেট টানতে ভুলে গিয়েছে, পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে তা। পায়ের নিচে ফেলে আগুন নিভাল সে।

"এদিকে!" আবার শুনতে পেল চিৎকারটা। এক টেকনিশিয়ান ডাকছে, "আমি কিছু একটা পেয়েছি!"

০৮ঃ০২ এ.এম. এএসটি
লেডীয়ার্ড, কানেক্টিকাট

গ্রান্ড পিকো টাওয়ারের একেবারে উপরের ফ্লোরে পৌঁছে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। নিচু হয়ে এলিভেটরের মেঝেতে শুয়ে আছে পেইন্টার ক্রো। অ্যাম্বুশের আশংকা করছে। তাই হাতে চলে এসেছে গ্লক বন্দুকটা। নল সামনের দিকে।

কিন্তু না, কেউ নেই ওখানে।

কান পেতে ভালো করে শুনল পেইন্টার। কোন আওয়াজ, পদশব্দ এমনকি নিঃশ্বাসের আওয়াজও শুনতে পেল না।

কিছুটা রিল্যাক্স হলো সে, এরপর ঝুঁকি নিয়েই উঁকি দিল বাইরে। কিচ্ছু নেই। পা থেকে জুতা খুলে ফেলল ও, এমনভাবে এলিভেটরের দরজার উপর রাখল যেন দরজা বন্ধ না হয়। এর ফলে প্রয়োজনের সময় মুহূর্তেই পিছিয়ে এসে একটা নিরাপদ আশ্রয় পাবে। মোজা পড়েই তিন পা এগোল। ওপাশের দেয়ালটার কাছে পৌঁছে আরেকবার চেক করে নিল চারপাশ।

নাহ, বিপদের কোন চিহ্ন নেই।

ভাগ্যকে গাল দিল পেইন্টার, এই মিশনে সিগমার টীমের সদস্য মাত্র দুজন! যদিও হোটেল সিকিউরিটি আর স্থানীয় পুলিশ ওকে সাহায্য করছে, সবগুলো এক্সিটে পাহারা দিচ্ছে। ইন্ডিয়ানদের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য, অন্য কোন ফেডারেল এজেন্টকে পাঠানো হয়নি।

তাছাড়া মিশনটা ছিল একদম গোপনীয়। ভিতরে ঢুকে একটা ছোট্ট জিনিস চুরি করে নিয়ে আসা। পরিস্থিতি খারাপ হলে, সেটা ধ্বংস করে দেয়া।

কিন্তু সব ওলট পালট হয়ে গিয়েছে। ওর নিজের যন্ত্রই ওকে ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা নিয়ে ভাবছে না সে। ভাবছে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে।

ক্যাসান্দ্রা...

মনে মনে চাইছে, যেন ওর আন্দাজ ভুল হয়। কিন্তু আশা করতেও ভয় পাচ্ছে।

খুব সাবধানে এগিয়ে নিজের স্যুইট পর্যন্ত এল সে। হ্যান্ডেলটাকে পরীক্ষা করে দেখল প্রথমে। বন্ধ। এরপর এক হাত পকেটে ঢুকিয়ে চাবি বের করে আনল। অন্য হাতে ধরা গ্লকটা তাক করা আছে ঝ্যাং-এর স্যুইটের দিকে। লক খুলে ফেলল ও। ধাক্কা দিল দরজাটাকে।

না কোন গুলি হলো, আর না কোনও চিৎকারের আওয়াজ পাওয়া গেল।

উদ্যত বন্দুক হাতে ভেতরে প্রবেশ করল সে।

খালি।

একে একে বেডরুম আর বাথরুমও খুঁজে দেখল। ওগুলোও খালি। শত্রুপক্ষের কেউ নেই... নেই ক্যাসান্দ্রাও। এবার ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টের দিকে ফিরল সে,

উদ্দেশ্য মনিটর গুলো দেখা। ওতে ঝ্যাং-এর অ্যাপার্টমেন্টটা দেখা যাচ্ছে। খালি পড়ে আছে ওটা, কম্পিউটারটাও নেই। পুরো স্যুইটে কেবল একজনকে দেখা যাচ্ছে।

"ওহ, গড..."

সাবধানতা ভুলে দৌড় দিল সে। অন্য পাশের স্যুইটের সামনে এসে হাতড়ে বের করল সিকিউরিটি পাস কী। এই পুরো টাওয়ারের সবগুলো দরজা খোলা যায় এই পাস কী দিয়ে। ওটা ব্যবহার করে খুলে ফেলল ঝ্যাং-এর স্যুইটের দরজা। সোজা বেডরুমের দিকে দৌড় দিল পেইন্টার।

মেয়েটার নগ্ন দেহ সিলিং ফ্যানের সাথে রশিতে ঝুলছে। বেগুনি হয়ে আছে মুখটা। মনিটরে যখন দেখেছিল, তখনো নড়ছিল পা দুটো। কিন্তু এখন স্থির।

বন্দুকটা হোলস্টারে ভরে নিল পেইন্টার। এরপর লাফিয়ে একটা চেয়ার পার হলো। পরের লাফটা দিল সিলিং ফ্যান লক্ষ করে, হাতে ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে একটা ড্যাগার। দক্ষ হাতে কেটে ফেলল রশি। প্রথমে নিজেকে সামলালো, এরপর ধরে ফেলল পড়ন্ত দেহটাকে।

আস্তে করে মেয়েটাকে নামিয়ে রেখে, ব্যস্ত হয়ে পড়ল গলার ফাঁসটা নিয়ে, "গড ড্যাম!"

শক্ত হয়ে এঁটে বসেছিল রশি। কিন্তু অল্পক্ষণের চেষ্টায় ফাঁসটা খুলতে সক্ষম হলো পেইন্টার। সে আঙুল বুলিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল যে মেয়েটার ঘাড় ভাঙেনি।

তবে, বেঁচে আছে কি?

ওর প্রশ্নের উত্তর দিতেই যেন খাবি খেয়ে উঠল মেয়েটা।

স্বস্তিতে মাথা নত করল পেইন্টার।

আচমকা চোখ খুলল মেয়েটা, চোখে আতংক। কাশতে কাশতে পিঠ বাঁকা হয়ে গেল ওর। হাত বাড়িয়ে অদৃশ্য আততায়ীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল সে।

মান্দারিন ভাষায় আতংকিত মেয়েটাকে স্বান্তনা দেবার চেষ্টা করল পেইন্টার, "শান্ত হও, তুমি নিরাপদে আছ। শুয়ে থাকো।"

কাছ থেকে দেখে পেইন্টারের মনে হলো, মেয়েটার বয়স তেরও হবে না। ঝ্যাং এর নিষ্ঠুরতার চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। কাজ শেষ হতে মেয়েটাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে দানবটা, শুধু মাত্র ওকে দেরী করাতে!

মেয়েটা একটু শান্ত হলে পিছিয়ে এল সে।

ওর LASH কমিউনিকেটরে আওয়াজ ভেসে এল, "*কমান্ডার ক্রো।*" হোটেল সিকিউরিটির গলা চিনতে পারল, "*টাওয়ারের উত্তর দিকের এক্সিটে গোলাগুলি চলছে।*"

"ঝ্যাং?" দৌড়ে ব্যালকনির জানালার দিকে এগোল সে।

"ইয়েস স্যার। আমি রিপোর্ট পেয়েছি যে সে আপনার পার্টনারকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, তার গায়ে গুলিও লেগেছে। আমি আরো লোক পাঠাচ্ছি।"

ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলল পেইন্টার। "রোডব্লক দরকার।"

"কিছুক্ষণের মাঝে বসে যাবে রোডব্লক।"

একটা লিংকন গাড়ির চাকার আওয়াজ কানে এল পেইন্টারের। গাড়িটা পার্কিং লট থেকে দ্রুত গতিতে টাওয়ারের দিকে এগিয়ে এসেছে। ঝ্যাং-এর গাড়ি-চিনতে পারল সে।

সিকিউরিটি প্রধানের গলা শোনা গেল আবার, *"উত্তরের এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ওরা। আপনার পার্টনার এখনও ঝ্যাং-এর সাথে।"*

টাওয়ারের কর্নারে এসে পৌঁছেছে গাড়িটা।

পেইন্টার ফিরে এল ঘরের ভেতরে, "রোডব্লক গুলো এক্ষুনি স্থাপন কর!" বলল কিন্তু জানে যে অনেক দেরী হয়ে যাবে। এখানকার পুলিশ, মাতাল আর ছিঁচকে চোরদের ধরে অভ্যস্ত। এধরনের বড় কাজের অভিজ্ঞতা ওদের নেই। মাত্র চার মিনিট হয়েছে ওর ইমার্জেন্সি কল করার। এত দ্রুত রোডব্লক স্থাপন করতে পারবে বলে মনে হয় না।

ওকেই কিছু একটা করতে হবে।

ঝুঁকে এসে মেঝেতে পড়ে থাকা ছুরিটা হাতে নিল সে। নম্র গলায় মেয়েটাকে উদ্দেশ করে বলল, "এখানেই থাক।" এরপর দৌড়ে চলে এল মেইন রুমে, ভেন্টিলেশন গ্রিল খুলে হাতে নিল ইএম গ্রেনেডটা।

এরপর কার্পেট বিছানো হলঘরটা ধরে এগিয়ে গেল। মাথায় আগেই গেঁথে নেয়া বিল্ডিং এর ম্যাপটা মনে করার প্রয়াস পেল। আন্দাজে রওনা দিল উত্তর দিকের এক্সিটের দিকে।

সাতটা দরজা পার হয়ে আট নাম্বার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে। সিকিউরিটি কী ব্যবহার করে খুলে ফেলল দরজা। "সিকিউরিটি!" চিৎকার করে ভেতরে অবস্থানরতদের জানালো, এরপর ঢুকে পড়ল ঘরে।

বয়স্ক এক মহিলা বসে বসে *ইউএসএ টুডে* পড়ছিলেন। জার্মান ভাষায় জানতে চাইলেন, *"হচ্ছেটা কী?"*

স্যুইটের জানালার দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে জার্মানেই মহিলাকে শান্ত করতে বলল, "চিন্তার কিছুই নেই, ফ্রাউলিন।"

জানালা খুলে মাথা গলিয়ে দিল বাইরে। লিংকন টাউন কারটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। পিছনের দরজা বন্ধ। গুলির আওয়াজ কানে এল পেইন্টারের। ইঞ্জিন চালু হলো গাড়িটার। বুলেট প্রুফ দেহের কোন ক্ষতিই করতে পারেনি গুলি।

হাত বের করে গ্রেনেডটা ফেলে দিল সে। এখন স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া ওর আর কিছুই করার নেই।

মনে মনে প্রার্থনাই করল ও, গ্রেনেডটার রেঞ্জ মাত্র বিশ গজ। কয়েক সেকেন্ড পর সে শুনতে পেল অস্ফুট *হুস্ফ*, ফুটেছে গ্রেনেডটা!

কিন্তু যথেষ্ট কাছে গিয়ে ফুটেছে তো?

আবার মাথা গলিয়ে দিল জানালা দিয়ে।

ঝ্যাং-এর গাড়িটা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে, টাওয়ারের প্রায় কর্নারের কাছে। কিন্তু মোড় ঘোরার পরিবর্তে, মাতালের মতো এদিক সেদিক করতে করতে গিয়ে ধাক্কা খেল সামনে পার্ক করে রাখা একটা ভোক্স ওয়াগনের সাথে।

আটকে থাকা দীর্ঘশ্বাসটা বের করে ফেলল পেইন্টার। ইএম গ্রেনেডের এই বৈশিষ্ট্যটা খুব কাজের। আশেপাশের সব কম্পিউটারের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ে।

এদিকে সিকিউরিটির সদস্যরা ঘিরে ধরেছে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটিকে।

"*হচ্ছেটা কি?*" জার্মান ভদ্রমহিলা আবারও জানতে চাইলেন।

স্যুইট থেকে বেরোতে বেরোতে পেইন্টার জবাব দিল, "*এই কিছু বর্জ্য ফেললাম আরকি।*" এলিভেটরে উঠে জুতা পড়ে নিল সে। এরপর নিচতলায় নামার বাটন চাপল।

ঝ্যাং-এর পলায়ন বন্ধ করতে পারলেও, ইএম গ্রেনেডে নিশ্চয় কম্পিউটারটার বারোটা বেজে গিয়েছে। নষ্ট হয়ে গিয়েছে সব তথ্য। তবে এই মুহূর্তে তা নিয়ে ভাবছে না সে।

ভাবছে ক্যাসান্দ্রার কথা।

মেয়েটাকে উদ্ধার করতেই হবে।

এলিভেটরের দরজা খুলেছে কি খোলেনি, জ্যা মুক্ত তীরের মত ছুটল পেইন্টার। গ্যাম্বলিং ফ্লোরে যেন নরক নেমে এসেছে। বন্দুকের আওয়াজ শুনে, দুএক জন বাদে সবাই পাগলের মত ছুটাছুটি করছে।

এক দৌড়ে উত্তরের এক্সিট দিয়ে বের হলো সে। এরপর আইডি কার্ড দেখিয়ে দেখিয়ে পার হলো সিকিউরিটি ব্লকেড (কেউ বা কোন বাহন যেন পার না হতে পারে, এ জন্য স্থাপিত বাঁধা)। তাতেও যে কালক্ষেপন হলো, সেটাকে অনেক বেশি বলে মনে হলো ওর। অবশেষে সিকিউরিটি প্রধান জন ফেনটনকে দেখতে পেল সে। লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, সে পেইন্টারকে নিয়ে এল গাড়ির কাছে।

"গাড়িটা যে কেন অ্যাক্সিডেন্ট করল, তা বুঝতে পারছি না! তবে বলতেই হয়, আমাদের কপাল ভালো।"

"শুধু কপালের কাজ না এটা।" বলে ইএম গ্রেনেডের কথা জানাল পেইন্টার, "কাল সকালে দু-একজন অতিথির গাড়ি চালু করতে বেগ পেতে হতে পারে। আর দ্বিতীয় তলার কয়েকটা টেলিভিশন সম্ভবত কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে।"

বাইরে বের হয়ে দেখতে পেল, স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। কয়েকটা ধূসর-কালো পুলিশ কারও দেখতে পেল সে। এম.পি. ট্রাইবাল পুলিশ-চিনতে পারল।

পেইন্টার একবার নজর বুলিয়ে নিল চারপাশে। ঝ্যাং-এর বডিগার্ডরা রাস্তায় শুয়ে আছে, হাত মাথার পেছনে। দুটো লাশও দেখতে পেল, সিকিউরিটি কোট দিয়ে ঢাকা। পুরুষ দেহ দুটো-ই। এগিয়ে গিয়ে একটা কোট সরালো সে, বডিগার্ডদের একজন। চেহারার একপাশ খুইয়ে বসেছে বেচারা। অন্য দেহটা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজনবোধ করল না সে, ঝ্যাং-এর জুতা দেখেই ওকে চিনতে পেরেছে।

"আত্মহত্যা করেছে।" পরিচিত একটা গলা ভেসে এল পেছন থেকে, "ধরা পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করাই শ্রেয় মনে করেছে।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যাসান্দ্রাকে দেখতে পেল পেইন্টার, চেহারা মলিন হয়ে আছে। মুখে লাজুক হাসি। ব্রা পড়ে আছে শুধু। বাম কাঁধটা হারিয়ে গিয়েছে ব্যান্ডেজের আড়ালে।

নড করে ঝ্যাং-এর কম্পিউটারের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল মেয়েটি, কয়েক ফুট দূরে যন্ত্রটা পড়ে আছে।

"সব তথ্য হারিয়ে ফেলেছি মনে হয়," বলল পেইন্টার, "ইএম গ্রেনেডটা ব্যবহার করতে হয়েছে।"

"নাও হতে পারে।" মেয়েটা হাসতে হাসতে জবাব দিল, "তামার ফ্যারাডে কেজের (ফ্যারাডে কেজ যে কোন ধরনের বিদ্যুৎ থেকে ভেতরের বস্তুকে সুরক্ষা দেয়) কেসিং মনে হচ্ছে। গ্রেনেডে ক্ষতি হবার কথা না।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পেইন্টার। *তথ্য গুলো তাহলে নিরাপদে আছে! সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি...অবশ্য পাস কোড উদ্ধার করতে না পারলে, আদপে কোন লাভই হবে না।* ক্যাসান্দ্রার দিকে এগিয়ে গেল সে। ওকে দেখে হাসল মেয়েটা, চোখজোড়া উজ্জ্বল।

গ্লকটা বের করে মেয়েটার কপালে ধরল পেইন্টার ক্রো।

"পেইন্টার, এসব কী-" এক পা পিছিয়ে এল বিস্মিত মেয়েটা।

তাল মিলিয়ে এক পা এগিয়ে এল পেইন্টার ক্রো, এক মুহূর্তের জন্যও বন্দুকের নল লক্ষ্য থেকে সরায়নি। "কোডটা বলো।"

ফেনটন চলে এল ওর পাশে, "কমান্ডার?"

"এই ব্যাপারে নাক গলাবেন না।" সিকিউরিটি প্রধানকে থামিয়ে দিয়ে ক্যাসান্দ্রা সানচেজের দিকে মনোযোগ দিল পেইন্টার। "ঝ্যাং আর ওর চার বডিগার্ডের লাশ পড়ে আছে এখানে। যদি ঝ্যাং আমাদের আড়ি পাতার ব্যাপারে জেনে গিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় কনফারেন্সে অবস্থানরত ওর কন্ট্যাক্টকেও জানিয়েছে। বিনিময় সম্পন্ন করতে পারার জন্য, একসাথে পালাবার চেষ্টা করাই কি যুক্তিযুক্ত নয়?"

লাশ গুলোর দিকে তাকাতে চাইল মেয়েটা, কিন্তু পেইন্টার বাঁধা দিল। "পাগল হয়ে গেলে নাকি? আমাকে ঐ লোকের কন্টাক্ট বলে ভাবছ?" জানতে চাইল ক্যাসান্দ্রা।

বন্দুকের লক্ষ্য স্থির রেখেই চেহারার এক পাশ হারানো বডিগার্ডের ইঙ্গিত করল সে, "একটা সিগ সওয়ার মানুষের চেহারার কি ক্ষতি করতে পারে, তা আমি ভালো করেই জানি। তুমি তো সিগ সওয়ার-ই ব্যবহার করো, তাই না?"

"ঝ্যাং আমার হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়েছিল। তুমি পাগলের মত আচরণ করছ, পেইন্টার। আমি-"

পেইন্টার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল এলিভেটরের দেয়ালে লেগে থাকা যন্ত্রটা। তুলে ধরল ক্যাসান্দ্রার চোখের সামনে।

শক্ত হয়ে গেল মেয়েটা, কিন্তু ভুলেও যন্ত্রটার দিকে তাকাল না।

"এক বিন্দু রক্ত নেই, ক্যাসান্দ্রা। একটুও না। এর অর্থ, তুমি জিনিসটা প্ল্যান্টই করোনি।"

কঠিন হয়ে গেল মেয়েটার চেহারা।

"কোডটা বলো।"

স্থির, শান্ত চোখে ওর দিকে তাকাল ক্যাসান্দ্রা, "আমি যে মুখ খুলব না, তা তোমার জানা আছে।"

অনেক দিনের পরিচিত পার্টনারের চেহারাটা এখন অপরিচিত মনে হচ্ছে। ওতে কোন আফসোস নেই, নেই কোন অপরাধবোধ। আছে কেবল একগুঁয়েমি। মেয়েটার মুখ খোলাতে পারে সে, কিন্তু সেই সময় বা ইচ্ছা কোনটাই ওর নেই। ফেনটনকে বলল, "একে হ্যান্ডকাফ পরান। সব সময় পাহারায় রাখবেন।"

হাতকড়া পরাবার সময় ওকে ডাকল মেয়েটা। বলল, "পেইন্টার, নিজের পিঠের দিকে নজর রেখো। কিসের মধ্যে ঢুকে পড়েছ, সে ব্যাপারে তোমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।"

কোন কথা না বলে, কম্পিউটার কেসটা তুলে নিল সে।

"গভীর জলে সাঁতরাতে নেমেছ পেইন্টার। আশেপাশে যে কতগুলো হাঙর আছে, বুঝতেও পারছ না।"

মেয়েটাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেল পেইন্টার। মনে মনে ভাবল, *মেয়েদের মন। বোঝা বড় দায়!*

টাওয়ারে ঢোকার ঠিক আগ মুহূর্তে এম.পি. ট্রাইবাল পুলিশের একজন ওর পথরোধ করে দাঁড়াল। "কমান্ডার ক্রো?"

"বলছি।"

"আমাদের অফিসে আপনার জন্য একটা আর্জেন্ট কল এসেছে।"

ভ্রূ কুঁচকে গেল পেইন্টারে, "কার কল?"

"অ্যাডমিরাল রেক্টর নামী একজনের স্যার। আপনি চাইলে রেডিওতে কথা বলতে পারেন।"

পেইন্টার অবাক হয়ে গেল। অ্যাডমিরাল টনি “দ্য টাইগার” রেক্টর হলেন ডারপার প্রধান, ওর কমান্ডার ইন চীফ। আগে কখনও তার সাথে কথা হয়নি ওর, শুধু কাগজে সই দেখেছে। এখানকার পরিস্থিতির কথা কি এত তাড়াতাড়ি ওয়াশিংটনে পৌঁছে গিয়েছে?

এম.পি. পুলিশের লোকটাকে অনুসরণ করে একটা পার্ক করা গাড়ির দিকে এগোল সে। রেডিওটা মুখের কাছে এনে বলল, “কমান্ডার ক্রো বলছি, স্যার।”

“কমান্ডার, এক্ষুনি আর্লিংটনে ফিরে এসো। তোমাকে তুলে নেবার জন্য হেলিকপ্টার পাঠানো হচ্ছে।”

ঠিক সেই মুহূর্তে পেইন্টার শুনতে পেল হেলিকপ্টারের আওয়াজ।

অ্যাডমিরাল রেক্টর আরো বললেন, “তোমার জায়গায় কমান্ডার জাইলসকে পাঠানো হচ্ছে। তাকে ডিব্রিফ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসো।”

“ইয়েস স্যার।” বলল সে, কিন্তু ততক্ষনে লাইন ডেড হয়ে গিয়েছে।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে, উপরে ভাসমান হেলিকপ্টারের দিকে চাইল পেইন্টার। সন্দেহ খেলা করছে ওর মনে। অ্যাডমিরাল রেক্টরের হঠাৎ এই ফোন কলের কী অর্থ? এত তাড়াহুড়ো কেন? ক্যাসান্দ্রার বলা কথাগুলো বার বার খেলে যাচ্ছে মনে।

গভীর জলে সাঁতরাতে নেমেছ পেইন্টার। আশেপাশে যে কতগুলো হাঙর আছে, বুঝতেও পারছ না।

ম্যাটারস অফ দ্য হার্ট

নভেম্বর ১৪, ০৫:০৫ পি.এম. জিএমটি
লন্ডন, ইংল্যান্ড

এদিকে! আমি কিছু একটা পেয়েছি!

সাফিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে আওয়াজের উৎসের দিকে তাকাল। দেখল, মেটাল ডিটেক্টর হাতে এক টেকনিশিয়ান তার সঙ্গীকে ডাকছে। *আবার কী হলো?* দৌড়ে সেদিকে চলে এল সাফিয়া। গুরুত্বপূর্ণ কিছু হলেও হতে পারে।

কারাও আওয়াজ শুনতে পেয়ে ছুটে এসেছে। "কী পেয়েছ?" ক্ষমতা যেন ঝরে পড়ছে ওর গলা দিয়ে।

"আমি নিশ্চিত নই," টেকনিশিয়ান জানালো, "কিন্তু খুব শক্তিশালী রিডিং পাচ্ছি ডিটেকটরে।"

"উল্কা পিন্ডের টুকরা?"

"বলতে পারছি না। এই পাথরখন্ডের নিচে চাপা পড়ে আছে।"

সাফিয়া চিনতে পারল পাথরখন্ডটা। জিনিসটা আসলে একটা বেলে পাথর দ্বারা নির্মিত মূর্তির অংশ। এই মানবাকৃতির মূর্তিটা সালালাহের একটা সমাধির বাইরে পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত ২০০ বি.সি. তে বানানো হয়েছিল ওটা। একটা মানুষ দেখানো হয়েছে ওটাতে, লম্বা কিছু একটা কাঁধের উপর ধরে আছে। অনেকে বলেন যে লম্বা জিনিসটা আসলে রাইফেল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ওটা আগুন ধরাবার মশাল।

এখন কেবল দেহ আর ভাঙা দুটো পা অবশিষ্ট আছে মূর্তিটার। আগুনের প্রচন্ড উত্তাপে ওগুলোর উপরদিকের বেলে পাথর গলে গিয়ে কাঁচে পরিণত হয়েছে।

এসব ভাবছে সাফিয়া, আর ওদিকে কারার ভাড়া করা টীমের সবাই ঘিরে ধরেছে ওটাকে।

মেটাল ডিটেক্টর হাতে ধরা লোকটা মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "ওটা সরিয়ে দেখা দরকার।"

"দেখ।" নড করল কারা, "এই, ক্রোবার জোগাড় কর তো কয়েকটা।"

আদেশ পালন করার জন্য এগিয়ে গেল কয়েকজন।

সাফিয়া এগিয়ে এসে বাঁধা দিল, "কারা, দাঁড়াও। মূর্তিটাকে চিনতে পারছ না?"

"পারছি, কিন্তু তুমি কী বোঝাতে চাইছ?"

"ভাল করে দেখ। এই মূর্তিটা তোমার বাবা সালালাহের সমাধিতে আবিষ্কার করেছিলেন। এর যতটা সম্ভব রক্ষণা বেক্ষণ করা দরকার।"

"আমি কেয়ার করি না।" কনুইয়ের ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দিল কারা। "এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস চাপা পড়ে আছে। হয়তো তা পাপার কী হয়েছিল, সে ব্যাপারে কোন আলোকপাত করতে পারবে।"

নিচু গলায় বলল সাফিয়া, "তোমার কি আসলেই মনে হয় যে, এখানকার ঘটনার সাথে তোমার বাবার মৃত্যুর কোন সম্পর্ক আছে?

উত্তর না দিয়ে ওর লোকদের দিকে ফিরল কারা, "আমাকেও একটা দাও।"

সাফিয়া আর বাঁধা দিল না। জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার নজর বুলালো গ্যালারির দিকে। এতদিন কি তাহলে ভুল বুঝে এসেছে ও? এসব আর্টিফ্যাক্ট জড়ো করার পিছনে কি কারার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল?

ছোট বেলায় শোনা গল্পটা মনে করার চেষ্টা চালালো সে। কারা সেদিন খুব কাঁদছিল। ধরেই নিয়েছিল, ওর পাপার মৃত্যুর জন্য দায়ী অতিপ্রাকৃত কোন শক্তি। সাফিয়াকে সব খুলে বলেছিল।

নিসিনাসেরা দায়ী...মরুভূমির ভূত।

তখন থেকেই ওরা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেরিয়েছি। নিসনাসদের সম্পর্কে যত গল্প-গাথা ছিল, সব পড়েছে। গল্পে আছে, একদা মরুভূমির মাঝে ছিল বিশাল এক শহর। অনেক নামেই পরিচিত ছিল তাঃ ইরাম, ওয়াবার, উবার। ডাকা হতো "সহস্র পিলারের শহর" বলেও। কুরআনে এই শহরের অধঃপতনের কথা বলা হয়েছে, আরব্য রজনী আর আলেক্সান্ডারের বইতেও বলা হয়েছে। বাইবেলে উল্লেখিত নবী নোয়াহ (আমাদের নুহ আঃ) এর বংশধরদের হাতে হয়েছিল এই শহরের গোড়া পত্তন। উবার ইতিহাসে একিসাথে অত্যন্ত ধনী আর অধঃপতিত শহর হিসেবে উল্লেখিত। এর অধিবাসীরা কালো জাদুর চর্চা করত। হুদ নামের নবীর আদেশ আর সাবধানবাণী কানেই তোলেনি এর রাজা। আর তাই স্রষ্টা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন শহরটাকে। বালুর সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল পুরোটা এলাকা, আর কখনও দেখা যায়নি। যেন মরুভূমির আটলান্টিস। গল্পে আরো আছে, শহরটা এখনও পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়নি। তবে আছে বালুর নিচে, এর অধিবাসীরা পরিণত হয়ে গিয়েছে পাথরে। শহরের অলিগলিতে এখন দুষ্ট জীনদের রাজত্ব। তবে এখানেই শেষ না। জীনদের চেয়েও ভয়ানক নিসনাসেরা আবাস করে এখানে, জাদু ক্ষমতা সম্পন্ন হিংস্র প্রাণি এরা।

সাফিয়া ভেবেছিল, কারা এসব গাল-গপ্পোকে স্রেফ গাল-গপ্পো হিসেবেই ধরে নিয়েছে। বিশেষ করে যখন অভিজ্ঞ অনুসন্ধানকারীরা জানালো-ওর বাবার মৃত্যুর

জন্য দায়ী সিংক হোলের আচমকা আবির্ভাব-তখন আর সন্দেহে কোন অবকাশ ছিল বলে সাফিয়ার মনে হয়নি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ভুল হয়েছিল ওর।

কারা একটা ক্রো বার হাতে তুলে নিয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে যে ওকে থামানো সম্ভব না। বান্ধবীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মুখের দিকে চেয়ে চোখ বন্ধ করল সাফিয়া। ভাবছে, ওর জীবনের কতটুকু এই বোকার মত অনুসন্ধানে নষ্ট করেছে কারা? লেখাপড়ার বিষয় পছন্দ করার পিছনেও কি কারার হাত ছিল? মাথা নাড়ল সে। এখন এসব চিন্তা করার সময় না। পরে ভাবতে হবে।

এগিয়ে এসে মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি তোমাকে এই কাজ করতে দিতে পারিনা।"

কারা ওকে হাতের ইশারায় সরে যেতে বলল, "যদি উল্কাপিন্ডের একটা টুকরাও ওখানে থেকে থাকে, আমাদেরকে সেটা বের করতেই হবে। কয়েকটা ভাঙা পাথরখন্ডের চেয়ে তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

"কার কাছে গুরুত্বপূর্ণ? আরবের ঐ সময়ের খুব বেশি মূর্তি বাকি নেই। ভাঙা হলেও-"

"উল্কাপিন্ডটা-"

"পরেও বের করা যাবে।" সাফিয়া কারাকে থামিয়ে দিল, "একটু দেরী হলে এমন কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না।"

ইস্পাতের মত করা দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল কারা। অনেক পুরুষও সেই দৃষ্টির সামনে কেঁচো হয়ে যাবে। কিন্তু সাফিয়া এক বিন্দু ছাড় দিতেও রাজি না। হতে পারে কারা কেনসিংটন সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী, কিন্তু আসল কারাকে সে ভালো মতোই চেনে।

এগিয়ে এসে ক্রোবারটা হাত থেকে নিয়ে নিল সে। কারার আঙুল কাঁপছে দেখে অবাক হলো, "আমি জানি তোমার মনে কী চলছে।" ফিসফিস করে বলল সে। উটের মত দেখতে উল্কাপিন্ডটার ইতিহাস দুজনের ভালো মতো জানা আছে। ব্রিটিশ এক অভিযাত্রী আবিষ্কার করেছিল ওটা, কথিত আছে বালুর সমুদ্রে ডুবে যাওয়া এক শহরের সদর দরজার প্রহরী ঐ উল্কাপিন্ড।

শহরটার নাম-উবার।

আরো বড় ব্যাপার হলো, অদ্ভুত এক উপায়ে বিস্ফোরিত হয়েছে ঐ উল্কাপিন্ড।

"কোন না কোন যোগাযোগ নিশ্চয় আছে," বিড় বিড় করে বলল কারা।

অহেতুক আশার বাড়িটাকে গুঁড়িয়ে দেয়ার মত একটাই পথ জানে সাফিয়া, "তুমি জানো উবারকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।"

১৯৯২ সালের কথা। নিকোলাস ক্ল্যাপ নামের এক অ্যামেচার আর্কিওলজিষ্ট শহরটা খুঁজে পান। ৯০০ বি.সি. তে স্থাপিত এই শহরটা মরুভুমিতে দুষ্প্রাপ্য

ওয়াটার হোল (পানির কুপ) এর পাশেই অবস্থিত ছিল। স্থাপিত হবার পর থেকে সুগন্ধি, বিশেষ করে ফ্রাঙ্কেনসেন্স কেনা বেচা করার রুটে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে নেয় শহরটা। ওমানের উপকূলীয় পাহাড়গুলোর সাথে উত্তরের ধনী শহরগুলোর বাজারের সংযোগ স্থাপন করে। পরবর্তী দিনগুলোতে উবারের উন্নতি হয় ঈর্ষনীয় গতিতে। এরপর হঠাৎ একদিন আচমকা সিংক হোল সৃষ্টি হয়ে ডুবিয়ে দেয় শহররের অর্ধেকটাকে। বেঁচে যাওয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসীরা এর পর তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়।

"শহরটা আদপে একটা ব্যবসাকেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই না।" জোর দিয়ে বলল সাফিয়া।

কারা মাথা নাড়ল। কিন্তু তা সাফিয়ার কথা অস্বীকার করার জন্য, নাকি নিজেকে ফিরে পাবার জন্য-তা বোঝা গেল না। ক্ল্যাপের আবিষ্কারের কথা শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল কারা। বড় অক্ষরে বিভিন্ন সংবাদ পত্রে লেখা হয়েছিল সে কথাঃ **পৌরাণিক অ্যারাবিয়ান শহর আবিষ্কার!** কারা সাথে সাথে ছুটে গিয়েছিল সাইটে। কিন্তু দুবছর খনন কার্য চালাবার পর পাওয়া গিয়েছিল শুধু কিছু তৈজসপত্র আর তার ভাঙা টুকরা।

কোথায় যে সেই বিশাল গুপ্তধন আর কোথায় সেই সহস্র পিলার! নিসনাসদের কথা নাহয় বাদই রইল।

"লেডী কেনসিংটন," মেটাল ডিটেকটর হাতে লোকটা ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, "হয়তো ড. আল-মায়াজ ভালো পরামর্শই দিয়েছেন।"

দুজনে একসাথে মূর্তির দিকে নজর ফেরালো।

"আমি ভুল করেছিলাম," টেকনিশিয়ান বললো, "এই রিডিং এর উৎস মূর্তিটার নিচে নেই।"

"তাহলে কোথায় আছে?" বিরক্ত কারা জানতে চাইল।

"ভেতরে আছে।"

"ভেতরে?"

"জি ম্যাম। আরো আগেই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু এই জিনিসের ভেতরে যে কিছু থাকতে পারে, তা মাথায় আসেনি।"

সাফিয়া সামনে এগিয়ে এল, "সম্ভবত কিছু লোহা জমেছিল ভেতরে, ওটার রিডিং পাওয়া যাচ্ছে।"

"নাহ। রিডিং খুব শক্তিশালী, লোহা হবার কথা না।"

"ভেঙে ফেলতে হবে।" বলল কারা।

সাফিয়া ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল। *এত সহজে?* হাঁটু গেঁড়ে মূর্তির পাশে বসে পড়ল সে। "কেউ আমাকে একটা ফ্লাশ লাইট দাও।"

ওর আদেশও ত্বরিতগতিতে পালিত হলো।

"কী করতে চাচ্ছ?" জানতে চাইল কারা।

"ভেতরে উঁকি দেব।" সাফিয়া ওটার দেহে ঠেসে ধরল ফ্লাশ লাইট। আগুনের উত্তাপে বেলে পাথর কাঁচে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

জ্বলে উঠল যেন মূর্তিটি। তবে কাঁচ মাত্র দুই ইঞ্চি পুরু হওয়ায় খুব একটা ভেতরে দেখা গেল না। যে জিনিস লুকিয়ে আছে, সেটা নিশ্চয় খুব গভীরে।

কারা ওর পেছনে দাঁড়িয়েছিল, আঁতকে উঠল সে।

"কী হল?" বলতে বলতে ফ্ল্যাশ লাইট সরাতে শুরু করল সাফিয়া।

"না, না।" বলে উঠল কারা, "লাইট সরিও না। সেন্টারের কাছে নিয়ে যাও।"

সাফিয়া কথা শুনল। একটা ছায়া দেখতে পেল সে। ঠিক যেখানে কাঁচ আর বেলে পাথরের সংযোগস্থল, সেখানে। বুকের ঠিক মাঝখানটায় হবার কারণে এক নজরেই বুঝতে পারল, জিনিসটা কি।

"একটা হৃদপিন্ড।" ফিসফিস করে বলল কারা।

সাফিয়া বসে পড়ল ওখানে, অবাক বিস্ময়ে বলল, "একটা মনুষ্য হৃদপিন্ড।"

০৮:০৫ পি.এম.

বেশ কয়েকঘন্টা পরের কথা। ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানশিয়েন্ট নেয়ার ইষ্ট-এর প্রাইভেট বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কারা কেনসিংটন।

আর মাত্র একটা...

হাতের তালুতে একটা কমলা রঙের পিল নিয়ে নাড়ছে সে। জিনিসটা *বিশ মিলিগ্রাম ওজনের প্রেসক্রিপশন অ্যাম্ফিটামিন (ইয়াবা)*। এত ছোট জিনিসের ঝাঁঝ এতো বেশি! ভাবাই যায়না। তবে ওর এখন আরো দরকার। তাই আরেকটা পিল নিল হাতে। হাজার হলেও, গত রাতটা ঘুমাতে পারেনি। এখন যে একটু চোখ বন্ধ করবে, সে উপায় নেই। অনেক কাজ বাকি।

পানি ছাড়াই গিলে ফেলল জোড়া পিল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল। লালচে দেখাচ্ছে ওর ত্বক, চোখ জোড়া স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি বড় বড়। পানিতে হাত ভিজিয়ে নিয়ে মুখে বোলাল ও। বিস্ফোরণের সময় ব্ল্যাকহিথে নিজের পারিবারিক এস্টেস্টে ঘুমাচ্ছিল কারা। খবর পেয়ে আর দেরি করেনি। সাথে সাথে চলে এসেছে মিউজিয়ামে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেসব কত যুগ আগের কথা!

এবার কী করণীয়?

সারাদিন খেঁটে উল্কাপিন্ডের কয়েকটা টুকরা খুঁজে পেয়েছে ওর ফরেনসিক টীম। প্রাথমিক পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, বৈদ্যুতিক আবেশের ফলে উল্কাপিন্ডের মাঝে আপাত স্থিতাবস্থায় থাকা কোন জিনিস বিস্ফোরিত হয়ে এ কান্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু জিনিসটা কী, তা কেউ বলতে পারছে না। ইংল্যান্ড আর এর বহির্বিশ্বের বিভিন্ন ল্যাবে এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে।

কারা হতাশ। ভিডিও ফুটেজ দেখে ভেবেছিল, ওর পাপার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছুটা হলেও এবার জানতে পারবে। তখনো এমন বিস্ফোরণ ঘটেছিল, মৃত্যু হয়েছিল একজনের। কোন না কোন যোগাযোগ তো নিশ্চয় আছে।

কিন্তু কী সেই সংযোগ? নাকি অতীতের অজস্রবারের মত এবারো একটা কানাগলিতে এসে উপস্থিত হয়েছে সে?

দরজায় নক করার আওয়াজে সম্বিত ফিরে পেল কারা।

"কারা, আমরা পরীক্ষার জন্য তৈরি।" সাফিয়ার গলা, কণ্ঠে দুশ্চিন্তার ছাপ পরিষ্কার। হবারই কথা, কারার মনের অবস্থা একমাত্র সাফিয়ার পক্ষেই আঁচ করা সম্ভব।

"আসছি।"

পিলের বাক্সটা স্যাচেলে ভরে নিল সে, বেড়িয়ে এসে রওনা দিল পরীক্ষাঘরের দিকে।

ঘরটাকে মর্গের রূপ দেয়া হয়েছে, লাশ হিসেবে আছে বেলে পাথরের মূর্তিটা। সাফিয়ার জোরাজুরিতেই জিনিসটাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। দুটো হ্যালোজেনের বাতি আলো ফেলছে মাথাহীন মূর্তির উপর। পাশে রাখা আছে এক গাদা যন্ত্রপাতিঃ স্কালপেল, ক্ল্যাম্প আর থাম্ব ফরসেপ (ক্ষুদ্রাকৃতির চিমটা)। বিভিন্ন আকারের অনেকগুলো হাতুড়ি আর ব্রাশও আছে।

সাফিয়া একজোড়া ল্যাটেক্স গ্লাভস পরে নিল। গায়ে একটা অ্যাপ্রোন জড়ানো, চোখে সেফটি গ্লাস।

"তৈরি?" জানতে চাইল সে, জবাবে শুধু নড করল কারা।

"বুড়া লোকটার বুক ফাঁড়া শুরু হোক।" আমেরিকানদের সচরাচর রুক্ষ ভঙ্গিমায় বলল এক যুবক। কারা চেনে ওকে। নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটির গ্রাড স্টুডেন্ট (সাধারণত যারা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের জন্য কারও অধীনে অধ্যয়নরত) ছেলেটা, নাম ক্লে বিশপ। পুরো প্রক্রিয়াটা ভিডিও করার জন্য একটা ক্যামকোডারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে।

"পরিস্থিতি অনুযায়ী আচরণ কর, মি. বিশপ। এই "বুড়া লোকের" সম্মান প্রাপ্য।" সাবধান করে দিল সাফিয়া।

"সরি।" বলল বটে, কিন্তু সেই সাথে হেসে বুঝিয়ে দিল যে সে বিন্দুমাত্র দুঃখিত না। দেখে ছাত্র বলে মনেই হয় না। পড়নে জিন্স আর কনসার্ট টি-শার্ট। পায়ে রিবকের জুতা, লোকে বলে এককালে ওগুলো সাদা ছিল। কিন্তু আসলে কথাটা সত্যি কিনা, তা কে জানে! চোখের চশমা জোড়া থাকায় কিছুটা ছাত্র ছাত্র ভাব এসেছে চেহারায়। "সবকিছু রেডি, ড. আল-মায়াজ।"

"খুব ভালো।" হ্যালোজন বাতি দুটোর নিচে এসে দাঁড়াল সাফিয়া।

কারা ঘুরে এসে অন্যদিকে দাঁড়াল। আর একজন মাত্র লোক উপস্থিত আছে এই মুহূর্তে, সিকিউরিটি প্রধান রায়ান ফ্লেমিং। ওকে দেখে নড করল লোকটা। শক্ত হয়ে গেল, মিউজিয়ামের অধিকাংশ কর্মচারীর উপরই ওর উপস্থিতির এই প্রভাব দেখা যায়।

সাফিয়া মাপ নিতে নিতে গলা খাঁকড়ি দিয়ে রায়ান বলল, "আবিষ্কারটার কথা শুনে এসেছি।"

"কেন?" জানতে চাইল কারা, "এটা কি কোন নিরাপত্তাজনিত ব্যাপার?"

"জি না। কৌতুহল বলতে পারেন।" মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে, "প্রতিদিন তো আর পাথরের মূর্তির ভেতর হৃদপিন্ড পাওয়া যায় না!"

হৃদয়ের টানেই যে এসেছে সিকিউরিটি প্রধান, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই কারার। কিন্তু সেই হৃদয় যে মূর্তির ভেতরে পোরা হৃদয়টা নয়, তাও জানে। অদ্ভুত মূর্তিটার চেয়ে, সাফিয়ার দিকেই বেশি নজর লোকটার।

কোন কিছু না বলে মূর্তির দিকে ঝুঁকে এল কারা। হৃদপিন্ডটা একেবারে আসলের অনুরূপ। আকৃতি বা অবস্থানে কোন গোলমাল নেই। কিন্তু যেহেতু ফরেনসিক টীম এর উপস্থিতি টের পেয়েছে, সেহেতু ওটা অবশ্যই কোন ধাতুর আকরিক দি· তৈরি। একথা জানে সে, কিন্তু তাও মনে হলো যে কোন মুহূর্তে ওটার স্পন্দন ·রু হয়ে যাবে!

হীরে দিয়ে অগ্রভাগ বানানো, এমন এক যন্ত্র নিয়ে মূর্তির দিকে ঝুঁকল সাফিয়া। হৃদপিন্ডের উপরের কাঁচে দক্ষ হাতে একটা চতুর্ভুজ টানল, "যতটা সম্ভব সংরক্ষণ করতে চাই।"

এরপর চতুর্ভুজটার উপরে বসাল একটা সাকশন-কাপ (একধরনের যন্ত্র। বায়ুশুন্যতা তৈরি করে যার সাথে লাগানো হয়, তার উপর শক্ত হয়ে এঁটে বসে)। "আমার মনে হয়-কাঁচের নিচের দিকটার সাথে লেগে থাকা বেলে পাথর ভঙ্গুর।"

একটা রাবারের হাতুড়ি তুলে নিল এবার। ধীর কিন্তু শক্ত করে আঘাত হানল চতুর্ভুজ বরাবর। ছোট ছোট ফাটল দেখা গেল কাঁচের উপর। প্রতিটা আঘাতের সাথে কেঁপে উঠল উপস্থিত সবাই, উত্তেজনা পেয়ে বসেছে।

তবে সাফিয়ার কোন ভাবান্তর নেই। কারা জানে যে সাফিয়া প্রায়ই প্যানিক অ্যাটাকে ভোগে। কিন্তু নিজস্ব পরিবেশে ওর কোন তুলনা নেই। হাতে ধরা হীরার মতই শক্ত আর তীক্ষ্ণ সে।

"এতটুকুতে কাজ হয়ে যাবার কথা।" হাতের হাতুড়ি রেখে দিয়ে এবার ব্রাশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেনসিংটন গ্যালারির কিউরেটর সাফিয়া আল-মায়াজ। ধুলো সরিয়ে আঁকড়ে ধরল সাকশন-কাপের হ্যান্ডেল। হ্যাঁচকা টান না দিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাল। কিছুটা বের হলে টানল নিজের দিকে। পরিষ্কার বের হয়ে এল চতুর্ভুজাকৃতি কাঁচ।

কারা আরো কাছে এসে দাঁড়াল, প্রথমে যা ভেবেছিল, তারচেয়েও নিখুঁত করে হৃদপিন্ডটা বানানো হয়েছে। প্রতিটা চেম্বার আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে (হৃদপিন্ডে মোট চারটা চেম্বার থাকে-ডান অলিন্দ, ডান নিলয়, বাম অলিন্দ, বাম নিলয়)। এমনকি ছোট ছোট ধমনী আর শিরাগুলোও বাদ পড়েনি।

সাফিয়া সাবধানে তুলে আনা কাঁচটা উল্টে ধরল। হৃদপিন্ডের উপরের দিকের ছাপ পড়েছে ওতে। ক্যামেরার দিকে ফিরল মেয়েটা, "ক্লে, ঠিকমত ভিডিও করছো তো?"

"ওহ ম্যান। অসাধারণ।" দুপায়ে লাফাচ্ছে সাফিয়ার গ্রাড স্টুডেন্ট।

"হ্যাঁ বলে ধরে নিলাম।" টেবিলের উপর কাঁচটাকে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল সাফিয়া।

"হৃদপিন্ডটার কী অবস্থা?" জানতে চাইল ফ্লেমিং।

মূর্তির খোলা বুকের দিকে ঝুঁকে এল সাফিয়া। ব্রাশের হ্যান্ডেলটা দিয়ে হালকা করে বাড়ি দিল হৃদপিন্ডে। এর ফলে যে আওয়াজ সৃষ্টি হলো, সেটা শুনতে পেল সবাই। "জিনিসটা যে ধাতব, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। রঙ দেখে মনে হচ্ছে-ব্রোঞ্জ।"

"ফাঁপা শোনাল।" বলল ক্লে, "আবার আঘাত করো তো।"

মাথা নেড়ে না করল সাফিয়া। "নাহ, আরেকবার আঘাত করা উচিত হবে না। এই দেখ, হৃদপিন্ডের উপর জায়গায় জায়গায় বেলে পাথর। যেভাবে আছে, সেভাবে রেখে দেয়াই ভালো। রিসার্চাররা আগে দেখে নিক।"

কারা দম ফেলবার পর্যন্ত সাহস পায়নি। এখন অক্সিজেনের অভাবে কানে তালা লাগবার উপক্রম। *আর কেউ কি ব্যাপারটা টের পায়নি?*

কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই, শব্দ করে খুলে গেল ঘরটার দরজা। লাফিয়ে উঠল সবাই। দুজন লোক ঘরে প্রবেশ করল।

হ্যালোজেন বাতিটা ঘুরিয়ে দরজার দিকে আলো ফেলল সাফিয়া, "ডিরেক্টর টাইসন নাকি?"

"এডগার!" এগিয়ে গেল কারা, "এখানে কী করছ?"

মিউজিয়াম প্রধান পাশে সরে গেলে, তার সঙ্গিকে দেখতে পেল সবাই। সেন্ট্রাল লন্ডন হোমিসাইড-এর ইন্সপেক্টর স্যামুয়েলসন। "তোমার অসাধারণ আবিষ্কারের কথা যখন শুনতে পারি, তখন ইন্সপেক্টর সাহেব আমার সাথেই ছিলেন। জানতে চাইলেন, জিনিসটা দেখার সুযোগ পাবেন কিনা। যে সহযোগিতা আমাদের সাথে করেছেন, তাতে না বলি কিভাবে?"

"ঠিক বলেছ।" কারা ডিপ্লোম্যাটিক সুরে বলল, একেবারে শেষ মুহূর্তে বিরক্তিটুকু ঢেকে ফেলেছে। "ঠিক সময়ে এসেছ।" বলে জায়গা থেকে সরে দাঁড়াল সে, নিজের আবিষ্কারটা নাহয় আরো কিছুক্ষণ গোপনে থাকুক।

বসের দিকে চেয়ে নড করল ফ্লেমিং, "আমার যা দেখার দেখেছি। এখন কাজে যেতে হয়।" এরপর সাফিয়ার দিকে ফিরে বলল, "দেখতে দেবার জন্য ধন্যবাদ।"

"ব্যাপার না।" অন্যমনস্কভাবে বলল সাফিয়া।

আরো কিছুক্ষণ সাফিয়ার দিকে চেয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল রায়ান ফ্লেমিং। ব্যাপারটা কারার নজর এড়ালো না। সাফিয়া আসলে নিজের কাজের বাইরে কিছুই বোঝে না। ফ্লেমিং-এর চেয়েও ভালো ভালো পুরুষকে জীবন থেকে হারিয়ে যেতে দিয়েছে ও।

ইন্সপেক্টর স্যামুয়েলসন রায়ানের জায়গায় এসে দাঁড়াল। "আশা করি বিরক্ত করছি না।"

"আরে না।" সাফিয়া বলল। "কপালজোরে আবিষ্কার করে ফেলেছি।"

"তাই নাকি?" বলে মূর্তির দিকে ঝুঁকে এল ইন্সপেক্টর। কারা জানে, কেবলমাত্র কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য এখানে আসেনি ইন্সপেক্টর। তদন্তে কাকতালীয় ঘটনার কোন জায়গা নেই।

এডগার ইন্সপেক্টরের কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল, "অসাধারণ, তাই না? সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই আবিষ্কার।"

স্যামুয়েলসন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, "মূর্তিটার উৎপত্তি কোথায়?"

"আমার বাবা জিনিসটা আবিষ্কার করেছিলেন।" কারা বলল।

সাফিয়া চোখ থেকে সেফটি গ্লাসটা সরিয়ে বলল, "ওমানি উপকূলের সালালাহ শহরের এক প্রাচীন সমাধির পাশে নতুন জমকালো সমাধি প্রতিষ্ঠা কার্যে টাকা ঢেলেছিলেন রেজিনাল্ড কেনসিংটন। পুরনো সমাধিটার পাশে এই মূর্তি খুঁজে পান তিনি। জিনিসটা খুব-ই বিরল, প্রাক-ইসলাম যুগে বানানো হয়েছিল। এই ধরুন ২০০ বি.সি. এর দিকে। কিন্তু আবিষ্কারের সময়ও একেবারে দারুণ অবস্থায় ছিল ওটা। অবশ্য সমাধিটা গত দুই সহস্র বছর ধরে খুব পবিত্র বলেই পরিচিত।"

উপস্থিত সবার দিকে একবার করে চাইলেন ইন্সপেক্টর স্যামুয়েলসন। অবশেষে আবার টেবিলে শোয়ানো মূর্তির দিকে ফিরে বললেন, “আপনি একটা পুরনো সমাধির কথা বললেন।”

“হ্যাঁ। নবী ইমরানের সমাধি।”

“কে সে? কোন ফারাও?”

সাফিয়া হাসল, “সমাধিটা মিশরীয় না।” কারার মত সেও বুঝতে পারছে যে ইন্সপেক্টরের কোন উদ্দেশ্য আছে, “আরবের অধিকাংশ সমাধিই বাইবেল বা কুরআনে বর্ণিত কোন ব্যক্তির কবর। আর আমাদের সমাধিতে শায়িত ব্যক্তির কথা দুই জায়গাতেই আছে।”

“নবী ইমরান? কই আমার তো মনে পড়ছে না।”

“আসলে তিনি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। আপনি কি কুমারী মাতা মেরীর নাম শুনেছেন?”

“দু-একবার।” এমন ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন স্যামুয়েলসন যে সাফিয়া না হেসে পারল না।

“নবী ইমরান কুমারী মাতা মেরীর বাবা ছিলেন।”

০১:৫৪ পি.এম. ইএসটি
আর্লিংটন, ভার্জিনিয়া

পেইন্টার ক্রো একটা রুপালী মার্সিডিজ এস৫০০ সেডানের পেছনের সীটে বসে আছে। গাড়িটা পূর্বদিকে যাচ্ছে, ওয়াশিংটনের দিকে। কিন্তু এতদূর যেতে হবে না। ওদের গন্তব্য-ডারপা হেডকোয়ার্টার।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে একবার সময় দেখে নিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই পাঁচ বছরের পুরনো পার্টনারের মুখোমুখি হতে হয়েছে ওকে। ঠিক ক্যাসান্দ্রাকে নিয়ে ভাবছে না ও, কিন্তু একথাও সত্যি যে মেয়েটার আশেপাশেই ঘুরপাক খাচ্ছে ওর চিন্তা ভাবনা।

কাছাকাছি সময়ে রিক্রুট করা হয়েছিল ওদেরকে। পেইন্টার এসেছে নেভী সিলস থেকে আর ক্যাসান্দ্রা ছিল আর্মি রেঞ্জারসে। ডারপা ওদেরকে রিক্রুট করেছিল সিগমা ফোর্স নামের এক নতুন গোপন দলের জন্য। সিগমা ফোর্সের খবর এতটাই গোপন যে, ডারপার সবাই এ দলের কথা জানে না। সিগমার উদ্দেশ্য হল-টেকনোলজির উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এমন একদল এজেন্ট গড়ে তোলা, যারা রিসার্চ আর টেকনোলজী সংক্রান্ত মিশনগুলিতে কাজ করবে।

সে জন্য যা করার দরকার পরে, তাই করার অনুমতিও দেয়া হয়েছে সিগমাকে।

কিন্তু এখন পেইন্টারকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে হেডকোয়ার্টারে।

নতুন কোন মিশন নিশ্চয়। তবে কেন এত জরুরী তলব, তা বুঝতে পারছে না ও।

নর্থ ফেয়ারফ্যাক্স ড্রাইভের একটা পার্কিং লটে এসে থামল গাড়ি। একগাদা সিকিউরিটি চেক পার হতে হলে ওকে। অবশেষে এক জন পাথরমুখো লোক এসে পেইন্টারকে বলল, "দয়া করা আমাকে অনুসরণ করুন, কমান্ডার ক্রো।"

পেইন্টারকে পথ দেখিয়ে ভাইস অ্যাডমিরাল টনি রেক্টরের অফিসের সামনে নিয়ে এল পাথরমুখো। ভেতরে ঢোকার অনুমতি চেয়ে বাইরে দাঁড়াল দুইজনে।

পেইন্টার জয়েন করার পর থেকেই ভাইস অ্যাডমিরাল টনি রেক্টরকে ডারপার প্রধান হিসেবে দেখে আসছে। এর আগে তিনি অফিস অফ ইনফরমেশন অ্যাওয়ারনেস, যেটা কিনা ডারপার তথ্য সংগ্রাহক উইং, তার প্রধান ছিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বরের পর অ্যাডমিরালের দক্ষ হাতে জড়ো করা তথ্যবলী, অভিজ্ঞতা আর প্রশাসক হিসেব অসাধারণ সুনামের জোরে তিনি ডারপার ডিরেক্টর হতে পেরেছেন।

দরজা খুলে গেলে পাথরমুখোর ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকল পেইন্টার। কিন্তু পাথরমুখো বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

কালো মেহগনি কাঠের প্যানেল দিয়ে সাজানো ঘরটিতে তামাকের হালকা গন্ধ ভাসছে। ঠিক মাঝখানে শোভা পাচ্ছে মেহগনির-ই একটা ডেস্ক। টনি "দ্য টাইগার" রেক্টর বসে ছিলেন ডেস্কের পেছনে। পেইন্টারকে দেখে হাত বাড়ালেন। বিশালাকার মানুষ তিনি, কিন্তু মেদ নেই একবিন্দু। ষাট বছর বয়সেও শক্ত পোক্ত শরীর।

"বসে পড়ো। ড. ম্যাক নাইটকে আসতে বলেছি। শীঘ্রই এসে পড়বেন।"

ড. শেন ম্যাক নাইট সিগমার প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান ডিরেক্টর। পেইন্টারের সরাসরি বস তিনি। আগে নেভী সিল ছিলেন, ফিজিক্স আর ইনফরমেশন টেকনোলজী-দুই বিষয়ে পিএইচডি করা। ড. ম্যাক নাইটকে ডাকা মানে, পরিস্থিতি আসলেই গুরুতর।

"আমি কি জানতে পারি, কেন আমাকে ডাকা হয়েছে স্যার?"

চেয়ারে আরাম করে বসলেন অ্যাডমিরাল, "কানেক্টিকাটের ঝামেলার কথা শুনেছি।" পেইন্টারের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ফেললেন তিনি, "ঝ্যাং এর কম্পিউটার নিয়ে কাজ চলছে। আশা করি তথ্য গুলো উদ্ধার করা যাবে।"

"পাসওয়ার্ডটা উদ্ধার করতে না পারার জন্য আমরা-আমি দুঃখিত।"

শ্রাগ করলেন অ্যাডমিরাল, "চাইনিজদের হাতে তো পড়েনি। আর তোমাকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাতে রেজাল্ট মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই।"

ক্যাসান্দ্রার কথা জানতে চাইল পেইন্টারের মন। কিন্তু নিজেকে বাঁধা দিল সে। এতক্ষণে নিশ্চয় ক্যাসান্দ্রাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়ে গিয়েছে। এরপর কে জানে কোথায় পাঠানো হবে ওকে!

"আর তোমার প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়," অ্যাডমিরাল বললেন, "ডিফেন্স সায়েন্সের ওরা আমাদেরকে কিছু তথ্য জানিয়েছে। গতরাতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একটা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।"

নড করলো পেইন্টার। আসার সময় সিএনএন-এ শুনেছে, "বজ্রপাত।"

"রিপোর্টে তাই উল্লেখ করতে বলা হয়েছে।"

অ্যাডমিরালের কথা শুনে পিঠ খাড়া করে বসল পেইন্টার। কিন্তু কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই দরজা খুলে দমকা হাওয়ার মত ভেতরে ঢুকলেন ড. শেন ম্যাক নাইট। চেহারা লাল হয়ে আছে, ঘামে ভিজে গিয়েছে ভ্রূ। যেন দৌড়ে এসেছেন তিনি।

"আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি।" অ্যাডমিরালকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন।

নড করলেন অ্যাডমিলার রেক্টর, "বসুন ডক্টর। আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।"

বাইশ বছর হলো ডারপার হয়ে কাজ করছেন ম্যাক নাইট। স্পেশাল প্রজেক্টস অফিসের ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করেছেন কিছুদিন। "সিগমা" তার একটা স্পেশাল প্রজেক্ট। এমন একদল অপারেটিভ নিয়ে একটা বিশেষ দল গড়তে চেয়েছেন, যে দলে আছে বুদ্ধি আর শক্তির দারুণ মিশেল।

পেইন্টার তার প্রথম দিককার রিক্রুটদের একজন, ওকে নিজেই ট্রেনিং দিয়েছিলেন। ইরাকে থাকার সময় পা ভেঙে গিয়েছিল পেইন্টারের। সুস্থ হয়ে উঠবার সময়টাতে ওকে প্রস্তুত করেছেন ম্যাক নাইট। পেইন্টার সম্ভবত এই দুনিয়ার আর কাউকে তার সমকক্ষ বলে মনে করেনা।

কিন্তু এখন তাকে দেখে মনে হচ্ছে, ভয় পেয়েছেন সিগমা নেতা...

কোথাও কোনও গোলমাল আছে।

অ্যাডমিরাল রেক্টর ডেস্কের প্লাজমা মনিটরটা পেইন্টারের দিকে ঘোরালেন, "কিছু বলার আগে আমি চাই তুমি এই ফুটেজটা দেখে নাও।"

সামনে ঝুঁকে এল পেইন্টার, আশা করছে ভিডিও দেখে কিছু উত্তর পাবে। সাদা কালো ভিডিওটার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাল সে।

"এটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সার্ভেইল্যান্স ফুটেজ।"

পুরোটা দেখতে বেশি সময় লাগল না। বিস্ফোরণ শেষ হলে, বন্ধ হয়ে গেল ভিডিওটাও। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল পেইন্টার। টের পেল, উর্ধ্বতন দুজনই ওর দিকে তাকিয়ে আছেন।।

“ঐ আলোর গোলকটা সম্ভবত বল লাইটনিং।” বলল সে।

“ঠিক ধরেছ।” ওকে নিশ্চিত করলেন অ্যাডমিলার রেক্টর, “কিন্তু কথা হলো, আগে কখনও বল লাইটনিং-কে ভিডিওতে ধরা সম্ভব হয়নি।”

“এতটা ভয়াবহ কোন বল লাইটনিং এর কথাও শোনা যায়নি।” যোগ করলেন ড. ম্যাক নাইট।

ট্রেইনিং এর সময় শোনা এক লেকচারের কথা মনে পড়ে গেল পেইন্টারের। গ্রীক সভ্যতায় বল লাইটনিং এর কথা লেখা আছে। কিন্তু জিনিসটা আসলে কী, তার ব্যাখ্যা কেউ পুরোপুরি দিতে পারেননি।

“তাহলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিস্ফোরণটার কারণ কী?” জানতে চাইল সে।

“এই যে, এটা।” ড্রয়ার থেকে একটা বস্তু বের করে ডেস্কের উপর রাখলেন তিনি। দেখতে একটা কালো হয়ে যাওয়া পাথরের মত, আকারে সফটবলের সমান। “আজকে সকালে এসে পৌঁছেছে।”

“কী এটা?”

ইঙ্গিতে বস্তুটাকে তুলে নিতে বললেন অ্যাডমিরাল। বেশ ভারী মনে হলো জিনিসটাকে। পাথরের টুকরার এত ভারী হবার কথা না। ঘনত্ব দেখে মনে হচ্ছে, সীসা হতে পারে।

“মেটিওরিক আয়রন (উল্কাপিন্ড থেকে পাওয়া লোহা)।” ব্যাখ্যা করলেন ড. ম্যাক নাইট। “তোমার হাতের স্যাম্পলটা একটু আগে যে আর্টিফ্যাক্টের বিস্ফোরণ দেখলে, সেখান থেকে পাওয়া।”

পেইন্টার বস্তুটাকে ডেক্সের উপর রেখে দিল, “আমি বুঝতে পারছি না। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে বল লাইটনিং না, এই উল্কাপিন্ড বিস্ফোরণের কারণ?”

“হ্যাঁ এবং না।” দ্ব্যর্থবোধক উত্তর দিলেন ম্যাক নাইট।

“রাশিয়ার তানগুসকা বিস্ফোরণ সম্পর্কে কিছু জানো?” রেক্টর জানতে চাইলেন।

“বেশি কিছু না। যত দূর মনে পড়ে ১৯০৮ সালে ওখানে উল্কাপিন্ড পড়েছিল। বিশাল এক বিস্ফোরণ ঘটেছিল তখন।”

রেক্টর হেলান দিলেন, “বিশাল শব্দটা আসলে ঘটনার ভয়বহতা বোঝাতে ব্যর্থ। প্রায় চল্লিশ মাইল ব্যসার্ধ জুড়ে অবস্থিত জঙ্গল যেন উপরে ফেলেছিল বিস্ফোরণটা, তীব্রতায় দুহাজার পারমাণবিক বোমার সমান! শক ওয়েভে চারশ মাইল দূরের ঘোড়াও হোঁচট খেয়েছিল।”

“শুধু তাই না, আরও কিছু কিছু ব্যাপারে প্রভাব ফেলেছিল বিস্ফোরণটা।” ম্যাক নাইট বলল, “ছয়শ মাইল লম্বা চৌম্বকীয় ঝড় সৃষ্টি হয়েছিল। বিস্ফোরণের পর বহুদিন পর্যন্ত রাতের আকাশ এতটা উজ্জ্বল হয়েছিল যে চাইলে খবরের কাগজ পড়া যেত। যে ইএম পালস তৈরি হয়েছিল, তার প্রভাব ছিল অর্ধ পৃথিবী জুড়ে।”

"ক্রাইষ্ট।" ফিসফিস করে বলল পেইন্টার।

"শত শত মাইল দূর থেকে বিস্ফোরণ দেখা লোকদের মতে, হঠাৎ করে উজ্জ্বল এক আলো চিরে দিয়েছিল রাতের আকাশ। তীব্রতায় সূর্যের চেয়ে কোন অংশে কম হবে না। পিছু পিছু লেজ হিসেবে ছিল রঙধনু রঙের আলো।"

"উল্কাপিন্ড।" বলল পেইন্টার।

অ্যাডমিরাল রেক্টর মাথা নাড়লেন, "সেটা একটা থিওরি। কিন্তু তাতেও অনেক সমস্যা আছে। প্রথমত, এমন কোনও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি যেটা উল্কাপিন্ডের দিকে ইঙ্গিত করে। কোন ক্রেটারও (গর্ত) তৈরি হয়নি।"

ম্যাক নাইট নড করলেন, "চল্লিশ মেগাটন শক্তির বিস্ফোরণ ছিল ওটা। এর আগে অন্য কোন উল্কাপিন্ড এত শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটাতে পারেনি। প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে অ্যারিজোনায় একটা উল্কাপিন্ড আঘাত হেনেছিল। কিন্তু তার ক্ষমতা ছিল মাত্র তিন মেগাটন। বিশাল এক গর্ত তৈরি হয়েছিল ওখানে। এক মাইল চওড়া আর পাঁচশ ফুট গভীর! তাহলে তানগুসকায় হলো না কেন?"

পেইন্টারের কাছে এই প্রশ্নের কোন জবাব নেই...ঠিক এই মুহূর্তে ওর মনে যে প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে তার-ও নেই। *এর সাথে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের এই ঘটনার কী সম্পর্ক?*

"বিস্ফোরণের পর, ঐ এলাকার জীব বৈচিত্রের মাঝে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়ঃ কিছু কিছু ফার্ণের মাঝে দেখা গিয়েছিল অস্বাভাবিক গতিতে বেড়ে ওঠা, মিউটেশনের গতিও বেড়ে গিয়েছিল। এমনকি গাছ আর পিঁপড়ার মাঝে দেখা গিয়েছিল অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। মানুষও পুরোপুরি প্রভাব এড়াতে পারনি। স্থানীয় ইভেঙ্ক গোত্রের রক্তে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। মনে করা হয়, এটা তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব।"

পেইন্টার মনের মাঝে গেঁথে নেয়ার চেষ্টা করল তথ্যগুলো, "এসবের জন্য কী দায়ী?"

উত্তর দিলেন এ্যাডমিরাল রেক্টর, "খুব ছোট একটা জিনিস। মাত্র সাত পাউন্ড হবে ওজনে।"

পেইন্টার আঁতকে উঠল, "যা বোঝাতে চাইছেন, তা অসম্ভব-"

শ্রাগ করলেন অ্যাডমিরাল, "কোন সাধারণ পদার্থ না..."

নিস্তব্ধতা যেন পেয়ে বসল সবাইকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ড. ম্যাক নাইট ভাঙলেন সেই নিরবতা, "১৯৯৫ সালের রিসার্চ বলছে, তানগুসকায় আঘাত হানা বস্তুটা উল্কাপিন্ডই ছিল-কিন্তু তৈরি হয়েছিল অ্যান্টি ম্যাটার (প্রতি পদার্থ) দিয়ে।"

চোখ বড় বড় হয়ে এল পেইন্টারের, "প্রতি পদার্থ!"

এই মিটিং এ ওকে কেন ডাকা হয়েছে, তা পরিষ্কার হয়ে গেল। অধিকাংশ লোক মনে করে, প্রতি পদার্থ কল্পবিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু আসলে তা নয়। এই গত দশকেই প্রতি পদার্থ বানাতে সক্ষম হয়ে মানুষ। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত সার্ন ল্যাবরেটরিজের নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছে এই অসাধ্য সাধন। তবে পরিমাণে অত্যন্ত কম। সার্নের এক বছরের উৎপাদিত প্রতি পদার্থ দিয়ে একটা বাল্ব কয়েক সেকেন্ডের বেশি জ্বালানো সম্ভব না।

কিন্তু তাও, প্রতি পদার্থ বিজ্ঞানীদের খুব পছন্দের একটা বিষয়। মাত্র এক গ্রাম প্রতি পদার্থ একটা পারমাণবিক বোমার সমান বিস্ফোরণ ঘটাতে সম্ভব। তবে, তার জন্য দরকার প্রথমে প্রতি পদার্থের কোন স্থিতিশীল উৎস আবিষ্কার করা। সেটাও অসম্ভব। কেননা পদার্থের সংস্পর্শে আসা মাত্রই প্রতি পদার্থ বিক্রিয়া করে ধ্বংস হয়ে যায়।

দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানো শুরু করল সে, "তাহলে কি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিস্ফোরণটাও...?"

"ধ্বংস প্রাপ্ত গ্যালারিতে অনুসন্ধান চালিয়েছি আমরা।" ম্যাক নাইট বলল, "ধাতু বা কাঠ, কোনটাই বাদ দেইনি।"

পেইন্টারের মনে পরে গেল, রুমে ঢোকা মাত্রই ওর বস বলেছিলেন-*আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি।*

"ওগুলোর বিকিরণের বৈশিষ্ট্য তানগুসকায় পাওয়া বিকিরণের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়।" বললেন ম্যাক নাইট।

"তাহলে কি বলতে চাচ্ছেন যে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিস্ফোরণের কারণ পদার্থ আর প্রতি পদার্থের সংঘর্ষ?"

অ্যাডমিরাল রেক্টর হাতে তুলে নিলেন কালো বস্তুটা, "অবশ্যই না। এটা সাধারণ লোহা। এরচেয়ে বেশি কিছু না।"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

এবার কথা বললেন ম্যাক নাইট, "এই বৈশিষ্ট্যের মিলটা হেসে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। একদম এক, কাকতালীয় হতেই পারে না। তাই একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে যে-কোন না কোনভাবে এই উল্কাপিন্ডের মাঝে প্রতি পদার্থ স্থিতিশীলভাবে জমা ছিল। বল লাইটনিং এর সংস্পর্শে এসে তা অস্থিতিশীল হয়ে পরে। ভেতরে যতটুকু প্রতি পদার্থ ছিল, সব ধ্বংস হয়ে যায়।"

"শুধু তার ধারক এই টুকরাটাকে রেখে যায়।" লোহার বস্তুটাকে দেখালেন অ্যাডমিরাল।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সবাই।

নিরবতা ভেঙে এ্যাডমিরাল রেক্টর বললেন, "আমাদের ধারণা যদি সঠিক হয়, তাহলে অবস্থা কী দাঁড়াবে তা বুঝতে পেরেছ? প্রায় অসীম শক্তির এক আধার নিয়ে কথা বলছি আমরা। ভুল কারও হাতে এর একটা অংশও পড়তে দেয়া যাবে না।"

নড করল পেইন্টার, "তাহলে এখন আমাদের করণীয় কী?"

বেশ কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন অ্যাডমিরাল রেক্টর, "প্রথমত, এই কথা যেন বাইরে না ছড়ায়, সে ব্যবস্থা করতে হবে।"

ম্যাক নাইট তার সাথে যোগ করলেন, "কমান্ডার, আমরা চাই তুমি একটা ছোট দল নিয়ে মিউজিয়ামে চলে যাও। কাভার হিসেবে বলা হবে, তুমি বজ্রপাতের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ এক আমেরিকান বৈজ্ঞানিক। তোমার উদ্দেশ্য হলো, ওখানে নতুন কোন তথ্য আবিষ্কৃত হলো কিনা, সেদিকে লক্ষ রাখা। আমরা এদিকে আমাদের গবেষণা অব্যাহত রাখব। যদি লন্ডনে কোন বাড়তি অনুসন্ধানের প্রয়োজন পরে, তাহলে আমরা তোমাদেরকে ব্যবহার করব।"

"ইয়েস স্যার।"

"আরেকটা ব্যাপার। এই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু একমাত্র তোমার টীমই কাজ করছে না।"

"মানে?"

"ডিরেক্টর লন্ডনে অনুসন্ধানের জন্য যে দুজনের দল পাঠিয়েছিলেন, চার ঘণ্টা আগে তাঁদেরকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। দুজনেই মৃত। ওদের ঘর তছনছ করে ফেলা হয়েছে। বেশ কিছু জিনিস চুরিও হয়েছে। ওখানকার পুলিশ ঘটনাটাকে ডাকাতি হিসেবে দেখছে।"

অ্যাডমিরাল রেক্টর ডেস্কের পেছন থেকে বললেন, "আমার কখনওই কাকতালীয় কোন ব্যাপারে বিশ্বাস ছিল না, এখনও নেই।"

ম্যাক নাইট নড করলেন, "আমরা জানি না, খুনী আমাদের মতই প্রতি পদার্থের ব্যাপারটা জানে কিনা। কিন্তু আমরা চাই, তোমার টীম তা ধরে নিয়েই কাজ করুক।"

নড করল পেইন্টার।

"এর মাঝে," অ্যাডমিরাল বললেন, "দোয়া কর যেন তোমার পৌঁছুতে পৌঁছুতে ওরা যেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কার না করে বসে।"

৯:৪৮ পি.এম. জি.এম.টি.
লন্ডন, ইংল্যান্ড

"তোমার উচিত হৃদপিন্ডটাকে বের করে ফেলা।"

সাফিয়া মাপ নিচ্ছিল, কারার কথা শুনে মুখ তুলে তাকাল। এই মুহূর্তে কেবল কারা, ক্লে আর ও ঘরটাতে আছে। এডগার আর ইন্সপেক্টর বিশ মিনিট আগেই বিদায় নিয়েছেন।

সাফিয়া আবার নিজের কাজে মন দিল, "তা তো একসময় না একসময় বের করতেই হবে।"

"না, আজকেই করতে হবে।"

বান্ধবীর দিকে তাকাল সে। কারার চেহারা হ্যালোজেনের আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আছে ওর বন্ধু। অ্যাম্ফিটামিন নিশ্চয়!

"এত ব্যস্ততা কিসের?" ক্লে আছে বলে, কারাকে ঘাটাতে চাইল না সে।

"ইন্সপেক্টর আসার আগে আমি একটা জিনিস দেখতে পেয়েছি।" নিচু গলায় উত্তর দিল কারা, "তুমি যে কেন এখনও দেখতে পাওনি, তাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি!"

"কী?"

সামনে ঝুঁকে এসে হৃদপিন্ডটার উন্মুক্ত একটা অংশে হাত রাখল কারা। ঠিক করে বলতে গেলে বলতে হয়, ডান নিলয়ে। "এই উঁচু জায়গাটা দেখ।"

"হৃদপিন্ডের কোন একটা ধমনী বা শিরা হবে।" অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতার প্রমাণটার দিকে তাকিয়ে বলল সাফিয়া।

"তাই কি?" এবার আঙুল দিয়ে দেখাল কারা। "উপরের অংশটা দেখ। একদম সোজা। এরপর নব্বই ডিগ্রী কোণে দুই দিক দিয়েই নিচে নেমে গিয়েছে।" দাগ বরাবর আঙুল চালিয়ে গেল সে।

আবার বলল, "এই হৃদপিন্ডের সবকিছু একদম আসলের অনুকরণে সাজানো। এমনকি দ্য ভিঞ্চিও এতটা নিখুঁতভাবে বর্ণনা দিতে পারতেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।" সাফিয়ার দিকে ফিরল সে, "কিন্তু প্রকৃতি নিখুঁত নব্বই ডিগ্রী কোণে কাজ করে না।"

সাফিয়াও সামনে ঝুঁকে এল, আঙুল বোলালো কারার দেখাদেখি। চেহারার সন্দেহ বিস্ময়ে রূপ নিতে বেশিক্ষণ লাগল না। "হঠাৎ... হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গিয়েছে!"

"এটা আসলে একটা চিহ্ন।" কারা যেন ঘোষণা করল।

"দক্ষিণ আরবের লেখার মত। এর উচ্চারণ হলো B." একমত হলো সাফিয়া, এই ভাষার চিহ্নগুলো হিব্রু বা অ্যারামিকের চাইতেও প্রাচীন।

"হৃদপিন্ডের উপরের চেম্বারটা দেখ।"

"ওটাকে ডান অলিন্দ বলে।" মাঝখান থেকে বলে উঠল ক্লে।

একসাথে ওর দিকে তাকাল দুই মেয়ে।

"মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি যে রক্তের একটা বাজে প্রভাব রয়েছে আমার উপর, গা গুলিয়ে ওঠে।"

কারা আবার হৃদপিন্ডের দিকে মনোযোগ দিল, "ঐ অলিন্দের অনেকটা অংশ এখনও বের হয়নি। আমার তো মনে হয়, ওখানেও একটা চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে।"

"সাবধানে কাজ করতে হবে।" বলেই কাজে লেগে পড়ল সে। বেশিক্ষণ লাগল না ডান অলিন্দকে উন্মুক্ত করতে।

এবারের চিহ্নটা এতই অদ্ভুত আকৃতির যে তার প্রাকৃতিক হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

"এই শব্দের মানে কী?" জানতে চাইলে ক্লে।

"ইংরেজীতে সরাসরি উচ্চারণ করে এই চিহ্নকে বোঝানো যাবে, এমন শব্দ নেই।" উত্তর দিল সাফিয়া, "অনেকটা *wa* এর মত। উচ্চারণ করতে হয় *U* বা *W-A*-এভাবে।"

কারা সাফিয়ার চোখে চোখ রাখল, "আরো শব্দ থাকতে পারে। তাই আমাদের হৃদপিন্ডটাকে বের করে আনা দরকার।"

সাফিয়াও একমত ওর সাথে। তবে হৃদপিন্ডের বাকি অংশটা শক্ত করে বেলে পাথরের সাথে লেগে আছে। তাই পুরোপুরি ছাড়াতে অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হলো সাফিয়া। সাকশন ক্ল্যাম্প ব্যবহার করে হৃদপিন্ডটাকে মূর্তির ভেতর থেকে বের করে আনল। সুরক্ষার জন্য সেটাকে হরিণের চামড়ার উপর রাখল সে। এরপর খুলে ফেলল সাকশন ক্ল্যাম্প। একদিকে কাত হয়ে গেল হৃদপিন্ডটা। সাথে সাথে হালকা একটা আওয়াজ হলো।

সাফিয়া উপস্থিত দুইজনের দিকে তাকাল। শব্দটা এতই হালকা ছিল যে, আসলেই হয়েছে কিনা বুঝতে পারছে না।

"আগেই বলেছিলাম, জিনিসটা আমার কাছে ফাঁপা মনে হয়েছে।" বলল ক্লে।

হাত বাড়িয়ে হৃদপিন্ডটাকে স্পর্শ করল সাফিয়া। "ভেতরে কোন এক ধরনের তরল আছে বলে মনে হচ্ছে।"

ক্লে এক পা পিছিয়ে গেল, "রক্ত না হলেই বাঁচি।"

"খুব ভালোভাবেই সীল করা আছে হৃদপিন্ডটা, ভেতরের জিনিস বের হবে না।" ওকে সান্ত্বনা দিল সাফিয়া। "আমি তো খোলার মত কোন উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না।"

"কোন বর্ণ বা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ?" জানতে চাইল কারা।

সাফিয়া ওর সাথে যোগ দিল। দুইজনে মিলে খুঁজতে লাগল চিহ্ন। প্রথম কাজ হলো হৃদপিন্ডের অন্য দুই চেম্বার খুঁজে বের করা। বেশি সময় লাগল না এতে। সাফিয়ে বাম নিলয়ে আঙুল বুলাল। একেবারে মসৃণ।

"কিছু নেই।" অবাক কারা বলে উঠল, "হয়তো ক্ষয়ে গিয়েছে।"

খুব সাবধানের সাথে পরীক্ষা করে দেখল সাফিয়া, "মনে হয় না। একেবারেই মসৃণ।"

"বাম অলিন্দটা পরীক্ষা করে দেখ।" পরামর্শ দিল ক্লে।

নড করে সায় জানাল মেয়েটা। হৃদপিন্ডটাকে ওল্টাতেই নজরে পড়ল চিহ্নটা।

"এটার উচ্চারণ হল-*R*" বলল কারা। ফিসফিসিয়ে বলা শব্দগুলো শুনে ওকে ভীত মনে হচ্ছে। ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। "কিন্তু...না...এ তো অসম্ভব।"

ভ্রূ কুচকালো ক্লে, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রথমে *B*, এরপর *WA* or *U* এবং সবশেষে *R*. অর্থ কি?"

"এই বর্ণগুলো তো তোমার চেনা উচিত মি. বিশপ।" বলল সাফিয়া, "হয়তো সাজিয়ে গুছিয়ে দিলে সহজে চিনতে পারবে।" বলে পেন্সিল হাতে নিল সে, নতুন করে সাজালো চিহ্নগুলোকে।

মুখ কুঁচকে ক্লে বলল, "এটাও তো হিব্রু আর আরবীর মত ডান থেকে বামে পড়তে হবে। তাই না? তাহলে হলো *WABR...UBR* কিন্তু এই ভাষায় আবার স্বরবর্ণ অনুহ্য থাকে।" চোখ বড় বড় হয়ে গেল যুবকের, "আরবের হারানো শহর! মরুভূমির আটলান্টিস! *U-B-A-R* (উবার)।"

কারা মাথা নাড়ল, "উবার আর উবার! প্রথমে শহরটার নিরাপত্তা দেবার কথা এমন একটা উল্কাপিন্ডের টুকরা বিস্ফোরিত হলো। আর এখন এক অদ্ভুত ব্রোঞ্জের হৃদপিন্ডে সেই নামটাই আমরা পেলাম!"

"যদি আসলেই এটা ব্রোঞ্জের তৈরি হয় তো।" হৃদপিন্ডটার দিকে ঝুঁকে বলল সাফিয়া।

ওর কথা শুনে নিজেকে সামলে নিল কারা, "কি বলতে চাচ্ছ?"

"মনে হয় না ব্রোঞ্জের। অনেক বেশি ভারি। পরিষ্কার করে দেখলাম, মূল ধাতুটা একটু বেশিই লাল।"

দাঁড়িয়ে পড়ল কারা, "তোমার ধারণা, ঐ উল্কাপিন্ডের টুকরাটার মত-ই, এই হৃদপিন্ডটাও লোহার তৈরি?"

"সম্ভবত একই ধরনের লোহার তৈরি। নিশ্চিত হতে হলে আমার আরো পরীক্ষা করে দেখতে হবে, কিন্তু ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত। যে সময় এই মূর্তিটা বানানো হয়েছিল, সে সময় তো আরবের লোকেরা লোহা গলানো আর এমন দক্ষতার সাথে কিছু বানানো শেখেইনি। অনেকগুলো রহস্যময় ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি এখানে!"

"ঠিক বলেছ।" উত্তেজিত কারা বলল, "ওই দুই পয়সার ট্রেডিং পোস্টটা আসল উবার না। আসল উবার এখনও আবিষ্কৃতই হয়নি।"

"কিন্তু এখন তাহলে কী করতে চাও?"

ক্রে হৃদপিন্ডটাকে পরীক্ষা করে দেখছিল, "বাম নিলয়ে কিছু নেই কেন?"

"উবার লিখতে যে তিনটা শব্দ লাগে, হয়তো তাই।" বলল সাফিয়া।

"তাহলে কেন একটা চার চেম্বারের হৃদপিন্ডে নামটা লিখতে হল? তাও আবার রক্ত এর ভেতরে যেভাবে প্রবাহিত হয়, সেই ধাপগুলো অনুসরণ করে?"

সাফিয়া ঘুরে দাঁড়াল, "ব্যাখ্যা করে বোঝাও।"

"রক্ত প্রথমে প্রবেশ করে ডান অলিন্দে। ওখানে আমরা পেলাম-U. এরপর আসে ডান নিলয়ে। ওখানে পেলাম-B. সেখান থেকে যায় বাম অলিন্দে, R. এই হলো উবার। কিন্তু এখানে থেমে যাওয়া কেন?"

"ঠিক, কেন?" সোফিয়া ক্রে-এর কথার পুনরাবৃত্তি করল। যেভাবে নামটা লেখা হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে তা একটা কিছুর দিকে প্রবাহিত হওয়া নির্দেশ করছে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। "হৃদপিন্ড থেকে বের হয়ে রক্ত কোথায় যায়?"

ক্রে একদম উপরের দিকে নির্দেশ করল, "এই অ্যাওর্টা (বড় আকারের ধমনী) দিয়ে মস্তিষ্ক আর সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ে।"

ক্রে-এর নির্দেশ মত জায়গায় নজর দিল সাফিয়া। উঁকি দিলে অ্যাওর্টার ভেতরে। এক টুকরা বেলে পাথর আটকে আছে ওখানে। হৃদপিন্ডের চেম্বারগুলো পরিষ্কার করতে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায়, ওদিকে নজরই দেয়নি সে।

"কী ভাবছ?" জানতে চাইল কারা।

"চিহ্নগুলো স্থাপন করার স্টাইল দেখে মনে হচ্ছিল, ওগুলো কোন এক বিশেষ দিকে ইঙ্গিত করছে।" হৃদপিন্ডটাকে টেবিলে রেখে মনোযোগ দিল বেলে পাথরের টুকরাটা সরাবার কাজে। ছোট টুকরা, বেশি সময় লাগল না। কিন্তু ভেতরের বস্তুটা দেখতে পেয়ে বসে পড়ল সে।

"কী হলো? ভেতরে কী?" জানতে চাইল ক্রে।

"প্রাচীন আরবের লোকেরা যেটাকে রক্তের চেয়ে বেশি দামি মনে করত।" ছোট একটা চিমটা ব্যবহার করে সে বের করে আনল এক টুকরা শুকনো ধুপ। জিনিসটার সুগন্ধ টের পেল সে।

"ধুনো (ফ্রাঙ্কেনসেন্স)।" বলল কারা, "কিন্তু এর অর্থ কী?"

"একটা প্রতীকী ম্যাসেজ।" সাফিয়া উত্তর দিল, "এর অর্থ-*যেভাবে রক্ত প্রবাহিত হয়, সেভাবেই প্রবাহিত হয় উবারের সম্পদ*।" বান্ধবীর দিকে ফিরে তাকাল, "এই ক্লুটা নিশ্চয় উবারকে নির্দেশ করে। উবারে প্রবেশের পথে পরবর্তী পদক্ষেপকে।"

"কিন্তু নির্দেশটা করছে কোন দিকে?" কারার জিজ্ঞাসা করল।

সাফিয়া মাথা নাড়ল, "তা জানি না। কিন্তু সালালাহ্ হলো বিখ্যাত সুগন্ধী রাস্তা বা দ্য ইনসেন্স রোডের শুরু। তাছাড়া নবী ইমরানের সমাধিও ওখানে।"

"তাহলে ওখান থেকেই আমাদের খোঁজ শুরু করতে হবে।" সোজা হয়ে বলল কারা।

"খোঁজ?"

"এক সপ্তাহের মাঝে একটা অভিযানের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে আমাদের। আমার ওমানের লোকজন সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে। দলে নেব শুধু যোগ্য ব্যক্তিদের। প্রথমেই আসে তোমার নাম। এছাড়া তুমি যাদের যাদেরকে যোগ্য মনে কর, তারাও আসছে।"

"আমি?" জিজ্ঞাসা করল সাফিয়া, হৃদস্পন্দন যেন বেড়ে গিয়েছে। "আমি...আমাকে দিয়ে...বহু বছর হলো আমি ফিল্ডে কাজ করিনা।"

"তুমি আসছ।" শক্ত গলায় বলল কারা, "এইসব হলের ভেতরে নিজেকে লুকিয়ে রাখার পালা শেষ।"

"আমি এখান থেকেই সাহায্য করতে পারি। ফিল্ডে যাবার প্রয়োজন নেই।"

কারা ওর চোখের দিকে তাকাল। কর্কশ, প্রায় শোনা যায় না এমন আওয়াজে বলল, "সাফিয়া, আমি তোমার সাহায্য চাই। যদি আসলেই কিছু পাওয়া যায়...কোন তথ্য..." মাথা নাড়ল সে, "আমি একা থাকলে সহ্য করতে পারব না।"

সাফিয়া ঢোক গিলল। বান্ধবীকে কিভাবে না করতে পারে? কারার চোখের তারায় যে পরিষ্কার ভয় আর আশা দেখা যাচ্ছে! কিন্তু ওর মাথার মাঝে খেলে গেল পুরাতন কিছু চিৎকার। সাফিয়ার হাত যে বাচ্চাদের রক্তে মাখা, "আমি... আমি পারবনা..."

ওর চেহারায় নিশ্চয় কিছু একটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছিল কেননা কারা ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে। আমি বুঝতে পেরেছি। তবে তুমি না গেলে আমাদের একজন না একজন দক্ষ *ফিল্ড* আর্কিওলজিস্ট নিতেই হবে।"

হাসল সে।

কারা কার কথা বলছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারল সাফিয়া। *ওহ, না...*

কারাও যেন ওর বিব্রত অবস্থা টের পেয়েছে, "আমার মত তুমিও জানো যে, ওদিকে ওর মত দক্ষ আর্কিওলজিষ্ট আর কেউ নেই।" পার্স খুঁজে সেলফোনটা বের করে নিল হাতে, "সফল হতে চাইলে, আমাদের ইন্ডিয়ানা জোনসকে লাগবেই লাগবে।"

হোয়াইট ওয়াটার

নভেম্বর ১৫, ০৭ঃ০২ এ.এম.
ইয়াংগেটজি নদী, চীন

“আমার নাম ইন্ডিয়ানা জোনস না!” চিৎকারটা বোটের ইঞ্জিনের আওয়াজকেও ছাপিয়ে দিল, “ওমাহা...ড. ওমাহা ডান! কারা, তুমি আমার নাম ভালোমতোই জানো।”

“ওমাহা? ইন্ডিয়ানা? নামে কী যায় আসে?” ওমাহার হাতে ধরা স্যাটেলাইট ফোন থেকে কারার দুষ্টুমি করে বলা কথাগুলো ভেসে এল।

আঁকা বাঁকা কর্দমাক্ত নদীতে বোট চালাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে ওমাহার। স্রোত আর পানিতে ডুবে থাকা পাথর অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে বিপদের ঝুঁকি।

কিন্তু ওমাহা কেবল স্রোত আর পাথরকেই ভয় পাচ্ছে না।

বোটের হালে এসে বিঁধল একটা বুলেট, ওয়ার্নিং শট হবে। একজোড়া কালো স্কিমিটার ১৭০ (এক ধরনের নৌকা) ওর পিছু ধেয়ে আসছে।

“কারা, কী চাও তাড়াতাড়ি বলো তো।” ওর বোটটা ফুলে ওঠা একটা পানির ঢেউয়ের সাথে বাড়ি খেয়ে বাতাসে ভাসল। নিজেও উঠে গেল সিট থেকে।

পিছন থেকে ভেসে এল বিস্ময় মাখানো কণ্ঠ।

ওমাহা চিৎকার করে বলল, “কিছু একটা ধরে বস।”

একটু আগে শোনা কণ্ঠটা বলে উঠল, “এতক্ষণে বলার সময় হলো!”

পিছনে একবার তাকিয়ে ওমাহা নিশ্চিত হয়ে নিল যে ওর ছোট ভাই ড্যানি ঠিকই আছে। কালো অবয়ব দুটোও পরিষ্কার দেখতে পেল।

ওমাহা ফোনের রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে ড্যানিকে বলল, “শটগানটা বের করো।”

খুঁজে বের করল ওর ভাই, “পেয়েছি।”

“গুলি?”

“ওহ হো, মনেই ছিল না।” বলে আবার খোঁজায় মন দিল ড্যানি।

হতাশ ওমাহা মাথা নাড়ল। ওর ভাই, ড্যানি ডান, নামকরা একজন জিবাশ্মবিদ। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই পিএইচডি করে ফেলেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন

বোকার মত কাজ করে যে... ওমাহা ফোনের দিকে মনোযোগ দিল, "কারা, ব্যাপারটা কী?"

"আগে বলো, কী নিয়ে এত ব্যস্ত তুমি?" উত্তর না দিয়ে জানতে চাইল মেয়েটা।

"তেমন কিছু না। যাই হোক, ফোন করেছ কেন?" বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কারা। কারা নিজেই চুপ করে আছে, নাকি না চীন আর লন্ডনের দূরত্বের জন্য কিছু শুনতে পাচ্ছে না-তা জানে না ওমাহা। কিন্তু নিরবতাটুকু ওকে ভাবনার মাঝে হারিয়ে যাবার সুযোগ করে দিল। কারা কেনসিংটনকে দেখেনা তাও প্রায় চার বছর হতে চলেছে। সাফিয়া আল-মায়াজের সাথে ওর বাগদান ভেঙে দেবার পর আর দেখা হয় নি। ওমাহা জানে-কেমন আছো, কী করছ, এসব জানার জন্য ফোন দেবার পাত্রী কারা না। তাই সাফিয়াকে নিয়ে ভয় পেল সে। হয়তো...হয়তো...

কারা কথা বলল, "আমি ওমানে একটা অভিযান চালাবো বলে মনোস্থির করেছি। আমি চাই তুমি ফিল্ড টীমে থাক। আগ্রহী?"

আরেকটু হলেই ফোন রেখে দিত ওমাহা। বিজনেস কল, ভয় পাবার কোন কারণ নেই। "নাহ, ফোন দেবার জন্য ধন্যবাদ।"

"কিন্তু ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ..." মেয়েটার কণ্ঠে এমন কিছু একটা ছিল যে উপেক্ষা করতে পারল না সে।

"কবে?"

"এক সপ্তাহের মাঝে মাসকাটে এক হব আমরা। ফোনে সব কথা খুলে বলা সম্ভব না। তবে এতটুকু জেনে রাখ, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার হতে যাচ্ছে এটা। পুরো আরব উপদ্বীপের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হতে পারে।"

ওমাহা উত্তর দেবার আগেই ড্যানি ওর পাশে এসে দাঁড়াল, "আমি দুটো ব্যারেল লোড করে ফেলেছি।" শটগানটা ওমাহার দিকে এগিয়ে দিল সে, "কিন্তু লবণের গুলি দিয়ে ঐ খুনিদের কিভাবে ভয় দেখাবে, তা বুঝতে পারছি না।"

"আমি দেখাবো না, তুমি দেখাবে।" ফোনের দিকে ইঙ্গিত করল করল সে, "হালের দিকে লক্ষ্যস্থির করে গুলি ছোঁড়। একটু দুশ্চিন্তায় ফেললেই হবে।"

নড করে ঘুরে দাঁড়াল ড্যানি।

ফোনটা আবার কানের কাছে ধরল সে। শুনতে পেল, কারা কি যেন বলেই চলছে; "...হচ্ছে? এত হৈ চৈ কিসের?"

"চিন্তার কিছু নেই। নদীর ইঁদুরের সাথে-"

শটগানের আওয়াজ ওকে থামিয়ে দিল।

"মিস করেছি।" ড্যানি গাল বকে উঠল।

"অভিযানে যাবে?" জানতে চাইল কারা।

ড্যানি অন্য ব্যারেলটাও খালি করল। "আবার গুলি ভরব নাকি?"

“হ্যাঁ, গড ড্যামিট!”

“অসাধারণ,” কারা ভুল বুঝল। “এক সপ্তাহ পর মাসকাটে দেখা হচ্ছে।”

“দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি-”

কিন্তু ততক্ষণে কেটে গিয়েছে স্যাটেলাইট ফোনের লাইন। রেগে গিয়ে নামিয়ে রাখল রিসিভার, কারা ভালো করেই জানে ওমাহা অভিযানে যাবার ব্যাপারে হ্যাঁ বলেনি। কিন্তু সচরাচরের মতই, পরিস্থিতির সুবিধা নিয়েছে সে।

“এক চালকের মুখে লাগয়েছি!” উৎফুল্ল কিন্তু বিস্মিত গলায় বলল ড্যানি, “ওর বোটটা তীরের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু অন্যটার দিকে খেয়াল রেখ। ওটা ডানদিক দিয়ে কাছে আসছে।”

ডানে নজর ফেরাল ওমাহা। কালো স্কিমিটারে চারজন ধূসর ইউনিফর্ম পড়া লোক দেখতে পেল ও। মান্দারিনে ওদেরকে উদ্দেশ্য করে কিছু একটা বলা হলো। ভাষা না বুঝলেও উচ্চারণ থেকে মূল বক্তব্য বুঝে নিতে কষ্ট হলো না- “গতি কমাও...নয়ত মর!” আদেশের গুরুত্ব বোঝাতে একটা গ্রেনেড লঞ্চার বের করে ওদেরকে দেখানো হলো।

“এবার মনে হয় লবণ ছুঁড়ে কাজ হবে না।” ড্যানি বলল।

উপায় নেই দেখে, ওমাহা গতি কমানো শুরু করল। হাত নেড়ে বোঝালো, হার মেনে নিয়েছে।

গ্লোভ কম্পার্টমেন্টটা খুলে ভেতরে রাখা টাইরানোসোরাসের ডিমের দিকে তাকাল ড্যানি। এই জিনিসের দাম অনেক, ওজনের সমান স্বর্ণ চাইলেও ক্রেতা পেতে বিন্দুমাত্র বেগ পাবে না। গোবি মরুভূমিতে পাওয়া গিয়েছিল এই ডিম। বেইজিং-এর এক জাদুঘরে যাচ্ছিল, কিন্তু এধরনের আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করার জন্য অনেকেই মুখিয়ে থাকে। তাই, সাধারণত রুক্ষ আর আইনের ওপারের লোকেরা এসবের পিছে লেগেই থাকে।

“একটু দাঁড়াও।” ফিসফিসিয়ে ভাইকে বলল ওমাহা।

গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট বন্ধ করে দিল ড্যানি, “প্লিজ। মাথায় যে বুদ্ধি এসেছে, সেটা কাজে লাগাতে যেও না...”

“আমার কাছ থেকে চুরি করবে এত সাহস! এদিকে আমিই একমাত্র গ্রেভ রবার (চুরি করে সমাধিতে ঢুকে যে মূল্যবান বস্তু হাতিয়ে নেয়)।”

ওমাহা ওর হাতটাকে একটা সুইচের উপর নিয়ে এল। এই সুইচটা টিপে ধরলেই নাইট্রাস অক্সাইড প্রবেশ করবে বোটের পালস জেটে। সাথে সাথে চালু হয়ে যাবে হ্যামিলটন ২১২ টার্বো ইমপেলারটা (সাধারণত গতি হঠাৎ বৃদ্ধি করার জন্য নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করা হয়-অনুবাদক)।

সর্পিল নদীটার পরবর্তী বাঁক খুঁজল ওর চোখ।

ত্রিশ গজ দুরে। কপাল যদি ভালো হয়...

চেপে ধরল বাটনটা। নাইট্রাস গ্যাস ইমপেলারের দিকে ছুটল। আর বোটটা ছুটল সামনের দিকে।

পিছু ধাওয়াকারী স্কিমিটারটা থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। আচমকা ঘটে যাওয়া ঘটনায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ওরা। গ্রেনেড লঞ্চার তাক করার কথা যেন ভুলেই গিয়েছে।

গতি সর্বোচ্চ করে দিল ওমাহা। পানির উপর দিয়ে যেন ছুটে চলল বোট।

ড্যানি ওর সীট বেল্ট লাগাতে লাগাতে বলল, "ওহমাইগড...!"

ওমাহা সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। নদীর বাঁকের কাছে এসে পিছু ফিরে তাকাল সে।

স্কিমিটারটা ওদের পিছু পিছু ছুটে আসছে, কিন্তু তাল মেলাতে পারছে না। তবে ওদের ধাওয়াকারীর একটা বিশেষ সুবিধা আছে, যা ওদের নেই-গ্রেনেড লঞ্চার। ঐ অস্ত্র দিয়ে ছোঁড়া গ্রেনেড ধারে কাছে লাগলেই-কেল্লা ফতে।

বোটটাকে ডানে ঘোরাল ওমাহা, ফলে বাম দিকটা উঠে এল পানি ছেড়ে।

সাই করে স্টার্নের পাশ দিয়ে বেড়িয়ে গেল রকেট।

বাঁক ঘুরতেই বোটটা সোজা করে ফেলল ওমাহা, ঠিক নদীর মাঝখানের দিকে এগোল। বোটের গতি এখন অস্বাভাবিক রকমের বেশি, পানির উপর দিয়ে যেন উড়ে চলছে।

ওর পিছু পিছু বাঁক ঘুরল ধাওয়ারত স্কিমিটার। প্রথম গ্রেনেড ব্যর্থ হওয়ায়, দ্বিতীয়টা ভরছে এখন।

সে সুযোগ ওদেরকে দিতে চায় না ওমাহা। কপাল ভালো, সর্পিলাকৃতি নদীও যেন ওকে সহযোগিতা করার জন্য মুখিয়ে আছে। সরাসরি লাইনে আসার সুযোগই দিল না স্কিমিটারটাকে। কিন্তু সমস্যা হলো, বাঁকের কারণে নাইট্রাস বন্ধ করে দিতে হলো ওমাহাকে। ওর নিজের বোটটাও গতি হারাল।

"ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই?" জানতে চাইল ড্যানি।

"নাহ।"

"ডিমটা দিয়ে দাও। ওটার জন্য জীবন খোয়ানোর কোন মানে হয় না।"

ভাইয়ের বোকার মত কথা শুনে মাথা নাড়ল ওমাহা। ওরা যে দুই ভাই, তা জানা না থাকলে কেউ বুঝতেই পারবে না। দুজনেই ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, বালু রঙা চুল। কিন্তু ড্যানিকে দেখে মনে হয় যেন হাড়ের উপর তার জড়িয়ে ওকে বানানো হয়েছে। আর ওমাহা চওড়া। অভিজ্ঞতা ওর দেহটাকে শক্ত করে দিয়েছে। সাত মহাদেশের ছয়টিতে ঘুরেছে। দশ বছরের ছোট ভাইয়ের সাথে ওমাহার অমিল

গুলোর কারণ-ও তাই। চেহারায় ভাঁজ পড়ে গিয়েছে, চোখের কোনগুলো কুঁচকে আছে। সবসময় ভ্রূ কুঁচকে থাকায়, ভাঁজ খেয়েছে দুই ভ্রূয়ের মাঝখানের চামড়া।

ড্যানি লেখা পড়া শেষ করেছে মাত্র এক বছর হলো। এখনও অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ওর।

"আমরা যদি ওদেরকে ডিম দিয়ে দেই-"

"তাহলেও আমাদেরকে মেরে ফেলবে।" ওমাহা ড্যানিকে বাঁধা দিয়ে বলল, "এ ধরনের লোকেরা পেছনে সাক্ষী ফেলে যায় না।"

"তাহলে পালানো ছাড়া উপায় নেই!"

"ঠিক ধরেছ।"

স্কিমিটারের ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে শুনতে পাচ্ছে ওরা। খুব বেশি দূরত্ব আর অবশিষ্ট নেই। নাইট্রাস ব্যবহার করে যে দূরত্ব বাড়িয়ে নেবে, নদীর বাঁকের জন্য তাও পারছে না। এই মুহূর্তে এক টুকরা খোলা নদী দরকার ওর, যেন নাইট্রাস ব্যবহার করতে পারে। আবার খোলা জায়গা বেশি বড় হলে, ধাওয়াকারীরা গ্রেনেড ছোঁড়ার সুযোগও পেয়ে যাবে। উভয় সংকট।

এঁকে বেঁকে বোট ছোটাচ্ছে ওমাহা। দুশ্চিন্তার কারণে একটা পাথরকে এড়াতে পারল না সে। বোটের নিচটা ঘষা খেল ওটার সাথে। তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ হলো।

"ব্যাপারটা সুবিধার মনে হচ্ছে না।" বলল ড্যানি।

আসলেই তাই। ওমাহার কুঞ্চিত ভ্রূ আরো কুঞ্চিত হয়ে এল। এই সমতল পানিতেও পায়ের নিচে বোটের কম্পন অনুভব করতে পারছে সে। সম্ভবত, নিচে কোথাও ফাটল ধরেছে।

স্কিমিটারের ইঞ্জিনের আওয়াজ আবারও কাছে চলে এসেছে।

আরেকটা বাঁক ঘুরতে ঘুরতে এক ঝলকের জন্য পিছু ধাওয়কারীদের বোটটাকে দেখতে পেল ওমাহা। সত্তর গজ পেছনে আছে ওটা। ড্যানির মুখে ঘোঁত শব্দ শুনতে পেয়ে সামনে তাকাল সে। নদীর সামনের অংশে সাদা সাদা ফেনা দেখা যাচ্ছে। এই অংশে এসে, দুইপাশে লম্বা দুই দেয়ালের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদী। সোজা অংশটা একটু বেশিই লম্বা।

যদি তীরে বোট ভেরাবার কোন উপায় থাকত, তাহলে তাই করত সে। কিন্তু সে সুযোগ নেই। তাই বাধ্য হয়ে মাথায় বিকল্প পরিকল্পনার ছক এঁকে নিল।

"ড্যানি, এখন যা করতে যাচ্ছি, তা তোমার একদম পছন্দ হবে না।"

"কী করতে যাচ্ছ!" ভয়ার্ত কণ্ঠে জানতে চাইল ড্যানি।

স্রোত বরাবর এক-চতুর্থাংশ এলাকা পার হয়ে এসে, একটা ঘূর্ণিজলকে কেন্দ্র করে বোট বৃত্তাকৃতিতে ঘুরিয়ে আনল ওমাহা। যেদিক দিয়ে এসেছে, সেদিকেই মুখ করে দাঁড়াল বোট।

"কী করছ?"

"পালাবার উপায় নেই। লড়েই এই ফাঁদ থেকে বেরোতে হবে।"

শটগানটাকে আঁকড়ে ধরল ড্যানি, "গ্রেনেড লঞ্চারের বিরুদ্ধে শটগান?"

"অস্ত্রে কী যায় আসে? লড়াই তো জিতব চমকে দিয়ে।" আর সেই সাথে একেবারে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটা সেরে।

আবার গতি বাড়াল ওমাহা, স্রোতের ধার ঘেঁষে বোট চালিয়ে দিল। কিন্তু এবার গতিমুখ উল্টোদিকে। নদীর ম্যাপটা মনে মনে আবার পরীক্ষা করে দেখল সে, প্ল্যানটাওঃ প্রথমে এদিক দিয়ে, এরপর ঘুরে পার হতে হবে ফেনাযুক্ত পানির জায়গাটা, স্রোতকে দুই ভাগ করা পাথরটা সাবধানে পার হয়ে শান্ত পানিতে নামতে হবে। ওর লক্ষ্য আসলে একটা পাথরের উপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকা দুরন্ত ঢেউ। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পানির প্রবাহে মসৃণ হয়ে আছে পাথরটা।

স্কিমিটারের আওয়াজ আরো জোরালো হয়ে এসেছে।

"এসে গিয়েছে..." চোখের চশমাটা উপরে ঠেলে বলল ড্যানি।

ঢেউটার সামনে এসে তৈরি হয়ে নিল ওমাহা। চোখের কোণ দিয়ে স্কিমিটারটার দেহ দেখতে পাচ্ছে। বুঝল, বাঁক ঘুরেছে বোটটা। আর দেরী করা যায়না। আঙুল ঘোরাফেরা করছে নাইট্রাসের বাটনের উপর। বিশাল এক জুয়া খেলে ফেলেছে-হয় ছক্কা, নয় অক্কা।

স্কিমিটারটা ওদেরকে দেখতে পেয়েছে। নিশ্চয় স্কিমিটারের ওরা ভাবছে, ওদের বোটে কোন সমস্যা হয়েছে। কেননা এই মুহূর্তে ওদের দিকেই মুখ করে আছে ওমাহাদের বোট।

তাই গতি কমিয়ে আনল ওরা, দুই বোটের মাঝখানে এখন কেবল দশ গজের দূরত্ব। এত কাছ থেকে গ্রেনেড ছুঁড়লে নিজেদের বোটও হুমকির মাঝে পড়ে যাবে।

সময় যেন স্থবির হয়ে গেল, পরবর্তী পদক্ষেপটা ভেবে চিন্তে না নিলে বুমেরাং হতে পারে।

"শক্ত হয়ে বসো!" বাটন টিপে দিতে দিতে সাবধান করল ওমাহা।

মনে হলো, ওমাহাদের বোটের নিচে কেউ যেন একবাক্স ডিনামাইট ফাটিয়ে দিয়েছে। বিদ্যুৎ গতিতে সামনে এগোল ওদের বোট। পাথরের গা বেয়ে উপরে উঠে এল। পাথর আর ওদের বোটের মাঝে কুশন হিসেবে কাজ করল ঢেউ। পাথরটা পার হয়ে আকাশে ভাসল জলযান!

ভাসতে ভাসতে স্কিমিটারটার ঠিক উপরে এসে নিচে নামা শুরু করল ওরা। হাজার হলেও, বোটটা পানির বাহন। হয়তো তাই পানির হাতছানি উপেক্ষা করতে ব্যর্থ হলো। প্রচন্ড গতিতে ফাইবারগ্লাস দিয়ে বানানো স্কিমিটারটার উপরে আছড়ে পড়ল ওমাহাদের বোট।

মাটিতে পড়ে গেল ওমাহা। গানওয়েল (জাহাজ বা বোটের পার্শ্বের রেলিং) ডুবে গেল পানিতে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ভেসে উঠল বোট। "ড্যানি!"

"আমি ঠিক আছি।" এখনও সীটবেল্ট বেঁধে আছে ছেলেটা, বিস্মিত দেখাচ্ছে।

ক্রল করে গানওয়েলের দিকে এগিয়ে গেল ওমাহা, উঁকি দিল বাইরে।

স্কিমিটারটা খন্ড-বিখন্ড হয়ে গিয়েছে, ধ্বংসাবশেষ ভেসে বেড়াচ্ছে এদিক-সেদিক। উপুড় হয়ে ভাসছে একটা মরদেহ। বাতাসে ভাসছে তেলের গন্ধ। তবে কপাল ভালো, স্রোত তেল ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আগুন ধরলেও হয়তো তেমন বড় হবে না বিস্ফোরণ।

ওমাহা দুইজন মানুষকে দেখতে পেল, স্কিমিটারের ধ্বংসাবশেষ ধরে ভাসছে। তবে ডায়নোসরের ডিমের প্রতি আর কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

সোজা হয়ে বসে ইঞ্জিন পরীক্ষা করে দেখল ওমাহা। একবার কেশে উঠেই বন্ধ হয়ে গেল। আবার চালু হবার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। বোটের অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে, পানিতে ভাসার অযোগ্য হয়ে পড়েছে বোট। প্যাডেল বের করে আনল সে।

ড্যানি সিটবেল্ট খুলে একটা প্যাডেল হাতে নিল, "এবার কী?"

"অন্য স্কিমিটারটা খুঁজতে আসার আগেই সাহায্য চাইতে হবে।"

"তা বুঝলাম, কিন্তু চাইবে টা কার কাছে?"

১২:০৫ এ.এম. জি.এম.টি.

বেঞ্চের উপর রাখা ফোনটা যখন বেজে উঠল, তখন সাফিয়া সাবধানে লোহার হৃদপিন্ডটা বাক্সে সাজিয়ে রাখছে। ফোনটা কারার। এই মুহূর্তে ও টয়লেটে। সাফিয়া আর ক্লে-কে বলেছে যে মুখে একটু পানি দিতে যাচ্ছে। কিন্তু সাফিয়া জানে, কথাটা মিথ্যা। আরো পিল খেতে গিয়েছে ওর বান্ধবী।

এদিকে বেজেই চলছে ফোনটা।

"আমি ধরব?" জানতে চাইল ক্লে।

সাফিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধরল ফোন, জরুরী কিছু হলেও হতে পারে, "হ্যালো।"

দীর্ঘ একটা নিরবতা।

"হ্যালো?" আবার বলল সাফিয়া, "কে বলছেন?"

পরিচিত কিন্তু হতভম্ব একটা গলা শোনা গেল, "সাফিয়া?"

রক্ত যেন মেয়েটার মাথা থেকে পায়ে নেমে এল, "ওমাহা?"

"আমি...আমি কারার সাথে কথা বলতে চাইছিলাম। তুমিও যে ওখানে আছ তা বুঝতে পারিনি।"

খুব কষ্ট করে উত্তরে বলা শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারল সাফিয়া, “কারা... এই মুহূর্তে ব্যস্ত আছে। যদি একটু অপেক্ষা করতে পার-”

“সাফিয়া! দাঁড়াও...”

ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে থেমে গেল সাফিয়া। কান থেকে একটু দূরে সরিয়ে রেখেছে। যেন ভুলে গেছে, কিভাবে ব্যবহার করতে হয় ওটা। “আমি... হয়তো...” ওমাহার গলা খুব আস্তে শোনা গেল, “তুমি যদি এতক্ষণ ওর সাথেই থেকে থাক, তাহলে নিশ্চয় এই অভিযানের ব্যাপারে সবকিছু জানো?”

সাফিয়া কানে লাগাল ফোনটা, ব্যবসায়িক আলাপ চালাতে ওর কোন আপত্তি নেই। “অনেক লম্বা গল্প। তবে সংক্ষেপে বললে-আমরা এমন কিছু একটা আবিষ্কার করেছি, যেটা উবারের ব্যাপারে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।”

“উবার?”

“ঠিক শুনেছ।”

আরেকটা দীর্ঘ নিরবতার পর ওমাহা বলল, “তাহলে ব্যাপারটা কারার বাবাকে নিয়ে।”

“হ্যাঁ। আর এই প্রথমবারের মত, কারা সম্ভবত আসলেই গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে।”

“তুমি কি এই অভিযানে যোগ দিচ্ছ?” কাষ্ঠ কণ্ঠে জানতে চাইল ওমাহা।

“নাহ, আমি ফিল্ডের চেয়ে বরং এখানেই বেশি কাজে আসব।”

“ননসেন্স!” পরবর্তী শব্দগুলো ওমাহা এত জোরে বলল যে, এবার বাধ্য হয়েই সাফিয়া কান থেকে দূরে সরাল ফোনটা। “পৃথিবীর অন্য যে কারও চেয়ে তুমি উবার আর তার ইতিহাস সম্পর্কে ভালো জানো। তোমার আসতেই হবে। কারার জন্য না হলে, অন্তত নিজের জন্য এসো!”

সাফিয়ার কাঁধের উপর থেকে কথা বলে উঠল কেউ। “ওমাহা ঠিক বলেছে,” বলল কারা, “এই ধাধার সমাধানের জন্য আমাদের তোমাকে দরকার।”

ফোন আর কারার মাঝখানে নিজেকে ফাঁদে পড়া পশু বলে মনে হলো সাফিয়ার।

ফোনটা ওর হাত থেকে নিয়ে কারা বলল, “ওমাহা। সাফিয়া আমাদের সাথে আসছে।”

প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুলল সাফিয়া।

কিন্তু কারা ওকে সে সুযোগ দিলে তো, “আমি তোমাদের কারও মুখ থেকেই না শুনতে চাই না।” ফোনটা কানে ধরে বলল সে।

“আমার আপত্তি নেই।” বলল ওমাহা, “সত্যি বলতে কি, এখানে একটু ঝামেলায় ফেঁসে গিয়েছি। সাহায্য দরকার ছিল।”

কারা চুপচাপ শুনল কিছুক্ষণ, "তুমি কি আজীবন বিপদের মাঝেই বাস করো, ইন্ডিয়ানা? তোমার কো-অর্ডিনেট আমার কাছে আছে। এক ঘন্টার মাঝে একটা হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দিচ্ছি।" ফোন লাইন কেটে দিল সে, "সত্যি বলছি, লোকটার থেকে দূরে থাকাই তোমার জন্য মঙ্গল।"

"কারা..."

"তুমি আসছ। এক সপ্তাহ পর আমরা রওনা হচ্ছি। আমার জন্য এটুকু তোমার করতেই হবে।"

বিব্রতকর একটা মুহূর্ত পর ক্লে বলে উঠল, "ইয়ে, মানে বলছি কী, আমিও যেতে পারি।"

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল সাফিয়া। ওর গ্রাড স্টুডেন্টের অভিজ্ঞতার ঝুলি একেবারেই শুন্য। হয়তো সাথে এলে, ছেলেটার উপকার-ই হবে। কিন্তু সাফিয়ার মনে হচ্ছিল, ও এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করে বসেছে, যেটাকে চিরদিনের জন্য অনাবিষ্কৃত রাখতে পারলেই ভালো হত।

হাই ওয়্যার অ্যাক্ট

১৫ই নভেম্বর, ০২ঃ১২ এ.এম. জিএমটি
লন্ডন, ইংল্যান্ড

কারা চলে যাবার ঘণ্টা খানেক পরের কথা, সাফিয়া অন্ধকারের মাঝে ওর অফিসে বসে আছে। ওর ওয়ালনাটের ডেক্সের উপরে রাখা ব্যাংকারস ল্যাম্প থেকে আসা হাল্কা আলোটাই যা একটু আলো দিচ্ছে। সামনে অগোছালো হয়ে পড়ে আছে একগাদা কাগজ আর জার্নাল। কারা কিভাবে আশা করে যে সে এক সপ্তাহের নোটিশে সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে ওর সাথে ওমানে যাবে? এই বিস্ফোরণের ফলে যে সমস্যা গুলো সৃষ্টি হয়েছে, সে সব সমস্যা সামলাবে কে?

নাহ, অসম্ভব। কারার মেনে নিতেই হবে। আর মানতে না পারলে, সেটা তার নিজের সমস্যা। সাফিয়াকে নিজের ভালোটাই দেখতে হবে। ওর থেরাপিষ্টের মুখে এই কথাটা প্রায়ই শুনতে হয় ওকে। নিজেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে প্রায় চার বছর লেগে গিয়েছে। এখন আবার নতুন করে ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

ওমাহা ডানের কথা না হয় বাদই দিল...

পেন্সিলটা মুখে পুরল সে। গত বারো ঘন্টায় আর কিছু মুখে পড়েনি। জানে, এই মুহূর্তে মুখে কিছু গুঁজে কয়েক ঘণ্টা ঘুমাবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু নিজেকে অফিস থেকে নড়াতে পারছে না ও।

ওমাহার সাথে চলা কথোপকথনটা বার বার মাথায় খেলে যাচ্ছে। লোকটার কথা মনে হলেই যেন কেউ আঁকশি দিয়ে চেপে ধরে ওর তলপেট। ইস...যদি ফোনটা ও না ধরত...

দশ বছর আগে ওমাহার সাথে ওর প্রথম দেখা হয়েছিল সোজারে। তখন ওর বয়স মাত্র বাইশ। অক্সফোর্ড থেকে সদ্য পাশ করে ডিজার্টেশনের (থিসিস) জন্য দক্ষিণ আরবের উপর পার্থিয়ানদের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছে। ওমাহা-ও সেই শহরে আটকা পড়ে ছিল। কোলাহল পূর্ণ এক দূরবর্তী এলাকায় যাবার জন্য ওমানের সরকারের অনুমতির অপেক্ষায় ছিল ও।

"আপনি কি ইংরেজি বোঝেন?" সাফিয়ার উদ্দেশ্যে বলা ওমাহার প্রথম শব্দ ছিল এগুলো। তখন মেয়েটা ছোট একটা রেস্টুরেন্টের ছোট একটা টেবিলে বসে কাজ করছিল। রেস্টুরেন্টটা ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়। এখানকার কফির দাম কম, আর মানেও চলনসই।

বাঁধা পড়ায় বিরক্ত হয়েছিল সাফিয়া, কিন্তু ভদ্র ভাষায় উত্তর দিয়েছিল, "ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে, ইংরেজি আমার আপনার চেয়ে বেশি ভালো বোঝার কথা, স্যার।"

চোখ তুলে তাকিয়ে সে দেখেছিল, বালু রঙা চুল আর নীল চোখের এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। পড়নে খাকি, মাথায় ওমানের ঐতিহ্যবাহী কাপড় পেঁচানো আর মুখে বিব্রত হাসি।

"মাফ চাইছি।" বলেছিল ছেলেটা, "আপনার হাতে অ্যারাবিয়ান আর্কিওলজি অ্যান্ড এপিগ্রাফী ৫ দেখতে পেলাম তো, তাই... একটা সেকশন দেখার দরকার ছিল। যদি অনুমতি দিতেন।"

"কোন সেকশন?"

"টলেমির ম্যাপে ওমান আর আমিরাতের অবস্থান। আমি সীমান্তবর্তী এলাকার দিকে যাচ্ছি।"

"তাই নাকি? আমি তো জানতাম ওদিকটায় বিদেশীদের যাওয়া নিষেধ।"

ছেলেটার মুখে আবার সেই হাসি ফুটে উঠেছিল, কিন্তু তাতে লেগে ছিল দুষ্টুমির ছোঁয়া। "ধরা পড়ে গিয়েছি মনে হচ্ছে। আমার বলা উচিত ছিল, যেতে *চাচ্ছি।* অনুমতির অপেক্ষায় আছি এখন।"

সাফিয়া চেয়ারে হেলান দিয়ে ওকে পরখ করে দেখেছিল সেদিন। হঠাৎ করে আরবীতে বলে উঠেছিল, "ওদিকে তোমার কী কাজ?"

ছেলেটাও সাথে সাথে আরবীতে উত্তর দিয়েছিল, "স্থানীয় ডুরু গোত্রের প্রাচীন গোত্রীয় পথটা খুঁজে বের করে, চলমান বিবাদের মীমাংসা করা।"

এবার ঐ এলাকার জিওগ্রাফী সম্পর্কে জানতে চাইল সাফিয়া, "তোমার কিন্তু উম্ম আল-সামিম এ খুব সাবধান হতে হবে।"

"জানি।" নড করেছিল ওমাহা, "ওদিকে প্রচুর চোরাবালি।"

হার মেনে বইটা এগিয়ে দিয়েছিল সাফিয়া, "ইন্সটিটিউট অফ অ্যারাবিয়ান স্টাডিজের কপি এটা। এখানে বসেই পড়তে হবে?"

"আইএএস-এর?" এক পা এগিয়ে এসে বলেছিল ওমাহা, "কেনসিংটনের অঙ্গসংগঠন না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কি? "

"আমি ওদের কোন এক ক্ষমতাবান ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে চাচ্ছি। ওমানি সরকারের সাথে ওদের ভালো খাতির। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন উত্তর পাইনি। লেডী কারা কেনসিংটনের মতই শীতল ওরা।"

"হুম।" অন্যমনস্ক জবাব দিয়েছিল মেয়েটা।

ওর টেবিলে বসে বসে ওমাহা লম্বা সময় ধরে পড়েছিল বইটা। কেউ কাউকে বিরক্ত করেনি। বেশ অনেকক্ষণ পর রেস্টুরেন্টের দরজা খুলে কেউ একজন ভেতরে ঢুকলে সাফিয়া বই থেকে মুখ তুলেছিল। হাত নেড়ে ডেকেছিল নবাগতকে।

নতুন একজনের আগমনে বই থেকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল ওমাহা। নবাগতকে দেখে বড় বড় হয়ে গিয়েছিল ওর চোখ।

"ড. ডান, এসো তোমাকে লেডী কারা কেনসিংটনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। জেনে খুশী হবে, সেও আমার মত ইংরেজি বোঝে।"

যুবকের গালে লজ্জার আভা দেখে মজাই পেয়েছিল সাফিয়া। অবশিষ্ট বিকালটা কেটে গিয়েছিল আড্ডা আর তর্ক করে। ডানকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিয়েছিল কারা।

"আমার মনে হয়, আমার কাছ থেকে অন্তত একটা ডিনার হলেও তোমার পাওনা হয়েছে।"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

সেটাই ছিল ওদের প্রথম ডেট। দ্বিতীয় ডেটের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল ছয় মাস! কেননা বিনা অনুমতিতে মুসলিমদের একটা পবিত্র এলাকায় প্রবেশের অপরাধে, ইয়ামানের জেলে বন্দী ছিল ওমাহা। এরপর মাঝে সাঝেই ডেটে যাওয়া শুরু করল ওরা। অবশেষে এক ক্রিসমাস ইভে সাফিয়ার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসেছিল ওমাহা। বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। এর আগে কখনওই সাফিয়ার নিজেকে এত খুশি মনে হয়নি।

কিন্তু এর মাত্র এক মাস পরেই সবকিছু ওলট পালট হয়ে গেল।

সেই স্মৃতি বড় পীড়াদায়ক, তাই জোর করে নিজেকে থামাল সাফিয়া। ওর অফিসটা ছোট, কিন্তু এই মুহূর্তে হাঁটতে মন চাইছে। কোট হাতে নিয়ে সেকেন্ড ফ্লোরের অফিসটা থেকে বেড়িয়ে পড়ল সে। নিচতলায় যেতে হলে, কেনসিংটন গ্যালারির সামনে দিয়ে যেতে হবে ওকে।

হেঁটে হেঁটে কেনসিংটন গ্যালারি পর্যন্ত হেঁটে এল সাফিয়া, থমকে দাঁড়াল গ্যালারির বাইরের হলে একটা ছায়া দেখতে পেয়ে।

"সাফিয়া?" ছায়াটা টর্চ জ্বালালো, উজ্জ্বল আলো যেন অন্ধ করে দিল মেয়েটাকে, "ড. আল-মায়াজ।"

গলাটা চিনতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে, "রায়ান... আমি তো ভেবেছি তুমি বাড়িতে।"

হেসে বন্ধ করে ফেলল টর্চটা, "যাচ্ছিলাম, কিন্তু ডিরেক্টর টাইসন পেজ (মোবাইলের মত ডিভাইস, শুধু ম্যাসেজ পাঠানো যায়-অনুবাদক) দিলেন। দুজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বিস্ফোরণের এলাকা পরীক্ষা করে দেখতে বদ্ধ পরিকর।" গ্যালারির মুখে সাফিয়াকে নিয়ে গেল সে।

একই ধরনের দুটো নীল জাম্প স্যুট পড়া অবয়ব দেখতে পেল সাফিয়া, অন্ধকার গ্যালারি জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলো বলতে শুধু এক জোড়া ল্যাম্প পোল থেকে ভেসে আসা হালকা আভা। অবশ্য সেই আলোতে আমেরিকানদের যন্ত্র পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সাফিয়ার মনে হলো, ওগুলো গাইগার কাউন্টার (বিকিরণ মাপার যন্ত্র)। ধীরে সুস্থে পুরো ঘরটা পরীক্ষা করে দেখছে ওরা।

"এম.আই.টি.-এর পদার্থবিদ।" বলল ফ্লেমিং, "এই সন্ধ্যায় এসে নেমেছে আর নেমেই লেগে পড়েছে কাজে। মনে হয় অনেক ক্ষমতাবান। ডিরেক্টর নিজে আমাকে বলেছেন, বুঝতেই পারছ। চল, পরিচয় করিয়ে দেই।"

পাশ কাটাতে চাইল সাফিয়া, "কী দরকার? তাছাড়া আমার তাড়া আছে।"

কিন্তু ততক্ষণে গ্যালারিতে ঢুকে পড়েছে ফ্লেমিং। দুই আমেরিকানের একজনের চোখে ধরাও পড়ে গিয়েছে।

এগিয়ে এল আমেরিকান, "ড. আল-মায়াজ। কী সৌভাগ্য!" একহাত বাড়িয়ে দিল লোকটা, "আমি ড. ক্রো। পেইন্টার ক্রো।"

সাফিয়া হাত মেলাল।

ল্যাপিস রঙের একজোড়া অন্তর্ভেদী চোখে চোখ পড়ল সাফিয়ার। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল আর কিছুটা গাঢ় রঙের চামড়া লোকটার শরীরে নেটিভ আমেরিকান রক্তের উপস্থিতির প্রমাণ। কিন্তু নীল চোখের মণি দেখে একটু সন্দেহে পরে গেল সে। *ক্রো*। স্প্যানিশও হতে পারে। মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত।

"ইনি আমার সহকর্মী, ড. কোরাল নোভাক।"

আমেরিকান ভদ্রমহিলা হাত স্পর্শ করেই ছেড়ে দিল, সাফিয়ার মনে হলো ভদ্র মহিলা নিজ কাজে ফিরে যেতে ব্যগ্র।

কোন দুই বিজ্ঞানীর মাঝে এরচেয়ে বেশি পার্থক্য হতে পারে না। কোরালকে দেখে মনে হয়, চামড়ায় কোন পিগমেন্ট নেই (পিগমেন্ট চামড়ার কালো রঙের জন্য দায়ী-অনুবাদক)। পাতলা ঠোঁট, ধূসর চোখের মণিজোড়া। সাদাটে-সোনালী চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাটা। সাফিয়ার সমান লম্বা হবে।

"কী খুঁজছেন আপনারা?" এক পা পিছিয়ে এসে জানতে চাইল সাফিয়া।

"তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উপস্থিতির প্রমাণ।" পেইন্টার গাইগার কাউন্টারটা দেখিয়ে বলল।

"তেজস্ক্রিয় বিকিরণ?" চেষ্টা করেও বিস্ময়টা লুকাতে পারল না সে।

হাসল পেইন্টার-বিদ্রুপের হাসি না, সাধারণ হাসি। "দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা বিশেষ এক ধরনের বিকিরণ খুঁজছি যা বজ্রপাতের পর পাওয়া যায়।"

নড করল সাফিয়া, "আপনাদের আর বিরক্ত করতে চাই না। দেখা হয়ে ভালো লাগল। আর যদি আপনাদের অনুসন্ধানে কোনভাবে সাহায্য করতে পারি, তাহলে জানাতে ভুলবেন না।" বলেই উল্টো দিকে ঘোরা শুরু করল সাফিয়া।

পেইন্টার ওর পিছু নিল, "ড. আল-মায়াজ। আপনার সাথে কথা বলার ইচ্ছা ছিল। কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। একসাথে লাঞ্চ করলে কেমন হয়?"

"দুঃখিত। এই মুহূর্তে আমি খুব ব্যস্ত।" চোখে চোখ পড়ল সাফিয়ার। চেষ্টা করেও নজর ফেরাতে পারল না সে। পেইন্টারের চোখের দুঃখ ধরা পড়ল ওর চোখে, "হয়তো-হয়তো চেষ্টা করলে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সকালে নাহয় আমার অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন, ড. ক্রো।"

নড করল লোকটা, "অবশ্যই করব।"

রায়ান ফ্লেমিং ওকে বাঁচাতে এগিয়ে এল, "চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি।"

নিজের উপর জোর খাটিয়ে পিছু ফিরে চাওয়া থেকে থামাল সে, অনেকদিন পর কোন পুরুষ মানুষ ওর উপর এমন প্রভাব ফেলতে সমর্থ হলো।

"লিফট বন্ধ হয়ে আছে।" বলল ফ্লেমিং। "আমেরিকানরা কেমন জানি। সারাক্ষণ দৌড়ের উপর আছে। আজ রাতেই আসতে হবে!"

শ্রাগ করল সাফিয়া, "আসলে এটা বিজ্ঞানীদের স্বভাব। একবার রক্তের গন্ধ পেলে আর পিছু ছাড়তে চাই না।"

হাসতে হাসতে নড করল ফ্লেমিং, "তা আমি টের পেয়েছি।" পাস-কী ব্যাবহার করে তালা খুলে ফেলল। এরপর দরজা খুলে ধরল সাফিয়ার জন্য।

মেয়েটার চোখে চোখে রেখে লাজুকভাবে বলল, "সাফিয়া বলছিলাম কি... যদি তোমার সময় হয়... তাহলে একদিন... "

বাদামের খোসা ভাঙার মতো শোনাল গুলির শব্দটা। রায়ান ফ্লেমিংয়ের মাথার ডান দিকটা যেন বিস্ফোরিত হলো, আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ল মগজ আর রক্ত।

রায়ানের মৃতদেহ মাটিতে পড়ার আগেই খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল তিনজন মুখোশধারী বন্দুকবাজ। উল্টো দিকের দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরল সাফিয়াকে। হাত দিয়ে চেপে রেখেছে মেয়েটার মুখ।

কপালে বন্দুকের নলের শীতল স্পর্শ টের পেল সাফিয়া। শুনল, কেউ একজন জানতে চাইছে, "হৃদপিন্ডটা কোথায়?"

~~~~

পেইন্টার মনিটরের লাল নিডলের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা বিস্ফোরিত ক্যাবিনেটের সামনে আসতেই ওটা কমলা রঙের সীমানায় ওঠা-নামা শুরু করে দিল-শক্তিশালী বিকিরণের উপস্থিতির প্রমাণ।

ওর হাতের কাউন্টারটা বিশেষভাবে বানানো হয়েছে। প্রতি পদার্থ ধ্বংস হবার ফলে উৎপন্ন বিকিরণ ধরতে পারে এটি।

"এখানে বেশ শক্তিশালী রিডিং পাচ্ছি।" কোরাল ওকে ডাকল।

পেইন্টার ওর সহকর্মীর পাশে এসে দাঁড়াল। কোরাল নোভাক সিগমায় নতুন এসেছে। মাত্র তিন বছর আগে সিআইএ থেকে রিক্রুট করা হয়েছে ওকে। এই অল্প
~~~~

সময়ের মাঝে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে পিএইচডি শেষ করে ফেলেছে মেয়েটা, সেই সাথে ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছে খালি হাতে মারামারির ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে। মেয়েটার আইকিউ লেভেলও অনেক উঁচুতে। আর বিভিন্ন বিষয়ে এনসাইক্লোপেডিয়ার মত জ্ঞান তো আছেই।

এর আগে পেইন্টারের মাত্র একবার দেখা হয়েছিল কোরাল নোভাকের সাথে। এরপর এই হঠাৎ টিম গঠন। ক্যাসান্দ্রার সাথে পাঁচ বছর কাজ করেছে পেইন্টার। তাই দুজন মহিলার সাথে তুলনা দেয়ার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু দুই মহিলার মধ্যকার মিল গুলো ওকে কিছুটা হলেও সন্দিহান করে তুলেছে, আবার বৈসাদৃশ্যগুলো নানা প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে।

সেসব প্রশ্নের উত্তর, একমাত্র সময়ই দিতে পারে।

কোরাল নিজের যন্ত্রের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটা গলে যাওয়া ব্রোঞ্জের ঘটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, "কমান্ডার, তোমার উচিত হবে আমার রিডিং গুলো আবার চেক করে দেখা। কারণ রিডিংটা একদম রেড জোনে চলে গিয়েছে।"

পেইন্টার নিজের যন্ত্রটা দিয়ে মাপল। "রিডিং ঠিক আছে।"

হাঁটু গেঁড়ে বসল কোরাল। লেড দিয়ে বানানো গ্লাভস পড়ে আছে। ঘটিটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল সে। হাতে নিয়ে নাড়তেই, ভেতরে থেকে আওয়াজ ভেসে এল। অনুমতির জন্য পেইন্টারের দিকে চাইল সে।

পেইন্টারের না করার প্রশ্নই আসে না। ঘটির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল মেয়েটা, এক মুহূর্ত বের করে আনল পাথরের ছোট এক টুকরা। গ্লাভসের উপর টুকরাটাকে রাখল সে। একদিক কালো হয়ে আছে। কিন্তু পাথরটা ঘোরাতেই অন্য দিকটা দেখতে পেল ওরা, লাল, ধাতব। পাথর না...লোহা।

"উল্কা পিন্ডের খন্ড মনে হয়।" কোরাল হাত বাড়িয়ে বলল, যেন পেইন্টার স্ক্যান করে দেখতে পারে। রিডিংটা দেখে বোঝা গেল মেয়েটার সন্দেহই ঠিক। "আমার রিডিংটা দেখ। জেড-বসোন আর গ্লুওনের পাশাপাশি এতে লো লেভেল আলফা আর বিটা রেডিয়েশনও আছে।"

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল পেইন্টার। ফিজিক্সের ব্যাপারে ওর ধারণা শূন্যের কোঠায়।

সহজ করে বলল কোরাল, "ক্ষয়রত ইউরেনিয়ামে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।"

"ইউরেনিয়াম? নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিতে যে ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হয়, সেটা?"

নড করল মেয়েটা, "অশোধিত। হয়তো কয়েকটা পরমাণু এই লোহায় আটকে ছিল।" নিজের রিডিং গুলো পরীক্ষা করে দেখল সে। কপাল কুঁচকে ফেলল মেয়েটা, ওর মত নিঃস্পৃহ মেয়ের জন্য অস্বাভাবিক ব্যাপার।

"কী হলো?" জানতে চাইল পেইন্টার।

স্ক্যানার থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিল কোরাল, "এখানে আসার পথে ডারপার গবেষকদের রিপোর্ট দেখছিলাম। কিন্তু ওদের থিওরির সাথে একমত হতে

পারিনি। ওরা বলছিল, প্রতি পদার্থের কোন স্থিতিশীল অবস্থা এই উল্কাপিন্ডের মাঝে আবদ্ধ ছিল।"

"তোমার কী থিওরিটা পছন্দ হয়নি?" পেইন্টার নিজেও স্বীকার করে যে ব্যাপারটা কিছুটা অস্বাভাবিক। প্রতি পদার্থ অন্য যে কোন পদার্থ এমনকি বাতাসের সংস্পর্শে এলেও বিস্ফোরিত হয়ে যায়। কিভাবে তা স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে পারে?

না তাকিয়েই শ্রাগ করল মেয়েটা, "ধরা যাক, থিওরিটা মেনে নিলাম। তাহলে প্রশ্ন হলো, এখন কেন তা বিস্ফোরিত হল? এই বৈদ্যুতিক ঝড়ের এমনকি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তা স্থিতিশীল প্রতি পদার্থকে অস্থিতিশীল করে ফেলেছে? কাকতালীয় ঘটনা? নাকি অন্য কিছু?"

"তোমার কি মনে হয়?"

স্ক্যানারের দিকে ইঙ্গিত করল কোরাল, "ক্ষয়প্রাপ্ত ইউরেনিয়াম। একে প্রকৃতির ঘড়ি বলতে পার। ধীরে ধীরে ইউরেনিয়াম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হয়তো ইউরেনিয়ামের ক্ষয় কোন বিশেষ মাত্রায় উপনীত হওয়ায় প্রতি পদার্থ অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল।"

"বোমায় লাগানো টাইমারের মত।"

"নিউক্লিয়ার টাইমার, হয়তো অনেক শতাব্দী আগে লাগানো হয়েছিল।"

গা শিউরে উঠল পেইন্টারের।

কিন্তু কোরালের কপাল এখনও কুঁচকে আছে। পেইন্টার বুঝল, ওর সহকর্মীর মাথায় অন্য কিছু চলছে।

"আবার কী?" জানতে চাইল সে।

"এটাই যে প্রতি পদার্থের একমাত্র স্থিতিশীল নমুনা, তা কে বলল? হয়তো আরো অনেক নমুনা আছে। হয়তো কোন খনি আছে। সেটাও ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। আমাদেরকে তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। সময় বয়ে চলছে।"

নমুনা রাখার জারে স্থান পেয়েছে কোরালের হাতের টুকরাটা। ওটার দিকে তাকিয়ে পেইন্টার বলল, "আর এই খনিটাকে খুঁজে বের না করলে, শক্তির এক নতুন উৎস হারাবো আমরা।"

"এরচেয়েও ভয়ানক কিছু ঘটতে পারে।" চারদিকে ইঙ্গিত করে বলল, "পরবর্তী বিস্ফোরণটা হয়তো এরচেয়ে ভয়াবহ হবে।"

ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরে চুপ করে রইল পেইন্টার।

হঠাৎ আসা নিরবতাকে ভেঙে খান খান করে দিল সিঁড়ি থেকে ভেসে আসা পদশব্দ। ঘুরে দাঁড়াল সে। কানে এল ড. আল-মায়াজের অস্ফুট গলা।

অবচেতন মন সাবধান করে দিল ওকে। কিউরেটর আবার ফিরে আসছে কেন?

এরপরই শুনতে পেল আরেকটা ভারী গলা। কণ্ঠে আদেশের সুর স্পষ্ট, "তোমার অফিসে নিয়ে চল আমাদের।"

কোথাও কোন ঘাপলা আছে। ওর আগে পাঠানো দুই এজেন্টের কথা মনে পরে গেল ওর। সাথে সাথে কোরালের দিকে ফিরল। টের পেল, মেয়েটাও কিছু একটা সন্দেহ করেছে।

"অস্ত্র?" জানতে চাইল পেইন্টার।

ব্রিটেনে আগ্নেয়াস্ত্রকে ভালো চোখে দেখা হয় না। তাই ওদের আছেও কোন অস্ত্র নেই। কোরাল ঝুঁকে পড়ে ওর প্যান্টটা একটু উপরে তুলে ধরল। পেইন্টার দেখতে পেল, একটা খাপে পোরা ছোরা বেঁধে রেখেছে ওখানে। এই জিনিস যে মেয়েটার কাছে আছে, সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না পেইন্টারের।

সাত ইঞ্চি লম্বা ড্যাগারটা হাতে নিল মেয়েটা, টাইটেনিয়াম আর স্টিলের তৈরি দেহ। দেখে মনে হয় জার্মানির প্রোডাক্ট। ওর দিকে ছুরিটা বাড়িয়ে দিল সে।

"রেখে দাও..." বলে কাছে পরে থাকা একটা লম্বা হ্যান্ডেলের বেলচা হাতে তুলে নিল পেইন্টার।

সিঁড়ির মাথার কাছে পৌছে গিয়েছে পদশব্দ। মিউজিয়াম সিকিউরিটিও হতে পারে। তবে ঝুঁকি নেয় শুধু বোকারা, আর পেইন্টার ক্রো বোকা না।

কোরালকে ইঙ্গিতে প্ল্যান বোঝাল সে, এরপর ল্যাম্প পোলের আলো নিভিয়ে দিল। অন্ধকার নেমে এল সারা ঘরজুড়ে। গ্যালারি মুখের দুই পাশে অবস্থান নিল দুজনে।

এক হাত তুলল পেইন্টার, *আমি নির্দেশ দিলে...*

নিস্পলক চোখে তাকিয়ে রইল সিড়িমুখের দিকে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, কয়েক মিনিট পরেই একটা ছায়া দেখতে পেল ও। ছায়াটা দ্রুত পজিশন নিয়ে নিল। মুখোশ পরিহিত লোকটার কাঁধে অ্যাসল্ট রাইফেল শোভা পাচ্ছে।

মিউজিয়াম সিকিউরিটি হতেই পারে না।

কিন্তু আততায়ী মোট কয় জন?

দ্বিতীয় আরেকটা অবয়ব দেখতে পেল পেইন্টার। এই লোকটাও অস্ত্রধারী, পরনে একই পোষাক। হলটায় নজর বুলাল প্রথম দুজন। এরই ফাঁকে উদয় হলো তৃতীয় জন। সাফিয়া আল-মায়াজের কনুই ধরে তাকে টেনে আনছে। আরেক হাতে ধরা বন্দুকটি ঠেসে ধরেছে মেয়েটার পাঁজরে।

কাঁদছে মেয়েটা, প্রতিটা পদক্ষেপের সাথে কেঁপে কেঁপে উঠছে। "আমার ... অফিসের সেফে আছে।" হলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে।

নড করে অন্যদেরকে এগোবার নির্দেশ দিল সবার শেষ উদয় হওয়া ব্যক্তি।

পিছিয়ে এল পেইন্টার, চোখাচোখি হলো পার্টনারের সাথে। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, কার ভাগে কে পড়েছে। নড করল কোরাল, বুঝতে পেরেছে।

এদিকে সাফিয়া বার বার কেনসিংটন গ্যালারির দিকে তাকাচ্ছে। আমেরিকানদের উপস্থিতির কথা ওর অজানা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আতংকিত মেয়েটা এমন কিছু করে বসবে না তো, যাতে ওদের অবস্থান প্রকাশ পেয়ে যায়?

ধীর হয়ে এল কিউরেটারের গতি, উঁচু গলায় বলল, "প্লিজ... আমায় গুলি করবেন না!"

ওর বন্দিকারী ঘোঁত করে উঠল, "গুলি খেতে না চাইলে, যা বলছি তা করো।"

কিউরেটরের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল পেইন্টারের। ও বুঝতে পেরেছে, মেয়েটার হঠাৎ উঁচু গলায় কথা বলার উদ্দেশ্য হলো ওদেরকে সাবধান করে দেয়া।

প্রথম দুই মুখোশধারী রাইফেলম্যান পেইন্টারের ঠিক সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। মাত্র কয়েকগজ পিছন থেকে ওদেরকে অনুসরণ করে এগোচ্ছে সাফিয়া আর তৃতীয় মুখোশধারী।

সাফিয়া পার হয়ে যেতেই পার্টনারকে ইঙ্গিত করল পেইন্টারঃ

শুরু কর!

কোরাল লাফিয়ে ওর লুকাবার জায়গা থেকে বেড়িয়ে পড়ল, এরপর এক গড়ান দিয়ে এসে পড়ল সাফিয়া আর ওর বন্দিকারীর মাঝখানে।

আচমকা আক্রমণে হচকচিয়ে গেল সাফিয়াকে ধরে থাকা লোকটা। কিউরেটরের পাঁজর স্পর্শ করে থাকা বন্দুকটা সরে গেল। পেইন্টারের জন্য এটুকু যথেষ্ট। রিফ্লেক্সের বসে মুখোশধারী মেয়েটাকে গুলি করে বসে-এমনটা চায়নি পেইন্টার। কখনও কখনও মাথায় আঘাত পেলে মানুষের মাঝে ওমন রিফ্লেক্স দেখা যায়।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষতার সাথে বেলচা চালালো সে। টের পেল, মুখোশধারীর খুলির হাড় ভেঙে গিয়েছে। মাটিতে পরে গেল দেহটা, সাফিয়াকেও টেনে নিয়ে গেল।

"ওভাবেই থাক।" নির্দেশ দিল পেইন্টার, এরপর এগোল কোরালের দিকে।

তবে না এলেও চলত, কোরালের কোন সাহায্যে প্রয়োজন নেই।

ফাঁকা হাতের উপর ভর দিয়ে ঘুরল সে, পা দিয়ে আঘাত হানল কাছের আততায়ীর হাঁটুতে। আঘাতে মাটি থেকে পা উঠে গেল লোকটার। একই সাথে অন্য হাত দিয়ে অব্যর্থভাবে ছুঁড়ে দিল জার্মান ছোড়াটা। দ্বিতীয় আততায়ীর খুলির গোড়ায় গিয়ে আঘাত হানল সেটা, বিচ্ছিন্ন করে দিল মস্তিষ্কের সাথে শিরদাঁড়ার সংযোগ। একবার আঁতকে উঠেই ঢলে পড়ল সে। কোরাল কিন্তু থামেনি। জিমন্যাস্টের মত দক্ষতায় নিজের দেহটাকে পাক খাইয়ে এনেছে সে। পা দিয়ে আঘাত হেনেছে প্রথম আততায়ীর মুখে।

লোকটার মাথা তীব্র গতিতে পিছনে হেলে পড়ল, পরমুহূর্তে আবার সামনে এসে বাড়ি খেল মার্বেল পাথরের মেঝেতে।

দেহটার উপরে চড়ে বসল কোরাল, আঘাত হানবার জন্য তৈরি। কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। এবার অন্য লোকটার দিকে ফিরল সে, অনড় পরে রয়েছে দেহটা। মৃত।

মৃত মুখোশধারীর দেহের নিচে চাপা পড়ে হাঁসফাঁশ করছিল সাফিয়া। পেইন্টার ওর দিকে এগিয়ে গেল, "ব্যথা পাওনি তো?"

পেইন্টারের সাহায্য নিয়ে উঠে বসল মেয়েটা, "না... মনে হয় না।" আশে পাশের নরক কান্ডের দিকে চোখ বুলাল একবার, কিন্তু কিছু উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে মনে হলো না। "হায় খোদা, রায়ান। গুলি করেছে ওকে ... নীচ তলার দরজার কাছে।"

"আরো অস্ত্রধারী আছে নাকি?"

"আমি... আমি জানিনা।"

পেইন্টার আরো কাছে চলে এল। "ড. আল-মায়াজ"। শকের কাছাকাছি চলে গিয়েছে মেয়েটা, ওর এখন দরকার শক্ত গলার কিছু নির্দেশ, "*শোন*। আর কজন আছে?"

বড় করে কয়েকবার শ্বাস নিল মেয়েটা; চেহারা ভয়ে বিকৃত হয়ে আছে। শেষবারের মত কেঁপে উঠল কিছুটা দৃঢ় স্বরে বলল, "নিচে কেউ নেই। কিন্তু রায়ান..."

"আমি গিয়ে দেখছি।" কোরালের দিকে ফিরল ও, "ড. আল-মায়াজের সাথে থাকো। আমি নিচে একবার নজর বুলিয়ে আসি।"

মুখোশধারীর পি৩৮ বন্দুকটা হাতে তুলে নিল সে, ওয়ালথার। ওর গ্লক পছন্দ। কিন্তু এখন এটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

কোরাল খুঁজে পেতে এক টুকরা দড়ি বের করল, বেঁধে ফেলল একমাত্র জীবিত কিন্তু অজ্ঞান আততায়ীকে। "আমাদের কাভারের কি হবে?" ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল সে। নজর সাফিয়ার দিকে।

"আমরা খুব দক্ষ আর করিতকর্মা বিজ্ঞানী।" উত্তরে বলল পেইন্টার।

"অন্য ভাবে দেখতে গেলে, আমরা সত্য কথাই বলছি?" চোখের তারায় কৌতুক খেলে গেল কোরালের।

নিচ তলার দিকে রওনা হলো পেইন্টার, এই পার্টনারের সাথে কাজ করতে ওর ভালোই লাগবে।

~~~

লোকটাকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যেতে দেখল সাফিয়া। একটু পরেই চোখের আড়ালে চলে গেল সে। এত নিঃশব্দে হাঁটছিল যেন তার পায়ের নীচে মেঝে না, আছে বরফের চাঁই। তাতে পিছলে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

কে এই লোক?
~~~

একটা ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ শুনে কোরালের দিকে ফিরল সাফিয়া। বেঁচে যাওয়া আততায়ীর পিঠের উপর একটা হাঁটু দিয়ে চেপে বসেছে কোরাল। লোকটার হাত দুটো সে এত জোরে পেছনে টেনে ধরলে যে গুঙিয়ে উঠল নেতিয়ে পড়া আততায়ী। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দড়ি দিয়ে দ্রুত তার হাত বেঁধে ফেলল কোরাল। হয় তার কাফ-রোপিং (ঘোড়ার পিঠে চড়ে দড়ি দিয়ে বাছুর ধরার খেলা বিশেষ) এর অভিজ্ঞতা আছে, নাহয় পদার্থবিজ্ঞান ছাড়াও সে গোপন কিছু বিষয়ে পারদর্শী। এর বেশি ভাবার ইচ্ছা হলো না সাফিয়ার।

নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস দিকে লক্ষ্য দিল। ফ্যান চললেও রুমের বাতাসে এখনও অক্সিজেনের কমতি আছে। ঘামে ভিজে গিয়েছে ওর পুরো শরীর।

হাঁটু ভাঁজ করে দেয়ালের সাথে লেগে বসে রইল ও, হাত দুটো দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। জোর করে কাঁপুনি থামিয়ে রাখতে চাইল। মানুষজনের সামনে নিজেকে এত দুর্বল দেখানো চলবে না। ভাবনাটা কিছুটা শান্ত করল ওকে। পড়ে থাকা দেহ দুটির দিকে ভুলেও তাকাল না। অ্যালার্ম বাজবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। ব্যাটন আর লাইট নিয়ে হাজির হবে সিকিউরিটি। স্বস্তি জাগানো কয়েকটা পরিচিত মুখও থাকবে সেখানে।

হলওয়েটা এখন একটু বেশিই নিস্তব্ধ, শূন্য আর কেমন স্যাঁতস্যাঁতে। না চাইতেই আরেকবার দৃষ্টি চলে গেল সিড়িমুখের দিকে। *রায়ান...*

ওর আবিষ্কার, যেটা নিয়ে সে একটু আগেও গর্ববোধ করছিল, সেই লোহার হৃদপিন্ডের পেছনেই লেগেছে আক্রমণকারী। আর তাদের লোভের বলি হতে হয়েছে রায়ানকে। না, ওদের লোভের জন্য না। সাফিয়ার কারণেই মরতে হয়েছে লোকটাকে।

আর না...আবার না...

উগরে আসা বোবা কান্নাটা মুখে হাত দিয়ে চাপা দিতে চাইল সাফিয়া। গলার কাছে একটা ভারী বোঝার মতো আটকে রইল তা। দম আটকে হাঁসফাঁস করতে লাগল ও।

"আপনি ঠিক আছেন?" একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা জিজ্ঞেস করল।

নিজেকে গুটিয়ে নিলো সাফিয়া, এখনও কাঁপছে ও।

"এখন আর ভয়ের কিছু নেই। সিকিউরিটি নিয়ে যেকোন মূহুর্তে চলে আসবে ড. ক্রো।"

সাফিয়া কুন্ডলী পাকিয়ে আছে, একটা নিরাপদ স্থানের আশায় ঘুরছে ওর চোখজোড়া।

"ভালো হয় যদি আমি কিছু-" আচমকা গুঙিয়ে উঠে থেমে গেল পদার্থবিজ্ঞানীর কণ্ঠ।

মুখ তুলল সাফিয়া। ওর থেকে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা। তার পুরো শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছে, হাত দুটো দুপাশে, মাথাটা পিছনে হেলে পড়েছে।

দেখে মনে হচ্ছে, আপাদমস্তক কাঁপছে সে। খিঁচুনি। সেই সাথে যোগ হয়েছে গোঙানি ।

হামাগুড়ি দিয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সিঁড়িমুখের দিকে এগিয়ে চলল সাফিয়া। হচ্ছেটা কী?

হঠাৎ করেই সামনের দিকে পড়ে গেল কোরাল। অন্ধকারাচ্ছন্ন হলওয়ের মধ্যে একটা নীলচে শিখা জ্বলে ওঠল তার কোমরের দিকে। তার কাপড় থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল। তখনও নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে সে।

কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

তবে নীল শিখাটা নিভে যেতেই একটা সরু তার আবিষ্কার করল সাফিয়া। তারটা পড়ে থাকা মহিলার শরীর থেকে তিন মিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা অবয়ব পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

আরেকজন মুখোশ পরিহিত আততায়ী!

তার হাতে একটা অদ্ভুত পিস্তল। আগেও এমন অস্ত্র দেখেছে সাফিয়া... তবে সিনেমায়, বাস্তবে নয়। *একটা টেযার।* নীরব ঘাতক।

পিছিয়ে যেতে লাগল সাফিয়া। মার্বেলের মেঝেতে পিছলে যেতে লাগল ওর উঁচু হিলের জুতো। অফিস ছেড়ে বের হওয়ার সময় কেমন খুঁতখুঁত করছিল ওর মন। সে কথাটাই মনে পড়ে গেল এখন। কাউকে দেখতে পেয়েছিল বলে মনে হয়েছিল, বাইজেন্টাইন গ্যালারিতে একটা আলো দেখতে পেয়েছিল যেন। সেটা তাহলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনের কষ্টকল্পনা ছিল না।

অবয়বটা চার্জহীন টেযার ফেলে ওর দিকে এগোতে লাগল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সাফিয়া। অ্যাড্রেনালিন আর আতঙ্ক সাহায্য করল ওকে। সিঁড়িমুখটা সামনেই। যদি কোনভাবে সেখান পর্যন্ত পৌছাতে পারে আর নীচের সিকিউরিটি এরিয়া পর্যন্ত যেতে পারে-

ওর ডান পায়ের গোড়ালির কাছের মেঝেতে আঘাত করল কিছু। হিসহিস করে ওঠল নীলচে শিখা। আরেকটা টেযার।

সাফিয়া লাফ দিয়ে সরে গিয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড়াল। টেযারটা আরেকবার লোড করতে কিছু সময় লাগার কথা... কিন্তু যদি আততায়ীর কাছে তৃতীয় কোন টেযার থাকে! সিঁড়িমুখের কাছাকাছি পৌছে গেল ও। আশঙ্কা করছে, পেছন থেকে একঝাঁক আলোক শিখা এসে আঘাত করবে পিঠে।

অথবা একটা বুলেট।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। সিঁড়িমুখে চলে এল ও।

নীচে যেন নরক নেমে এসেছে। চিৎকার-চেঁচামেচি ভেসে এল ওর কানে। একটা গুলির শব্দ ছোট জায়গাটায় যেন বোমা ফাটালো। নীচে আরো আততায়ী আছে।

উপায় না দেখে উপরে ছুটল সাফিয়া। ওর মাথায় এখন শুধু একটাই চিন্তা- পালাতে হবে, থামলে চলবে না। গতি বাড়াল ও, একসাথে দুটো ধাপ অতিক্রম করতে লাগল। জাদুঘরের এই অংশে চতুর্থতলা বলে কিছু নেই।

এই সিঁড়ি গিয়ে শেষ হয়েছে একেবারে ছাদে।

সিঁড়ির প্রথম ফ্লাইট শেষে ঘুরল সাফিয়া, রেলিং ধরে একটু স্থির হওয়ার চেষ্টা চালালো। সিঁড়ির একেবারে শেষ মাথায় একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। একটা ইমার্জেন্সী এক্সিট। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করা হলেও ভেতর থেকে খোলা যায়। অ্যালার্ম বেজে উঠবে অবশ্য, কিন্তু এই মূহুর্তে সেটাই দরকার। সাধারণ মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সময় অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সাফিয়া মনে মনে প্রার্থনা করল, দরজাটা যেন খোলা থাকে।

পেছন থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল।

ও দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে ইমার্জেন্সী এক্সিটের হাতলটায় চাপ দিল।

নড়ল না সেটা। আটকানো।

একটা চাপা কান্না বের হয়ে এল সাফিয়ার গলা চিরে। স্টিলের দরজায় আছড়ে পড়ল ও। *না...*

~~~

হাত দুটো উপরে তুলল পেইন্টার, ওয়ালথার পি৩৮ টা তার পায়ের কাছে মেঝেতে পড়ে আছে। আরেকটু হলেই গুলিটা ওর মাথায় লাগত। বুলেটটা ওর গাল ছুঁয়ে গিয়েছে, জায়গাটা এখন জ্বালা করছে। দ্রুত সরে গিয়ে গড়িয়ে যাওয়াতেই রক্ষা।

তবে পুরো বিষয়টা কেমন দেখাচ্ছিল, সেটা সে কল্পনা করতে পারছে। বাইরে যাওয়ার দরজার কাছে পড়ে থাকা রায়ান ফ্লেমিং এর লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ছিল সে, হাতে পিস্তল। এমন সময় তিনজন সিকিউরিটি ম্যানের আবির্ভাব ঘটে। আর মুহূর্তেই নরক গুলজার নেমে আসে। তবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না পেইন্টারের। পিস্তলটা ফেলে দিয়ে হাত দুটো উপরে তুলে ধরল সে।

"ড. আল-মায়াজের উপর হামলা চালানো হয়েছিল," সশস্ত্র গার্ডটির উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল সে। আরেকজন লাশটা পরীক্ষা করে দেখছে। তৃতীয়জন রেডিও তে কথা বলছে। "তাকে অপহরণ করার সময় মি. ফ্লেমিং কে গুলি করা হয়। উপরের তলায় আমার সঙ্গী আর আমি আক্রমণকারীদের ঠেকাতে সক্ষম হই।"

সশস্ত্র গার্ডটির মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। দেখে মনে হচ্ছে, কানে তালা দিয়ে রেখেছে। শুধু তার পিস্তলটা তাক করল। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে লোকটার কপালে।

রেডিও হাতে গার্ডটা তার সঙ্গীদের দিকে ফিরল। "পুলিশ আসছে। তারা আসা পর্যন্ত একে আটকে রাখতে হবে।"
~~~

পেইন্টার সিঁড়ির দিকে তাকাল। চিন্তা ভর করল তার মনে। গুলির শব্দটা উপর থেকে শোনা গিয়েছে নিশ্চয়। তা শুনে কোরাল আর ওই কিউরেটর কি লুকিয়ে পড়েছে?

"এই," পিস্তল হাতে গার্ডটি বলল। "হাত মাথার পেছনে রাখো। হাঁটতে থাকো এবার।"

বন্দুক দিয়ে হলের দিকে ইঙ্গিত করল সে, সিঁড়ি থেকে দূরে। তিনজনের মধ্যে শুধু এই একজনই একটা অস্ত্র নিয়ে এসেছে। আর তাকে দেখে মনে হচ্ছে না অস্ত্রটা সম্পর্কে তার কোন ধারণা আছে। খুব হালকা করে আর নীচের দিকে বন্দুকটা ধরে রেখেছে। এই জায়গায় সম্ভবত এই একটা বন্দুকই আছে। তাও আবার কত বছর পর মানুষের হাতের ছোঁয়া পেয়েছে কে জানে। তবে সাম্প্রতিক কালের বিস্ফোরণের কারণে একটু নড়েচড়ে বসেছে সবাই, একটু বেশিই সতর্ক।

পেইন্টার হাত দুটো মাথার পেছনে এনে নির্দেশিত পথে ফিরল। পরিস্থিতি আবার নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে তাকে। হাত দুটো জায়গা মতো রেখেই উল্টো ঘুরে গেল সে। তারপর চোখের পলকে অনভিজ্ঞ গার্ডের নিকট চলে এল। ঘুরতে গিয়ে পুরো শরীরের ভার ডান পায়ে নিয়ে এসেছে সে। আধ সেকেন্ডের জন্য গার্ডেরও চোখের পাতা বন্ধ রইল। এতটুকুই যথেষ্ট। বাম পা দিয়ে গার্ডের কব্জি বরাবর একটা লাথি কষালো পেইন্টার।

বন্দুকটা ছিটকে গেল মেঝেতে।

নিচু হয়ে ছোবল মেরে মেঝে থেকে ওয়ালথার পিস্তলটা তুলে নিলো ও। আর তাক করল বিস্মিত তিন গার্ডের দিকে। "অনেক হয়েছে, এখন থেকে আমার কথা মতো চলবে সব।"

~~~

বেপরোয়া সাফিয়া আরেকবার ছাদের দরজার ইমার্জেন্সী হাতলে চাপ দিল। কিন্তু কোন লাভ হলো না। মুঠো পাকিয়ে আলতো করে দরজায় একটা ঘুষি বসালো ও। তখনই দেয়ালে একটা সিকিউরিটি কী প্যাড দেখতে পেল। কোন ইলেকট্রনিক কার্ড স্ক্যানার না, আগে ব্যবহৃত হতো এগুলো। কোড চেপে আনলক করতে হয়। আতঙ্কে শিরশির করে ওঠল ও।

প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য আলাদা আলাদা কোড আছে। অবশ্য চাইলে পরে সেটা পরিবর্তন করে নিতে পারে তারা। সাধারণত প্রত্যেকের জন্ম তারিখটা কোড হিসেবে দেয়া হয়। সাফিয়া কখনও তার কোডটা পাল্টানোর কথা ভাবেনি।

পায়ের আওয়াজ ওর মনোযোগ কেড়ে নিলো। ওকে ধাওয়াকারী নিচের ফ্লাইট পেরিয়ে এসেছে, ল্যান্ডিং এ দাঁড়িয়ে আছে এখন। দুজনের চোখাচোখি হলো। আততায়ীর হাতে এখন কোন টেযার নেই, একটা পিস্তল ধরে রেখেছে।
~~~

দরজার দিকে পিঠ রেখে সাফিয়া কী প্যাডের উপর আঙুল চালালো, অন্ধের মতো ওর জন্ম তারিখ চেপে দিল।

এতগুলো বছর জাদুঘরে কাজ করে করে টাচ-টাইপিং এ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

কী প্যাডে বাটন চাপা শেষ করে ইমার্জেন্সী হাতলটা চাপ দিল ও।

ক্লিক করে একটা শব্দ হলো, কিন্তু হাতল নড়ল না। এখনও আটকে আছে।

"লাভ নেই," বলল আততায়ী, তার কণ্ঠ জড়িয়ে যাচ্ছে। "নীচে নেমে এসো, নয়ত মরো।"

কোণঠাসা হয়ে পড়ে নিজের ভুলটা বুঝতে পারল সাফিয়া। মিলেনিয়ামের পর সিকিউরিটি গ্রিড উন্নত করা হয়েছে। *বছর* আর এখন দুই অঙ্কে না, *চার* অঙ্কে লেখা হয়। আঙুলগুলো মুঠো থেকে ছাড়িয়ে দ্রুত আটটা অঙ্ক চাপতে লাগল ওঃ দিনের জন্য দুটো, মাসের জন্য দুটো আর বছরের জন্য চারটা।

আততায়ী ওর দিকে আরো একপা এগিয়ে এল, সেই সাথে এগিয়ে এল তার হাতে ধরা পিস্তলটাও।

সাফিয়ার পিঠে চাপ খেল ইমার্জেন্সী হাতল। এক ঝটকায় খুলে গেল দরজাটা। ঠান্ডা বাতাস এসে ঘিরে ধরল ওকে। হোঁচট খেয়ে ছাদে প্রবেশ করল ও। আরেকটু হলেই পড়ে যেত। একটা বুলেট এসে কাঁপিয়ে দিল স্টিলের দরজা। আততায়ী ছাদে ঢুকতে যাবে, এমন সময় তাড়াহুড়ো করে তার মুখোশ পরা মুখের উপর দরজাটা লাগিয়ে দিল সাফিয়া।

দাঁড়িয়ে রইল না ও, ছাদের উপরের এক্সিট হাটের (ছোটো ঘর যেখান দিয়ে ছাদে প্রবেশ করা হয়) কোণা ঘুরে দূরে সরে এল। দরজাটা লেগেছে কিনা নিশ্চিত না। আজ রাতের আকাশ পরিষ্কার, উজ্জ্বল। প্রয়োজনের সময় লন্ডনের কুয়াশা গায়েব হয়ে গিয়েছে। লুকানোর জন্য একটা জায়গা খুঁজল ও।

ঢাকনাওয়ালা ভেন্টিলেটর, এক্সহস্ট ফ্লুম, লোহার পাইপসহ কিছুর লোহার জঞ্জাল আছে অবশ্য। কিন্তু সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। লুকানোর জন্য উপযুক্ত না। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ছাদের বাকিটা দেখতে অনেকটা একটা দুর্গের প্যারাপেটের মতো, যেটা কিনা কাঁচের ছাদ-বিশিষ্ট সেন্ট্রাল কোর্ট ইয়ার্ডকে ঘিরে রেখেছে।

পেছনে গুলির মৃদু গর্জন শুনতে পেল সাফিয়া। সশব্দে খুলে গেল একটা দরজা।

ঢুকে পড়েছে আততায়ী।

সবচেয়ে কাছের লুকানোর জায়গাটার উদ্দেশ্যে দৌড় দিল সাফিয়া। একটা নিচু দেয়াল চলে গিয়েছে গ্রান্ড কোর্টের কাঁচ আর স্টিলের তৈরি ছাদটার প্রান্ত ধরে। প্যারাপেটের ওপর দিয়ে ওপাশে গিয়ে দ্রুত বসে পড়ল ও।

দুই একর জিওডেসিক ছাদের ধাতব বেড়ের উপর ভর দিয়ে আছে ও এখন। খন্ড খন্ড ত্রিকোণা শার্সি জোড়া লাগিয়ে এই কাঁচ-সমুদ্র তৈরি করা হয়েছে, তবে

আগেরদিন রাতের বিস্ফোরণে ভেঙ্গে গিয়েছে কয়েকটা। ওই অংশগুলো প্লাস্টিক দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয়েছে। বাকি শার্সিগুলো তারার মতো ঝলমল করছে। একদম মাঝখানে রয়েছে কোর্ট ইয়ার্ডের মাঝ বরাবর থেকে উঠে আসা সেন্ট্রাল রিডিং রুমের উজ্জ্বল কপার ডোম (গম্বুজ), যেন অথৈ পানির মাঝে মাথা উঁচু করে থাকা এক দ্বীপ।

নিজেকে আড়াল করতে আরো গুটিসুটি মেরে বসল সাফিয়া, যদিও জানে ওর ধরা পরাটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

যদি আততায়ী দেয়ালের এপাশে খোঁজ করে, তাহলে পালানোর রাস্তা থাকবে না।

মেঝেতে ভারী জুতার শব্দ শোনা গেল। ছাদে কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরি করল জুতাজোড়া। একটু থামল। তারপর আবার শব্দ করে হাঁটতে লাগল। জুতার মালিক যে এদিকে আসবেই, বুঝতে বাকি রইল না সাফিয়ার।

আর কোন উপায় নেই ওর। ছাদের ওপর নেমে গেল। হামাগুড়ি দিয়ে কাঁকড়ার মতো দ্রুত এগিয়ে চলল কাঁচের শার্সির ওপর দিয়ে। মনে মনে প্রার্থনা করছে, যেন ওর ওজন সইতে পারে কাঁচগুলো। এই চল্লিশ ফিট ওপর থেকে নীচের শক্ত মেঝেতে পড়লে বেঁচে থাকা তো দূরের কথা, হাড়-গোড় পর্যন্ত আস্ত থাকবে না।

যদি কোনভাবে ও রিডিং রুমের ডোমটা পর্যন্ত পৌছাতে পারত আর ওটার পেছনে চলে যেতে পারত...

ওর হাঁটুর নীচের একটা শার্সি মড়মড় করে ফেটে গেল। বিস্ফোরণের কারণে আগে থেকেই দুর্বল হয়ে ছিল সম্ভবত। গড়িয়ে পাশে সরে গেল সাফিয়া। সাথে সাথে স্টিলের কাঠামো ছেড়ে পড়ে গেল শার্সিটা। একটু পরেই মার্বেলের মেঝেতে কাঁচের টুকরো আছড়ে পড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

বিশাল ছাদের মাত্র অর্ধেকটা পার হয়েছে সাফিয়া। ওর অবস্থা এখন অনেকটা মাকড়সার জালে আটকে পড়া মাছির মতো। আর কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনে মাকড়সা এখন এদিকেই এগিয়ে আসছে।

লুকাতে হবে সাফিয়াকে, দরকার একটা গর্ত।

ডানে তাকাল ও। কাছাকাছি শুধু একটাই গর্ত দেখা যাচ্ছে।

শূন্য স্টিল ফ্রেমের দিকে এগিয়ে গেল। ভাবার সময় নেই আর। ফ্রেম ভেতর পা দুটো গলিয়ে দিয়ে, পেটের উপর ভর দিয়ে ঝুলতে লাগল ও। আঙুলগুলো স্টিলের ফ্রেমে চেপে বসতেই ছেড়ে দিল শরীরটা। চল্লিশ ফিট উঁচুতে স্টিলের ফ্রেম ধরে ঝুলতে লাগল সাফিয়া।

শরীরটাকে দুলিয়ে উল্টো ঘুরল ও। একটু আগে যেখানে লুকিয়ে ছিল, দেয়ালের পাশে, সেদিকে তাকাল। কাঁচের ভেতর দিয়ে রাতের তারাময় আকাশটাকে পরিষ্কার

আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। একটা মুখোশ পরা মাথাকে নিচু দেয়ালের এপাশে মুখ বাড়িয়ে জিওডেসিক ছাদটায় নজর বোলাতে দেখল ও।

দম আটকে রাখল সাফিয়া। ওকে কারও দেখতে পাওয়ার কথা না। বাইরে থেকে তাকালে কাঁচের উপর শুধুই তারাভর্তি আকাশের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কিন্তু এরিমধ্যে ওর হাত ব্যথা করতে শুরু করেছে, স্টিলের ধারালো প্রান্তে কেটে বসে যাচ্ছে আঙুলে। আর তাছাড়া ওপরে শরীরটাকে টেনে তুলতে কিছুটা শক্তির দরকার পড়বে ওর।

নীচের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোর্ট ইয়ার্ডের দিকে তাকাল ও। বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে। মেঝে থেকে অনেক উপরে ও। দেয়ালের নিকটের লাল রঙের কয়েকটা সিকিউরিটি ল্যাম্প থেকে অল্প আলো আসছে। সেই আলোতেই মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা শার্সি আর ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোগুলো দেখতে পেল। ও যদি এখন পড়ে যায়, ওর কঙ্কালের অবস্থাও তেমনই হবে। ওর আঙুলগুলো স্টিলের ফ্রেমটাকে আরো শক্ত করে চেপে ধরল, বেড়ে গেল বুকের ধুকধুকানিও।

জোর করে নীচের দৃশ্যটা থেকে চোখ সরাল সাফিয়া। আর তখনই আততায়ীটাকে নীচু দেয়ালটার উপরে উঠতে দেখল। করছে কী সে? দেয়ালে উঠে সে ছাদের উপর দিয়ে এগোতে লাগল। এমনভাবে হাঁটতে লাগল যেন তার শরীরের ওজন স্টিলের ফ্রেমের ওপর বেশি পড়ে। সরাসরি সাফিয়ার দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু, জানল কিভাবে সে?

তখনই ব্যাপারটা ধরতে পারল ও। ছাদের যেসব জায়গায় কোনো শার্সি ছিল না, সেগুলো প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখা। এখন পুরো ছাদ জুড়ে শুধু একটা গর্তই আছে, যেটা কোন প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা নেই। আততায়ী নিশ্চয় ভেবেছে, তার শিকার ওই গর্ত দিয়ে পড়ে গিয়েছে। সেটা নিশ্চিত করতেই এদিকে আসছে। সাফিয়ার মতো আতঙ্কিত হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে না, এমনভাবে হেঁটে আসছে যেন রাস্তার উপর হাঁটছে। প্রায়ই এসে পড়েছে সে, হাতে পিস্তল।

কী ই বা করার আছে সাফিয়ার? পালানোর কোন পথ নেই। স্টিলের ফ্রেমটা ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবল। অন্তত ওই খুনির হাতে মরতে হবে না। ওর দুই চোখ ভরে এল পানিতে। আঙুলে অসহ্য ব্যথা। ফ্রেমটা ছেড়ে দিলেই হয়, সব ঝামেলা চুকে যাবে। কিন্তু আঙুলগুলো ওর কথা শুনল না। আতঙ্ক চেপে ধরেছে ওকে। শেষ শার্সিটা পার হয়ে এল আততায়ী। তখনও ঝুলে আছে সাফিয়া।

ওকে দেখতে পেয়ে এক কদম পিছিয়ে গেল আততায়ী। তারপর সাফিয়ার দিকে তাকাল। ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

নিজের ভুলটা অনুধাবন তখনই করতে পারল সাফিয়া।

একটা পিস্তল তাক করা ওর কপালে। "কম্বিনেশনটা বলো আমাকে-"

আচমকা গর্জে উঠল একটা পিস্তল। ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল কাঁচ।

চিৎকার করে উঠল সাফিয়া। ওর একহাত ছুটে গিয়েছে, ঝুলে আছে শুধু একহাতের ওপর। ওর কাঁধ আর আঙুল টনটন করে উঠল। তখনই ও নিচে মেঝেতে শ্যুটারকে দেখতে পেল। অবয়বটা ওর পরিচিত। সেই আমেরিকান, ড. ক্রো।

পা দুটো ছড়িয়ে মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, পিস্তল তাক করে আছে সাফিয়ার দিকে।

উপরে তাকাল সাফিয়া।

যে শার্সিটার উপর আততায়ী দাঁড়িয়ে ছিল, সেটাতে বোধ হয় হাজার খানেক চির ধরেছে। শুধু একটা সেফটি কোটিং এর কারণে টিকে আছে এখনও। চোরটা পেছনে হোঁচট খেল। বিস্ময়ের ধাক্কায় পিস্তলটা পড়ে গেল তার হাত থেকে। চির ধরা শার্সিতে আঘাত করতেই ভেঙ্গে পড়ল কাঁচ। কাঁচের টুকরোর সাথে পিস্তলটাও মেঝেতে আছড়ে পড়ল।

উল্টো ঘুরে দেয়ালের উদ্দেশ্যে দৌড় দিল চোরটা, পালাচ্ছে।

নীচ থেকে আমেরিকানটা পলায়নরত চোরের উদ্দেশ্যে গুলি করতে লাগল। ভেঙ্গে যেতে লাগল একের পর এক কাঁচের শার্সি। কিন্তু চোরটা একধাপ এগিয়ে সবসময়। অবশেষে দেয়ালের নিকট পৌছে গেল সে। তারপর হারিয়ে গেল ওপাশে। পালিয়েছে।

গালি দিয়ে উঠল আমেরিকান। তারপর দৌড়ে সাফিয়া যেখানে একহাতে ঝুলে আছে, সেখানে চলে এল।

অন্য হাতটা দিয়ে ফ্রেমটা ধরতে যুদ্ধ করতে হচ্ছে ওকে। শরীরটাকে একটু দোল খাওয়ালো ও। অবশেষে স্টিলের ছোঁয়া পেল আঙুল।

"আরেকটু ধরে রাখতে পারবে?" নীচ থেকে জানতে চাইল আমেরিকান।

"আর তো কোনো উপায় নেই, তাই না?" একটু রাগতস্বরে বলল সাফিয়া।

"একটু চেষ্টা করলেই," বলল আমেরিকান, "হয়তো পা দিয়ে পরের ফ্রেমটার নাগাল পাবে।"

সে কী বলতে চাইছে, বুঝে গেল সাফিয়া। লোকটা ওর পাশের শার্সিটা গুড়িয়ে দিয়েছে। এতে দুই শার্সির মাঝে একটা দন্ড খালি হয়েছে যেটাতে সাফিয়া ভর দিতে পারবে। লম্বা করে একটা দম নিলো ও, একত্রিত করল হাটুজোড়া-তারপর আস্তে একটা চিৎকার দিয়ে পুরো শরীরটাকে সামনে ঠেলে দিল। স্টিলের দন্ডে আটকে গেল ওর পা।

ওজনটা কমে আসতেই ওর হাতের ব্যথাটা কমে গেল। স্বস্তির কান্নাটা দমিয়ে রাখল কোনরকমে।

"এরইমধ্যে সিকিউরিটি টিম উপরে রওনা হয়েছে।"

সাফিয়া ঘাড় নিচু করে আমেরিকানটির দিকে তাকাল। মন থেকে ভয় দূরে সরিয়ে রাখতে কথা বলতে লাগল ও। "তোমার পার্টনার... সে কী...?"

"সামান্য আঘাত পেয়েছে আর ওর দামি পোশাকটা একটু ছিঁড়ে গিয়েছে। এছাড়া ভালোই আছে।"

চোখ বন্ধ করল সাফিয়া। *যাক, স্বস্তি পেলাম. . .* রায়ানের পর আরেকটা মৃত্যুর ধকল সইতে পারবে না ও। জোরে জোরে কয়েকবার দম নিল।

"তুমি ঠিক আছো?" নীচ থেকে জানতে চাইল আমেরিকান।

"হ্যাঁ, কিন্তু ড. ক্রো-"

"আমাকে পেইন্টার ডাকতে পারো... এখন আর ভদ্রতা দেখানোর দরকার নেই।"

"আজ রাতে দ্বিতীয় বারের মতো তুমি আমার জীবনে বাঁচালে, আমি ঋণী হয়ে গেলাম।"

"আমার সাথে থাকলে এমনটাই হয়।"

চোখে দেখতে না পেলেও পেইন্টারের বাঁকা হাসিটা অনুমান করতে ভুল করল না সাফিয়া।

"হাসার মতো কিছু হয়নি।"

"হতে কতক্ষণ?" মেঝে থেকে চোরটার পিস্তল তুলে নিলো পেইন্টার।

তখনই মনে পড়ে গেল সাফিয়ার। "যাকে গুলি করছিলে তুমি, সে একজন নারী ছিল।"

পিস্তলটা পরখ করতে করতে জবাব দিল পেইন্টার, "জানি..."

~~~

হাতে নিয়ে পিস্তলটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল পেইন্টার। সিগ সোয়ার কোম্পানির পিস্তল, ৪৫ মিমি, হগ রাবার লাগানো হাতল। এ অসম্ভব... অস্ত্রটার অপর পাশে নজর পড়তেই দম আটকে আসতে চাইল তার। ম্যাগাজিন খালি করার জন্য যে থাম্ব ক্যাচ থাকে, সেটা ডানপাশে। সাধারণত বামহাতি শুটারদের জন্য এ ধরনের পিস্তল বানিয়ে নেয়া হয়।

এই পিস্তলটা চেনে পেইন্টার। আততায়ীকেও চেনে।

উপরে কাঁচের ছাদের দিকে তাকাল সে।

ক্যাসান্দ্রা।
~~~

দ্বিতীয় পর্ব

বালু এবং সমুদ্র

হোমকামিং

ᛉ○ᛋᛊᛞ○ᛋᛘᛚᛇ

২রা ডিসেম্বর, ০৬:৪২ এ.এম.
হিথ্রো ইন্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্ট

লিয়ারজেটের খোলা দরজা থেকে নেমে আসা সিঁড়ির পাদদেশে পেইন্টারের সাথে দেখা হলো কারার। রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, আঙুল তাক করে আছে রাগের উৎসের দিকে।

কারার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ম, "আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখছি, ড. ক্রো, যে এই প্লেনে আপনার কোনো জারিজুরি খাটবে না। কোনভাবে হয়তো এই অভিযানে যাওয়ার অনুমতি আদায় করতে পেরেছেন, তবে মনে রাখবেন, আপনাদের নেয়ার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না।"

"আপনার পোষা উকিলদের সাদর অভ্যর্থনা দেখে সেটা আগেই বুঝে নিয়েছি।" কাঁধের ডাফেল ব্যাগটা আরো উপরে ঠেলে দিতে দিতে বলল আমেরিকানটি। "কে জানতো এরকম একটা অহেতুক ফ্লাইটের জন্য এতটা ধকল সইতে হবে?'

"তারপরও তো লাভ হয়নি। এখনও রয়ে গিয়েছ তুমি।" রাগে বলে উঠল মেয়েটা

উত্তরে কুটিল হাসি হাসল পেইন্টার, তারপর শ্রাগ করল।

বরাবরের মতোই, মার্কিন সরকার কেন তাকে আর তার সহকারীকে এই ওমান অভিযানে পাঠাচ্ছে, তার কোন ব্যাখ্যা দেয়নি। অনেক দিক থেকেই কারার উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে-আর্থিক, আইনগত, এমনকি কূটনৈতিকও। আর মিডিয়াগুলোর আচরণ তো সবসময়-ই *একে তো নাচুনে বুড়ি, তার ওপর ঢোলের বাড়ির মতো।* সম্ভাব্য চুরির ঘটনাটাকেও সেভাবেই দেখিয়েছে তারা।

নিজের ক্ষমতাকে সবসময় অনেক বড় হাতিয়ার হিসেবে ভেবে এসেছিল কারা। কিন্তু ওয়াশিংটনের কারণে তা নস্যি হয়ে গিয়েছে এই বিশেষ অভিযানের ক্ষেত্রে। ওমানের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। তিন সপ্তাহ ধরে পথের কাটাগুলো দূর করার চেষ্টায় ছিল কারা। কিন্তু এই ছাড়টুকু না দিলে অভিযান বানচাল হয়ে যেত।

তবে তার মানে এই না যে হেরে গিয়েছে সে...অথবা হার মেনে নিয়েছে।

"এখন থেকে," দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে, "তোমরা আমার অধীনস্ত।"

"বুঝতে পেরেছি।"

সংক্ষিপ্ত উত্তরটা কারাকে আরো বিরক্ত করল। উপায় না দেখে সরে দাঁড়াল সে।

পিচঢালা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল পেইন্টার। "এমন করাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। আমরা এখানে একে অপরের শত্রু নই, লেডী কেনসিংটন। আমাদের সবার উদ্দেশ্যই এক।"

কুঁচকে গেল কারার ভ্রু। "কী সেটা, শুনি?"

"প্রশ্নের উত্তর... রহস্যের সমাধান।" তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নীল চোখজোড়া তাকিয়ে থাকল কারার দিকে। সেই দৃষ্টির ভাষা পড়া যায় না, তবে কোনো শীতলতাও নেই ওতে। এই প্রথম কারা খেয়াল করল, লোকটা বেশ সুদর্শন। মডেলদের মতো না, তবে তার পৌরুষ উপেক্ষা করার মতোও নয়। চুলগুলো কিছুটা অগোছালো। এতকাছ থেকে আফটারশেভের গন্ধ টের পাচ্ছে কারা। অনেকটা কস্তূরীর মতো, সাথে একটু বালসাম উদ্ভিজের ছোঁয়াও আছে যেন। নাকি গন্ধটা তার শরীরেরই অংশ?

মুখ শক্ত করে রাখল কারা, কণ্ঠ অপরিবর্তিত। "তা কোন রহস্যের উত্তর সন্ধান করছ তুমি, ড. ক্রো?"

পেইন্টারের চোখের পাতা কাঁপল না। "প্রশ্নটা আমারও, লেডী কেনসিংটন। কিসের পিছনে ছুটছ তুমি? শুধু একাডেমিক কাজের জন্য ওই পুরানো সমাধিস্থলগুলোতে যাচ্ছ, বিশ্বাস হয় না আমার। এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে।"

সরু হয়ে এল কারার চোখ, কাঁপতে লাগল চোখের পাতা। বহুজাতিক কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্টরা এই দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে যায়। পেইন্টার ক্রো এর মধ্যে ভাবান্তর দেখা গেল না।

সামনে এগিয়ে বিমানের সিঁড়িতে উঠে পড়ল সে। তবে উঠার আগে একটা মন্তব্য করতে ছাড়ল না। "মনে হচ্ছে আমাদের দুজনেরই কিছু গোপন বিষয় আছে যেগুলো গোপনই রাখতে চাচ্ছি আমরা... আপাতত।"

তাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে দেখল কারা।

পেইন্টার ক্রো কে অনুসরণ করল তার সহকারী ড. কোরাল নোভাক। মেয়েটা বেশ লম্বা, দোহারা গড়ন, পরনে ধূসর স্যুট। তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ভর্তি কাঁধের ডাফেল ব্যাগটার রঙ পোশাকের সাথে মিলানো। বিজ্ঞানী দুজনের ব্যাগ আর সরঞ্জামাদি আগেই তোলা হয়েছে। কোরাল নোভাক বিশ্লেষণী চোখে পুরো বিমানটার দৈর্ঘ্য মাপল।

তারা বিমানের ভেতর হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত চোখমুখ কুঁচকে তাকিয়ে রইল কারা। যদিও নিজেদেরকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পদার্থবিজ্ঞানী বলে দাবী করে, কিন্তু তাদের মিলিটারি ভাবটা কারার নজর এড়ায়নিঃ পরিশ্রমী শরীর, কঠোর চোখ, ইস্ত্রি করা স্যুট। দুজনে সবসময় একত্রে চলাফেরা করে, যেন একজন আরেকজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। সম্ভবত তারা নিজেরাও তাদের আচরণের এদিকটা নিয়ে অজ্ঞ।

আর মিউজিয়ামে ঘটে যাওয়া খন্ডযুদ্ধটা তো আছেই। পুরো ঘটনাটার বিশদ বর্ণনা শুনেছে কারাঃ রায়ান ফ্লেমিং এর হত্যাকান্ড, লোহার হৃদপিন্ড চুরির চেষ্টা। এই

আমেরিকান দুজনের কারণেই চুরিটা ঠেকানো গিয়েছে। তাছাড়া, যতই নিজের পরিচয় গোপন করুক না কেন, কারা ড. ক্রো এর কাছে ঋণী। টার্মিনাল ডোরটা খুলে যেতে দেখল সে।

পেছনে একটা লাগেজ টানতে টানতে ত্রস্তপদে এগিয়ে আসছে সাফিয়া। মিউজিয়ামে আমেরিকান দুইজন যদি না থাকতো তখন, সাফিয়াকে হয়তো বাঁচানো যেত না।

তবে রাতটা খুব একটা সুখকর ছিল না ওর জন্য। আতঙ্ক, রক্তপাত, মৃত্যু ওর ভেতরের কিছু একটাকে নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। অভিযানে না যাওয়ার জন্য আর কোনো প্রতিবাদ করেনি। এমনকি, আচমকা সিদ্ধান্ত বদলানোর কারণও খুলে বলেনি। দায়সারা ভাবে বলেছেঃ এখন আর কিছু যায়-আসে না।

জেটপ্লেনের কাছে চলে এল ও। "সবার শেষে এলাম বোধ হয়?'

"সবাই উঠে গিয়েছে।" ওর লাগেজের দিকে এগিয়ে গেল কারা।

সাফিয়া হাতলটা বসিয়ে দিয়ে ব্যাগটা তুলে নিল। 'আমি পারব।"

কথা বাড়াল না কারা। সে জানে ব্যাগের ভেতর কী আছে। যত্ন করে বাক্সবন্দি করা লোহার হৃদপিন্ডটা। অন্য কারও হাতে জিনিসটা দিতে নারাজ সাফিয়া। এমন না যে হৃদপিন্ডটা আগলে রেখেছে। বরং এটা একটা বোঝা ওর কাছে যেটা অন্য কারও সাথে ভাগাভাগি করতে চায় না। ওকে রক্তঋণী করেছে এই লোহার হৃদপিন্ড।

ওর আবিষ্কার, ওর দায়িত্ব।

ছায়ার মতো ওর পিছু নিয়েছে অপরাধবোধ। ওর বন্ধু ছিল রায়ান ফ্লেমিং। ওর চোখের সামনেই তাকে খুন করা হয়েছে। শুধুমাত্র একটা লোহার টুকরোর জন্য, যেটা কিনা সাফিয়া খুঁজে বের করেছে।

ও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কারা।

তেল আবিবের দিনগুলো ফিরে এসেছে যেন।

তখনও কেউ সান্ত্বনা দিতে পারেনি সাফিয়াকে... এখনও তা পাল্টায়নি।

সিঁড়ির ওপরে উঠে থমকে দাঁড়াল কারা। পিছনে ফিরে শেষবারের মতো তাকাল দূরের কুয়াশাচ্ছন্ন লন্ডনের দিকে। থেমসের জলে খেলা করছে সূর্য। কিছু একটা আশা করছিল সে। পিছুটান অথবা হাহাকার। কিন্তু সেরকম কোন অনুভূতিই হলো না তার। এই দেশটা তার আপন নয়। কখনওই ছিল না।

লন্ডনকে পিছনে ফেলে বিমানে ঢুকে গেল সে।

ইউনিফর্ম পরিহিত একজন ককপিটের দরজায় এসে দাঁড়াল। "ম্যাম, টাওয়ার থেকে ক্লিয়ারেন্স পেয়ে গিয়েছি। এখন শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষা।"

নড করল কারা। "ঠিক আছে, বেনজামিন।"

সে প্রধান কেবিনে প্রবেশ করলে পেছনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তার প্রয়োজন অনুযায়ী বিমানের ভেতরটা পাল্টিয়ে নেয়া হয়েছে। চামড়া আর ওয়ালনাট কাঠের চারটা সিট রয়েছে কেবিনে। সীটসাইড টেবিলে রাখা ওয়াটারফোর্ড ক্রিস্টালের ফুলদানিতে সৌরভ ছড়াচ্ছে তাজা ফুল। কেবিনের পিছনে একটা লম্বা অ্যান্টিক মেহগনি বার

দাঁড়িয়ে আছে, যেটা কিনা আনা হয়েছে লিভারপুল থেকে। বারের পেছনের ফোল্ডিং ডোর দিয়ে কারার ব্যক্তিগত স্টাডি আর বেডরুমে যাওয়া যায়।

ভেতরে ঢুকে পেইন্টার ক্রো এর বিস্মিত দৃষ্টি দেখে আত্মতৃপ্তি পেল কারা। পদার্থবিদই হোক কিংবা সরকারের হয়ে কাজ করুক, এরকম বিলাসীতার সাথে যে ক্রো অভ্যস্ত নয়, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। বিমানের বাটলার তার হাতে একটা ড্রিংকস তুলে দিল। দেখা গেল, গ্লাসে সোডা ওয়াটার আর বরফ। সে উল্টো ঘুরলে ক্লিংক করে একটা শব্দ হলো গ্লাসে।

"শুধু এই... আর কিছু নেই? হানি রোস্টেড পিনাট?" কারাকে পাশ কাটানোর সময় বিড়বিড় করল সে। "আমি আরো ভেবেছিলাম আমরা ফার্স্ট ক্লাস এ যাচ্ছি।"

কারার হাসি মলিন হয়ে গেল, রাগে শিরশির করে ওঠল তার শরীর। ড. নোভাকের পাশে গিয়ে বসল পেইন্টার ক্রো।

পাইলট ঘোষণা দিলে বাকিরা যার যার সিট খুঁজে নিতে লাগল। একটা সিটে বসে পড়েছে সাফিয়া। ওর গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, ক্লে বিশপ, এরই মধ্যে সিটবেল্ট লাগিয়ে নিয়েছে আর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। কোলে একটা আইপড, কানে ইয়ারফোন। অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই তার।

এই ফাঁকে কারা বারে চলে এল। বরাবরের মতোই তার জন্য অপেক্ষা করছে এক গ্লাস ঠান্ডা শারডোনে, ফ্রেঞ্চ ওয়াইন প্রস্তুতকারক-সেইন্ট সেবাস্টিয়ান থেকে। ষোলতম জন্মদিনের সকালে কারাকে প্রথমবার পান করতে দেয়া হয়েছিল। সেই থেকে প্রতি সকালে বাবার সম্মানে পান করে আসছে সে। ওয়াইন গ্লাসটা আঙুল দিয়ে ঘুরাল সে আর লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে গন্ধটা শুঁকল। পীচ আর ওক এর সুবাসের ছোঁয়া। এত বছর পরেও গন্ধটা তাকে সেই সোনালি সকালটায় ফিরে নিয়ে যায়। তার বাবার হাসি, দূর থেকে ভেসে আসা উটের ডাক, ভোরের মৃদু বাতাসের ফিসফিসানি এখনও কানে বাজে যেন।

এতদিন পরেও... যেন এইতো গতকালের ঘটনা।

ছোট একটা চুমুক দিল কারা, গাল থেকে ভেসে যেতে লাগল জমে থাকা যত তিক্ততা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। দুই ঘন্টা আগে দুটো পিল খাওয়ার ফল। গ্লাসটা ঠোঁটে ঠেকাতেই হাতের কম্পনটা টের পেল সে। ওষুধ কখনওই অ্যালকোহলের সাথে মেশাতে নেই। কিন্তু মাত্র এক গ্লাস শারডোনে পান করায় কী যায় আসে!

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে সাফিয়াকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখতে পেল কারা। সাফিয়ার মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ওর দৃষ্টিজুড়ে উদ্বেগ। কারা এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল, এক মুহূর্তের জন্যেও কাঁপল না চোখের পাতা। শেষমেশ সাফিয়া দৃষ্টি সরিয়ে জানালার বাইরে তাকাল।

অপরকে সান্ত্বনা জানানোর ভাষা ওদের একজনেরও জানা নেই এখন।

ওদের জীবনের থেকে একটা অংশ কেড়ে নিয়েছে মরুভূমি। আর তার সন্ধান শুধু বালুতেই পাওয়া সম্ভব।

১১:৪২ এ.এম.
মাসকাট, ওমান

ঝড়ের বেগে মিনিস্ট্রি অফ ন্যাশানাল হেরিটেজের (ঐতিহ্য আর পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়) দরজা খুলে বের হয়ে এল ওমাহা।

আরেকটু হলেই দুলতে থাকা দরজায় বাড়ি খেতো পেছন পেছন আসতে থাকা ড্যানি, ওমাহার ভাই। "শান্ত হও, ওমাহা।"

"অকর্মার দল..." গজগজ করতে রাস্তায় নেমে এল সে। "কোত্থেকে যে এগুলোকে ধরে আনে।"

"তোমার কাজ তো হয়েছে," শান্তস্বরে বলল ড্যানি।

"হ্যাঁ, হয়েছে। আর এটা করতে পুরো সকাল লাগিয়ে দিয়েছে। বেশিকিছু তো না, রোভারগুলোর জন্য গ্যাসোলিন নিতে অনুমতি চেয়েছিলাম। সামান্য গ্যাসোলিনের জন্য এত কাহিনী!"

"মাথা গরম করো না," ওমাহার কনুই ধরে তাকে ফুটপাতে টেনে আনলো ড্যানি। মানুষজন তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"আর সাফিয়া... কারার প্লেন ল্যান্ডিং করতে আর মাত্র"- ওমাহা তার ঘড়ি দেখল। "একঘণ্টা বাকি।"

হাত নাড়িয়ে একটা ক্যাব থামাল ড্যানি। কাছের একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে একটা শাদা মার্সিডিস সেডান এসে ঘ্যাঁচ করে ফুটপাতের পাশে এসে থামল। ড্যানি দরজা খুলে অনেকটা ধাক্কা দিয়ে ওমাহাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। গাড়ির ভেতরটা তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত। মাসকাটে সূর্য এখন মাথার ওপরে আর তাপমাত্রা সম্ভবত কয়েকশ ডিগ্রী ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ভেতরে ঢুকতেই ড্যানির গা জুড়িয়ে গেল আর বিরক্তি ভাবটাও চলে গেল। সামনে ঝুঁকে এল সে, টোকা দিল সামনের সিট আর পেছনের সিটের মাঝে থাকা প্লেক্সিগ্লাসে। "সাইব বিমানবন্দর।"

চালক নড করল আর কোন রকম সংকেত ছাড়াই গাড়ির স্রোতে ভিড়ে গেল।

ওমাহা হেলান দিয়ে বসল তার সিটে।

"আগে কখনওই তোমাকে এতটা নার্ভাস হতে দেখিনি," বলল ড্যানি।

"মাথা ঠিক আছে তোমরা? নার্ভাস? আমি রেগে আছি।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ড্যানি। "অবশ্যই... এত বছর পর সাবেক বাগদত্তার সাথে মুখোমুখি হতে যাওয়াটা রেগে যাওয়ার মতোই ব্যাপার।"

"এটার সাথে সাফিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।"

"উহু।"

"আমার নার্ভাস হওয়ার কোনো কারণ নেই।"

"কথাটা আউরে নিজেকে মিথ্যে সান্ত্বনা দাও, ওমাহা।"

"চুপ করো তো।"

"তুমি চুপ করো।"

মাথা নাড়াল ওমাহা। দু সপ্তাহ আগে এখানে আসার পর খুব অল্প সময়ই ঘুমাতে পেরেছে তারা। চাইলেই হুট করে একটা অভিযানে নামা যায় না, এর জন্য প্রস্তুতি দরকার। অনুমতি জোগাড় করো; কাগজপত্র তৈরি করো; গার্ড, শ্রমিক আর ট্রাক ভাড়া করো; থুমরাইত এয়ার বেইজ থেকে অনুমতি নাও; বহনযোগ্য পানি, পেট্রল, অস্ত্র, লবণ, শুকনো রাসায়নিক টয়লেট কিনে রাখো; লোকজন জোগাড় করো। আর এ সবকিছুর ভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ডান ভ্রাতৃদ্বয়ের কাঁধে।

লন্ডনের ঝামেলাটা কারার যাত্রায় কিছুটা বিলম্ব ঘটিয়েছে। প্ল্যান অনুযায়ী যদি কারা এখানে পৌছাতো, তাহলে প্রস্তুতি নিতে এত ঝামেলা পোহাতে হত না। লেডী কেনসিংটনকে ওমানে পুজো করা হয়, দানশীলতায় নামটা প্রসিদ্ধ। তার নামে পুরো দেশটা জুড়ে অসংখ্য জাদুঘর, হাসপাতাল, স্কুল আর এতিমখানা ছড়িয়ে আছে। ওমান আর তার জনগণের জন্য তেল, খনিজ আর সুপেয় পানির অনেক লাভজনক চুক্তি পাইয়ে দেয় তার কর্পোরেশন।

কিন্তু মিউজিয়ামের ঘটনাটার পর ডান ভ্রাতৃদ্বয়কে কাজগুলো গোপনে করতে বলেছে কারা। নিতান্তই প্রয়োজন না হলে তার নাম প্রকাশ করতে মানা করেছে।

তাই অনুরোধে ঢেঁকি গেলা ছাড়া ওমাহার আর কিছুই করার ছিল না।

বাণিজ্যিক শহর মাসকাট পার হয়ে এল ট্যাক্সি ক্যাব। আর পুরানো শহরটাকে ঘিরে রাখা পাথরের দেয়াল ঘেঁষে চলে যাওয়া সরু রাস্তা ধরে চলতে লাগল। তাদের সামনে পাইন গাছ ভর্তি একটা ট্রাক। পাইন গাছের কাঁটা ছড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তায়।

ক্রিসমাস ট্রি। এই ওমানে।

পশ্চিমাদের প্রতি দেশটার আনুগত্য এমনই যে একটা মুসলিম দেশ হয়েও তারা যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন উদযাপন করে। ওমানের আজকের এই পরিবর্তনের অনেকটুকু এসেছে দেশটির রাজতন্ত্রের প্রধান সুলতান কাবুস বিন সাইদের হাত ধরে। ইংল্যান্ডে শিক্ষা দীক্ষা সমাপ্ত করা সুলতান কাবুস বিন সাইদ তার দেশকে পুরো পৃথিবীর কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, নাগরিক অধিকারে এনেছেন ব্যাপক পরিবর্তন আর আধুনিকায়ন করেছেন দেশটির অবকাঠামো।

ট্যাক্সি চালক রেডিও চালু করে দিল। বোস স্পিকার দিয়ে জোহান সেবাস্টিয়ান বাখ রচিত স্ট্রেইন এর সুর ভেসে এল। সুলতানের পছন্দের গান। রাজকীয় ফরমান অনুযায়ী, দুপুরবেলা শুধু ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত বাজানো যাবে। ওমাহা ঘড়ি চেক করল। মধ্য দুপুর।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। রাজা হওয়ার মজাই আলাদা।

কথা বলে উঠল ড্যানি। "আমাদের পিছু নিয়েছে কেউ।"

মজা করছে কিনা বোঝার জন্য ভাইয়ের দিকে তাকাল ও।

ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে আছে ড্যানি। "ধূসর রঙের বিএমডব্লিউ, চারটা গাড়ি পিছনে।"

"তুমি নিশ্চিত?"

"বিএমডব্লিউ যে তাতে সন্দেহ নেই।," আরো দৃঢ় স্বরে বলল ড্যানি। জার্মান প্রযুক্তির প্রতি তার দুর্বলতা আছে, বিশেষ করে গাড়ির প্রতি। "এই গাড়িটাকেই হোটেলের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তারপর আবার দেখেছিলাম ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের প্রবেশমুখের পার্কিং লটে।"

আড়চোখে তাকাল ওমাহা। "কাকতালীয় তো হতে পারে... দেখতে একই রকম, কিন্তু অন্য গাড়ি।"

"ফাইভ-ফোর্টি-আই। ডিজাইন করা চাকা। রঙ করা প্রাইভেসি গ্লাস। এমনকি-"

ওমাহা থামিয়ে দিল তাকে। "যথেষ্ট হয়েছে। বিশ্বাস করলাম তোমার কথা।"

কিন্তু সত্যিই যদি তাদের অনুসরণ করা হয়ে থাকে, তাহলে অনেক বড় একটা প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়।

কেন?

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা আর নৃশংসতার কথা মনে পড়ে গেল তার। এখানকার পত্রিকায় পর্যন্ত খবরটা বেরিয়েছিল। কারা সাবধান করে দিয়েছিল তাকে, বলেছিল গোপনে কাজ করতে । সামনে ঝুঁকল ওমাহা। "সামনে ডানে যে মোড় পাবে, সেখানে ঢুকে যাবে," আরবীতে বলল সে। আশা করছে তাদের অনুসরণকারীকে পিছু ছাড়াতে না পারলেও অন্তত নিশ্চিত হওয়া যাবে।

চালক তার কথায় কান না দিয়ে সোজা সামনে চালাতে লাগল।

আচমকা আতঙ্ক ভর করল ওমাহার মনে। দরজা খোলার চেষ্টা করল সে। লক করা।

বিমানবন্দরে যাওয়ার মোড়টা পার হয়ে গেল তারা।

স্পিকার থেকে ভেসে আসছে ব্যাকের সুর।

আবারও দরজার হাতলটা ধরে টান দিল সে।

ধ্যাত।

১২:০৪ পি.এম.
ভূমধ্যসাগরের ওপরে

কোলের ওপর রাখা বইয়ে মগ্ন হয়ে আছে সাফিয়া। গত আধ ঘন্টায় একটা পৃষ্ঠাও পড়তে পারেনি ও। চিন্তা ওকে কুরেকুরে খাচ্ছে। ঘাড়ের পেশি শক্ত হয়ে আছে, হালকা মাথাব্যথায় শিরশির করছে দাঁত।

বাইরের রৌদ্রজ্জ্বল নীলাকাশের দিকে তাকাল ও। সেখানে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। একটা শূন্য ক্যানভাস চিরে চলছে বিমানটা। যেন একটা জীবন ছেড়ে অন্য জীবনের উদ্দেশ্যে চলছে ও।

সর্বাংশে না হলেও, অনেকাংশে কথাটা সত্য।

লন্ডন, তার ফ্ল্যাট, পাথুরে দেয়ালে ঘেরা ব্রিটিশ মিউজিয়াম-গত দশ বছর ধরে যা কিছু নিরাপদ ভেবে এসেছিল, আজ তার সব ছেড়ে চলে এসেছে। যে নিরাপত্তাকে ও বিশ্বাস করে আসছিল, সেটা একটা ধোঁয়াশা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এতটাই ঠুনকো ছিল যে একরাতে তা ধূলিস্মাৎ হয়ে গিয়েছে।

আরো একবার রক্তে ভিজেছে ওর হাত। আর দায়ী এবারও সে নিজে ।

রায়ান...

বুলেটটা যখন আঘাত করে, তখন এক অদ্ভুত বিস্ময় খেলা করছিল লোকটাকে চোখে। স্মৃতিটা কিছুতেই সাফিয়ার পিছু ছাড়ছে না। কয়েক সপ্তাহ পরেও, ওর শুধু মুখ ধুতে ইচ্ছে করত। এমনকি, মাঝে মাঝে মধ্য রাতেও। কিন্তু কোনো কিছুই রক্তসিক্ত স্মৃতিটা মুছে ফেলতে পারেনি।

আর যদিও লন্ডনের লোক দেখানো নিরাপত্তা সম্পর্কে সাফিয়া জানত, তবু শহরটাকে নিজের করে নিয়েছিল ও। মনের মতো সবকিছু খুঁজে পেয়েছিলঃ বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, বইয়ের এক প্রিয় দোকান, একটা থিয়েটার যেখানে পুরানো দিনের মুভি দেখানো হয়, এমন কফিহাউস যেখানে অসাধারণ ক্যারামেল ক্যাপাচিনো বানানো হয়। লন্ডনের রাস্তাঘাট আর ট্রেনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল ওর জীবন।

ভেতরে ভেতরে দুশ্চিন্তা কুঁকরে খাচ্ছে সাফিয়াকে। কিছু কিছু চিন্তার কোনো কারণ নেই, অনেকটা মনে কু ডাকার মতো। কিন্তু বেশিরভাগই তেমন না। কেবিনের চারপাশে তাকাল ও। যদি ওদের সবার অবস্থা রায়ানের মতো হয়? লাশগুলো ফেলে রাখা হয় মর্গে আর বছরের প্রথম তুষারপাতের সময় কবর দেয়া হয় কোনো এক গোরস্থানে?

আর ভাবতে পারল না ও।

পেটের ভেতর একটা ঠান্ডা হাত খামচে ধরল যেন। দম আটকে আসতে চাইল। ওর হাত দুটো কাঁপছে। মন থেকে ভয়টা সরিয়ে দিতে চাইল সাফিয়া। নিঃশ্বাসের ওপর মনোযোগ দিল। দূর করে দিতে চাইল ভয়ের উৎস।

ইঞ্জিনের আওয়াজ অগ্রাহ্য করে কেবিনের সবাই চোখ মুদেছে, যতটা সম্ভব ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা আরকি। এমনকি কারাও তার ব্যক্তিগত কোয়ার্টারে গিয়ে ঢুকেছে-তবে বিশ্রাম নেবার জন্য বলে মনে হয় না। কথাবার্তার আওয়াজ শুনে সাফিয়া ভাবল, কারা নিশ্চয় শেষ মুহূর্তের কাজগুলো সেরে নিচ্ছে।

পেইন্টার ওর পাশে এসে দাঁড়ালে, ধ্যান ভাঙল সাফিয়ার। এক হাতে বড় একটা পাত্র ভর্তি বরফ আর অন্য হাতে বোর্বন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। "নাও।"

"আমি-"

"আহ, ওষুধ মনে করে পান করে ফেল।"

সাফিয়ার হাতটা যেন আপনা আপনিই উঠে এল। সেই রক্তাক্ত রাতের পর আর ওদের কথা হয়নি। ছোট গ্লাসটা নিল সে।

ওর পাশে বসল পেইন্টার, "শেষ করে ফেল।"

আর তর্ক করল না মেয়েটা, চুপচাপ গিলে ফেলল পুরোটা।

এবার লোকটা একটা গ্লাস ভর্তি পানি এগিয়ে দিল ওর দিকে, "সোডা ওয়াটার আর লেবু।"

এবারও চুপ চাপ পান করল সাফিয়া।

"ভাল লাগছে?"

"ঠিক আছি।" বলল মেয়েটা।

ওর দিকে ঝুঁকে এল পেইন্টার। কিন্তু লোকটার চোখের দিকে তাকাতে ব্যর্থ হলো সাফিয়া, নিচের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

"তোমার কোন দোষ নেই।" পেইন্টার বলল।

শক্ত হয়ে গেল সাফিয়া। ওর অপরাধবোধ কী এতটাই পরিষ্কার? বিব্রত মনে হলো নিজেকে।

"আসলেই নেই।" আবারও বলল পেইন্টার। সাফিয়ার বন্ধু, সহকর্মী এমনকি পুলিশ নিযুক্ত সাইকোলজিষ্ট ওর সাথে আশ্বস্ত করার সুরে কথা বলেছিল। কিন্তু পেইন্টার আলাদা, সে কথা বলছে এমনভাবে যেন সত্যটা বর্ণনা করছে শুধু।

"রায়ান ফ্লেমিং। বেচারা ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ছিল।"

ওর দিকে এক নজর তাকিয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সাফিয়া। পেইন্টারের কাছ থেকে শক্তি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। "যদি...যদি...আমি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ না করতাম, তাহলে..."

"বুলশিট।"

পেইন্টারের গলায় এমন কিছু একটা ছিল যে কেঁপে উঠল সাফিয়া।

"মি. ফ্লেমিং *আমাদের* কাজ পরিদর্শন করার জন্য মিউজিয়ামে ছিল। কোরাল আর আমার কাজ। তোমার উপস্থিতি বা তোমার আবিষ্কারের সাথে তার কোন সম্পর্কই ছিল না। তুমি কি আমাদেরকে দোষ দিচ্ছ?"

সাফিয়ার মনের একটা অংশ দেয়। কিন্তু তাও মাথা নাড়ল সে। কেননা সে যা জানে, আসলেই কে দায়ী, "চোর আমার আবিষ্কার করা হৃদপিন্ড চুরি করতে এসেছিল।"

"এমন তো না যে, মিউজিয়ামে এর আগে চুরির কোন চেষ্টা চালানো হয়নি। চার মাস আগেই তো হলো।"

মাথা নিচু করে রইল সাফিয়া।

"রায়ান ছিল হেড অফ সিকিউরিটি। তিনি বিপদের ঝুঁকি সম্পর্কে জানত।"

সাফিয়ার নিজেকে কিছুটা ভারমুক্ত মনে হলো।

পেইন্টার হাত স্পর্শ করল ওকে।

সংকুচিত হয়ে গেল মেয়েটা। কিন্তু আমেরিকান হাত সরিয়ে নিল না। "লেডী কেনসিংটন আমাদেরকে এই অভিযানে চান না। কিন্তু তোমাকে জানাতে চাই যে, তুমি আর একা নও। আমরা তোমাদের সাথে আছি।"

নড করল সাফিয়া, সরিয়ে নিল হাত। অস্বস্তিবোধ করছে পেইন্টারের স্পর্শে।

মেয়েটার অস্বস্তি টের পেল পেইন্টার, "লেগে থাক, হাল ছেড়ো না...কাজটা যে তুমি ভালোই পার, তা তো জানিই।"

মিউজিয়ামের ঝুলে থাকার কথা মনে পড়ে গেল সাফিয়া, হেসে ফেলল নিজের অজান্তে।

"ঘুমানো দরকার," উঠে দাঁড়িয়ে বলল পেইন্টার, "তুমিও একটু চেষ্টা করে দেখ।"

এখন ঘুমাবার চেষ্টা করা যায়, ভাবল মেয়েটা। বোর্বন ওকে উষ্ণতা এনে দিয়েছে। নিজেকে রিল্যাক্স মনে হচ্ছে ওর। সাফিয়া জানে অ্যালকোহল না, পেইন্টারের কথাই ওকে রিল্যাক্স হতে বেশি সাহায্য করেছে। অনুভূতিটা ভুলতে বসেছিল সে। অনেক দিন হয়ে গেল। সেই...

১২ঃ১৩ পি.এম.

সীটে বসে বসেই ডিভাইডারের উদ্দেশ্যে লাথি ছুঁড়ল ওমাহা। এর ওপাশেই ট্যাক্সি ড্রাইভার লুকিয়ে আছে। কিন্তু লাভ হলো না। বুলেটপ্রুফ গ্লাস লাগানো। হতাশায় পাশের জানালায় কনুই দিয়ে বাড়ি দিল ও।

ফাঁদে পড়া জন্তুর মত মনে হচ্ছে নিজেকে, কিডন্যাপড।

"এখনও আমাদের পিছু পিছু আসছে।" নড করে বিএমডব্লিউটাকে দেখালো ড্যানি।

গতি বজায় রেখে এখনও পিছু পিছু আসছে।

সামনের দিকে তাকাল ওমাহা, "লেহ?" আরবীতে জানতে চাইল। "কেনো?"

ড্রাইভার এমনভাব করল যেন শুনতে পায়নি।

"এখান থেকে বেরোতেই হবে।"

ড্যানি দরজার দিকে মনোযোগ দিল। "টন কুপ-অনগলস?" ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল সে। ড্রাইভারকে বোকা বানাতে চায়। লোকটার চোখ এড়িয়ে ওমাহার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

কিন্তু টন কুপ অনগলস মানে! নেইল কাটার দিয়ে ছেলেটা কী করবে? ফ্রেঞ্চেই জানতে চাইল ওমাহা, "তুমি কি নেইল কাটার ব্যবহার করে দরজা কাটতে চাও?"

ড্যানি বলল, "ঐ হারামজাদা গাড়ির চাইল্ড প্রোটেকশন ফিচার ব্যবহার করে আমাদেরকে আটকে ফেলেছে। যেন আমরা পেছনের দরজা খুলতে না পারি।"

"তো?"

"তো সেই ফিচারকেই কাজে লাগিয়ে আমরা বের হব।"

কথা না বাড়িয়ে নেইল কাটারটা এগিয়ে দিল ওমাহা।

হাতের তালুতে জিনিসটা লুকিয়ে ওর ভাই বলল, "ম্যাগাজিনে মার্সিডিসের সেফটি সিস্টেম পড়েছি। খুব স্পর্শকাতর। অ্যাকসেস প্যানেল সরাবার সময়ও খুব সাবধান হতে হবে।"

অ্যাকসেস প্যানেল?

কিন্তু ওমাহা কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই, ড্যানি প্রশ্ন করে বসল, "কত দ্রুত বেরোতে পারবে?"

এখনই পারব, ভাবল ওমাহা। কিন্তু সামনে একটা খোলা বাজার বা সউক দেখতে পেল। ওখানে লোকচক্ষুর আড়াল পাওয়া যাবে। "ওখানে হলে ভালো হয়। দোকানের আড়ালে লুকিয়ে পড়া যাবে। বিএমডব্লিউ এর সন্দেহভাজনদেরকেও পিছে ফেলা যাবে।"

নড করল ড্যানি। "তৈরি থেকো।" আরোহীর জানালায় প্রিন্ট করা লেখা SRS এর আশেপাশে ঘোরা ফেরা করছে নেইল কাটারটা।

সেফটি রেস্ট্রেইন সিস্টেম।

"এয়ার ব্যাগ?" অবাক ওমাহা ফ্রেঞ্চ বলতে ভুলে গেল।

"সাইড এয়ার ব্যাগ।" ড্যানি ভোলেনি, "যেকোন একটা ব্যাগ বের হয়ে এলেই, সব ধরনের লক খুলে যায়।"

"তারমানে, তুমি-"

"এসে পড়েছি।" হিসহিসিয়ে বলল ড্যানি।

সউকের মুখে এসে গতি কমালো ড্রাইভার।

"এখন।" ওমাহা শব্দটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে প্যানেলের ভেতর নেইল কাটারের চাকু ঢুকিয়ে দিল ড্যানি, ইচ্ছে মত নাড়ানো শুরু করল।

একটা দীর্ঘ মুহূর্ত পার হয়ে গেল, হলো না কিছুই।

সউকটা পার হয়ে গেল ট্যাক্সি, প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়ছে।

কাজ হচ্ছে না দেখে, প্যানেলের কাছে মুখ নিয়ে গেল ড্যানি, আর ভুলটা করল তখনই। *পপ* শব্দ করে বের হয়ে এল সাইড এয়ার ব্যাগ। ড্যানির চেহারায় যেন ঘুষি বসাল। নাক ভেঙে গেল ড্যানির।

কিন্তু ওমাহার এত কিছু লক্ষ্য করার মত সময় নেই, ভাই এর শরীরের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দরজার হাতল টানল সে। খুলে গেল তা। স্রষ্টা জার্মান ইঞ্জিনিয়ারদের ভালো করুন। (মার্সিডিজ-জার্মান কোম্পানি)

আহাত ড্যানি বের হলো কম, সীট থেকে গড়িয়ে পড়লই বেশি। ওমাহাও বেরোল ওর পিছু পিছু। অল্প কিছুদূর এগিয়েই ব্রেক কষে দাঁড়াল ট্যাক্সি। সউকটার থেকে মাত্র তিন-চার পা দূরে আছে ওমাহারা।

উত্তেজনায় ওরা বিএমডব্লিউটার কথা ভুলে গেলেও, বিএমডব্লিউটা ওদেরকে ভোলেনি। সউকের ঠিক মুখে ব্রেক কষে থামল ওটা। খুলে গেল তিনটা দরজা। মুখোশ পড়া কয়েকজন আরোহী অস্ত্র হাতে বেড়িয়ে এল।

ছুটল ওমাহা, ড্যানি ওর পিছু পিছু।

রুটি আর ফল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ওমাহা। "সরি।" বলতে বলতে পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ল বাজারে। উদ্দেশ্য একেবারে বাজারের প্রাণকেন্দ্রে চলে যাওয়া। সউকটা গোলকধাঁধার মত। কি নেই ওতে? সিল্ক আর কাশ্মীরী কটন, পমগ্রেনেড আর বাদাম, রুটি, শুকনো মাংস, কফি বীন-সব আছে।

শুধু যে আরবীয়রা এখানে বাজার করতে আসে, তা না। সব চামড়ার মানুষ আসে এসব সউকে। আরবী, ইংলিশ, হিন্দি এসব ভাষায় চিৎকার শুনতে শুনতে এগিয়ে গেল ওরা। কোথায় যাচ্ছে, তা নিজেরাই জানে না। পিছু ধাওয়াকারীরা এখনও পেছনে আছে কিনা, তাও না।

দূর থেকে ভেসে আসা ওমানি পুলিশ ফোর্সের *আহ-উ, আহ-উ (সাইরেনের আওয়াজ)* শুনতে পেল ওমাহা। কিন্তু সাহায্য এসে পৌঁছানো পর্যন্ত টিকতে পারবে তো?

বাজারের চিকন একটা গলির শেষ প্রান্তে এসে ঘুরে দাঁড়াল ওমাহা, অন্য পাশে মুখোশ পড়া এক অস্ত্রধারীকে দেখা গেল। লোকটার হাতে অস্ত্র দেখে, পালাতে শুরু করল ক্রেতারা। পুলিশের সাইরেন নিশ্চয় সে-ও শুনতে পেয়েছে, সময় ওর হাতেও বেশি নেই।

লোকটার কাজটাকে সহজ করার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা ওমাহার নেই। ড্যানির হাত ধরে ভিড়ের আরো ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। একটা বাঁক ঘুরে এমন এক দোকানের সামনে চলে এল, যেখানে নল খাগড়ার তৈরি বাস্কেট আর মাটির পট বিক্রি হচ্ছে। ড্যানির রক্তাক্ত নাক দেখা মাত্রই আরবীতে ওদেরকে সরে যেতে বলল দোকান মালিক।

এই দোকানে আশ্রয় পেতে হলে, ভাষা উপর দক্ষতার দরকার।

অথবা...

পরের অপশনটাই বেছে নিল ওমাহা, পকেট থেকে পঞ্চাশ রিয়েলের দশটা নোট বের করে আনল। দোকান মালিক একবার টাকার দিকে চেয়ে, দৃষ্টিপাত করল গলির ওপাশে। ভাবছে, দরদাম করবে নাকি করবে না?

নোটগুলো আবার পকেটে পুরতে নিল ওমাহা, কিন্তু একটা হাত এসে ওকে থামিয়ে দিল।

"খালাস!" দোকান মালিক ঘোষণা দিল। এই দামেই ওদেরকে আশ্রয় দেবার প্রস্তাব মেনে নিয়েছে সে।

ওমাহা এক স্তূপ বাস্কেটের পেছনে আত্মগোপন করল আর ড্যানি লুকাল একটা বড় লাল মাটির পটের ছায়ায়। নাক চেপে ধরল সে, রক্ত বন্ধ করতে চায়।

ওমাহা আড়াল থেকে উঁকি দিল। একটা লোক বাঁকের মুখে এসে থেমেছে। লোকটার মুখোশ পড়া চেহারা এদিক ওদিক খুঁজছে। পুলিশের সাইরেন আরো জোরালো শোনা যাচ্ছে, এসে পড়েছে সাহায্য। ওদেরকে খুঁজে বের করার জন্য তখনও ঘাড় ঘুরিয়ে চলছে লোকটা। কিন্তু সমস্যা হলো, তার হাতে সময় নেই। হয় ওদেরকে খোঁজা বাদ দিতে হবে, নয়ত ধরার পড়ার ঝুঁকি নিতে হবে।

আশাবাদী হয়ে উঠল ওমাহা।

কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য না।

কেননা হাঁচি দিয়ে বসেছে ওর ভাই।

১২ঃ৪৫ পি.এম.
ফাইনাল অ্যাপ্রোচ

বিমানটা সাইব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মাসকাট শহরটা আসলে তিনটা শহরের একত্রীকরণে গঠিত। তিনটা পাহাড় দিয়ে আলাদা আলাদা এলাকায় ভাগ করা হয়েছে।

সবচেয়ে পুরাতন এলাকার নাম ওল্ড টাউন। এই এলাকার প্রায় সব দালান বয়সের সাথে সাথে দেখতেও পুরনো। এখানকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে আলম প্যালেস। সেই সাথে মিরানি এবং জালাই নামের অসাধারণ সুন্দর দুই পাথুরে দূর্গ।

মাসকাট শহরটা সাফিয়ার জন্য স্মৃতি বিজড়িত এলাকা। কারার সাথে এসব গলিতে খেলত ও। সুলতানের প্রাসাদ ভ্রমণ, শহরের দেয়ালের ছায়ায় ওর প্রথম চুম্বন, কারডামন ক্যান্ডির স্বাদ-সব মনে পড়ে গেল তার।

ওল্ড টাউনের পরেই হলো মাসকাটের মাতরাহ সেকশন-শহরের জেটি। জেটির এক পাশে এখন আধুনিক শিপ দেখা যাচ্ছে, অন্য পাশে বাঁধা আছে অনেকগুলো ধাউ (এক ধরনের নৌকা)।

প্রাচীন ও আধুনিক নৌ-শিল্পের নিদর্শনের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সাফিয়া। ভাবল, ওর মাতৃভূমিটা এমনইঃ এখানে প্রাচীন এসে মিশেছে বর্তমানের সাথে, কিন্তু দুটোই যার যার স্বকীয়তা বজায় রেখেছে।

মাসকাটের শেষ এলাকাটা সবচেয়ে নিরানন্দের। এখানেই অবস্থিত ওমানের অর্থনৈতিক হেড কোয়ার্টার। কারার অফিসটাও এখানে।

বিমান অবতরণ শুরু হলে নিজের সীটে হেলান দিয়ে বসল সাফিয়া। ক্রে বিশপ কেবিনের পাশে বসে আছে। তার সামনে পেইন্টার আর কোরাল। ফিসফিস করে একে অন্যের সাথে কথা বলছে তারা।

কারা দাঁড়িয়ে আছে ওর প্রাইভেট স্যুইটের দোরগোড়ায়।

“আমরা নামছি।” বলল সাফিয়া, “বসে পড়।”

হাত দিয়ে ওর পরামর্শ উড়িয়ে দেবার মত ভঙ্গি করলেও, কারা বসে পড়ল সাফিয়ার পাশে।

"ওমাহার সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না।" বলল মেয়েটা।

"কী?" আঁতকে উঠল সাফিয়া।

"ফোন ধরছে না। মনে হয় ইচ্ছা করে করছে।"

ওমাহার তো ইচ্ছা করে এমনটা করার কথা না, ভাবল সাফিয়া। কাজ নিলে দায়িত্বের সাথে করে সে। "ব্যস্ত হয়তো। মাসকাটের অফিশিয়ালরা কেমন, তা তো তুমি জানো।"

"এয়ারপোর্টে উপস্থিত না থাকলে..." বিরক্ত কারা কথা শেষ করল না।

"বলেছে তো থাকবে না কি?"

"এত বেশি ভরসা করার মতো লোক সে হলো কবে থেকে?" চোখে প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকাল কারা।

কেমন যেন অনুভব করল সাফিয়া, দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। মন একবার চাইছে লোকটাকে সমর্থন করে কিন্তু ওমাহার দেয়া আংটিটার স্মৃতি বার বার ভেসে উঠছে ওর মনে। সেবার সাফিয়ার ব্যথা বুঝতে পারেনি ও।

পারতোই বা কিভাবে?

পেইন্টারের দিকে তাকাতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে। "সীট বেল্ট বেঁধে নাও।" কারাকে বলল সাফিয়া।

১২ঃ৩৩ পি.এম.

ড্যানির হাঁচির শব্দটা ওমাহার কানে গুলির আওয়াজের মত শোনাল।

মুখোশধারীর শুনতে না পাবার প্রশ্নই ওঠে না।

ওমাহা দেখতে পেল, লোকটা ওদের দোকানটার দিকে এগোচ্ছে। ড্যানি নাক-মুখ চেপে ধরে আরো নিচু হয়ে বসল। ছেলেটার গাল বেয়ে রক্ত ঝরছে। নিজেকে তৈরি করে নিল ওমাহা। এখন আচমকা আক্রমণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

একদম কাছ থেকে ভেসে আসছে সাইরেনের আওয়াজ। আর মাত্র একটা মিনিট...

মুখোশধারী তার হাতে ধরা রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিল। হালকা ঝুঁকে এসে অগ্রসর হলো সামনে, অভিজ্ঞতার ছাপ হাঁটায়। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলল ওমাহা, প্রথম ধাক্কায় রাইফেলটা ছিনিয়ে নিতে হবে।

কিন্তু কোন কিছু করার আগেই এগিয়ে এল দোকান মালিক। এক হাত দিয়ে নিজেকে বাতাস করছে, আরেক হাত দিয়ে নাক মুছছে।

“হাসাসেইয়া।” সর্দিকে বকতে বকতে ওমাহার মাথার উপর আরো কয়েকটা বাস্কেট চাপিয়ে দিল লোকটা। এরপর এমনভাব করল, যেন মুখোশধারীকে দেখে খুব অবাক হয়েছে। দুহাত উপরে তুলে মাটিতে বসে পড়ল সে।

দোকানদারকে দেখে বিরক্ত হলো মুখোশধারী, কিন্তু কিছু বলল না। শুধু রাইফেল নাড়িয়ে সরার ইঙ্গিত দিল।

সউকের গেট থেকে একসাথে কয়েকটা গাড়ির ব্রেক কষার আওয়াজ শোনা গেল। ওমানি পুলিশ এসে পড়েছে।

মুখোশধারী ওদিকে তাকাল একবার, এরপর ড্যানি যে পটের আড়ালে লুকিয়েছে তার পাশে এসে রাইফেলের নল দিয়ে খোঁচা দিল ভেতরে। খালি পট বুঝতে পেরে মুখোশ খুলে ফেলে দিল ওতে। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে উধাও হয়ে গেল ভিড়ের মাঝে।

এক নজরের জন্য *মেয়েটার* চেহারা দেখতে পেল ওমাহা।

কফি রঙা চামড়া, বাদামী চোখ, বাম চোখের নিচে এক বিন্দু অশ্রুর ছবি আঁকা।

বেদুইন।

কিছুক্ষণ পর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওমাহা, সেই সাথে ড্যানিও।

দোকান মালিক হাত দিয়ে কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে ওদের দিকে এগিয়ে এল।

“শুকরান।” ধন্যবাদ জানাল ড্যানি।

ওমানিদের প্রথা মত, শ্রাগ করল লোকটা।

আরেকটা পঞ্চাশ ডলারের বিল তার দিকে এগিয়ে দিল ওমাহা।

“খালাস।” নিতে অস্বীকৃতি জানাল দোকান মালিক। যেহেতু একটা চুক্তি আগেই সম্পাদিত হয়েছে, তাই নতুন করে কিছু নেয়াটা তার জন্য অপমানজনক। এর বদলে, একগাদা বাস্কেট থেকে একটা বাস্কেট বের করে আনল সে, “তোমার জন্য।”

“বি কাম?” জানতে চাইল ওমাহা। কত?

“তোমার জন্য?” হাসল লোকটা, “পঞ্চাশ রিয়েল।”

ওমাহাও হাসল। এই জিনিসের দাম পঞ্চাশ রিয়ালের চেয়ে অনেক কম। তবুও নোটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, “খালাস।”

গেটের দিকে এগোল দুই ভাই। ড্যানি জানতে চাইল, “কিন্তু আমাদেরকে কিডন্যাপ করার জন্য কোন লোক এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল?”

শ্রাগ করল ওমাহা। ওর কোন ধারনাই নেই। ড্যানি যে ওদের আক্রমণকারী, নাকি আক্রমণকারিনী বলবে-কে দেখতে পায়নি, সেটা বুঝতে পারল। লোক না, *মহিলা* ।

মেয়েটার চেহারা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল ওমাহারা।

এত বেশি মিল চেহারায় যে ভুল করার কোন অবকাশ নেই।

ওদের উপর আক্রমণকারিনীকে সহজেই সাফিয়ার বোন বলে চালিয়ে দেয়া যাবে।

ওল্ড টাউন

০৭৭।X০০৭

২রা ডিসেম্বর, ০৫ঃ৩৪ পি.এম.
সাইব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট

তিন ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পর, অবশেষে সামনে এগোবার অনুমতি পেয়েছে পেইন্টার। কারা কেনসিংটনের সহকর্মীদের একজনকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তাই এত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সেজন্যই তিন ঘন্টা বসে থাকতে হয়েছে ওদের।

কোরাল পেইন্টারের ঠিক পাশেই হাঁটছে, ক্লান্ত। মাথায় লিহাফ নামের এক ধরনের ওমানি পোষাক পড়েছে মেয়েটা।

ভ্রূ কুঁচকে সামনের দিকে তাকাল পেইন্টার।

নিচু হয়ে আসা সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে এয়ারফিল্ডে, তৈরি করছে মরীচিকার। নীল নিউনিফর্ম পরিহিত ওমানি কাস্টমস কর্মকর্তারা ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর দলের পাশে পাশে এগোচ্ছে সুলতানের পাঠানো ডেলিগেশন। এরা ওমানি পুরুষদের জাতীয় পোষাক পরে আছেঃ লম্বা হাতা যুক্ত সাদা *ডিসডাসা* নামের রোব, তার উপর জড়ানো একটা কালো আলখেল্লা। সোনা আর রুপা দিয়ে এমব্রয়ডারি করা ওতে। প্রত্যেক পুরুষদের বেল্টে শোভা পাচ্ছে একটা করে খাপে পোড়া *খঞ্জর*। ডেলিগেশনের লোকেদের খঞ্জর হলো সাইদি ড্যাগার, নিখাদ সোনা বা রুপা দিয়ে বানানো। ওমানের লোকদের স্ট্যাস্টাস সিম্বল এটা।

কারা, সাফিয়া আর ক্লে এদের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত। যতদূর বুঝেছে, অভিযানের দুই সদস্য ড. ওমাহা ডান আর তার ভাইকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে রেখেছে। কেন, তা এখনও পরিষ্কার না।

"ড্যানি ঠিক আছে তো?" আরবীতে জানতেই চাইল সাফিয়া।

"একদম ঠিক, মাই লেডী।" ডেলিগেশনের পক্ষ থেকে একজন জবাব দিল, "নাকে সামান্য আঘাত পেয়েছেন তিনি। এছাড়া আর কোন সমস্যা নেই। তার প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখা হচ্ছে।"

ডেলিগেশনের প্রধানের উদ্দেশ্যে কারা বলল, "কত তাড়াতাড়ি এসব ঝামেলা শেষ হবে?"

“মহামান্য সুলতান কাবুস নিজে আপনাদের সালালহ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছেন। এরপর আর কোন সমস্যা হবে না। আমরা যদি আগে জানতাম যে আপনি নিজে আসবেন...তাহলে এই সমস্যাটাও হতো না।”

কারা হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলে লোকটার বক্তব্য। “*কিফ, কিফ*” আরবীতেই বলল সে, “অসুবিধা নেই। আর দেরী না হলেই হলো।”

উত্তরে বাউ করল লোকটা। কারা এমন উদ্ধত্ব আচরণের পরও, লোকটার ঠান্ডা থাকাই এই দেশে মেয়েটার প্রভাবের প্রমাণ।

আর সবার নজরের আড়ালে থাকা হয়েছে... দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল পেইন্টার।

কারার সঙ্গিনীর দিকে নজর পড়ল ওর। সাফিয়ার চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। বিমান ভ্রমণের সময় মেয়েটা যতটুকু স্বস্তি অর্জন করতে পেরেছিল, এখানকার খবর শোনার পর তা উবে গিয়েছে। ক্যারি-অন ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে আছে মেয়েটা, অন্য কাউকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে দিচ্ছে না।

কিন্তু সবুজ চোখ জোড়ায় দৃঢ়তার ছাপটাও যে লক্ষণীয়। মিউজিয়ামের ছাদ ধরে যখন ঝুলছিল মেয়েটা, সেই সময়ে ফিরে গেল পেইন্টার। তখনই টের পেয়েছিল যে, এর মাঝে অসাধারণ দৃঢ়তা আছে।

অবশেষে প্রাইভেট টার্মিনাল বিল্ডিং এ পৌছাল দলটা। দরজা খুলে প্রবেশ করল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিণ মরুদ্দ্যানে! ভিআইপি লাউঞ্জে এসে ঢুকেছে ওরা, তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। সুলতানের বিশেষ দলের উপস্থিতির কারণে দ্রুত সেরে ফেলা হলো সব চেকিং। পাসপোর্ট গুলো যেন খোলাই হলো ভিসা স্ট্যাপ বসাবার উদ্দেশ্যে। এরপর দলটাকে দুভাগ করে দুটো কালো লিমোজিনে তোলা হলোঃ একটায় সাফিয়া, কারা আর ক্লে এবং অন্যটায় কোরাল আর পেইন্টার।

“আমাদের সঙ্গ পছন্দ হচ্ছে না মনে হয়।” পেইন্টার কোরালের পাশে বসতে বসতে বলল।

একদম সামনে, লিমোজিনের ড্রাইভারের পাশে বসল এক পেশী বহুল আইরিশ। শোল্ডার হোলস্টারে পোরা অস্ত্রটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। একজোড়া এসকর্ট নজরে পড়ল ওর। একটা একদম সামনে আর অন্যটা একদম পেছনে। বোঝাই যাচ্ছে, কিডন্যাপ প্রচেষ্টা ঘটার পর আর কেউ ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

পকেট থেকে একটা সেল ফোন বের করল পেইন্টার। ফোনটা বিশেষভাবে বানানো। এতে ষোল মেগা-পিক্সেল ক্যামেরা আছে। ফ্ল্যাশও আছে, আর যে স্যাটেলাইট চিপ দিয়ে বানানো সেটা সহজেই DOD কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

ছোট এয়ারপিসটা কানে পুরল পেইন্টার। ফোনটা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে খুঁজে বের করল উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে।

“কমান্ডার ক্রো।” ড. শেন ম্যাক নাইটের কণ্ঠ শুনতে পেল সে।

"স্যার, আমরা মাসকাটে অবতরণ করেছি। এখন কেনসিংটন কম্পাউন্ডের দিকে যাচ্ছি। আমাদের আগে পাঠানো দলের উপর হওয়া আক্রমণের ব্যাপারে নতুন কোন তথ্য আছে কি না, তা জানার জন্য যোগাযোগ করেছি।

"আমরা পুলিশের প্রাথমিক রিপোর্ট পেয়েছি। তাদেরকে রাস্তা থেকে তুলে নেয়া হয়েছিল। নকল ট্যাক্সি ব্যবহার করা হয়েছে। মনে হচ্ছে সাধারণ কেস, মুক্তিপণের জন্য কিডন্যাপিং এর প্রচেষ্টা।"

সিগমার প্রধানের সন্দেহের সুরটা ঠিকই ধরতে পারল পেইন্টার। "আপনার কি মনে হয়, ব্যাপারটার সাথে লন্ডনের কোন যোগাযোগ থাকতে পারে?"

"এখনও নিশ্চিত হয়ে কিছু বলার পরিস্থিতি হয়নি।"

ক্যাসান্দ্রার কথা মনে পড়ে গেল ওর। অ্যারেস্টের মাত্র দুই দিন পর কাস্টডি থেকে পালিয়েছে মেয়েটা। যে পুলিশ ভ্যানটা তাকে নিয়ে যাচ্ছিল, সেটাকে অ্যাম্বুশ করা হয়। মারা যায় দুজন, উধাও হয়ে যায় ক্যাসান্দ্রা। পেইন্টার কোন দিন কল্পনাও করতে পারেনি যে মেয়েটাকে আবার দেখতে পাবে।

কিন্তু মিউজিয়ামে সেই কল্পনা সত্যি হয়ে ধরা দিয়েছে।

এসবের সাথে মেয়েটার কি সম্পর্ক?

"তথ্য জোগাড়ের জন্য অ্যাডমিরাল রেক্টর এনএসএ এর সাথে এখনও কথা বলছেন। ওদের কাজের উপরও নজর রাখছেন।" বললেন ম্যাক নাইট। "ঘন্টা দুয়েকের মাঝে আরো তথ্য আসবে আমাদের হাতে।"

"খুব ভালো, স্যার।"

"কমান্ডার, তোমার সাথে কি ড. নোভাক আছে?"

পেইন্টার কোরালের দিকে চাইল। মেয়েটা বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, কোন সন্দেহ নেই রাস্তাটা মুখস্ত করছে সে। যদি কাজে লেগে যায়! "জি স্যার, আছে।"

"তাকে বলে দিও যে, লস অ্যালামসের ওরা তার পাঠানো মিউজিয়াম থেকে নেয়া স্যাম্পলে ইউরেনিয়াম পার্টিকেল খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং ড. নোভাকের থিওরি-ইরেনিয়ামের ক্ষয় হবার ফলে সৃষ্ট বিকিরণের কারণে প্রতি পদার্থের স্থিতিশীল অবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে আর বৈদ্যুতিক শকের কারণে তা বিস্ফোরিত হচ্ছে, যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত।"

সোজা হয়ে বসল পেইন্টার। বলল, "ড. নোভাক বলছেন যে, প্রতি পদার্থের মূল উৎসের ক্ষেত্রেও এমনটা হতে পারে।"

"একদম ঠিক। লস অ্যালামসের এরাও একই ধারণা পোষণ করে। তোমাদের মিশন এখন আরো ক্রিটিক্যাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরো লোকবল আর রশদ পাঠানো হচ্ছে। আমাদেরকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।"

"বুঝতে পেরেছি, স্যার।" বিস্ফোরণের পর হওয়া গ্যালারির অবস্থা মনে পড়ল পেইন্টারের। সেই অবস্থা যদি মূল উৎসের হয় তাহলে...

"এবার শেষ কথাটা বলে নেই, কমান্ডার। *NOAA* থেকে গুরুত্বপুর্ণ তথ্য এসেছে। একটা বিশাল ঝড় ইরাক থেকে শুরু হয়ে তোমাদের দিকে এগোচ্ছে।"

"বৈদ্যুতিক ঝড়?"

"না, বালুঝড়। বাতাসের সম্ভাব্য গতি প্রতি ঘন্টায় ষাট মাইল। নাসা কনফার্ম করেছে যে, ঝড়টার গতিপথে ওমান পড়বে।"

"নাসা! কত বড়-"

"স্পেস থেকে দেখতে পাবার মত বড়। দাঁড়াও, স্যাটেলাইটের ছবি পাঠাচ্ছি।"

ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল পেইন্টার। মধ্য প্রাচ্য আর আরব উপদ্বীপের ম্যাপ দেখতে পেল। হ্যারিকেনের মত একটা কিছু দেখতে পেল সে, পার্থক্য শুধু এতটুকু যে তা এগোচ্ছে স্থলভাগ ধরে।

"ধারণা করা হচ্ছে, ওমানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঝড়টার আকার আর গতি, দুটোই অনেক বৃদ্ধি পাবে।" বললেন ম্যাক নাইট, "এমনও বলা হচ্ছে, শতাব্দীর ভয়ংকরতম ঝড় এটা। এদিকে আরব সাগরে উচ্চ বায়ু-চাপের ফলে মৌসুমি বায়ুর সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে সৃষ্ট ঝড় উত্তর দিকের মরুভূমিতে এসে এই বায়ুর সাথে মিলিত হবে। তৈরি হবে মেগা স্টর্ম।"

"হায় ঈশ্বর!"

"হুম, আসলেই অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠবে ওখানে।"

"কোন সময়সীমা?"

"আগামী পরশুদিন ঝড়টার ওমানি বর্ডারে পৌঁছাবার কথা। দুই বা তিন দিন ধরে ঝড়টা চলবে।"

"আমাদের দেরী হয়ে যাবে।"

"হুম, যতটা পার সময়কে কাজে লাগাও।"

ডিরেক্টরের কথাটা আদেশের মত শোনাল। অন্য লিমোর দিকে তাকাল সে, আরেকটা বিরতি! কারা কেনসিংটন খবরটা শুনে একদমই খুশি হবে না।

৬:৪৮ পি.এম.

"আহ, ঠান্ডা হও তো।" সাফিয়া কারাকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল।

এই মুহূর্তে সবাই কেনসিংটন এস্টেটের বাগানে বসে আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বানানো লম্বা লম্বা চুনা পাথরের দেয়াল জায়গাটাকে প্রাচীন একটা আবহ এনে দিয়েছে। সেই সাথে আছে ফ্রেসকো (দেয়ালচিত্র)। তিন বছর আগে এগুলো পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। লন্ডনে বসে বসে সেই কাজ তদারকি করলেও, নিজের চোখে এই প্রথম দেখছে সাফিয়া।

দুধের স্বাদ, ঘোল একদম মেটাতে পারেনি। রঙের এত সুন্দর ব্যবহার আগে কখনও দেখেনি সাফিয়া। ফ্রেসকোতে ব্যবহৃত নীল রঙ এসেছে শামুকের ভাঙা খোল থেকে আর লাল এসেছে গোলাপের পাঁপড়ি থেকে। ষোল শতকেও এভাবেই রঙ বানানো হত।

বাগানের পুরোটা ঘুরে দেখেছে সাফিয়া, এখানে কেটেছে ওর শৈশবকাল। মাসকাটের ঠিক মাঝখানে এক টুকরা ইংল্যান্ড ছিল এই বাগানটা। একমাত্র অস্বাভাবিকতা হলো চার কোণায় চারটা বড় বড় খেজুর গাছের উপস্থিতি।

জেসমিনের গন্ধে শৈশবে ফিরে যেতে চাইছে মন। কোর্ট ইয়ার্ডের ঠিক মাঝখানে ওমানি স্টাইলে বানানো একটা ঝর্ণা আছে। গরমের দিনগুলোতে সেই ঝর্ণায় সাঁতার কাটত কারা আর সাফিয়া। কারার বাবা বিরক্ত হতেন, আবার মজাও পেতেন ওদের কর্মকান্ডে। *তোমাদেরকে দেখে তো সিন্ধুঘোটক মনে হচ্ছে*। বলতেন তিনি, আবার কখনও কখনও নিজেই নেমে পড়তেন ওদের সাথে।

কারা একবার ফিরেও তাকাল না সেদিকে। ওর কথার তিক্ততা বর্তমানে ফিরিয়ে আনল সাফিয়াকে, "প্রথমে ওমাহার অ্যাডভেঞ্চার আর এখন এই ... হারামী আবহাওয়া। আমরা কাজ শুরু করার আগেই খবর চাউর হয়ে যাবে। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়বে আমাদের উপর। এক মুহূর্তও শান্তি মিলবে না।"

গাড়ি থেকে নেমেই পেইন্টার ক্রো আবহাওয়ার ব্যাপারটা সবাইকে খুলে বলেছে। এখন নিরাসক্ত মুখে বলল, "আবহাওয়াকে কিনে নিতে পারলে মন্দ হত না।" কারাকে ক্ষেপিয়ে মজা পাচ্ছে সে। অবশ্য ওকেও দোষ দেয়া যায় না। কারা দুই আমেরিকানদের কম জ্বালায়নি।

পুরনো প্রাসাদটার প্রবেশদ্বারের কাছে এসে কারাকে ধরে ফেলল সাফিয়া। ঢেউ খেলানো প্রবেশদ্বারটা তিন তলা বড়। একদম উপরের লেভেলগুলোতে ছায়াঘের ব্যালকনি আছে, কারুকাজ করা কলামের উপর দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো।

ঘরে ফিরতে পেরে কারা রিল্যাক্স হতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না, চো ালের মাংসপেশিগুলো শক্ত হয়ে আছে মেয়েটার।

কারার এই চড়া মেজাজের জন্য কতটা হতাশা দায়ী আর কতটা ড্রাগ, একথা ভাবতে ভাবতেই ওর হাত আঁকড়ে ধরল সাফিয়া, "ঝড়টাকে নিয়ে সমস্যা নেই। আমরা আগে নবী ইমরানের সমাধিতে যেতে চাই। ওটা তো সালালাহ-এ, উপকূল থেকে অনেক দূরে। আমার ধারণা, ওখানে এমনিতেও আমাদের কমপক্ষে এক সপ্তাহ থাকতে হবে।"

দীর্ঘশ্বাস নিল কারা, "তাও, এই যে ঘটনাটা ঘটে গেল। আমি এমন কিছু করতে চাইনি, যেটা মানুষের নজর আমার উপর টেনে আনে-"

গেটের কাছ থেকে ভেসে আসা আওয়াজ থামিয়ে দিল কারাকে। একসাথে ঘুরে দাঁড়াল ওরা।

একটা ওমানি পুলিশ কার দেখা গেল। গাড়িটার পেছনের দরজা খুলে গিয়ে বাইরে বের হলো দুজন পুরুষ।

"শয়তানের নাম নাও, আর শয়তান..." বিড় বিড় করে বলল কারা।

হঠাৎ সাফিয়ার মনে হলো দম বন্ধ হয়ে আসবে।

ওমাহা...

সময়ের চাকা যেন আস্তে আস্তে ঘুরছে, নিজের হৃদস্পন্দন নিজের কানেই পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে মেয়েটা। ও ভেবেছিল, লোকটার মুখোমুখি হবার আগে প্রস্তুতি নেবার আরো সময় পাবে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পালাতে ইচ্ছা হলো।

কারা যেন তা বুঝতে পেরেই ওর পিঠে হাত রাখল, ওকে সাহস যোগাল।

ড্যানির জন্য অপেক্ষা করল ওমাহা। ওর ভাইয়ের নাক ভেঙে গিয়েছে, ব্যান্ডেজ করতে হয়েছে। ড্যানি বের হয়ে এলে, ওদের দিকে এগোল ডান ভ্রাতৃদ্বয়। প্রথমে পেইন্টারের উপর নজর পরল ওমাহার, ক্লান্তভাবে নড করল শুধু।

এরপরই তাকাল সাফিয়ার দিকে। বড় বড় হয়ে গেল ওর চোখ, কমে এল চলার গতি। এক মুহূর্তের জন্য বরফ হয়ে গেল যেন সে, তারপর হাসি ফুটে উঠল মুখে।

প্রথম বার সাফিয়ার নাম উচ্চারণ করার সময় ওমাহার ঠোঁট নড়ল শুধু, আওয়াজ বের হলো দ্বিতীয় চেষ্টায়, "সাফিয়া...মাই গড।" আচমকা এগিয়ে এসে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল সে।

ওকে বাঁধা দেবার কোন সুযোগই পেল না সাফিয়া। শক্ত এক আলিঙ্গন শেষে ওমাহা বলল, "তোমাকে দেখতে পেয়ে খুব ভালো লাগছে।"

ইতস্তত করল মেয়েটা, আলিঙ্গন করবে কিনা ভাবছে।

কথা বলার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না সাফিয়া, এদিকে লজ্জা পেয়েছে ওমাহা। তাই চুপ করে আছে সে-ও। ড্যানি এই বিব্রতকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করল ওদের। হাসল সাফিয়ার দিকে চেয়ে।

নিজের নাকে চলে গেল সাফিয়ার হাত, "আমি তো ভেবেছিলাম কোন আঘাত-টাঘাত পাওনি তোমরা।"

"আরে, তেমন বেশি কিছু না।" মেয়েটাকে নিশ্চিত করল ড্যানি, "ব্যান্ডেজটা এমনি, যেন তাড়াতাড়ি সেরে উঠি।" ওর হাসিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে ওমাহা আর সাফিয়াকে একসাথে দেখে।

পেইন্টার এগিয়ে এসে দুই ভাইয়ের সাথে করমর্দন করল, পরিচয় দিল নিজের। এই মুহূর্তের জন্য সাফিয়ার দিকে তাকাল সে। মেয়েটা বুঝতে পারল, ওকে সময় দেবার জন্যই কাজটা করছে লোকটা।

"আর ইনি আমার পার্টনার, ড. কোরাল নোভাক। কলম্বিয়া থেকে পাশ করা ফিজিসিষ্ট।"

ড্যানি সোজা হয়ে দাঁড়াল, "আমিও কলম্বিয়ার ছাত্র ছিলাম।"

পেইন্টারের দিকে তাকাল কোরাল, যেন কথা বলার অনুমতি চাইছে। "ছোট্ট দুনিয়া।"

মুখ খুললেও বলার মত কিছু পেল না ড্যানি। তাই চুপ করে রইল।

ক্লে বিশপ এগিয়ে এলে, ওর সাথে ডানদের পরিচয় করিয়ে দিল সাফিয়া, "আমার গ্রাড স্টুডেন্ট, ক্লে বিশপ।"

ওমাহার হাতটা নিজের দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল ছেলেটা, "স্যার, আমি আপনার লেখা পড়েছি। সৌভাগ্যবান মনে করছি নিজেকে।"

কারা আর সাফিয়ার দিকে ফিরল ওমাহা, "ছেলেটা কি আমাকে কেবল স্যার বলে ডাকল?"

কারা আর কথা বাড়াতে না দিয়ে, সবাইকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল, "সবার জন্য আলাদা আলাদা রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেন সাপারের আগেই একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে পার। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকব না আমরা। চারঘন্টা পরেই রওনা দিচ্ছি।"

"আরেকটা বিমান ভ্রমণ?" জানতে চাইল ক্লে।

ওর কাঁধে হাত রাখল ওমাহা, "নাহ্। এই ঝামেলার ফলে একটা সুবিধা হয়েছে আমাদের।" কারার দিকে ফিরে নড করল সে, "ওপরমহলে বন্ধু থাকার মজাই আলাদা।"

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা, "সব প্রস্তুতি শেষ?"

"হ্যাঁ।"

অবাক হয়ে একবার ওর বান্ধবী আর একবার ওমাহার দিকে তাকাল সাফিয়া। এখানে আসার পথে, কারা ওমাহা, ব্রিটিশ কনস্যুলেট আর সুলতান কাবুসের স্টাফকে অনেকবার ফোন করেছে। কিন্তু ফলটা ওকে ওমাহার মত সন্তুষ্ট করতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না।

"ফ্যান্টমদের কী হলো?" জানতে চাইল কারা।

"আমাদের সাথে ওখানেই দেখা করবে।"

"ফ্যান্টম?" ক্লে ওর বিস্ময় লুকাতে ব্যর্থ হলো।

কিন্তু কেউ উত্তর দেবার আগেই গেস্ট উইং-এ পৌঁছে গেল ওরা।

কারা অপেক্ষমান পরিচারকের দিকে তাকিয়ে নড করল। "হেনরি, অতিথিদেরকে যার যার রুম দেখিয়ে দাও।"

বয়স্ক, সাদা-কালো পোষাক পড়া পরিচারক নড করল, "ইয়েস, ম্যাডাম।" সাফিয়ার উপরও চোখ পড়ল লোকটার, কিন্তু চেহারার কোন পরিবর্তন হলো না। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রাসাদে কাজ করছে সে, "দয়া করে এদিকে আসুন।"

সবাই অনুসরণ করল তাকে।

"সাপার ত্রিশ মিনিটের মাঝে দেয়া হবে।" কারা বলে উঠল। আমন্ত্রণের চেয়ে, আদেশের মতই শোনাল বেশি।

সাফিয়া অন্যদের সাথে রওনা হলো।

"কী করছ?" কারা ওর হাত ধরে থামাল, "তোমার আগের রুমটাই ঠিকঠাক করা হয়েছে।"

যেতে যেতে চারপাশে তাকাল সাফিয়া, তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। সেই আগের মত কেনসিংটনদের পুর্বপুরুষের ছবি ঝুলছে দেয়ালে। ফ্রান্স থেকে আমদানী করা মেহগনি কাঠের খাবার টেবিলটাও আগের মত আছে। টেবিলের উপরে ঝোলানো ঝাড় বাতিটাও। এখানেই ওর বারো মত জন্মদিন উদযাপন করেছিল ওরা।

কারা ওকে ফ্যামিলি উইং-এর দিকে নিয়ে গেল।

পাঁচ বছর বয়সে, কারার সঙ্গী হিসেবে এই প্রাসাদে এসেছিল সাফিয়া। এর আগে কখনও ওর কোন নিজস্ব রুম ছিল না। কিন্তু তবুও...প্রায় প্রতিটা রাত কারার সাথে ঘুমাতো সে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দুজন।

হঠাৎ ওকে আলিঙ্গন করে বসল কারা। বলল, "তোমাকে এখানে ফিরে পেয়ে ভালো লাগছে।"

মন থেকে উঠে আসা কথাটা শুনে সাফিয়ারও ভালো লাগল।

"ওমাহা..."

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছিল সাফিয়া, "আমি ঠিক আছি। আমি ভেবেছিলাম নিজেকে তৈরি করে নিতে পেরেছি। কিন্তু...ওমাহার কোন পরিবর্তন হয়নি।"

"সত্যি কথা।" ভ্রূ কুঁচকে বলল কারা।

হেসে ফেলল সাফিয়া, "সত্যি বলছি...আমি ঠিক আছে।"

দরজা খুলে দিল কারা, "আমি গোসলের ব্যবস্থা করতে বলেছি। ওয়ার্ডরোবে পরিষ্কার কাপড় আছে। ডিনারের সময় দেখা হবে।" বলে নিজের ঘরের দিকে রওনা হলো সে।

ভেতরে ঢুকল সাফিয়া। এই প্রাসাদের থাকবার জায়গাগুলোকে রুম না বলে স্যুইট বলাই ভালো। প্রথম ঘরটা পার হয়ে শোবার চেম্বারে প্রবেশ করল সে। দেখে মনে হলো, বহু বছর আগে সে তেল আবিবের দিকে রওনা দেবার সময় যেমনটা রেখে গিয়েছিল ঠিক তেমনটাই আছে। এক পাশে আছে একটা ওয়ার্ডরোব, জানালার একদম কাছে। জানালা দিয়ে আবার দেখা যায় সুন্দর গোছানো বাগানটাকে। ওদিকে তাকাতেই হঠাৎ অনিশ্চিত মনে হলো নিজেকে।

কেন ফিরে এসেছে সে? গিয়েছিলই বা কেন?

অতীত আর বর্তমানের মাঝে কোন মেলবন্ধন খুঁজে পাচ্ছে না সে।

ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ার আওয়াজ ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল, গোসলের চেম্বার থেকে আওয়াজটা আসছে। ডিনারের বেশি বাকি নেই। জামা খুলে গভীর

কিন্তু অপ্রশস্থ বাথ টাবে প্রবেশ করল। কুসুম গরম পানিতে জেসমিনের পাপড়ি ভাসছে।

ঢিল হয়ে এল ওর পেশী গুলো, সেই সাথে হয়তো আরো অন্য কিছু।

চোখ বন্ধ করল সে।

আহ, বাড়ি...

০৮:০২ পি.এম.

গার্ড ফ্ল্যাশ লাইট হাতে নিয়ে রাউন্ডে বের হয়েছে। অন্য হাতটা কেনসিংটন প্রাসাদের চুনা পাথরের দেয়ালে ম্যাচের কাঠি ঘষছে। দেয়ালটার বাইরের দিকে দাঁড়িয়ে আছে সে। সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত লোকটা অনুপ্রবেশকারীকে দেখতেই পেল না। এই মুহূর্তে অনুপ্রবেশকারী বিশাল খেজুর গাছের পাতার ছায়ায় লুকিয়ে আছে।

আগুনের আলোয় দূর হয়ে গেল ছায়া, ধরা পড়ে যেতে পারে ভেবে ক্যাসান্দ্রা ওর গ্রাপলিং গানের ট্রিগার চেপে ধরল। মাসকাটের রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরের চিৎকারে চাপা পড়ে গেল আওয়াজ। স্লিপার পরিহিত পা উঠে গেল উপরে। বন্দুক থেকে বের হওয়া ইস্পাতের সংকর ধাতুর কেবল টেনে তুলল ওর দেহটাকে। উপরে ওঠার সময় সৃষ্ট নিজের গতি জড়তাকে কাজে লাগিয়ে লাফ দিয়ে দেয়ালে এসে নামল সে। এরপর শুয়ে পড়ল ওখানেই।

অনাহুত আগন্তুককে তাড়াবার জন্য দেয়ালের উপরে কাঁচের ভাঙা টুকরা লাগানো হয়েছে। কিন্তু সেগুলো ক্যাসান্দ্রার হালকা কালো কেভলার স্যুট আর গ্লাভসকে ভেদ করতে পারলে তো! কপালে স্থির হয়ে আছে নাইট ভিশন গগলস, ব্যবহারের অপেক্ষায়। এমনকি আড়ি পাতার জন্য একটা রিসিভারও ওতে ফিট করা আছে।

পেইন্টার ক্রোর নিজস্ব ডিজাইন।

ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলল ক্যাসান্দ্রা। *হারমজাদার নিজের ডিজাইন করা যন্ত্রই তার বিপক্ষে ব্যবহার করছি...*

ক্যাসান্দ্রা তাকিয়ে তাকিয়ে গার্ডকে চলে যেতে দেখল। গ্রাপলিং হুকটা খুলে নিয়ে, ওর বন্দুকের সাথে লাগিয়ে রাখল। রিলোড করে নিল সে, ব্যবহৃত কম্প্রেসড-এয়ার কার্ট্রিজটা ফেলে দিল। এরপর প্রধান বিল্ডিং এর দিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

বাইরের দেয়ালটা একদম প্রাসাদ লাগোয়া নয়, মাত্র দশ মিটার দূরত্ব মাঝখানে। প্রাচীরের উপর দিয়ে এগোল ক্যাসান্দ্রা। আগেই রেকি করে সিকিউরিটি দেখে গিয়েছে ও, যদিও দরকার ছিল না। গিল্ডের পাঠানো তথ্যে সাধারণত কোন ভুল থাকে না। তাও নিজের চোখে দেখে নেয়া ভালো।

আরেকটা গাছের ঝুলে থাকা পাতার নিচ দিয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটা। প্রাসাদের একটা সেকশনে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। একটা ছোট ধনুকাকৃতি জানালা দিয়ে ডাইনিং রুম দেখা যাচ্ছে। চুপচাপ শুয়ে পড়ল ক্যাসান্দ্রা, চোখে গলালো নাইট ভিশন গগলস। গগলসের সাথে লাগানো রিসিভারটা গুঞ্জন করে উঠল, ঠিক মত কথা বুঝতে হলে ওকে এখন একদম স্থির থাকতে হবে।

উপস্থিত সবাইকে চিনতে পারল সে।

ক্লে বিশপ একটা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, অস্বস্তিবোধ করছে যে তা স্পষ্ট। ওর পেছনে বিভিন্ন খাবারের আইটেম চেখে দেখছে দুজন পুরুষ। ড. ওমাহা ডান আর তার ভাই ড্যানি। মনোযোগ দিয়ে ওদেরকে দেখল সে।

জলপাইয়ের বীচি চুষতে চুষতে ওমাহা বলল, "তুমি গোসল করতে করতে আমি আবহাওয়ার খবর দেখলাম। বালুঝড়টা কুয়েত সিটির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।"

ড্যানি পাত্তা দিল বলে মনে হচ্ছে না। তার নজর এই মুহূর্তে ডাইনিং রুমে ঢোকা মেয়েটার দিকে।

কোরাল নোভাক, সিগমার সদস্য, ক্যাসান্দ্রার বদলি।

এবার মেয়েটার দিকে নজর দিল সে। ঠান্ডা মাথার হিসেবি মেয়ে মনে হলো ওকে। ঘৃণায় ছোট ছোট হয়ে এল ক্যাসান্দ্রার চোখ। *ওর বদলি হিসেবে কিনা এক সদ্য আগতকে পেইন্টারের সাথে দেয়া হয়েছে?* সিগমার সিস্টেমের পরিবর্তন যে আসলেই দরকার, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মেয়েটার পিছু পিছু ঢুকল পেইন্টার। লম্বা, ক্যাজুয়াল পোষাক পরিহিত। এতদূর থেকেও ক্যাসান্দ্রা বুঝতে পারল, রুমে ঢুকেই পরিস্থিতি আঁচ করা শুরু করে দিয়েছে লোকটা। হিসেব করছে।

শক্ত হয়ে গেল ওর শরীর।

এই লোকটাই ওর পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছে। গিল্ডের সামনেও ছোট হতে হয়েছে ওকে। বহু বছর চেষ্টা করে সিগমায় নিজের একটা অবস্থান বানাতে পেরেছিল ক্যাসান্দ্রা। আদায় করতে পেরেছিল পার্টনারের আস্থা...হয়তো আরো বেশি কিছু আদায় করতে পেরেছিল।

রাগে যেন ফেটে পড়ছে ওর ভেতরটা। এই লোকটার জন্য সবকিছু খুইয়েছে সে। জায়গা ছেড়ে দাঁড়াল ও, একটা মিশন নিয়ে এসেছে। শেষ করেই যাবে। পেইন্টারের জন্য মিউজিয়ামে ওকে ব্যর্থ হতে হয়েছে।

কিন্তু আজ রাতে আর ব্যর্থ হবে না ক্যাসান্দ্রা।

কোন কিছু থামাতে পারবে না ওকে।

অনেকটা পথে ঘুরে প্রাসাদের দুরবর্তী উইং এ এসে উপস্থিত হলো ক্যাসান্দ্রা। এদিকটায় মাত্র একটাই আলো জ্বলছে। বাকি অংশটুকু দৌড়ে পার হলো সে, টার্গেটকে মিস করতে চায় না।

অবশেষে উদ্দিষ্ট জানালাটার নিচে এসে উপস্থিত হলো প্রাক্তন সিগমা মেম্বার। জানালার দিকে একজন মহিলাকে গোসলখানায় বাথটাবে শুয়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছে। অন্যান্য রুমগুলো একনজর দেখল ক্যাসান্দ্রা। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

সন্তুষ্ট হয়ে, গ্রাপলিং গানটা উপরের ব্যালকনির দিকে তাক করল মেয়েটা। হঠাৎ বাথটাবে শোয়া মেয়েটা কথা বলে উঠল, যেন ঘুমের মাঝেই মুখ খুলেছে, "না...আবার না।"

ট্রিগারে চাপ দিল ক্যাসান্দ্রা, ইস্পাত সংকরের তৈরি রশি তিন তলার ব্যালকনিতে গিয়ে আটকালো। দোল খেয়ে জানালার পাশের দেয়ালের বাইরের দিকে এসে নামল সে। এতটুকু আওয়াজও হলো না। জানালাটা অল্প একটু খোলা। ভেতরের মহিলাটা এখনও ঘুমন্ত অবস্থায় কথা বলে যাচ্ছে।

পারফেক্ট।

৮:১৮ পি.এম.

একটা বড় হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে দাঁড়িয়ে আছে সাফিয়া। জানে কী ঘটতে যাচ্ছে এক মুহূর্ত পর। ওয়ার্ডের ঐ মাথা দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে এক মহিলা। চেহারা আর শরীর ঢাকা। কিন্তু পরনের কাপড় ফুলে আছে। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে ও।

তখন পারেনি...

দৌড়ে মহিলার দিকে এগিয়ে গেল সাফিয়া। অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটা থামাতে চাইছে। কিন্তু একগাদা বাচ্চা ওর পা-আঁকড়ে ধরেছে, হাত ধরে টানছে। বাচ্চাদেরকে ঠেলে সরিয়ে এগোতে চাইল সে, কিন্তু পারল না। কেঁদে উঠল বাচ্চারা।

থমকে গেল সাফিয়া, স্বান্তনা দেবে না এগোবে তা বুঝতে পারছে না।

ডেস্কের সামনে দাঁড়ানো মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেল ওই মহিলা। সাফিয়া আর ওকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু খেয়াল করল, নার্স এক হাত দিয়ে ওকে দেখাচ্ছে, নাম ধরে ডাকছে।

...ঠিক আগের বারের মত।

দুই ভাগ হয়ে গেল ভিড়টা। মহিলাটাকে এখন দেবদূত বলে ভ্রম হচ্ছে, পরনের আলখেল্লা উড়ছে। মনে হচ্ছে যেন পাখা গজিয়েছে।

না, ঠোঁট নড়ল সাফিয়ার। কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না।

এরপর এল চোখ অন্ধ করা এক বিস্ফোরণ। শুধুই আলো, কোন শব্দ নেই।

একমুহূর্ত পরে ফিরে এল দৃষ্টিশক্তি-কিন্তু শ্রবণশক্তি ফিরল না।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে। চারপাশ থেকে আগুনের লম্বা লম্বা শিখা উঠে আসছে, ছুঁতে চাইছে ছাদ। উত্তাপের হাত থেকে বাঁচতে চেহারা ঘুরিয়ে নিল, কিন্তু রক্ষা হলো না। তবে চেহারা ঘুরাবার কারণে বাচ্চাদের দেখতে পেল, কেউ দাউ দাউ করে জ্বলছে। আবার কেউবা পাথরের নিচে চাপা পড়েছে।

এতক্ষণে সাফিয়া বুঝতে পারল, কেনাসে কোন কিছু শুনতে পাচ্ছে না। একটানা অবিরাম চিৎকার ভেসে আসছে, অন্য সব শব্দকে ঢেকে দিচ্ছে। কিন্তু চিৎকারটার উৎস বাচ্চারা না, ওর নিজে।

এরপর কিছু একটা...

স্পর্শ করল ওকে।

চমকে গিয়ে জেগে উঠল মেয়েটা। মুখে হাত দিয়ে চাপা দিল উঠে আসতে চাওয়া চিৎকার। কাঁপছে সে, নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল,

স্বপ্ন ছিলো...

বিশ্বাস করাতে চাইল নিজেকে। কিন্তু পারল না, খুব বেশি বাস্তব ছিল স্বপ্নটা। এখনও মুখে রক্তের স্বাদ পাচ্ছে সে। ভ্রূ মুছল, কিন্তু কাপুনি থামল না। স্বপ্ন দেখবার কারণ হিসেবে ক্লান্তিকে দায়ি করতে চাইল। কিন্তু নিজেই জানে, দায়ী হচ্ছে এই প্রাসাদ। আর এই দেশ, আর ওমাহা...

চোখ বন্ধ করল ও। স্বপ্নটা সাধারণ কোন দুঃস্বপ্ন না। এসব কিছুই আগে ঘটে গিয়েছে। ওর দোষ। কামরানের বাইরে অবস্থিত সমাধিতে হাত লাগাতে নিষেধ করা হয়েছিল ওকে। কিন্তু ও মানেনি। বেশ কিছু দিন পরিশ্রম করে একটা কাদামাটির ট্যাবলেটের অর্থ পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল সাফিয়া। গোপনীয় কিছু স্ক্রোল কোথায় পুঁতে রাখা আছে, তা লেখা ছিল ওতে। ভেবেছিল, হয়তো বিখ্যাত ডেড সী স্ক্রোল হবে ওগুলো। অ্যারামিকে লেখা চারটা কলস আবিষ্কার করতে পেরেছিল সে।

কিন্তু সমাধিতে খোড়াখুঁড়ি না করার যে নির্দেশ ওকে দেয়া হয়েছিল, সেটা অগ্রাহ্য করাটাই কাল হলো।

আত্মঘাতী বোমা হামলার হাত থেকে মাত্র তিনজন বেঁচে ফিরতে পেরেছিল। স্থানীয় খবরের কাগজে ওর বেঁচে যাওয়াটাকে উল্লেখ করা হয়েছিল "মিরাকল" হিসেবে।

এমন মিরাকল জীবনে আবার ঘটুক-তা চায়না সে।

যে মিরাকলের জন্য অনেক বেশি মূল্য চুকাতে হয়।

চোখ খুলে তাকাল সাফিয়া। অন্ধ আক্রোশ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল দুঃখ আর অপরাধবোধ। থেরাপিস্ট বলেছিল, ব্যাপারটা একদম স্বাভাবিক। কিন্তু কেন জানি এই আক্রোশও ওর মাঝে অপরাধবোধের জন্ম দেয়।

সোজা হয়ে বসল মেয়েটা। পানি বাথ টাব থেকে উপচে নিচে পড়ল।

পানির নিচে কিছু একটা ওর হাঁটুর সাথে ঘষা খেল। পাপড়ির মতোই কোমল, কিন্তু অনেক বেশি ভারি। শক্ত হয়ে গেল সে।

ও নড়ে ওঠায় পানিতে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা থেমে গেল। জেসমিনের পাপড়ি পানির উপরদিকটা ঢেকে দিল। এক মুহূর্ত পরেই সাফিয়া দেখতে পেল, একটা অলস S-কার্ভ।

জমে বরফ হয়ে গেল সাফিয়া, সাপ।

সাপটার মাথা পাপড়ি ভেদ করে পানির উপরে উঠে এল। ধুসর চোখজোড়া কালো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঠিক ওর দিকেই তাকিয়ে আছে ওটা।

একনজর দেখেই সাপটাকে চিনতে পারল সাফিয়া। মাথায় একটা সাদা ক্রস আছে ওটার-*Echis pyramidum*. কার্পেট ভাইপার নামে পরিচিত। মাথার ক্রসটা এখানে প্রতিনিধিত্ব করছে মৃত্যুর। এই এলাকায় প্রচুর কার্পেট ভাইপার বাস করে। এর বিষ একইসাথে হেমোটক্সিক (হেমোটক্সিক-রক্তের জন্য বিষাক্ত) আর নিউরোটক্সিক (নিউরোটক্সিক-স্নায়ুর জন্য বিষাক্ত)। এতটা ভয়াবহ যে কামড় খাবার মাত্র দশ মিনিটের মাঝে মারা যায় মানুষ। সাপটার দংশন করার ক্ষমতা এত দ্রুত যে, একদা মনে করা হত-ওটা উড়তে পারে।

এক মিটার লম্বা সাপটা সাফিয়ার দিকে সাঁতরে এগোল। নড়ার সাহস পর্যন্ত পাচ্ছে না ও। নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়ার পর বাথটাবে উঠে এসেছে ওটা। এখন খোলস ছাড়বার সময়, আর্দ্রতার খোঁজে এসেছে।

ওর পেটের কাছে এসে পৌঁছল সাপ, মাথাটা পানি থেকে একটু উপরে তুলল। বাতাসে লিকলিক করছে জিহ্বা। ভয়ে গায়ের সব পশম দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটার, কিন্তু এক চুল নড়ার সাহস পেল না সে।

বিপদের আশঙ্কা নেই ধরে নিয়ে, ওর পেটের উপর উঠে এল বিষাক্ত প্রাণিটা। গা বেয়ে উপরে উঠে, নগ্ন স্তনে এসে থামল। সাপটাকে উষ্ণ মনে হলো ওরা। দম ফেলতেও এখন ভয় পাচ্ছে, কিন্তু আটকে রাখবেই বা কতক্ষণ।

জায়গাটা বিশ্রাম নেবার উপযুক্ত স্থান বলে ধরে নিল কার্পেট ভাইপার। ঠিক ওর স্তনের উপর দলা পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রাণিটার ব্যবহার বড় অদ্ভুত মনে হলো সাফিয়ার কাছে। ওটা কি এখনও ওর হৃদস্পন্দন টের পায়নি?

দম ফুরিয়ে আসছে সাফিয়ার, বুকের মাঝে যেন কেউ ছুরি দিয়ে খোঁচাচ্ছে।

লাল জিহ্বা বের করে বাতাসের স্বাদ নিল সাপটা। সন্তুষ্ট চিত্তে আবারও শুয়ে পড়ল ওর স্তনের উপরে।

চোখের সামনে তারা দেখতে পাচ্ছে সাফিয়া, অক্সিজেনের অভাবটা প্রকট হয়ে উঠেছে। নড়লেই মরবে সে। এমনকি যদি শ্বাস নেবার চেষ্টাও করে...

আচমকা জানালার বাইরে একটা ছায়া দেখতে পেল সে।

বাইরে কেউ আছে!

ক্রেস অ্যান্ড ল্যাডারস

ᚸᛋᚢᚢᛊᚸᛁᚢᛋᚹᛁᚴᚢᚹᚹᛊᛚᚸ

২রা ডিসেম্বর, ০৮ঃ২৪ পি.এম.
ওল্ড টাউন, মাসকাট

"সাফিয়ার এত দেরী হচ্ছে কেনো?" ঘড়ি দেখতে দেখতে জানতে চাইল ওমাহা।

ডিনারের জন্য মিলিত হবার নির্ধারিত সময় দশ মিনিট আগেই পার হয়ে গিয়েছে। ওমাহার চেনা সাফিয়া ঘড়ি ধরে কাজ করতে পছন্দ করে। এজন্য কিউরেটর হিসেবেও মেয়েটা এত দক্ষ।

"এতক্ষণে চলে আসার কথা না?" জিজ্ঞাসা করল সে।

"আমি ওর জন্য গোসলের ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম।" ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল কারা, "পরিচারিকা কেবল পরিষ্কার কাপড় নিয়ে উপরে গেল।"

"গোসল?" গুঙিয়ে উঠল ওমাহা, "তাহলেই হয়েছে।"

সাফিয়া সব ধরনের পানির ভক্তঃ শাওয়ার, ঝর্ণা, ট্যাপ, নদী, লেক ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে গোসলকে। এ নিয়ে প্রায়ই মেয়েটা খেপাত ওমাহা। মরুভূমি থেকে কাউকে বের করে আনা যায়, কিন্তু কারও ভেতর থেকে মরুভুমিকে? অসম্ভব!

"তৈরি হয়ে চলে আসবে।" সাফিয়াকে বাঁচাতে চাইল কারা। হেনরির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "রওনা দেবার আগে হালকা ওমানি ডিনার খেয়ে নেয়া যাক।"

বসে পড়ল সবাই। পেইন্টার, কোরাল আর ক্রে একদিকে। ড্যানি আর ওমাহা অন্য দিকে। একদম মাথায়, প্রধানের জন্য সংরক্ষিত চেয়ারে বসল কারা।

অদৃশ্য কোন হাতের নির্দেশে, চাকর-বাকরেরা রান্নাঘর থেকে খাবার এনে পরিবেশন করল। ঢাকনা দিয়ে ঢাকা ডিশগুলো টেবিলে রেখে, আচ্ছাদন সরিয়ে ফেলল।

প্রতিটা ডিশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল কারা, "*মাকবুশ*...ভেড়ার মাংসের সাথে স্যাফ্রন চাল। *শুয়া*...মাটির চুলায় রান্না করা শুয়োরের মাংস। *মাশুই*...লেমন রাইসের সাথে আগুনে ঝলসানো কিংফিশ।" অন্যান্য ডিশের নামও বলল সে। টেবিলের ঠিক মাঝখানে সাজিয়ে রাখা আছে গোলাকৃতি পাতলা রুটি। রুখাল বলে ওগুলোকে।

ডিশগুলোর নাম শেষ করে কারা বলল, "ওমানের প্রথা-নিজেই নিজের পাতে খাবার তুলে নেয়া।"

ওর কথা শুনে সবাই যার যার পাতে খাবার তুলে নিল। একটা লম্বা পট থেকে কাঁপে *কাহওয়া* ঢেলে নিল ওমাহা, ওমানি কফি। প্রচন্ড কড়া। চুমুক দিল সে।

খেতে খেতে এদিক ওদিককার কথাই হলো বেশি। কাহওয়া পান করতে করতে মনোযোগ দিয়ে কারাকে দেখল ওমাহা।

শুকিয়ে গিয়েছে মেয়েটা, চোখটা এখনও জ্বলজ্বল করছে। তবে তাতে ঘোর লাগা ভাবটার প্রাধান্য বেশি। এই অভিযানের গুরুত্ব যে কারার কাছে কতটুকু, তা ভালো করেই জানে সে। সাফিয়ার কাছ থেকে লর্ড রেজিনাল্ড কেনসিংটনের ব্যাপারটা শুনেছে সে।

বাবা এভাবে হারিয়ে গেলে, আমার অবস্থা কী হতো? ভাবল সে। হয়তো অবিকল কারার অবস্থাই হতো। তবে কপাল ভালো, ওর বাবা এই বিরাশি বছর বয়সেও নেব্রাস্কায় বহাল তবিয়তে আছেন। ওর মা তো আরো শক্তপোক্ত।

পরিবারের কথা ভাবতেই এক টুকরা হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। ড্যানির গলার আওয়াজে মনোযোগ ছোট ভাইয়ের দিকে ঘুরে গেল। কারাকে বিশদ ব্যাখ্যা সহ কিডন্যাপের ঘটনাটা শোনাচ্ছে সে। ছোট ভাইয়ের উত্তেজনা আর যৌবন দেখে মজা পেল। একসময় ওমাহাও যুবক ছিল।

পেইন্টারের গলা থামিয়ে দিল ড্যানিকে, "মেয়ে?" ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল সে, "কিডন্যাপারদের একজন মেয়ে ছিলো?"

নড করল ড্যানি, "আমি দেখিনি, কিন্তু আমার ভাই দেখেছে।"

নিজের উপর বিজ্ঞানীর নজর টের পেল ওমাহা। "সত্যি নাকি?"

ওমাহা শ্রাগ করল শুধু।

"দেখতে কেমন ছিলো?"

ধীরে ধীরে জবাব দিল ওমাহা, "লম্বায় আমার সমান। যেভাবে নড়া চড়া করছিল, তাতে মনে হয় মিলিটারি ট্রেনিং প্রাপ্ত।"

কোরাল নামের মেয়েটার দিকে তাকাল পেইন্টার, দুজনের মাঝে অনুহ্য কোন ম্যাসেজ আদান প্রদান হলো।. ওরা এমন কিছু জানে, যা ওমাহারা জানে না। "চেহারার বর্ণনা?"

"কালো চুল আর সবুজ চোখ। বেদুইন। আর বাম চোখের নিয়ে এক ফোঁটা অশ্রুর মত দেখতে ট্যাটু আঁকা।"

"বেদুইন!" বলল পেইন্টার, "তুমি নিশ্চিত?"

"হ্যাঁ। এখানে পনেরো বছর ধরে কাজ করছি। ঠিক মত দেখতে পেলে, গোত্রও আলাদা করে বলতে পারি।"

“তাহলে বল, কোন গোত্রের ছিল মেয়েটা?”

“বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ পাইনি।”

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল পেইন্টার, চেহারায় স্বস্তির ভাব স্পষ্ট।

“এত আগ্রহের কারণ?” ওমাহার আগেই কারা প্রশ্নটা করে বসল।

শ্রাগ করল পেইন্টার, “ব্যাপারটা যদি গতানুগতিক কিডন্যাপের প্রচেষ্টা হয়, তাহলে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। কিন্তু যদি মিউজিয়াম আক্রমণের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহলে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। বোঝার চেষ্টা করা উচিত যে কে আমাদের পেছনে লেগেছে।”

ওর বক্তব্য যুক্তিযুক্ত শোনাল, কিন্তু ওমাহার কেন জানি মনে হল-এই আগ্রহের পেছনে অন্য কোন কারণ আছে।

কারা আর চাপ দিল না। রোলেক্সের দিকে তাকিয়ে বলল, “সাফিয়া কোথায়? এতক্ষণ ধরে নিশ্চয় গোসল করছে না।”

০৯:০২ পি.এম.

খুব আস্তে আস্তে শ্বাস নিচ্ছে সাফিয়া।

সাপ ভয় পায় না সে, কিন্তু ওদের প্রাপ্য সম্মানটা দিতে জানে। একদম মূর্তির ন্যায় বসে রইল বাথটাবে।

ভাইপারটার কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়া দেখে মনে হলো, খুব আরাম পাচ্ছে ওটা। আর্দ্রতা শুষে নিচ্ছে প্রাণিটার বয়স্ক চামড়া।

জানালার বাইরের নড়া চড়া আরেকবার নজরে পড়ল ওর। কিন্তু অনেক খুঁজেও কিছু দেখতে পেল না।

কার্পেট ভাইপারের কামড়ের ফলে কী হয়, তা মনে পড়ে গেল সাফিয়ারঃ কালো হয়ে আসে চামড়া, রক্তে যেন আগুন ধরে যায়, এমন তীব্র খিঁচুনি ওঠে যে হাড় পর্যন্ত ভেঙে যায়।

কেঁপে উঠতে শুরু করল সে।

এই বিষের কোন প্রতিষেধক নেই।

জোর করে নিজেকে শান্ত করল সে।

সাপটার উপর নজর রেখে ধীরে ধীরে শ্বাস নিল সে।

কিন্তু আচমকা দরজায় টোকার শব্দ শুনে চমকে উঠল।

মাথা তুলল ভাইপার। সেটার দেহের শক্ত হয়ে ওঠা পরিষ্কার টের পেল সাফিয়া।

“মিস্ট্রেস আল-মায়াজ।” দরজার ওপাশ থেকে কেউ ওকে ডাকল।

উত্তর দিলো না সাফিয়া।

লিকলিকে জিহ্বা বের করে আবারও বাতাসের স্বাদ নিল কার্পেট ভাইপার।

"মিস্ট্রেস?"

এবারের গলাটা হেনরির। নিশ্চয় খোঁজ নিতে এসেছে। রুমে কোন ঘড়ি নেই, কিন্তু সাফিয়ার মনে হলো রাত ফুরাতে আর বেশি বাকি নেই।

পিন পতন নিরবতার মাঝে তালায় চাবি ঢোকাবার আওয়াজটা কানে এসে লাগল। শব্দ করে খুলে গেল স্যুইটে প্রবেশ করার দরজা।

"মিস্ট্রেস আল-মায়াজ?" হেনরির গলা শোনা গেল, "আমি লিজাকে পাঠাচ্ছি।" এরপরই সাফিয়া শুনতে পেল চপল পায়ের ছোট ছোট পদক্ষেপের আওয়াজ।

এত আওয়াজে বিরক্ত হলো ভাইপার। মাথা উঁচু করে ফণা বের করল সাপটা। এই প্রজাতির ভাইপারগুলো খুব আক্রমণাত্মক হয়। খেপে গেলে এক মাইল পর্যন্ত পিছু পিছু ছোটার ইতিহাস আছে।

কিন্তু এই সাপটা অন্যরকম, ভিজে যেন দুর্বল হয়ে গিয়েছে।

"হ্যালো।" কম্পিত একটা গলা গোসলখানার বাইরে থেকে ভেসে এল।

সমস্যা হলো-মেয়েটাকে যে সাফিয়া সাবধান করে দেবে, সে উপায় নেই।

মাথা নিচু করে গোসলখানায় প্রবেশ করল একটা কমবয়সী মেয়ে। "আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মিস্ট্রেস।"

এবার মাথা তুলে সাফিয়ার চোখের দিকে চাইল সে-সেই সাথে দেখতে পেল হিসহিস করতে থাকা সাপটাকেও।

মুখে হাত দিল মেয়েটা, কিন্তু চিৎকারটাকে আটকাতে পারল না।

সাপটা ছুটে গেল মেয়েটার দিকে। এদিকে যেন ভয়ে জমে গিয়েছে পরিচারিকা।

কিন্তু সাফিয়া যায়নি।

অনেকটা রিফ্লেক্সের বশে কার্পেট ভাইপারের লেজ ধরে বসল ও, সাপটাও প্রতিক্রিয়া দেখাল। নিজের দেহটাকে ঘুরিয়ে ছোবল বসাতে চাইল সাফিয়ার গায়ে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল মেয়েটা, কিন্তু পিচ্ছিল টাইলসের কারণে পারল না।

সাফিয়ার কব্জি বরাবর ছোবল হানল সাপ, কিন্তু দক্ষ হাতের মোচড়ে নিজেকে বাঁচাল সে। আবারও চেষ্টা চালাবার জন্য কুণ্ডলী পাকাল প্রাণিটা।

কিন্তু ততক্ষণে উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে সাফিয়া, ইচ্ছা করছিল ওটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে। কিন্তু তাতে তো আর কোন সমাধান হবে না।

তাই চাবুক চালাবার মত করে কব্জি নাচাল সে। ফিজিক্সের সূত্র অমান্য করার ক্ষমতা তো আর সাপটার নেই, দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল ওটা। এত জোরে প্রাণিটার মাথা বাড়ি খেল যে সিরামিকটায় ফাটল ধরল।

একবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল দেহটা, বাথটাবের পানিতে পড়ে গেল মৃত সরীসৃপ।

“মিস্ট্রেস আল-মায়াজ!”

লিজার চিৎকার শুনে ভেতরে ঢুকে পড়েছে হেনরি। একহাত দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটাকে স্বান্তনা দিচ্ছে।

নিজের নগ্নতার জন্য লজ্জা পাবার কথা ছিল সাফিয়ার, কিন্তু এতক্ষণের মানসিক চাপ সেই শক্তিটুকুও নিঃশেষ করে ফেলেছে। চুপ চাপ দাঁড়িয়ে রইল সে, সাপটার মৃতদেহটাকে হাত থেকে পড়ে যেতে দিল।

একটা বড় তোয়ালে নিয়ে এল হেনরি, সাফিয়ার সামনে ধরতেই মেয়েটা এগিয়ে এল। তোয়ালে দিয়ে ওকে পেঁচিয়ে ধরল বিশ্বস্ত পরিচারক।

কান্না থামিয়ে রাখতে পারল না সাফিয়া, ফুঁপিয়ে উঠল।

জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ভেতরে প্রবেশ করছে, এক মুহূর্তের জন্য একটা ছায়া পড়ল ওতে। কেঁপে উঠল সাফিয়া, কিন্তু ওটা আসলে একটা বাদুড়।

তবুও বেড়ে গেল ওর কেঁপে ওঠা, তার সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ল হেনরির হাতের চাপ।

“তুমি এখন নিরাপদ।” পিতৃস্নেহে নিয়ে বলল বয়স্ক পরিচারক।

সাফিয়া জানে, কথাটার মাঝে একবিন্দুও সত্য নেই।

০৯ঃ২২ পি.এম.

জানালার বাইরে, ঝোপের মাঝে বসে আছে ক্যাসান্দ্রা। সাপটাকে সাফিয়া কিভাবে সামলাল, সেটা দেখেছে। চেয়েছিল কিউরেটর ঘর থেকে বের হলে গোপনে লোহার হৃদপিন্ডটা চুরি করে ফেলবে। কিন্তু ভাইপারটা সব পরিকল্পনায় পানি ঢেলে দিল।

তবে কিনা ক্যাসান্দ্রা জানে, সাপটা আপনা আপনি ওখানে আসেনি! ওটাকে রেখে আসা হয়েছে।

চাঁদের আলোয় আরেকটা অবয়বকে এক মুহূর্তের চেয়েও কম সময়ের জন্য দেখতে পেয়েছে সে।

অবয়বটা দেখতে পেয়েই পিছিয়ে এসেছে ক্যাসান্দ্রা। দুই হাতে শোভা পাচ্ছে দুটো পিস্তল। শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করে এনেছে গ্লক দুটো।

দেয়াল টপকে অবয়বটাকে চলে যেতে দেখল সে।

আততায়ী?

পুরোটা সময় ধরে বাগানে ওর সাথে একজন ছিল...কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

বোকার মত কাজ হয়ে গিয়েছে...

পরিকল্পনাটাকে আবার নতুন করে সাজিয়ে নিল সে। এখন আর গোপনে কিউরেটরের ঘরে প্রবেশ করা সম্ভব না।

কিন্তু এই আততায়ীর ব্যাপারটা আলাদা।

ওমাহা আর ড্যানিয়েল ডানকে কিডন্যাপ করার ব্যর্থ চেষ্টা সম্পর্কে ভালোভাবেই জানে সে। কিন্তু সেটা কি আসলেই মুক্তিপণের উদ্দেশ্যে ছিল, নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা এখনও জানতে পারেনি।

এখন আবার কিউরেটরের প্রাণের উপর হামলা চালানো হলো!

কাকতালীয় হতেই পারে না। দুটো ঘটনার মাঝে কোন যোগসূত্র নিশ্চয় আছে, এমন কিছু যা গিল্ডের অজানা। কিন্তু সেটা কী?

হৃদপিন্ড এক স্পন্দিত হতে যতটুকু সময় নেয়, তার মাঝে এতসব খেলে গেল ক্যাসান্ড্রার মাথায়।

উত্তর পাবার মাত্র একটা উপায় আছে।

গ্লক দুটো হোলস্টারে রেখে বেল্ট থেকে গ্রাপলিং গানটা তুলে নিল সে।

আততায়ীকে ধরতেই হবে।

দেয়ালের উপরে উঠে চোখে নাইট ভিশন গগলস গলালো সে। কালো অন্ধকারে ঢাকা গলিটা সবুজ আর সাদায় ভরে উঠল।

আততায়ীর উপর নজর পড়ল ওর।

সেদিকে দৌড় দিল ক্যাসান্ড্রা। আততায়ী নিশ্চয় ওর পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে, কেননা গতি বাড়িয়ে দিল সেও।

ধুর।

খেজুর গাছের পাতাকে ব্যবহার করে, গতি না কমিয়েই নিচে নামল মেয়েটা। ওদিকে একটা চৌরাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওর লক্ষ্য।

ক্যাসান্ড্রা কন্ট্রোলকে নির্দেশ দিতেই আশেপাশের মানচিত্র ভেসে উঠল গগলসে। ওল্ড টাউনে কোন প্ল্যান বা ডিজাইন মেনে বিল্ডিং বানানো হয়নি, গোলকধাঁধা একটা।

যদি একবার আততায়ীকে হারিয়ে ফেলে...

গতি বাড়িয়ে দিল ক্যাসান্ড্রা। মানচিত্র বলছে, মাত্র ত্রিশ গজ সামনে আরো অনেকগুলো গলিমুখ আছে।

ওখানে পৌঁছাবার আগেই থামাতে হবে আততায়ীকে।

দৌড়াতে দৌড়াতে গ্রাপলিং গানটা হাতে তুলে নিয়ে নিল সে। লক্ষস্থির করে চেপে ধরল ট্রিগার।

ইস্পাত নির্মিত রশিটা ছুটে বের হলো, ওর টার্গেটের কাঁধের উপর দিকে উড়ে গেল গ্রাপলিং হুক।

সাথে সাথে রিট্রাক্টরে চাপ দিলে ক্যাসান্দ্রা। এবার রশিটার ফিরে আসার পালা।

ফেরার পথে গ্রাপলিং হুকটা কামড় বসালো আততায়ীর কাঁধে, ঘুরে উঠল সে।

আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল ক্যাসান্দ্রা।

কিন্তু বিজয়ের হাসি একটু দ্রুতই হেসে ফেলেছে।

আততায়ী নিজের ঘূর্ণন থামাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। বরং ঘুরতে ঘুরতে শরীর থেকে খসিয়ে ফেলল আলখেল্লা। নাইট ভিশন গগলস দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল ক্যাসান্দ্রা।

আততায়ী একজন মহিলা!

নিজেকে সামলে নিয়ে আবার ছোটা শুরু করল আততায়ী।

গাল বকে পিছু নিল ক্যাসান্দ্রা। মনে মনে টার্গেটের দক্ষতার প্রশংসা না করে পারল না। একবার ভাবল গ্লকটা দিয়ে গুলি করবে কিনা। কিন্তু না, ওর উত্তর চাই। আর মরা মানুষ উত্তর দেয় না।

টার্গেট আরেকটা বাঁক ঘুরল।

রাত অনেক হয়েছে, রাস্তা ঘাট ফাঁকা। ক্যাসান্দ্রা আরেকবার মানচিত্র দেখে নিল, হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। যে গলিতে আততায়ী প্রবেশ করেছে, সেটা আসলে কানাগলি। জালাই দূর্গের দেয়ালে গিয়ে মিশেছে। এদিক দিয়ে দূর্গটায় প্রবেশ করার কোন রাস্তা নেই।

তাই বলে গতি কমাবার প্রশ্নই আসে না। একটা গ্লক হাতে তুলে নিল সে, অন্য হাত দিয়ে রেডিও স্পর্শ করল। "দশ মিনিটের মাঝে ইভ্যাক (ইভ্যাকুয়েশন, এলাকা ছেড়ে যাওয়া) টিম দরকার। আমার জিপিএস লোকেশনে পাঠাতে হবে।"

উত্তর এল অল্প কথায়, "বুঝতে পেরেছি। দশ মিনিট পর ইভ্যাক।"

পরিকল্পনা মোতাবেক, দলের সাব কমান্ডার তিনটা ডার্ট বাইক পাঠাবে। বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে ওগুলোতেঃ সাইলেন্সড মাফলার, রাবারের টায়ার আর উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইঞ্জিন। এই এলাকায় বাইক ছাড়া চলাচল করা মুশকিল। ক্যাসান্দ্রার যতক্ষণে টার্গেটকে কোণঠাসা করে ফেলবে, ততক্ষণে এসে পড়বে বাইকগুলো।

নাইট ভিশনের সাদা আলোটা দেখে ক্যাসান্দ্রা বুঝতে পারল যে আততায়ী গতি কমাচ্ছে। ভুল করে যে সে কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে, সেটা মনে হয় টের পেয়ে গিয়েছে।

ক্যাসান্দ্রা এগিয়ে গেল।

জালাই দূর্গের সামনে এসে দেখতে পেল, দেয়ালটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নগ্ন আততায়ী। দুপাশের দোকানগুলো পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। উপরের দিকে

তাকিয়ে আছে সে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ক্যাসান্দ্রা-আততায়ী মেয়েটা যদি দোকান বেয়ে উঠতে চায়, তাহলে এমনভাবে দুএকটা গুলি করবে যেন সাপও না মরে আর লাঠিও না ভাঙে।

গলির ভেতরে প্রবেশ করল ক্যাসান্দ্রা, পালাবার আর কোন পথ অবশিষ্ট রইল না।

আততায়ী ওর উপস্থিতি টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে চারপাশ, তাই নাইট ভিশন গগলসটা কপালে তুলে রাখল ক্যাসান্দ্রা।

গ্লকটা সামনে ধরে আরবীতে বলল, "এক পাও নড়বে না।"

শ্রাগ করল আততায়ী, যেন পাত্তাই দিল না উদ্যত পিস্তলকে। এতক্ষণ এক টুকরা ছোট সাদা কাপড় পেঁচানো ছিল ওর গায়ে, সেটা এখন কাছে এসে দেখতে পেল ক্যাসান্দ্রা।

বেশ লম্বা মেয়েটা, মরাল গ্রীবা আর ছোট ছোট আপেলের মত স্তন। শরীর থেকে অবশিষ্ট কাপড়টাও খুলে ফেলল সে। গ্রীক কোন মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হলো। একটা গয়নাও ব্যবহার করেনি সে, শুধু বাম চোখের নিচে একটা ট্যাটু আছে। একটা অশ্রুবিন্দু।

এতক্ষণের মাঝে এই প্রথম কথা বলে উঠল আততায়ী। তবে ভাষা আরবী নয়। ক্যাসান্দ্রার অনেকগুলো ভাষা জানা আছে। পরিচিত মনে হলো কথাগুলো, কিন্তু বুঝতে পারল না।

কিছু বলে ওঠার আগেই আততায়ী এক পা পিছিয়ে এল, দূর্গের দেয়ালের ছায়ার ভেতর ঢুকে গেল সে। এক মুহূর্তের জন্য তাকে হারিয়ে ফেলল ক্যাসান্দ্রা।

দূরত্ব ঠিক রাখার জন্য ছায়ার দিকে এগোল সে।

কিন্তু...

এ তো অসম্ভব।

নাইট ভিশন গগলস পরে নিল তাড়াতাড়ি। কিন্তু তাতেও লাভ হলো না।

আততায়ী মেয়েটা যেন হাওয়ায় উবে গিয়েছে।

পিস্তল উঁচু করে ধরে দৌড়ে এগোল ক্যাসান্দ্রা, সাত পা ফেলতেই পৌঁছে গেল দেয়ালের কাছে। একহাত দিয়ে দেয়ালটা স্পর্শ করল সে। নিরেট দেয়াল।

বেমালুম হাওয়ায় মিশে গিয়েছে আততায়ী।

যেন মরুভূমির ভূত।

কিন্তু আততায়ীর ফেলে যাওয়া কাপড় সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তা অসম্ভব। ভূতের কাপড়-চোপড়ের দরকার নেই।

ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল ক্যাসান্দ্রার। ব্যাকআপ এসে গিয়েছে।

ভালমত আরেকবার এলাকাটা দেখে নিয়ে সে একদম সামনের বাইকটার দিকে এগোল, "আসার পথে কোন নগ্ন মেয়েকে দেখেছ?"

বিস্মিত রাইডার জবাব দিল, "নগ্ন?"

"আচ্ছা বাদ দাও।" বলল ক্যাসান্ড্রা।

বাইকে উঠে বসল সে। রাতটা বৃথা গেল।

বাহনটা চলতে শুরু করলে, রাতের অভিজ্ঞতা মনে মনে উল্টে পাল্টে দেখল ও।

কোথায় শুনেছে ভাষাটা?

ঘাড় ফিরিয়ে জালাই দূর্গের দিকে একবার তাকাল, চাঁদের আলোয় প্রাচীন স্থাপনাটাকে রহস্যময় দেখাচ্ছে।

প্রাচীন!

আবার ভাবল মেয়েটার কথা নিয়ে। যদিও অর্থ বুঝতে পারল না, তবে ভাষাটা চিনতে পারল। মৃত একটা ভাষা।

অ্যারামিক।

যীশু খ্রিষ্টের ভাষা।

১০:২৯ পি.এম.

"সাপটা ভেতরে ঢুকল কিভাবে?" জানতে চাইল পেইন্টার।

ডাইনিং টেবিলের সবাই পরিচারিকার চিৎকার শুনতে পেয়ে ছুটে এসেছে। কারা সাফিয়াকে রোব পরাবার সময়টুকু বাকি সবাইকে বাইরে দাঁড়াতে হয়েছে।

বিছানায় শায়িত সাফিয়ার পাশ থেকে জবাব দিল কারা, "এই সাপ এখানকার খুব পরিচিত একটা প্রাণি। যেখানে সেখানে দেখা যায়।"

"খোলস ছাড়ছিল।" কর্কশ কণ্ঠে বলল সাফিয়া।

কারা জোর করে ওকে একটা পিল খাইয়েছে, সেই ওষুধের প্রভাবে জিহ্বায় জড়তা চলে এসেছে। "খোলস ছাড়ছে এমন সাপ পানি খুব পছন্দ করে।"

"তাহলে হয়তো বাইরে থেকে এসেছে।" বলল ওমাহা।

"সে যাই হোক। ঝামেলা চুকে বুকে গিয়েছে। এখন আমাদের রওনা হওয়া দরকার।" হাতের কাজটার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করল কারা।

"দুএক দিন অপেক্ষা করলে কি এমন ক্ষতি হবে?" সাফিয়ার দিকে তাকিয়ে ওমাহা বলল।

"না।" আপত্তি জানাল মেয়েটা, "আমাকে নিয়ে ভেবো না।"

কারা নড করল, "মাঝরাতে আমাদের পোর্টে থাকার কথা।"

"কোথায় যাচ্ছি, তা কিন্তু এখনও বলনি।" হাত তুলে বলল পেইন্টার।

এমনভাবে হাত নাড়ল কারা, যেন দূর্গন্ধ সরাচ্ছে। "পৌঁছলেই দেখতে পাবে। যাই এখন, অনেক কাজ বাকি।" ওমাহার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সে, "এক ঘন্টা পর সবাই যেন কোর্ট ইয়ার্ডে থাকে।"

সাফিয়ার দুপাশে দাঁড়িয়ে রইল দুই পুরুষ। নড়ছে না কেউ, কেউই বুঝতে পারছে না যে কিভাবে সাফিয়াকে স্বান্তনা দেয়া যায়। হেনরি দুই হাত ভর্তি কাপড় নিয়ে ঘরে ঢুকে নিস্তার দিল ওদের।

"স্যারেরা, মিস্ট্রেস আল-মায়াজকে সাহায্য করার জন্য এক পরিচারিকাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আপনারা যদি..." দরজার দিকে ইঙ্গিত করল সে।

পেইন্টার সাফিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল, "ধকল সইবে তো?"

নড করল সাফিয়া, "অসুবিধা হবে না।"

"আচ্ছা ঠিক আছে। আমি বাইরেই আছি।"

মুচকি হাসল মেয়েটা। পেইন্টার টের পেল, সেও হাসছে।

"দরকার হবে না।"

"জানি, কিন্তু তাও থাকব।" ঘুরে দাঁড়াল পেইন্টার।

দেখতে পেল, ওমাহা ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটার চোখে সন্দেহ, সেই সাথে রাগের আভাও আছে।

ওমাহা পেইন্টারকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, "ভাল কাজ দেখিয়েছ বেবী।"

"একটা সাপ মেরেছি মাত্র।" উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল মেয়েটা, "রওনা দেবার আগে অনেক কাজ করতে হবে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওমাহা, "বুঝতে পেরেছি।" বাইরে এসে পেইন্টারকে দেখতে পেল সে, হলে আর কেউ নেই।

"ড. ডান..." গলা খাঁকড়ি দিয়ে বলল পেইন্টার। থমকে দাঁড়াল আর্কিওলজিষ্ট।

"ওই যে সাপটার কথা বলছিলে..." বলল পেইন্টার, "যে বাইরে থেকে এসেছে। কেন?"

শ্রাগ করল ওমাহা, "নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কিন্তু কার্পেট ভাইপার শেষ বিকালের রোদ ভালোবাসে। সারাদিন ধরে ওটা ঘরের ভেতর ছিল, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।"

পেইন্টার সাফিয়ার স্যুইটের দিকে তাকাল। ওতে শুধু সকালের আলো পড়ার কথা।

"তুমি ভাবছ কেউ ইচ্ছা করে সাপটাকে ওখানে রেখে গিয়েছে, তাই না?"

"হয়তো একটু বেশি বেশিই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাও..."

"কখনও কখনও কিন্তু সাপ মানুষকে আক্রমণ করে বসে।" বলল ওমাহা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পেইন্টার। ওমাহা চলে যেতে কোরাল ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

"লোকটার সমস্যা আছে।"

"কার নেই বলো?"

“তোমাদের কথা শুনে ফেলেছি কমান্ডার।” বলল মেয়েটা, “তুমি কি তৃতীয় কোন পক্ষের অস্তিত্ব আছে বলে ভাবছ?”

“অবশ্যই।”

“ক্যাসান্দ্রা?”

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল পেইন্টার, “নাহ্। অপরিচিত কেউ।”

ভ্রূ কুচকালো কোরাল, “খারাপ কথা।”

“হুম।”

“আর এই কিউরেটর...” কোরাল চাপ দিল, “দয়াবান সিভিলিয়ান বৈজ্ঞানিকের অভিনয় কি যথেষ্ট হয়নি?”

মেয়েটার গলার সতর্কতার সুরটা ধরতে পারল পেইন্টার। পেশাদার ব্যবহার যেন ব্যক্তিগত আচরণ না হয়ে যায়, সেই সতর্কতা।

“আচ্ছা, তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ সন্দেহ করলে আমাদের কি তথ্য খোঁজা দরকার না?”

“অবশ্যই। আর সেজন্যই এখন তুমি বাইরে যাচ্ছ।”

ভ্রূ উঁচু করে তাকাল কোরাল।

“আমি প্রহরায় আছি।” ইঙ্গিতে দরজাটা দেখাল সে।

“বুঝতে পারলাম।” ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল কোরাল, “কিন্তু কিসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাইছ? মেয়েটার না মিশনের?”

পেইন্টার গলায় কর্তৃত্ব এনে বলল, “এক্ষেত্রে দুটোই এক।”

১১ঃ৩৫ পি.এম.

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সাফিয়া। দু-দুটো ডায়াজেপাম (একধরনের সিডেটিভ) খাবার পর, মাথা ঠিকমত কাজ করছে না ওর। মাঝরাতের আলোয় অদ্ভুতুড়ে দেখাচ্ছে সবকিছু। সামনেই মাসকাট পোর্টের আলো দেখা যাচ্ছে। জায়গাটা চব্বিশ ঘন্টা ব্যস্ত থাকে।

লিমোটা পোর্টের ব্যস্ততম অংশটুকু পার হয়ে, হার্বারের (পোতাশ্রয়) একেবারে কোণার দিকে অগ্রসর হলো। ওদিকে আরবের ঐতিহ্যবাহী ধাউগুলো থাকে।

“এসে গিয়েছি প্রায়।” সাফিয়াকে বলল কারা। ড্রাইভার আর বডিগার্ড ছাড়া আর একজনই আছে লিমোতে, সাফিয়ার গ্রাড স্টুডেন্ট ক্লে। নাক ডাকছে ছেলেটা।

ওদের পিছু পিছু অন্য লিমোতে আসছে আমেরিকানরাঃ পেইন্টার আর তার পার্টনার, ওমাহা আর তার ভাই।

সোজা হয়ে বসল সাফিয়া। কিভাবে ওরা সালালাহ যাবে, সে ব্যাপারে কারা ওকে কিছুই জানায়নি। কিন্তু যেহেতু পোতাশ্রয়ে এসেছে, তাই ধরে নেয়া যায় নৌ-ভ্রমণ করতে হবে। মাসকাটের মত সালালাহও উপকূলবর্তী শহর। সমুদ্র ভ্রমণ

করাই সুবিধাজনক। অনেক ধরনের নৌ বাহন পাওয়া যায় এখানে, আর যেহেতু কারার তাড়া আছে তাই সম্ভবত সবচেয়ে দ্রুত গতির বাহনটাই ভাড়া করবে সে।

গেট দিয়ে ঢুকল লিমো দুটো। একের পর এক বোট পার হয়ে এগিয়ে গেল ওরা, সাফিয়া অবাক হয়ে গেল। এই জায়গা চিনতে পারছে না সে।

"কারা...?" জানতে চাইল সে।

কিন্তু উত্তর পাবার আগেই, লিমোটা শেষ হার্বার অফিস পার হয়ে থেমে দাঁড়াল। চোখের সামনে অসাধারণ জাহাজটাকে দেখতে পেল সাফিয়া। কর্মচারী, তাঁদের চিৎকার চেঁচামেচি আর মুক্ত পাল দেখে সাথে সাথেই চিনতে পারল জাহাজটাকে।

"এই জাহাজ!" বিড় বিড় করে বলল সাফিয়া।

"হ্যাঁ।" কারার উত্তর শুনে তাকে খুব একটা সন্তুষ্ট বলে মনে হলো না। "সুলতান কাবুস নিজে বলায় আমি ফিরিয়ে দিতে পারিনি।"

দরজা খুলে নিচে নামল সাফিয়া। একশ ফুট লম্বা মাস্তুলের একদম শীর্ষটা দেখতে গিয়ে মাথা ঘুরল ওর। জাহাজটা লম্বায় তার দ্বিগুণ।

"সাবাব ওমান!" অবাক হয়ে বলল সাফিয়া।

সুলতানের গর্ব এই জাহাজ। পৃথিবীর সামনে ওমানের নৌ শক্তির প্রতিনিধি, দেশটার সামুদ্রিক ইতিহাসের সাক্ষী। ডিজাইন গতানুগতিক ইংরেজ জাহাজের মত। অগ্রবর্তী মাস্তুলটা চতুর্ভূজাকৃতির, মূল আর পিছনের মাস্তুল দুটোও তাই। ১৯৭১ সালে স্কটিশ ওক আর উরুগুয়ের পাইন কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছিল। সেসময়ে একইসাথে ভাসমান আর কর্মক্ষম সবচেয়ে বড় বাহন ছিল এই জাহাজ। বিগত ত্রিশ বছর ধরে বিভিন্ন রেস আর বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে সাবাব ওমান।

কে ভ্রমণ করেনি এই রাজসিক জাহাজে? প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী-সবার পা পড়েছে এতে। এখন সুলতান কারার ব্যবহারের জন্য জাহাজটাকে ধার দিচ্ছেন-কেনসিংটন পরিবারের সাথে ওমান রাজপরিবারের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের প্রমাণ।

খুশি খুশিভাবটা টের পেয়ে নিজেই অবাক হয়ে গেল সাফিয়া। সাপের ভয় আর নানা সন্দেহের চাপ উঠে গিয়েছে মন থেকে। হয়তো ডায়াজেপাম খাবার ফল। কিন্তু কৃতিত্বটা সমুদ্রের গন্ধ বয়ে আনা বাতাসকে দিতে চায় ও।

অন্য লিমোটাও এসে পড়েছে। আমেরিকানরা বের হলো গাড়িটা থেকে। সবার নজর এখন সাবাব ওমানের উপর।

ওমাহা বাদে সবাই প্রভাবিত .বলে মনে হলো। অবশ্য আর্কিওলজিষ্ট আগে থেকেই জাহাজটার কথা জানে। "বাহ, পুরো অভিযানটা দেখি সিন্দাবাদের অভিযানে রূপ নিয়েছে।" বলল সে।

"রোমে গেলে রোমানদের মত..." বলল কারা।

১১ঃ৪৮ পি.এম.

পোতাশ্রয় থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে জাহাজটা কে দেখছে ক্যাসান্দ্রা। গিল্ড কিনে নিয়েছে এই ওয়্যারহাউজ। পুরো ওয়্যার হাউজের অর্ধেকটা ভরে আছে চোরাই ডিভিডি দিয়ে।

অন্য অর্ধেকটা নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে ক্যাসান্দ্রা। আগে ছিল একটা মেকানিকস শপ, একটা ড্রাই ডক আর নোঙ্গর ফেলার জায়গাও আছে (ড্রাই ডক- এমন কোন বেসিন যেটাতে পানি ভরলে তা অন্য কোন বস্তুকে ভাসিয়ে রাখতে পারে)।

গত সপ্তাহে বেশ কয়েকটা বাহন এখানে এনে রাখা হয়েছে, উদ্দেশ্য ওগুলোকে আক্রমণের সময় ব্যবহার করা।ট্রলার পোতাশ্রয় ছেড়ে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট ঢেউয়ের কারণে দুলছে এখন। কিছু কিছু এসেছে বাক্সবন্দী অবস্থায়, আবার কয়েকটা এসেছে সমুদ্র পথে। নোঙ্গর ফেলে আছে তিনটা বোস্টন হোয়েলার (এক ধরনের নৌকা)। প্রত্যেকটার সাথে লাগানো আছে কালো জেট স্কি। গিল্ড ডিজাইনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে, অ্যাসল্ট রাইফেল লাগানো হয়েছে প্রত্যেকটাতে। এছাড়াও আছে ক্যাসান্দ্রার কমান্ড বোট। হাইড্রোফয়েলটা (দ্রুত গতি সম্পন্ন একধরনের নৌ-বাহন) একশত নটের চেয়ে বেশি গতিতে চলতে সক্ষম।

ক্যাসান্দ্রার বারো সদস্যের দলটা শেষ বারের মত সবকিছু দেখে নিচ্ছে। ওর ন্যায় এরাও প্রাক্তন স্পেশাল ফোর্স সদস্য। তবে সিগমা এদেরকে রিক্রুট করেনি। নাহ, এদের মাথা কম চলে-সেজন্য না। কারণ এরা অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। গিল্ড বেছে বেছে এদেরকে দলে ভিড়িয়েছে। এই দলের সবার মাঝে আছে নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা, অসম্ভব ধূর্ততা আর নিজের দলের প্রতি অসম্ভব আনুগত্য। এই শেষ বৈশিষ্ট্যটা যদি সিগমা সদস্যদের মধ্যে থাকত, তাহলে তারাও বর্তে যেত। তবে গিল্ড যে বৈশিষ্ট্যের কারণে এদের সবাইকে দলে ভিড়িয়েছে তা হলঃ টার্গেট যে বা যাই হোক না কেন, খুন করতে এসব মানুষের কোন আপত্তি নেই।

ওর সেকেন্ড ইন কমান্ড এগিয়ে এল, "ক্যাপ্টেন স্যানচেজ, স্যার।"

মনিটরে বাইরের লাইভ ফিড দেখছিল ক্যাসান্দ্রা, সেখান থেকে নজর না সরিয়েই বলল, "বল কেন।"

জন কেন পুরো দলের একমাত্র নন-আমেরিকান। অস্ট্রেলিয়ার SAS বা স্পেশাল এয়ার সার্ভিসের সদস্য ছিল সে। গিল্ডের জাতীয়তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। সাড়ে ছয় ফুটের চেয়ে বেশি লম্বা কেনের দেহ পেশিবহুল। কামানো মাথা একদম মসৃণ। শুধু চোয়ালের নিচে ছোট কালো দাঁড়ি রেখেছে।

এই দলটা আসলে কেনের নিজের হাতে তৈরি। গিল্ড সারা বিশ্ব জুড়ে এরকম অসংখ্য দল স্ট্যান্ডবাই-এ রেখেছে। কিন্তু কোন দল অন্য দলের কথা জানে না। শুধু জানে, আদেশ আসলে মুহূর্তের মাঝে তৈরি হয়ে যেতে হবে।

সিগমা ফোর্সের ব্যাপারে জানা থাকার কারণে, ক্যাসান্দ্রাকে এই দলের প্রধান করে পাঠানো হয়েছে। এই মিশনে ওরাই গিল্ডের শত্রুপক্ষ। সিগমার কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ভালোভাবেই জানে সে। এমনকি সিগমা দলের নেতা-পেইন্টার ক্রোয়ের ব্যাপারেও জানে।

“আমরা তৈরি।” বলল কেন, ওদিকে পেইন্টারের দলের সবাই সাবাব ওমানে উঠে পড়েছে।

নড করে ঘড়িতে সময় দেখে নিল ক্যাসান্দ্রা। ঠিক মাঝরাতে যাত্রা শুরু করবে জাহাজটা। এরপর এক ঘন্টা অপেক্ষা করে কাজ শুরু করতে হবে ওদের। মনে মনে পরিকল্পনা করা শুরু করে দিল মেয়েটা।

“*আর্গস*-এর কি খবর?” জানতে চাইল সে।

“কয়েক মিনিট আগে রেডিও তে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। জায়গামত পৌছে গিয়েছে ওটা।”

আর্গস একটা সাবমারসিবল (সাবমেরিনের মত, তবে ছোট)। বাহনটার ইঞ্জিন পারঅক্সাইড দিয়ে চলে আর সেই সাথে আছে মিনি-থর্পেডো। যেমন দ্রুতগতির, তেমনি ভয়ানক একটা যন্ত্র।

আবারও নড করল ক্যাসান্দ্রা। ঠিক ঠাক ভাবে চলছে সবকিছু।

সাবাব ওমানের কারও আগামীকালের সূর্য দেখার সৌভাগ্য হবে না।

মাঝরাত

হেনরি বাথটাবের পানি ফেলে দেবার ব্যবস্থা করে, গোসলখানার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে রাবারের গ্লাভস, হাতা ভাঁজ করা।

যে কোন পরিচারিকাকে পাঠানোই একাজের জন্য যথেষ্ঠ ছিল। কিন্তু কেউ আসার সাহস পায়নি। নিজেকে এই প্রাসাদের প্রহরী মনে করে হেনরি। তাই আর কাউকে না পাঠিয়ে নিজে চলে এসেছে। কার্পেট ভাইপারটার মরদেহের ব্যবস্থা করতে। এই মুহূর্তে পানিতে ভাসছে সেটা।

এমন জীবন্ত মনে হলো লাশটাকে যে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল হেনরি।

“নিজেকে সামলাও বুড়ো।” আপন মনে বলল।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সাপটার দেহের মাঝখানটা ধরল সে। চেহারা বিতৃষ্ণায় কুঁচকে এল। “হতচ্ছাড়া, হারামী।” গাল দিল সাপটাকে।

বাথ টাব থেকে লাশটা সরিয়ে ফেলল সে। লেজ ধরে ফেলে দিল একটা বাকেটে। কুন্ডলি পাকিয়ে পড়ে রইল দেহটা।

প্রায় জীবন্ত লাশটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। চূর্ণ বিচূর্ণ মাথাটা না থাকলে হয়তো জীবিত বলেই ধরে নিত। সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আচমকা বৈসাদৃশ্যটা নজরে পড়ল, “এ কী?”

খুঁজে পেতে একটা প্লাষ্টিকের চিরুনি নিয়ে এল হেনরি, আলতো করে সাপটার মাথা ধরে মুখটা খুলল সে।

“কী অদ্ভুত!” বিড় বিড় করে বলল সে।

সাপটার কোন বিষদাঁত নেই!

ব্লাড অন দ্য ওয়াটার

৩ রা ডিসেম্বর, ১ঃ০২ পি.এম.
আরব সাগর

রেইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সাফিয়া, ভেসে পার হয়ে যাচ্ছে দূরত্ব। থেকে থেকে আওয়াজ করে উঠছে বিশাল জাহাজটা। রাতের বাতাসে পতপত করে উড়ছে পাল।

মেয়েটার মনে হচ্ছে, অন্য এক সময়ে চলে এসেছে যে। এমন সময় যখন পৃথিবীতে চলত শুধু বাতাস, পানি আর বালুর রাজত্ব। মাসকাটকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে ওরা। মাথার উপর তারা উঁকি দিচ্ছে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। সাবাব ওমান সালালাহ পৌঁছাবার আগেই বৃষ্টি হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্যাপ্টেন অবশ্য আবহাওয়ার খবর সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে। দশ ফুট উঁচু উঁচু ঢেউ এর সম্মুখীন হবার সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে। "সাহাবের অবশ্য কোন সমস্যা হবে না।" হাসতে হাসতে বলল সে, "কিন্তু হালকা দুলুনি হতে পারে। বৃষ্টির সময় কেবিনে থাকলেই ভালো হয়।"

তাই বৃষ্টি আসবার আগের সময়টুকু খোলা আকাশের নিচে কাটাতে চায় সাফিয়া। সারাদিনের উত্তেজনার পর, কেবিনটাকে বড় বেশি ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে।

পেছন থেকে কথা বলে উঠল কেউ একজন, "আমাদের পরিচিত সভ্যতার সর্বশেষ দৃশ্য।" মাসকাটের মিলিয়ে যেতে থাকা ছবির প্রতি ইঙ্গিত।

ক্লে বিশপ এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওর পাশে, একহাতে রেলিং শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে। অন্য হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

আচমকা অনুপ্রবেশের কারণে বিরক্ত হলেও, আচরণে তা প্রকাশ করল না সাফিয়া। "ঐ আলোগুলো শহরটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার। সেটা কী, বলতো মি. বিশপ?"

শ্রাগ করল ছেলেটা। বলল, "তেল পরিশোধনাগার?"

এই উত্তরটাই আশা করেছিল সে, কিন্তু তা ভুল। "না। পানি লবণমুক্ত করন ব্যবস্থাপনা। ওখান থেকে সারা শহরে স্বাদু পানি সরবরাহ করা হয়।"

"পানি?"

"হ্যাঁ। তেল আরবের সম্পদ হতে পারে, কিন্তু পানি হলো এর জীবন।"

পশ্চিমের খুব কম মানুষ এই ব্যাপারটা জানে। এই এলাকায় পানি সংক্রান্ত চুক্তিগুলো এখন তেল সংক্রান্ত চুক্তির চাইতেও দামী।

ক্লে অবশেষে বলল, "পান করার জন্য হুইস্কি আর পানি মারামারির জন্য।"

বুঝতে পারল না সাফিয়া।

"মার্ক টোয়েন বলেছিলেন।" বুঝিয়ে বলল ছেলেটা।

আসলেই তাই, এখানকার পরিস্থিতি বোঝাবার জন্য এরচেয়ে ভালো লাইন আর হয় না, "একদম ঠিক বলেছ মি. বিশপ।"

পোষাক আষাকে অন্যরকম মনে হলেও, ক্লে আসলে বেশ বুদ্ধিমান এক যুবক। এই অভিযানে ওকে সঙ্গে আনার এটাও একটা কারণ। একদিন খুব ভালো গবেষক হতে পারবে সে।

সিগারেটে আরেকটা টান দিল ক্লে। আগুনের আবছা আলোয় সাফিয়া দেখতে পেল, এত জোড়ে ছেলেটা রেলিং আঁকড়ে ধরেছে যে, আঙুলের গিঁটগুলো পর্যন্ত সাদা হয়ে আছে।

"ঠিক আছ তো?"

"সমুদ্রের ভক্ত আমি কোন কালেই ছিলাম না।"

ছেলেটার হাতে আলতো করে হাত রাখল সাফিয়া, "ঘুমাতে যাও, মি. বিশপ।"

এদিকে ডেক জুড়ে কাজ করে বেড়াচ্ছে কম বয়সী ট্রেইনিরা। ওমানের রয়াল নেভীর ট্রেইনিদের অনেককে অভিজ্ঞতার জন্য সাহাব ওমানে কাজ করতে পাঠানো হয়। সবসময় চালাতে হয় জাহাজটাকে। এইতো আর মাস দুয়েক পরেই প্রেসিডেন্ট'স কাপ নৌকা বাইচ টুর্ণামেন্টে অংশ নিবে সাবাব ওমান।

ডেকের মাঝখান থেকে ভেসে আসা চিৎকার আর আরবী গালির ফুলঝুড়িতে ভেঙে গেল রাতের নীরবতা। ঘুরে দাঁড়িয়ে সাফিয়া দেখতে পেল, মাঝডেকের কার্গো হ্যাচটা খুলে গিয়েছে। একজন নাবিককে অজ্ঞান করে ফেলেছে। আরেকজন খোলা হ্যাচ দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এসেই ঝাঁপ দিল পাশে।

নাবিকের লম্ফ ঝম্ফের কারণটাও এক মুহূর্ত পর দেখা গেল।

ডেকের কাঠে খুরের আঘাতের আওয়াজ শুনতে পেল সবাই। সাদা একটা স্ট্যালিয়ন ডেকে এসে উপস্থিত হয়েছে। নিচে, কার্গো হোল্ডে এতক্ষণ আটকে থাকাটা তার একদম পছন্দ হয়নি। চাঁদের রূপালি আলোয়, প্রাণিটার কেশর রূপার মতই দেখাচ্ছে।

"জেসাস!" ক্লে সাফিয়ার পাশ থেকে বলে উঠল।

পেছনের পা দুটো তুলে ফেলল ঘোড়াটা, সাফিয়া হ্রেষা শুনতে পেল এত দূর থেকেও। ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখা রশিটা ছিঁড়ে গিয়ে এই কান্ড ঘটেছে।

নাবিকেরা ঘিরে ধরল রাজকীয় প্রাণিটিকে, চেষ্টা করল কার্গো হোল্ডে ফিরিয়ে নেবার। কিন্তু সে কথা ঘোড়াটা শুনলে তো!

নিচে যে মোট চারটা ঘোড়া আছে তা জানে সাফিয়া, তাদের মাঝে দুটো স্ট্যালিয়ন আর দুটো মাদী। সালালাহের বাইরে যে রাজকীয় ঘোড়া প্রজনন ফার্ম আছে, সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওগুলোকে।

রেইলের পাশে দাঁড়িয়ে ঘোড়া আর মানুষের যুদ্ধ দেখছে সাফিয়া। ল্যাসোর মত করে একটা দড়ি ব্যবহার করতে চাইল কেউ। কিন্তু সফল তো হলোই না, বরং কপালে জুটল একটা ভাঙা পা।

তান্ডব নৃত্য নাচছে স্ট্যালিয়নটা।

নাবিকদের চিৎকারে কান পাতা দায়।

হঠাৎ এক নাবিকের হাতে রাইফেল দেখা গেল।

ঘোড়াটাকে সামলানো না গেলে প্রাণহানির ঘটনা ঘটাও অসম্ভব না।

"*লা!* না!"

অর্ধ-নগ্ন একটা দেহ নাবিকদের মাঝ দিয়ে ছুটে এল। পেইন্টার ক্রোর পরনে শুধু একটা বক্সার। দেখে জঙ্গলী বলে ভ্রম হয়। এলএেল চুল দেখে সাফিয়া বুঝল, এই চিৎকার চেঁচামেচিতে সদ্য ঘুম ভেঙেছে ওর।

একটা দড়ির উপরে রাখা তারপুলিন নিয়ে ঘোড়াটার দিকে দৌড়ে গেল সে।

"*ওয়া-রা!*" আরবীতে বলল, "সরে যাও!"

প্রথমে নাবিকদের দূরে সরাল পেইন্টার, এরপর হাতে ধরা তারপুলিনটা নাচাল। স্ট্যালিয়নটার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো ও। প্রাণিটা আবার খুর দিয়ে ডেকের উপর আঘাত করল, সাবধান করছে আমেরিকান বিজ্ঞানীকে। কিন্তু কয়লার মত কালো চোখটার দৃষ্টি তারপুলিন আর সেটা ধরা পেইন্টারের ওপর ন্যস্ত।

"ই-আহ!" পেইন্টার চিৎকার করে হাত নাড়ল।

এক পা পিছিয়ে গেল ঘোড়াটা, আর সেই সুযোগে এক পা এগিয়ে গেল সে। তবে ঘোড়াটার দিকে নয়, তার পাশের দিকে। তারপুলিনটা ওটার উপর ছুড়ে মারল, পুরোপুরি ঢেকে গেল প্রাণিটার মাথা।

অনেক চেষ্টা করেও মাথা থেকে তারপুলিনটা সরাতে সক্ষম হলো না স্ট্যালিয়ন। কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে দাঁড়াল, কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

পেইন্টার কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে রইল। নরম গলায় আস্তে আস্তে ঘোড়াটাকে উদ্দেশ করে কিছু একটা বলল সে। একটু শান্ত হলে, স্ট্যালিয়নটার পাশে গিয়ে হাত রাখল তার পেটে। মাথা নাড়ল প্রাণিটা, কিন্তু অনেক আস্তে।

আরেকটু কাছে এসে এবার ঘোড়াটার গলায় হাত বুলালো পেইন্টার, নরম স্বরে কথা বলেই যাচ্ছে। অন্য হাত দিয়ে ছেঁড়া দড়িটা ধরল। আস্তে আস্তে ঘোড়াটার মুখ ঘুরিয়ে ফেলল ও।

কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলে, চেনা সংকেতের প্রতি সাড়া জানাল বোবা প্রাণিটা। মানুষকে বিশ্বাস করা ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই।

একজন নাবিকের সাথে কথা বলল পেইন্টার, কী বলল তা বুঝতে পারল না সাফিয়া। কিন্তু দেখল নড করে নাবিকটা ওকে পথ দেখিয়ে নিচে নিয়ে গেল।

"অসাধারণ।" সিগারেটের আগুন নেভাতে নেভাতে বলল ক্রে।

উত্তেজনা শেষ হতে যার যার কাজে ফিরে গেল ক্রু। সাফিয়া ওর চারপাশে তাকাল। কারার দলের প্রায় সবাই ডেকে উপস্থিত। তার মাঝে কেবল কারা আর ওমাহা কাপড় পাল্টায়নি, নিশ্চয় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছিল। ওদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে চারজন লম্বা, শক্ত দেখতে লোক। পরনে মিলিটারি ফেটিগ। চারজনের একজনকেও চিনতে পারল না সাফিয়া।

হ্যাচ থেকে ফিরে এল পেইন্টার। জাহাজের ক্রুরা ঘিরে ধরল ওকে, কয়েকজন তো পিঠে চাপড় বসিয়ে দিল। হঠাৎ পাওয়া এই জনপ্রিয়তায় বিব্রতবোধ করছে পেইন্টার।

সাফিয়া অবচেতনভাবে এগিয়ে গেল ওর দিকে। "ভালো দেখিয়েছ। যদি গুলি করতে হত-"

"তা হতে দিতাম না। প্রাণিটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল।"

কারা ওর পাশে এসে দাঁড়াল, বুকের উপর আড়াআড়িভাবে হাত বেঁধে আছে। মনে কি চলছে, তা মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই।

"সুলতানের চ্যাম্পিয়ন ঘোড়া ওটা। আজরাতের সব খবর তার কানে অবশ্যই পৌঁছাবে। ভালো একজন বন্ধু বানিয়ে নিলে।"

শ্রাগ করল পেইন্টার, "কাজটা ঘোড়ার ভালোর জন্য করেছি।"

ওমাহা কারার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা লাল হয়ে আছে ওর, "ওমন স্টান্টবাজি কোথায় শিখেছ, টন্টো?"

"ওমাহা..." সাবধান করে দিল সাফিয়া।

পেইন্টার অপমানটুকু গায়ে মাখল না, "নিউ ইয়র্ক সিটির ক্লেয়ারমন্ট আস্তাবলে। ছোট বেলায় ওটা পরিষ্কার করতাম।" সে যে অর্ধ-নগ্ন তা এতোক্ষণে টের পেল যেন, "আমার কেবিনে ফেরা উচিত।"

কারা বলল, "ড. ক্রো, ঘুমাতে যাবার আগে আমার কেবিন হয়ে গেলে ভালো হয়। পৌঁছাবার আগে তোমার সাথে কিছু কথা সেরে নিতে চাই।"

আচমকা বন্ধুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটা পেয়ে বড় বড় হয়ে গেল পেইন্টারের চোখ, "অবশ্যই।"

ও অবাক হলেও সাফিয়া হয়নি। ঘোড়ার প্রতি কারা বরাবর দূর্বল। মেয়েটা নিজেও খুব দক্ষ ঘোড় সওয়ার। পেইন্টার সময়মত নাক গলানোতে সেও খুশি কম হয়নি।

সাফিয়াকে গুড নাইট জানিয়ে নড করল পেইন্টার। নড করেই উত্তর দিল সাফিয়া। কারার পাশে দাঁড়ানো লোক চারজনকে অতিক্রম করে চলে গেল সে। অন্যরাও যার যার কেবিনে চলে গেল, শুধু ওমাহা দাঁড়িয়ে রইল।

কারা মুখ নামিয়ে অপরিচিত চারজনের একজনকে উদ্দেশ করে আরবীতে কিছু একটা বলল। চারজন চারটা শামাগ (এক ধরনের পোষাক, মাথায় পরা হয়) আর মিলিটারি খাকি পরে আছে। সবার সাথে আছে অস্ত্র। কারা যার সাথে কথা বলছিল, তার বেল্টে একটা বাঁকানো ড্যাগার দেখতে পেল সাফিয়া। জিনিসটা যে বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারল সে। এই লোকটাই দলনেতা। কারার কথা শুনে, দলের অন্যান্যদের তা জানালো লোকটা। চলে গেল তারাও।

"কে লোকটা?" জানতে চাইল সাফিয়া।

"ক্যাপ্টেন আল-হাফি!" উত্তর দিল কারা, "ওমান মিলিটারির বর্ডার পেট্রোলের সদস্য।"

"ডেজার্ট ফ্যান্টম।" বিড়বিড় করে বর্ডার পেট্রোলের প্রচলিত নামটা জানালো ওমাহা।

এরা ওমানের স্পেশাল ফোর্স। মরুভূমির স্মাগলার আর মাদক চোরাচালানকারীদের শায়েস্তা করা ডেজার্ট ফ্যান্টমের দায়িত্ব। পৃথিবীতে এর চেয়ে রুক্ষ মানুষ আর নেই। ব্রিটিশ আর আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সেস টিমের সদস্যরা এদের কাছ থেকেই মরুভূমির যুদ্ধ কৌশল আর ওই বৈরি পরিবেশে বেঁচে থাকার উপায় শেখে।

কারা জানাল, "ক্যাপ্টেন আর তার স্কোয়াড নিজে থেকে আমাদের এই অভিযানের বডিগার্ড হতে চেয়েছে। সুলতান কাবুস অনুমতি দিয়েছেন।"

"সূর্য ওঠার আগে কয়েকঘন্টা ঘুমিয়ে নেই।" সাফিয়ার দিকে চোরা চোখে চাইল ওমাহা, "তোমারও ঘুমিয়ে নেয়া উচিত। সামনে অনেক লম্বা একটা দিন পড়ে আছে।"

শ্রাগ করল সাফিয়া, তর্ক করতে চায় না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল ওমাহা, এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল সাফিয়া। পুরাতন অনেক স্মৃতি এসে ভিড় জমাচ্ছে মনে। ওমাহা যে সুদর্শন, তা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। নীল চোখ, বালুরঙা চুল আর লম্বা দেহ-বেশ আকর্ষণীয়। এক মুহূর্তের জন্য সাফিয়ার ইচ্ছে হলো হাত বাড়িয়ে ওকে ছোঁয়। কিন্তু, কী লাভ?

কারার দিকে ফিরে দেখল, বান্ধবী ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

মাথা নাড়ল মেয়েটা, "মৃতকে মৃতই থাকতে দাও।"

১:৩৮ এ.এম.

ভিডিও মনিটরে ডাইভ টিমটাকে দেখতে পাচ্ছে ক্যাসান্ড্রা। কমান্ড বোটের ইঞ্জিনের আওয়াজকে অগ্রাহ্য করে ঝুঁকে আছে ও। ভিডিওটা আসছে টিমের সাবমারসিবল, দ্য আর্গস থেকে। পাঁচ মাইল দূরে আর বিশ ফ্যাদম নিচে অবস্থান করছে ওটা।

আর্গসের চেম্বার দুটো। পেছনের চেম্বারটা পাইলট আর কো-পাইলটের জন্য। আর স্টার্ণের চেম্বারটা সমুদ্রের পানি দিয়ে ভরে ফেলা যায়, সাধারণত দুই জন অ্যাসল্ট ডাইভার থাকে ওখানে। আজও আছে। ভেতরের আর বাইরের চাপ সমান হলে খুলে গেল স্টার্ণের দরজা। পানিতে বের হয়ে এল দুই অ্যাসল্ট টিম মেম্বার। দুজনের কোমড়ে আছে পালস জেট। এগুলোও ডারপার ডিজাইন। গতি বাড়াতে কোন জুড়ি নেই। অনেক গুলো বিস্ফোরকও বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুই জন।

প্রায় অস্ফুট আওয়াজ শুনতে পেল ক্যাসান্ড্রা, "টার্গেটকে সোনারে ধরা সম্ভব হয়েছে।" আর্গসের ক্যাপ্টেন জানাল, "অ্যাসল্ট টিমকে কাজ শুরু করতে বলা হচ্ছে, ইটিএ সাত মিনিট (ইটিএ-এস্টিমেটেড টাইম অফ অ্যারাইভাল, লক্ষ্যে পৌঁছাবার সম্ভাব্য সময়)।"

"ভাল।" বলল ক্যাসান্ড্রা।

"জিরো টু হান্ড্রেড আওয়ারে (রাত দুটো) মাইন ফাটবে।" কথা শেষ করল পাইলট।

"জিরো টু হান্ড্রেড আওয়ার, রজার দ্যাট।" বলে লাইন কেটে দিল মেয়েটা, জন কেনের দিকে তাকাল।

ওর দিকে একটা স্যাটেলাইট ফোন এগিয়ে দিল কেন, "স্ক্রাম্বলড লাইন, শুধু তোমার জন্য।"

ফোনটা হাতে নিল ক্যাসান্ড্রা। *শুধু তোমার জন্য*। এর অর্থ ওর উপরওয়ালা ফোন দিয়েছে। মাসকাটের ব্যর্থতার খবর এতক্ষণে তাদের পেয়ে যাবার কথা, সে নিজে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। তবে ওই অদ্ভুত বেদুঈন মেয়ের কথা কিছু বলেনি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হৃদপিন্ডটাকে নিজের আয়ত্বে নিতে ব্যর্থ হলো সে।

একটা ধাতব গলা কথা বলে উঠল, গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য এই ব্যবস্থা। কথা বলছেন গিল্ডের প্রধান, যাকে *দ্য মিনিস্টার* নামে ডাকা হয়। মনে হতে পারে যে পুরো ব্যাপারটা হাস্যকর। কিন্তু গিল্ডের গঠন প্রণালি অনেকটা টেরোরিস্টদের মত। কেবল মাত্র প্রয়োজন পড়লে, তথ্য আদান প্রদান করা হয়। সবাই যার যার মত স্বাধীন, তবে রিপোর্ট করতে হয় ঠিক তার উপরের জনের কাছে। মিনিস্টারকে কখনও দেখেনি ক্যাসান্ড্রা, আসলে মাত্র তিন জনের সেই সৌভাগ্য হয়েছে। এই তিন জন হলেন লেফটেন্যান্ট, বিদেশী কাজ-কর্ম দেখা শোনা করে। একদিন লেফটেন্যান্ট হবার স্বপ্ন দেখে ক্যাসান্ড্রা।

"গ্রে স্লিডার," ধাতব গলাটা ওর এই মিশনের কোড নেম দিয়ে সম্বোধন করল, "মিশনের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করা হয়েছে।"

শক্ত হয়ে গেল মেয়েটা। টাইম শিডিউলটা মাথায় খোদাই করে নিয়েছিল ও। ভুল করার কোন সুযোগ নেই। প্রথমে সাবাবের ডিজেল ইঞ্জিন বিস্ফোরিত হবে, এই সিগন্যাল পেয়ে জেট স্কিগুলো ছুটবে। সেই সাথে থাকবে একটা অ্যাসল্ট টিম। সব ধরনের যোগাযোগ করার পথ বন্ধ করে দেবে। লোহার হৃদপিন্ডটা হাতে এলে, জাহাজটাই উড়িয়ে দেয়া হবে। "স্যার, দলগুলো কাজে নেমে পড়েছে।"

"প্ল্যান পরিবর্তন করে নাও।" মিনিস্টার যেন কিছু শুনতে চাচ্ছেন না, "হৃদপিন্ড আর কিউরেটর, দুটোই আমার চাই। বুঝতে পেরেছ?"

ক্যাসান্দ্রা অবাক হলেও প্রকাশ করল না। এই আদেশ, সাধারণ আর দশটা আদেশ না। প্রথমে যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, অর্থাৎ শুধু লোহার হৃদপিন্ডটা দখল করার কথা ছিল যখন, তখন সাবাব ওমানের সবাইকে মেরে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। "কিউরেটরকে কেন দরকার, তা জিজ্ঞাসা করতে পারি কী?"

"স্টেজ টু এর জন্য দরকার হতে পারে। আমাদের যে আরব বিশেষজ্ঞকে কাজে লাগানোর কথা ছিল...সে একটু দোনোমনো করছে। আর এই মিশন সফল হবার জন্য চাই গতি, দেরী করলে হয়তো পরাজিত হতে হবে, তাই।"

"ইয়েস স্যার।"

"সফল হবার পর আবার যোগাযোগ করো।" কথাটুকুর মাঝে লুকানো হুমকি পরিষ্কার টের পেল মেয়েটা।

জন কেন দুই পা দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

ক্যাসান্দ্রা ওকে উদ্দেশ করে বলল, "পরিকল্পনায় পরিবর্তন এসেছে। তোমার লোকদের জানিয়ে দাও। আমরা প্রথমে যাব।" অন্ধকার সাগরের দিকে তাকাল সে, দূর সমুদ্রে জাহাজটার আলো জ্বলজ্বল করে জলছে।

"কখন বেরোব?"

"এখুনি।"

০১:৪২ পি.এম.

কেবিনের দরজায় নক করল পেইন্টার ক্রো। এখন যে স্যুইটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইট। বড় বড় বিজনেস ম্যাগনেট আর ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছাড়া এখানে কারও থাকার সৌভাগ্য হয় না। বর্তমানে লেডী কারা কেনসিংটন থাকেন এতে। সাবাব ওমানে উঠেই এর আকৃতির ব্যাপারে সমুদয় তথ্য ডাউনলোড করে নিয়েছে পেইন্টার। তাই এমনকি ভেতরে ঢুকে কী দেখতে পাবে, তাও অজানা নেই।

একজন কেবিন স্টুয়ার্ড এসে দরজা খুলে দিল। "ড. ক্রো।" অল্প একটু বাউ করল সে, "লেডী কেনসিংটন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

কারাকে যখন দেখতে পেল, তখন মেয়েটা কাপড় পাল্টে পুরু সুতির রোব পড়ে আছে। পা খালি। স্টুয়ার্ড পেইন্টারকে নিয়ে ঢুকতেই ফিরে তাকাল সে, "অনেক ধন্যবাদ, ইয়ান্নি।"

স্টুয়ার্ড বাউ করে বেরিয়ে গেলে, পাশের একটা খালি সোফার দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা, "বসো। পানীয় অফার করতে পারছি না বলে দুঃখিত। জাহাজটা আরবের মতই শুষ্ক।"

"অসুবিধা নেই।" বসতে বসতে বলল পেইন্টার, "আমি পান করি না।"

"কেন? অতিরিক্ত আসক্তি জন্মায়?"

"না। ইচ্ছা হয় না।"

শ্রাগ করল মেয়েটা।

"আমাকে আসতে বলেছিলে, পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার কথা ছিল।"

"হুম, আমাদের হাতে কী কী রশদ আছে সেই তালিকা সকালের মাঝে তোমার কাছে পৌঁছে যাবে।"

ছোট ছোট হয়ে এল পেইন্টারের চোখ, "তাহলে এই জরুরী তলব কেন?"

"সাফিয়া।" এতটা স্বাভাবিকভাবে মেয়েটা বলল যে অবাক হয়ে গেল ও।

পেইন্টার মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল।

"তোমার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকায়..." দীর্ঘ একটা বিরতি দিল কারা, "যতটা মনে হয়, ও তারচেয়েও নাজুক।"

আর তুমি যতটা ভাব, তারচেয়ে শক্ত-আপনমনে বলল সে।

"তুমি যদি ওকে শুধু ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ওর সাথে খাতির জমাও, তাহলে বলব-কাজ সারার পর, পৃথিবীর কোথাও তুমি লুকাবার জায়গা পাবে না। যদি শারীরিক আকর্ষণ থেকে থাকে, তাহলে বলব-ভুলে যাও। নাহলে হয়তো শরীরের কোন বিশেষ অঙ্গ খোয়াতে হতে পারে। এবার বলো, কোনটা?"

ডানে-বায়ে মাথা নাড়ল পেইন্টার। "কোনওটাই না।"

"ব্যাখ্যা কর।"

চেহারা অপরিবর্তিত রাখল পেইন্টার। কারার সাহায্য পেলে ওর মিশনটা সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু চুপ করে রইল ও, কারণ কোনও মিথ্যা কথা খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ সত্যের কাছাকাছি, এমন মিথ্যাই অধিক বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু সত্যটা কী? সাফিয়ার প্রতি ওর অনুভুতিটা আসলে কেমন?

এই প্রথমবারের মতো নিজের মনকে পরীক্ষা করে দেখল পেইন্টার। সাফিয়া আকর্ষনীয়, কোন সন্দেহ নেই এতে। ওর সবুজাভ চোখ, কফি রঙা চামড়া এমনকি চেহারা উজ্জ্বল করা হাসিটাও ওর খুব পছন্দের। কিন্তু জীবনে সুন্দর মেয়ে কম

আসেনি। তাহলে সাফিয়ার মাঝে বিশেষ এমন কি আছে? মেয়েটা স্মার্ট, সফল এবং নিঃসন্দেহে এমন এক অভ্যন্তরীণ শক্তির অধিকারী যা অনেকের নজর এড়িয়ে যায়।

ক্যাসান্দ্রাও এমন ছিল। কিন্তু তারপরও মেয়েটার সাথে ঘনিষ্ট হতে দীর্ঘ পাঁচ বছর সময় লেগেছিল পেইন্টারের। সাফিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হতে কয়েক দিন পর্যন্ত লাগেনি। কিন্তু কেন?

কারণটা আঁচ করতে পারছে পেইন্টার, কিন্তু মানতে পারছে না।

মিউজিয়ামের কথা মনে পড়ে গেল ওর, কিভাবে মেয়েটা কাঁধ জড়িয়ে ধরেছি। স্বস্তির নিঃশ্বাস আর চোখে জল, দুটোই ছিল তখন চোখে। যেন জাগিয়ে তুলেছিল ওর ভেতরের পুরুষত্বকে। ক্যাসান্দ্রা ছিল একদম শক্ত একটা মেয়ে। কিন্তু সাফিয়া? সাফিয়ার মাঝে নরম আর শক্ত অংশ সমভাবে বিদ্যমান।

পেইন্টার জানে, এই বৈপারিত্ত্যের উপস্থিতি ওকে টানছে মেয়েটার দিকে।

"বললে না?" কারা চাপ দিল।

প্রথম বিস্ফোরণের আওয়াজটা ওকে উত্তর দেবার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল।

১ঃ৫৫ এ.এম.

প্রচন্ড জোরালো আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল ওমাহার। চমকে উঠে বসে পড়ল সে। জাহাজের কম্পন টের পাচ্ছে। ও জানত, ঢেউ এর সামনে পড়তে হতে পারে। কিন্তু তাই বলে এত জোরালো কম্পন?

উপরের বাংকে শোয়া ড্যানিও ঘুম থেকে উঠে পড়ল। "কী হলো?"

বন্দুকের আওয়াজ আর তারপর ভেসে আসা আর্তচিৎকার জবাব দিল ওর প্রশ্নের।

"আমাদের উপর হামলা চালান হয়েছে।"

চশমাটা কোনওমতে চোখে গলাতে গলাতে ড্যানি জানতে চাইল, "কে আক্রমণ করছে? কেন করছে?"

"আমি কিভাবে বলব?"

ওমাহা পায়ের উপর খাড়া হয়ে শার্টে হাত গলিয়ে দিল। পিস্তল আর শটগানটা হোল্ডে রেখে এসেছে বলে নিজেকেই গালমন্দ করতে ইচ্ছা হলো ওর। আরব সাগরে আধুনিক জলদস্যুর অভাব নেই। বিভিন্ন টেরোরিষ্ট অর্গানাইজেশনের অংশও আছে। তবে ওমানি নেভীর প্রধান জাহাজটাকে কেউ আক্রমণ করবে, তা ভাবতেও পারেনি।

দরজাটা এক ইঞ্চি পরিমাণ খুলে বাইরে উকি দিল ও। উপরের দুই লেভেল আর ডেকে যাবার সিঁড়িটা হালকা আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওমাহা আর ওর

ভাইকে একদম নিচতলার কেবিনে শুতে দিয়েছে কারা। প্যাসেজ এর উল্টা পাশে আরেকটা দরজা খুলে গেল।

ওমাহা আর ড্যানিই বাজে কেবিনের একমাত্র অধিবাসী না। "ক্রো", ডাকল সে।

তবে দরজা খুলে বের হলো পেইন্টার ক্রোয়ের পার্টনার কোরাল নোভাক। ডান হাতে একটা ড্যাগার ধরে আছে। পা খালি, পরনে শোবার পোষাক।

আর কেউ নেই সাথে।

"ক্রো কোথায়?" হিস হিস করে জানতে চাইল ওমাহা।

বুড়ো আঙুল দিয়ে উপরের দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা, "বিশ মিনিট আগে কারার সাথে দেখা করতে গিয়েছে।"

গুলির শব্দ ওদিক থেকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে। ভাবল ওমাহা। একদম উপরে কারার স্যুইট, তার ঠিক নিচে সাফিয়া আর ক্লে। ভয়ে দৃষ্টি সংকুচিত হয়ে এল ওর। প্রতিটা গুলির সাথে সাথে মনে হচ্ছে, কেউ যেন ওর হৃদপিন্ডটাকে খামচে ধরছে। সাফিয়ার কাছে ওকে যেতেই হবে ভেবে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

সিঁড়ির উপর থেকে এক পশলা গুলির আওয়াজ ভেসে এল, পরমুহূর্তে- পদশব্দ।

ওদের দিকে আসছে।

"অস্ত্র?" ফিসফিস করে জানতে চাইল কোরাল।

ওমাহা দুহাতের তালু উল্টে দেখাল, নেই। জাহাজে ওঠার সময় সব জমা দিয়েছে।

ভ্রূ কুঁচকে দ্রুত পায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটি, ড্যাগারের বাট ব্যাবহার করে ভেঙে ফেলল একমাত্র বাল্ব। অন্ধকার নেমে এল সাথে সাথে।

পায়ের আওয়াজ আরো দ্রুততর হয়ে এসেছে। একটা ছায়াকে দেখাতে পেল ওরা।

ছায়াটাকে দেখে নড়ে উঠল কোরাল, দাঁড়াবার ভঙ্গি পরিবর্তন করে ফেলল।

অন্ধকার একটা অবয়ব সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে আসতেই, লোকটার হাঁটু বরাবর লাথি হাঁকাল কোরাল। চিৎকার করে আছড়ে পড়ল লোকটা, শিপের রাঁধুনি। মেঝের সাথে আঘাত খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল সে।

অজ্ঞান দেহটার উপর চড়ে বসল কোরাল।

উপরে এখনও গোলাগুলি চলছে, যদিও কমে গিয়েছে বেশ। কিন্তু এখনকার গুলিগুলো উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনে হচ্ছে।

এগিয়ে গেল ওমাহা, "অন্যদের অবস্থা দেখা দরকার।"

বিশেষ করে সাফিয়ার।

ওকে বাঁধা দিল কোরাল, "তার আগে আমাদের অস্ত্র দরকার।"

আচমকা উপর থেকে একটা রাইফেলের গর্জে ওঠার শব্দ শোনা গেল।

এক পা পিছিয়ে এল সবাই।

ওমাহার চোখের দিকে তাকাল কোরাল। লোকটা সাফিয়ার ঘরের দিকে ছুটে যেতে চাইছে, আবার সাবধানতার গুরুত্বটুকুও বুঝতে পারছে বলে যাচ্ছে না। তবে ঠিক বলেছে মেয়েটা, বন্দুক যুদ্ধে মুষ্ঠির কোন দাম নেই।

ঘুরে দাঁড়াল ও, "হোল্ডে রাইফেল আর গুলি আছে।" একটা ফ্লোর হ্যাচ দেখাল সে, "ওটা দিয়ে যাওয়া যায়।"

আরো শক্ত করে ড্যাগারটা আঁকড়ে ধরল কোরাল এবং নড করে সম্মতি জানালো। একে একে সবাই ঢুকে পড়ল হ্যাচ গলে।

আরেকদফা গুলি বর্ষণের আওয়াজ শোনা গেল, চিৎকার করে উঠল কেউ একজন। কোন পুরুষ, মহিলা না। তবুও সাফিয়ার জন্য দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল ওমাহার।

হ্যাচ বন্ধ করে দিতেই অন্ধকার নেমে এল।

"কেউ ফ্ল্যাশ লাইট এনেছ?" জানতে চাইল ওমাহা।

উত্তর দিল না কেউ।

"ভালো, খুব ভালো।"

১ঃ৫৮ পি.এম.

জাহাজের জানালা দিয়ে বাইরে দেখছে পেইন্টার। একটা দুজন মানুষ বহন করতে পারে, এমন জেট স্কি নিচে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রায় নিঃশব্দে চলছে ওটা। অন্ধকার সত্ত্বেও ডিজাইনটা চিনতে পারল সে।

ডারপার ডিজাইন। সবার অলক্ষ্যে যেসব মিশনে কাজ করতে হয়, সেইসব মিশনের জন্য বানানো।

এধরনের জেট স্কিতে পাইলট উইন্ডশিল্ডের পেছনে নিচু হয়ে বসে থাকে, তবে আরোহীর অবস্থান থাকে কিছুটা উঁচুতে। একটা ৩৬০ ডিগ্রী নড়তে সক্ষম, এমন অ্যাসল্ট রাইফেল চালাবার দায়িত্ব থাকে আরোহীর উপর। সাধারণত দুজনের চোখেই থাকে নাইট ভিশন গগলস।

এখন পর্যন্ত এরকম জেট স্কি মোট চারটা দেখতে পেয়েছে সে। প্রধান জাহাজটা নজরে পড়ছে না। অথচ প্রধান জাহাজ ছাড়া তো আর এমন অ্যাসল্ট টিম পাঠানো সম্ভব না, তট থেকে অনেক দূরে ওরা এখন ।

ভেতরে ফিরে এল সে।

কারা সোফার পেছনে নিচু হয়ে বসে আছে, ভয়ের চেয়ে রাগ বেশী দেখতে পেল মেয়েটার চেহারায়।

প্রথম বিস্ফোরণটার সাথে সাথে কেবিনের বাইরে চেক করে এসেছে পেইন্টার। ধোঁয়া আর আগুনের আফা দেখে বুঝতে পেরেছে, বিস্ফোরক হিসেবে একটা গ্রেনেড ব্যবহার করা হয়েছে।

তবে আরেকটু হলেই প্রাণ খোয়াতে বসেছিল সে। কাল ক্যামোফ্লাজ পড়া এক লোক দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। পেইন্টার সাথে সাথে কেবিনে পুনরায় ঢুকে পড়েছে, নয়ত লোকটার ছোঁড়া গুলি খেতে হতো। তাও ভাগ্য ভালো যে, প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইটটা পুরু ধাতুতে মোড়ানো।

"রেডিও রুমের দখল নিয়ে নিয়েছে আক্রমণকারীরা।" কারাকে জানিয়েছিল।

"আক্রমণকারী? কারা?"

"জানি না...দেখে মনে হয় প্যারা মিলিটারি।"

জানালার পাস থেকে সরে এসে কারার পাশে বসল পেইন্টার। আসলে কে এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তা সে ভালো করেই জানে। ক্যাসান্দ্রা।

"এখন আমরা কী করব?" জানতে চাইল কারা।

"আপাতত চুপচাপ বসে থাকব।"

এই মুহূর্তে স্যুইটে থাকাই ওদের জন্য নিরাপদ। কিন্তু অন্যদের নিরাপত্তার ব্যাপারটাও ভাবতে হবে। ওমানি নাবিকদের নিয়ে চিন্তা নেই। ওরা নিজেদেরকে সামলে নিয়ে এরিমধ্যে প্রতিরোধ করা শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, এদের সবাই কমবয়সী আর অনভিজ্ঞ। অস্ত্রও তেমন নেই। জাহাজটার দখল নিতে ক্যাসান্দ্রার বেশী সময় লাগবে না।

কিন্তু উদ্দেশ্য কি মেয়েটার?

চোখ বন্ধ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিল পেইন্টার। ভাববার জন্য সময় দরকার। ওর বাবা কিছু পিকো বাক্য শিখিয়েছিলেন। পেইন্টার দেখেছে, ভাববার সময় ওগুলো আওড়ালে মন অনেক শান্ত হয়ে আসে। অর্থ জানা না থাকা সত্ত্বেও তাই কাজটা প্রায়শ করে থাকে সে।

ক্যাসান্দ্রাকে মনের চোখে ফুটিয়ে তুলল ও। এই আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য যে লোহার হৃদপিন্ডটা দখল করা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জিনিসটা এখনও কিউরেটরের ঘরে আছে। পেইন্টারের প্রশিক্ষিত মনে খেলে গেল বিভিন্ন আক্রমণের পদ্ধতি, বিভিন্ন উদ্দেশ্য-

হঠাৎ, পিকো বাক্য আওড়াবার মাঝখানে ব্যাপারটা ধরতে পারল সে।

দ্রুত পায়ে ছুটল জানালার দিকে।

মিশনটা শুরু করা হয়েছে সবাইকে জানান দিয়ে। যেন ওদের উদ্দেশ্যই ছিল জাহাজের সবাই আক্রমণের কথা জেনে যাক। যেন তেন মার্সেনারি গ্রুপ হলে দক্ষতার অভাবকে দোষ দেয়া যেত, কিন্তু এটা ক্যাসান্দ্রার গ্রুপ...

কেউ যেন খামচে ধরল ওর পাকস্থলি।

"কী হলো?" জানতে চাইল কারা।

কেবিনের বাইরে থেকে এখন আর গুলির আওয়াজ আসছে না।

জানালার দিয়ে বাইরে মাথা গলিয়ে দিল সে।

জেট স্কিয়ের সংখ্যা এখনও চারটা, কিন্তু কোনটাতে একজন আরোহীও নেই।

“ড্যাম...”

“কী হলো?” ভয়ার্ত কণ্ঠে জানতে চাইল কারা।

“আমাদের দেরী হয়ে গিয়েছে।”

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে পেইন্টার যে, গ্রেনেড বিস্ফোরণ দিয়ে আক্রমণ শুরু হয়নি। বরং উল্টা, গ্রেনেড বিস্ফোরণের মাধ্যমে সফলভাবে শেষ হয়েছে আক্রমণকারীদের মিশন।

নিজের বোকামির জন্য নিজের উপরই রাগ হলো ওর। আচমকা আক্রমণে হচকচিয়ে গিয়েছিল সে। জোর করে আবার বর্তমান সমস্যার প্রতি মনোযোগ ফিরিয়ে আনল।

শেষ? যুদ্ধে শেষ বলতে কিছু নেই।

জেট স্কি চারটা বারবার ফিরে আসছে। তবে এবার এসেছে আরোহীদের নিয়ে যেতে। এই আরোহীরাই রেডিও রুমে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ওমানি নাবিকদের কারও না কারও চোখে নিশ্চয় ধরা পড়ে গিয়েছিল। তার ফলশ্রুতিতে এই গুলি বিনিময়।

আরো কিছু গুলির শব্দ পাওয়া গেল। তবে এবার অনেকটা দূরে, জাহাজের সামনের দিকে। পালাতে চাইছে আক্রমণকারীরা।

জানালা দিয়ে জেট স্কিটাকে আসতে দেখল পেইন্টার, অন্যগুলো আরো আগেই যার যার আরোহী নিয়ে ফিরে গিয়েছে। এখন কোথাও দেখা যাচ্ছে না। গেল কোথায়?

আবারও প্রধান জাহাজের খোঁজে সমুদ্রপানে তাকাল ও, কোথাও না কোথাও তো ওটাকে থাকতেই হবে। কিন্তু কালো পানি ছাড়া আর কিছুই নজরে এল না।

আচমকা এক ঝলক আলো ওর নজর কেড়ে এল। তবে আলোটা পানির উপর থেকে আসেনি, এসেছে নিচ থেকে।

আরো একটু বের হয়ে, নিচের দিকে তাকাল সে।

সাবাব ওমানের নিচ থেকে একটা আলো ভেসে আসছে। ভ্রূ কুঁচকে ফেলল পেইন্টার, চিনতে পেরেছে। সাবমারসিবল নিশ্চয়। কিন্তু কেন?

সাথে সাথে পেয়ে গেল ওর প্রশ্নের উত্তর।

মিশন শেষ বলে মেইন অ্যাসল্ট টিম ফিরে যাচ্ছে। এখন শুধু বাকি আছে ওদের চিহ্ন মুছে ফেলা। যেন কোনও সাক্ষী না থাকে।

সাবমারসিবলটা কেন আনা হয়েছে তাও বুঝতে পেরেছে। খুব নিঃশব্দে আর আচমকা আক্রমণ চালাবার জন্য।

“জাহাজটাতে মাইন লাগানো হয়েছে।” চিৎকার করে বলল ও, এরই মাঝে মাথায় হিসাব করা শুরু করে দিয়েছে। ভাবছে বিস্ফোরণের আওতার বাইরে যেতে হলে সাবটার কতোক্ষণ লাগতে পারে।

কিছু একটা বলল কারা, কিন্তু কানে ঢুকল না ওর।

জানালা থেকে সরে এসে দরজার দিকে এগোল পেইন্টার। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, বন্দুকযুদ্ধটা এখন অচলাবস্থার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে দুয়েকটা গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে শুধু। দরজায় কান লাগিয়ে দাঁড়াল সে, কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। খুলে ফেলল দরজা।

"কী করছ?" জানতে চাইল কারা। পেইন্টারের প্রায় গায়ের সাথে লেগে আছে মেয়েটা।

"জাহাজ পরিত্যাগ করতে হবে।"

দরজাটা খুলে ফেলল সে। মাত্র কয়েক পা দূরে মাঝ ডেকে যাবার দরজা। আসন্ন ঝড়ের প্রভাবে বাতাসের গতি বেড়ে গিয়েছে। ডেকটায় ভালো মতো নজর বুলাল ও।

ওমানি নাবিকরা দুজন...না, তিন জন অস্ত্রধারীকে আটকে রেখেছে। মাঝ ডেকের দূরের অংশে একগাদা ব্যারেলের পেছনে অবস্থান নিয়েছে এই তিন অস্ত্রধারী। জাহাজের সামনের অংশে নজর রাখার জন্য এরচেয়ে ভালো অবস্থান আর হতে পারে। দুই জন সামনের দিকে নজর রাখছে আর একজন পেছনের দিকে।

পেইন্টারের একদম কাছে উপুড় হয়ে পড়ে আছে চতুর্থ অস্ত্রধারী। মাথার চারপাশে রক্ত জমে আছে।

পরিস্থিতি বুঝে নিল সে। এই দিকে ক্রেটের পেছনে আশ্রয় নিয়েছে চার ওমানি বর্ডার পেট্রোল এজেন্ট। অস্ত্রধারীদের দিকে নিজেদের রাইফেল তাক করে আছে। অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এখানে। অস্ত্রধারীরা পালাতে পারছে না, আবার এদিকে বর্ডার পেট্রোল এগোতে পারছে না।

"এদিকে," কারার কনুই ধরে টান দিল পেইন্টার, নিচে যাবার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে।

"কোথায় যাচ্ছি আমরা?" জানতে চাইল মেয়েটা, "জাহাজ ছাড়ার কী হবে?"

উত্তর দিল না পেইন্টার। জানে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে, তবুও নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। নিচে নেমে এল দুজন।

হলের ঠিক মাঝখানে, মাথার উপরের ল্যাপের আলোয় একটা দেহকে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ডেকের মত গেস্ট কোয়ার্টারের সামনে পড়ে থাকা এই দেহটা কোন আক্রমণকারীর নয়।

একটা বক্সার আর সাদা টি-শার্ট দেহটার পরনে। পেছনে ছোট লালচে দাগ দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় পালাবার চেষ্টা করার সময় গুলি করা হয়েছিল।

"ক্লে..." বিড় বিড় করে বলল কারা।

দেহটার কাছে এসে হাঁটু গেঁড়ে বসল মেয়েটা। কিন্তু পেইন্টার থামল না, দুঃখ প্রকাশের সময় নেই। গ্রাড স্টুডেন্ট নিচে যাচ্ছিল, উদ্দেশ্য ছিল হয় লুকাবার জায়গা খোঁজা নয়ত অন্যদেরকে সাবধান করে দেয়া। কিন্তু পারেনি।

দেরী হয়ে গিয়েছিল...ওদের সবার দেরী হয়ে গিয়েছে।

দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল পেইন্টার, অর্ধেক খুলে আছে। মনোযোগ দিয়ে শুনল ও, কিন্তু নিস্তব্ধতা ছাড়া কিছুই পেল না। নিজেকে মনে মনে শক্ত করে নিল।

কারা ডাকল ওকে, সে নিজেও বুঝতে পেরেছে পেইন্টারের ভয়টা কাকে নিয়ে, "সাফিয়া?"

২ঃ০২ এ.এম.

জাহাজটা দোল খাচ্ছে। অন্ধকারে ভারসাম্য বজায় রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওমাহার।

পেছন থেকে একটা গালি শুনতে পেয়ে ও বুঝল, ড্যানির কষ্টও কম হচ্ছে না।

"কী করতে চাচ্ছ, তা ভেবে দেখেছ তো?" ঠান্ডা গলায় জানতে চাইল কোরাল।

"হ্যাঁ।" মিথ্যা বলল সে। হাত বাড়িয়ে অন্ধকারে একটা মই খুঁজছে ওমাহা, হিসেব অনুসারে পরবর্তী মইটা ধরে মাঝ ডেকের নিচে অবস্থিত স্টোরেজ হোল্ডে যাওয়া যাবে। অন্তত ওর তাই ধারণা।

চুপচাপ এগিয়ে যাচ্ছে তিনজন।

ইঁদুরের ছোটাছুটির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। অন্ধকারে মনে হচ্ছে, বিশাল সাইজ হবে একেকটার। কলকাতার গলিতে ইঁদুরে খাওয়া লাশ দেখেছে ও। এই হারামিগুলো প্রথমে শরীরের নরম জায়গা যেমন চোখ, জননেদ্রিয় ইত্যাদি খেয়ে ফেলে। ইঁদুর একদম পছন্দ করে না ওমাহা।

কিন্তু সাফিয়ার নিরাপত্তার চিন্তা ওকে সামনে এগিয়ে নিচ্ছে। মনে আসছে ভয়ানক সব চিন্তা। নিজের মনের কথাটা এতদিন কেন গোপনে রেখেছে ওমাহা? মেয়েটাকে বলেনি কেন?

শক্ত কিছু একটার স্পর্শ পেল ওর হাত, একটা মই।

"পেয়েছি।" আত্মবিশ্বাসী না হলেও আত্মবিশ্বাসের সুরে বলল সে। এই পথে স্টোরেজ হোল্ডে যাওয়া যাক আর না যাক, এখান থেকে তো বেরোনো যাবে।

"সাবধান।" কোরাল সংতর্ক থাকার উপদেশ দিল।

উপরে এখনও বন্দুক যুদ্ধ চলছে। একদম কাছেই। মেয়েটা উপদেশ না দিলেও চলত।

একদম উপরের ধাপে পৌঁছে, হ্যাচের ভেতরের দিকের হ্যান্ডেল খুঁজে পেল সে। মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে হ্যাচটা খোলার চেষ্টা চালাল ওমাহা।

সহজেই খুলে গেল হ্যাচ, এতটাই সহজে যে পুরো পুরি খুলে গিয়ে একটা কাঠের পিলারের সাথে বাড়ি খেল।

হিসিয়ে উঠল কোরাল।

আলোয় আসতে পেরে নিজেকে আশীর্বাদধন্য বলে মনে হলো ওমাহার। কিন্তু যখন সদ্য কাটা খড় নজরে পড়ল, তখন বুঝতে পারল স্টোরেজ হোল্ডে আসতে পারেনি।

ওর ডান দিকে বেশ বড় সড় একটা আকৃতি নড়ে উঠল।

ঘুরে দাঁড়ানো মাত্রই বিশাল এক ঘোড়া দেখতে পেল। একটু আগে যে স্ট্যালিয়নটা ডেকে তান্ডব চালিয়েছিল, সেটাই। এই মুহূর্তে ভয়ার্ত চোখ জোড়া ওমাহাকে দেখছে। সামনের পা দুটো উপরে তুলল প্রাণিটা, ওকে আক্রমণকারী হিসেবে ধরে নিয়েছে। জাহাজের আস্তাবলে প্রবেশ করেছে ওরা!

কপালকে গালি দিল ওমাহা, স্টোরেজ হোল্ডে না এসে আস্তাবলে এসে পড়েছে! অন্যান্য ঘোড়াগুলোকেও দেখতে পেল সে।

স্ট্যালিয়নটার দিকে মনোযোগ দিল ও। একটা রশি দিয়ে প্রাণিটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, সেটাই এখন টেনে ছিড়তে চাইছে সে। অবশ্য ভয়ার্ত ঘোড়াটার সামনে পড়া যে কোনও অস্ত্রধারী গার্ডের সামনে পড়ার চেয়ে ভালো। কিন্তু ওদেরকে অস্ত্র পেতে হলে এখান থেকে বেরোতে হবে।

আবার সাফিয়ার কথা মনে পড়ল ওর, অনেকদূর এসে পড়েছে...

রশিটার উপর ভরসা রেখে বেরিয়ে পড়ল ওমাহা। একটা গড়ান দিয়েই স্টলের বেড়ার কাছে চলে এল।

হাঁটুতে লাগা ময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "তাড়াতাড়ি করো!"

লাল আর হলুদ রঙের একটা হর্স ব্ল্যাংকেট খুঁজে পেল ও, জিনিসটা তাড়াতাড়ি হাতে নিয়ে স্ট্যালিয়নটার সামনে গিয়ে নাড়তে শুরু করল। চিঁহি করে উঠল ঘোড়াটা। আরো দুইজন বাড়তি অনুপ্রবেশকারীর দিকে ওর নজর নেই, ব্ল্যাংকেটটা পুরোপুরি প্রাণিটার মনোযোগ আটকে রেখেছে।

ওমাহা বুঝতে পারল, নিজের ব্ল্যাংকেটটা চিনতে পেরেছে সে। ভাবছে কেউ ওকে বাইরে নিয়ে যাবে, স্টল থেকে মুক্তি পাবে আরব স্ট্যালিয়ন।

আফসোসের সাথে বেড়ার উপর জিনিসটা রেখে দিল ওমাহা, ড্যানি আর কোরাল ততক্ষণে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। স্ট্যালিয়নটার বড় বড় চোখের উপর পড়ল ওর চোখঃ ভীত, সন্ত্রস্ত আর আশ্বাসের জন্য ব্যাকুল।

"বন্দুক কোথায়?" জানতে চাইল কোরাল।

স্টল থেকে মুখে ফেরাল ওমাহা, "ওদিকে থাকার কথা।" উপরের ডেকে যাওয়ার র‍্যাম্পের পাশে ইঙ্গিত করল সে। অনেকগুলো ক্রেট স্তূপ করে রাখা আছে ওদিকে, প্রতিটায় কেনসিংটন এর প্রতীক বসানো।

মাথা নিচু করে সেদিকে এগিয়ে গেল ওমাহা। উপরে এখনও গোলাগুলি চলছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে যে, র‍্যাম্পের দরজার সামনেই চলছে বন্দুকযুদ্ধ।

ড্যানির প্রশ্নটা মনে পড়ে গেল ওর, "কে আক্রমণ করছে?" সাধারণ জলদস্যু হতে পারেনা। ওরা এত সুসংগঠিত বা দক্ষ না। এতটা সাহসও নেই।

ক্রেট গুলোর কাছে পৌঁছে একটা ক্রোবার হাতে তুলে নিল সে। নিজে এসব রসদের ব্যবস্থা করেছে বলে, ঠিক কোনটায় আছে বন্দুক তা ভালো করেই জানে। খুলে ফেলল সেটা।

ড্যানি একটা রাইফেল হাতে তুলে নিল, "এখন কী?"

"*তোমার* মাথা নিচু করে থাকবে, যেন কারও দৃষ্টি আকর্ষিত না হয়।" একটা ডেজার্ট ঈগল পিস্তল হাতে নিতে নিতে বলল সে।

"তুমি কী করবে?" জানতে চাইল ড্যানি।

পিস্তল লোড করে বন্দুকযুদ্ধের দিকে মন দিল ওমাহা, "অন্যান্যদের কাছে যাব। ওরা নিরাপদ আছে কিনা, তা দেখা দরকার।"

অন্যান্যদের কথা বললেও, ওর মনে শুধু সাফিয়ার কথাই আসছে। কমবয়সী সাফিয়াকে যেন চোখের সামনে হাসতে দেখছে সে।

মেয়েটার প্রতি দায়িত্ব পালনে একবার ব্যর্থ হয়েছে ওমাহা-আর কখনও হবে না।

কোরাল অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছিল, মনের মত অস্ত্র পেয়ে এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। দক্ষতা আর দ্রুততার সাথে .৩৫৭ বুলেট ভরে নিল অস্ত্রে। মেয়েটাকে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শান্ত আর রিল্যাক্সড মনে হচ্ছে। যেন কোন সিংহী শিকারের জন্য প্রস্তুত।

ওমাহার চোখে চোখ রাখল সে, "আগের পথ ধরে ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের। অন্যান্যদের সাথে দেখা করা সহজ হবে।"

উপর থেকে আবারও গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

"তাতে প্রচুর সময় নষ্ট হবে।" ওমাহা র‍্যাম্পের দরজার দিকে তাকাল। এদিকে দিয়ে বের হলে একেবারে বন্দুকযুদ্ধের মাঝখানে পড়তে হবে ওর। "আরেকটা উপায় আছে।"

ওর পরিকল্পনা শুনতে শুনতে ভ্রূ কুঁচকে ফেলল কোরাল।

"ফাইজলামি করছ?" ড্যানি বিড়বিড় করে বলল।

কিন্তু ওমাহার কথা বলা শেষ হলে কোরাল বলল, "কাজ হলেও হতে পারে।"

"তাহলে চল," বলল ওমাহা, "দেরি হয়ে যাবার আগেই শুরু করা যাক।"

স্টর্ম সার্জ

৩ রা ডিসেম্বর, ২ঃ০৭ এ.এম.
আরব সাগর

দেরি হয়ে গিয়েছে।

সাফিয়ার কেবিনের খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পেইন্টার। একটা ল্যাম্পের আলোয় ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জানে জাহাজটায় মাইন পাতা হয়েছে, কিন্তু তাও এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল ও।

ক্লে-এর দেহের পাশে বসে আছে কারা। পেইন্টার ভয় পাচ্ছে, সাফিয়াকেও না একই অবস্থায় দেখতে হয়। মৃত, কিন্তু সত্যটা তো ওকে জানতেই হবে। মেয়েটা ওকে বিশ্বাস করেছিল। এক হিসেবে এই সবগুলো মৃত্যুর দায় ওর উপর এসে পরে। যথেষ্ট করিতকর্মা হতে পারেনি সে, পারেনি সাবধান হতে। ঠিক ওর নাকের ডগার নিচ দিয়ে মিশন সম্পন্ন করেছে ক্যাসান্দ্রা।

দরজাটা আরো কিছুদূর খুলল পেইন্টার। পলক না ফেলেই কেবিনটায় নজর বুলাল। খালি।

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল সে। ঘরে জেসমিনের গন্ধ ভাসছে। কিন্তু এই রুমের অধিবাসীর আর কোন হদিশ নেই, এমনকি ধস্তাধস্তির চিহ্নও নেই। নেই লোহার হৃদপিন্ডটাকে বহনকারী ধাতব স্যুটকেসটাও।

দুশ্চিন্তা আর বিভ্রান্তিতে ভরে উঠল ওর মন, ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে।

পেছন থেকে একটা গোঙানোর আওয়াজ ভেসে এল।

"বেঁচে আছে ক্লে! প্যাসেজ থেকে বলে উঠল কারা।

দৌড়ে সেদিকে এগোল পেইন্টার।

যুবকটার পাশে বসে আছে কারা, দুই আঙুলের ফাঁকে কিছু একটা ধরে আছে। "পিঠে এটাকে বিঁধে থাকতে দেখেছি।"

ক্লেএর বুকের হালকা ওঠা-নামাটা এতোক্ষণে নজরে পড়ল পেইন্টারের। এর আগে দেখতে পায়নি কেন? উত্তরটাও জানে সে। এতক্ষণ না ভেবেই সব কাজ করে গিয়েছে ও, নিশ্চিত মৃত্যুর ভয় ওকে পঙ্গু করে দিয়েছিল।

হাতটা তুলে ধরল কারা, একটা ছোট ডার্ট ধরে আছে।

“ট্রাংকুইলাইজার।” বলল পেইন্টার।

সাফিয়ার কেবিনের দরজার দিকে তাকাল সে। *ট্রাংকুইলাইজার* । মেয়েটাকে তাহলে ওদের জীবিত দরকার। এই মিশনের উদ্দেশ্য তাহলে চুরির সাথে সাথে অপহরণও। আরেকটু হলেই হেসে ফেলত পেইন্টার-কিছুটা ক্যাসান্ড্রার চালাকির জন্য, আর কিছু স্বস্তি পেয়ে।

সাফিয়া এখনও বেঁচে আছে।

“আমরা ছেলেটাকে এখানে ফেলে রেখে যেতে পারিনা।” বলল কারা।

নড করল সে। সাবমারসিবলটার কথা মনে পড়ে গেল। *আর কতক্ষণ সময় আছে হাতে?* “ওর সাথে থাক।”

“তুমি কোথায়-”

ব্যাখ্যা করার সময় নেই। লোয়ার ডেকের দিকে গেল পেইন্টার-ড্যানি, ওমাহা আর ওর পার্টনারের খোঁজে। সাফিয়ার ন্যায় ওদের কেবিনগুলোও ফাঁকা। সবাইকে অপরহণ করা হলো নাকি?

রক্তাক্ত নাক নিয়ে জাহাজের রাঁধুনিকে পড়ে থাকতে দেখল সে। কিন্তু লোকটা অজ্ঞান হয়ে আছে।

আবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল পেইন্টার।

কারা কিভাবে যেন ক্লে-এর জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছে, অবশ্য এখনও পুরোপুরি ফেরেনি। মাথে এক পাশে কাত হয়ে আছে যুবকের, মুখ দিয়ে অনর্থক শব্দ বলছে।

“এসো,” বলেই ক্লে-এর এক বাহু ধরে ছেলেটাকে দাঁড় করিয়ে দিল। মনে হলো, এক বস্তা সিমেন্টকে দাঁড় করাচ্ছে।

মেঝেতে পড়ে থাকা চশমাটা তুলে নিল কারা, “এখন কোথায় যাচ্ছি?”

“জাহাজ পরিত্যাগ করত হবে।”

“অন্যান্যদের কি হবে।”

“কেউ নেই। সাফিয়া আর অন্যরা উধাও।”

সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেল ওরা।

একেবারে শেষ ধাপে এসে পৌছালে, একটা ছায়া ওদের উপর এসে পড়ল। ছায়াটার মালিক খুব দ্রুত গতিতে আরবীতে কিছু একটা বলল। এতটা দ্রুত যে কিছু বুঝতে পারল না পেইন্টার।

“ক্যাপ্টেন আল-হাফি।” চিনতে পারল কারা।

পেইন্টার লোকটার সম্পর্কে জানে। ডেজার্ট ফ্যান্টমদের লিডার এক ব্যক্তি।

“হোল্ড থেকে গুলি নিয়ে আসা দরকার।” দ্রুত বলে উঠল ক্যাপ্টেন, “আর আপনাদের দরকার নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া।”

পেইন্টার থামিয়ে দিল লোকটাকে, “যা গুলি আছে, তাতে কতক্ষণ চলছে?”

“মিনিটখানেকের বেশি না।” শ্রাগ করল ক্যাপ্টেন।

“আক্রমণকারীদের কোনক্রমেই জাহাজ ছেড়ে পালাতে দেয়া যাবে না।” দ্রুত ভেবে বলল পেইন্টার। এতক্ষণ সাবাব ওমান উড়িয়ে দেয়া হয়নি, তার কারণ একটাই হতে পারে-বিস্ফোরক বসাবার দায়িত্ব ছিল যে দলের উপর, সেটা এখনও জাহাজে অবস্থান করছে। এরা চলে গেলে, ক্যাসান্দ্রা জাহাজ উড়িয়ে দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না।

দরজার মুখে আরেকটা অবয়ব দেখতে পেল পেইন্টার-একটু আগে দেখা মৃত অস্ত্রধারী। ক্রে কে মেঝেতে শুইয়ে রেখেছ লাশের দিকে এগোল ও, হয়তো কাজে লাগাবার মতো কিছু পাওয়া যেতে পারে।

ক্যাপ্টেন আল-হাফি ওর সাথে যোগ দিল। “আমি লাশটাকে টেনে এনেছি। আশা ছিল যদি কিছু গুলি বা একটা *গ্রেনেড* পাওয়া যায়।” তিক্ত স্বরে বলল সে। একটা গ্রেনেড এই অচলাবস্থা দূর করার জন্য যথেষ্ট।

দ্রুত মরদেহটাকে পরীক্ষা করে দেখল পেইন্টার, টান দিয়ে খুলে ফেলল মাস্ক। লোকটার গলায় একটা সাবভোকালাইজিং রেডিও। জিনিসটা খুলে নিয়ে নিজের কানে এয়ারপিসটা ঢুকালো। কোন আওয়াজ নেই, এমনকি ঝির ঝির কোন শব্দ পর্যন্ত হচ্ছে না। পুরো টিম রেডিও সাইলেন্স-এ আছে।

লোকটার নাইট ভিশন গগলস খুঁজে পেয়ে পকেটে পুরল সে। এরপরই নজরে পড়ল লোকটার বুকের উপরে। একটা পুরু স্ট্র্যাপ দিয়ে ইকেজি (হৃদস্পন্দন দেখার যন্ত্র) মনিটর লাগানো আছে লোকটার বুকে।

“ড্যাম।”

“কী হলো?” জানতে চাইল কারা।

“আমাদের কপাল ভালো যে ক্যাপ্টেন গ্রেনেড খুঁজে পায়নি।” বলল পেইন্টার, “এই লোকগুলোর সাথে স্ট্যাটাস মনিটর লাগানো। এদের মেরে ফেলা আর পালাতে দেয়া একই কথা। উভয় ক্ষেত্রে এদের দলের লোক জাহাজ উড়িয়ে দেবে।”

“জাহাজ উড়িয়ে দেবে?” চোখ সরু করে জানতে চাইল আল-হাফি, এখন ইংরেজিতে কথা বলছে।

দুএক কথায় লোকটাকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলল পেইন্টার। “এর দলের লোকদের আগে আমাদেরকে অবশ্যই জাহাজ পরিত্যাগ করতে হবে। স্টার্নের পেছনে একটা লঞ্চের মত জিনিস দেখতে পেলাম বলে মনে হলো।”

“হ্যাঁ, জাহাজের সম্পত্তি।”

"কিন্তু ঐ হারামীরা তো আমাদের আর লঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।" ক্যাপ্টেন আল-হাফি তর্ক করল, "জাহাজের নিচের ডেক ধরে এগোলে কেমন হয়? অবশ্য আমার লোকরা গুলি বন্ধ করলেই ওরা পালাবে।"

খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে খোলা ডেকের দিকে তাকাল পেইন্টার। বন্দুকযুদ্ধের তীব্রতা কমে এসেছে, কারও কাছেই আর বেশি গুলি নেই। তাই গুনে গুনে খরচ করতে হচ্ছে।

তবে ডেজার্ট ফ্যান্টমদের ঝামেলা বেশী। ওরা আক্রমণকারীদের যেতেও দিতে পারছে না, আবার মেরেও ফেলতে পারছে না।

আরেকটা অচলাবস্থা।

কিন্তু আসলেই কি তাই?

আচমকা একটা বুদ্ধি মাথায় আসতেই ঘুরে দাঁড়াল।

কিন্তু ও মুখ খোলার আগেই, পেছনের ডেক থেকে তীব্র একটা আওয়াজ ভেসে এল। বাইরের দিকে তাকাল সে। প্রচন্ড তীব্রতায় খুলে গেল হ্যাচ, তিনটা ঘোড়া বন্যার পানির বেগে বাইরে বেরিয়ে এল। ডেক ধরে এগোল আরবী ঘোড়া। শুরু হলো নতুন তান্ডব।

একটা ঘোড়া, মাদী, আক্রমণকারীদের ব্যারিকেড ভেঙে ঢুকে পড়ল। গুলির শব্দ শোনা গেল, সেই সাথে মাদীটার চিৎকার।

এরিমাঝে বের হয়ে এল চতুর্থ ঘোড়াটা, সেই সাদা আরবী স্ট্যালিয়ন। ডেক ধরে অপূর্ব গতি আর ছন্দে এগিয়ে যাচ্ছে। ছন্দ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এবার আর আগের বারের মত অনিয়ন্ত্রিত নয় এই চলা।

স্যাডলে বসে আছে ওমাহা, দুই হাতে দুই পিস্তল। একদম কাছে এসে আক্রমণকারীদের দিকে তাক করে দুই বন্দুক থেকেই গুলি করল।

দুজন লুটিয়ে পড়ল ডেকে।

"না!" বলতে বলতে ডেকে বেরিয়ে এল পেইন্টার।

গুলির শব্দে ঢাকা পরে গেল ওর চিৎকার।

পেছনের হ্যাচের পাশে নড়চড়ার আভাস দেখে ও বুঝতে পারল যে কোরাল স্নাইপার হিসেবে অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। ঘাড়ে এতক্ষণ একটা রাইফেল ঝোলানো ছিল, এবার সেটা একমাত্র অবশিষ্ট আক্রমণকারীর দিকে তাক করল। স্টারবোর্ডের রেলিং-এর দিকে ঝাঁপ দিল আক্রমণকারী, পানিতে লাফ দিতে চায়।

কিন্তু সেই সুযোগ আর পেল না, গর্জে উঠল কোরালের রাইফেল।

মাঝ পথে কেঁপে উঠল আক্রমণকারী, মনে হলো ঘোড়ার লাথি খেয়েছে। লোকটার মাথার বা পাশ উড়ে গিয়েছে।

হতাশায় চিৎকার করতে গিয়েও নিজেকে থামাল পেইন্টার। অবশেষে অচলাবস্থার শেষ হয়েছে। কিন্তু দলের সবাই মারা যাওয়ায়, জাহাজটা উড়িয়ে দিতে ক্যাসান্দ্রার আর কোন বাঁধা রইল না।

২:১০ এ.এম.

জোডিয়াক থেকে হোভারক্রাফটে ওঠার সময় ঘড়ি দেখল ক্যাসান্দ্রা। দশ মিনিট পিছিয়ে আছে ওরা। ডেকে উঠে জন কেনকে দেখতে পেল সে।

লোকটা ওর দিকে এগিয়ে এল। দুজনকে নির্দেশ দিল, তারা যেন কিউরেটরের অজ্ঞান দেহটাকে উপরে উঠিয়ে আনে। বাতাসের বেগ এখন অনেক বেশী, তাই সিঁড়ি বেয়ে ওঠাটাও পরিণত হয়েছে ব্যায়ামে। ক্যাসান্দ্রা স্যুটকেসটা হাতে নিল।

সফলভাবে মিশন সম্পন্ন করেছে ওরা।

কেন ওর পাশে এসে দাঁড়াল। পুরো কালো পোষাক পরিহিত লোকটাকে মানুষ না, ছায়া বলাই অধিক যুক্তিসংগত।

"দ্য আর্গস আট মিনিট আগে অল ক্লিয়ার সিগন্যাল পাঠিয়েছে। তোমার আদেশের অপেক্ষা এখন।"

"বিস্ফোরক বসাতে যে টিমটা গিয়েছিল, তাদের কি খবর?"

মাথা নাড়ল কেন, "স্ট্যাটাস মনিটর অনুসারে আমরা সবাইকে হারিয়েছি।"

মৃত! লোক চারজনের চেহারা ক্যাসান্দ্রার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দক্ষ মার্সেনারি ছিল ওরা।

পাইলটহাউস থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল, "ক্যাপ্টেন স্যানচেজ!" রেডিওম্যান বলল, "আমরা আবার সিগন্যাল পাচ্ছি, তিনটা সিগন্যাল।"

"বিস্ফোরক টিমের কাছ থেকে?" ক্যাসান্দ্রা অবাক চোখে সমুদ্রের দিকে চাইল। যেন ওর মনোযোগের কথা টের পেয়েই গোলাগুলির শব্দ ভেসে এল সাবাব ওমান থেকে। কেনের দিকে তাকাল ক্যাসান্দ্রা। কিছু না বলে শুধু শ্রাগ করল লোকটা।

"কয়েক মুহূর্তের জন্য কানেকশন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।" রেডিওম্যান জানালো, "হয়তো ঝড়ের জন্য। কিন্তু এখন আবার সিগন্যাল দেখাচ্ছে।"

রেডিওম্যানকে পাত্তা না দিয়ে একদৃষ্টিতে অন্য জাহাজটার দিকে তাকিয়ে রইল ক্যাসান্দ্রা, মস্তিষ্কের ধূসর কোষ গুলো কাজ শুরু করে দিয়েছে।

কেন মেয়েটার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, "অর্ডার কী?"

আচমকা বৃষ্টি পাত শুরু হলো, ক্যাসান্দ্রা যেন ওর গালে এসে পড়া পানির ফোঁটাগুলো টেরই পেল না। "মাইন ফাটিয়ে দাও।"

রেডিওম্যান অবাক হলেও চুপ করে রইল, আদেশ অমান্য করার ফল কি হতে পারে তা সে জানে। কেনের দিকে তাকাল সে, কিন্তু নড করল কেন। আর উপায়ন্তর না দেখে পাইলটহাউসে ফিরে গেল রেডিওম্যান।

আদেশ পালনের এই দেরীটুকু ক্যাসান্দ্রার নজর এড়াল না, এড়াল না রেডিওম্যানের কেনের দিকে তাকানো। মিশনটার দলনেতা ক্যাসান্দ্রা হলেও কেনের লোক এরা। আর এই মাত্র কেনের দলের তিনজনের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করল সে।

কেনের হাবভাবে কিছু প্রকাশ না পেলেও ব্যাখ্যা করল ও, "ওই তিনজন আগেই মারা গিয়েছে। নতুন সিগন্যাল মিথ্যা।"

"তুমি কিভাবে-"

লোকটাকে থামিয়ে দিল ক্যাসান্দ্রা, "কারণ পেইন্টার ক্রো ওখানে আছে।"

২ঃ১২ এ.এম.

পেইন্টার ভালোভাবে ওমাহা আর ড্যানির বুকের সাথে লাগানো ষ্ট্রাপটা পরীক্ষা করে দেখল। মৃত আক্রমণকারীদের মনিটরগুলো ঠিকমত কাজ করছে বলেই মনে হলো।

হাত দিয়ে চশমা থেকে বৃষ্টির পানি মুছল ড্যানি, "এগুলো ভিজলে আবার শক খাব না তো?"

"নাহ।" আশ্বস্ত করল পেইন্টার।

সামনের ডেকে এসে জড়ো হয়েছে সবাইঃ কারা, ডান ভাতৃদ্বয়, কোরাল। ক্রে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকার মত জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। কিন্তু জাহাজের দুলুনির জন্য ভারসাম্য রাখতে কষ্ট হচ্ছে ছেলেটার। এর কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে ওমানি বর্ডর পেট্রোলের সদস্যরা বন্দুকযুদ্ধের ভুয়া নাটক সাজাচ্ছে।

এই ধোঁকা কতক্ষণ ক্যাসান্দ্রাকে বোকা বানিয়ে রাখবে, তা জানে না পেইন্টার। তবে আশা করছে, জাহাজ পরিত্যাগ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। ক্যাপ্টেন আল-হাফি ক্রুদেরকে জড়ো করছে। জাহাজের একমাত্র মোটর চালিত লঞ্চটা এখন তৈরি।

অন্য লাইফবোটটা নামানো হচ্ছে নিচে। ওতে উঠেছে পনের জন ক্রুয়ের মাঝে বেঁচে থাকা দশজন। মৃতদেরকে পেছনে ফেলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

জেট স্কিগুলোর খোঁজে সমুদ্রে চোখ বুলালো পেইন্টার। ঢেউ এখন প্রায় পনের ফুট উঁচু হয়ে আসছে। বাতাসের বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুন।

অবস্থার আরো অবনতি হবে।

একটা জেট স্কি নজরে পড়ল পেইন্টারের, ঢেউয়ের মাথায় চড়ে আসছে। প্রবৃত্তির বশেই মাথা নত করে ফেলল পেইন্টার, কিন্তু দরকার ছিল না।

জেট স্কিটা ওদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে!

ধরে ফেলেছে ক্যাসান্দ্রা!

“এখুনি লঞ্চে উঠে পড়ো সবাই!” চিৎকার করে বলল ও, “এখুনি!”

২ঃ১৪ পি.এম.

অন্ধকার থেকে ফিরে এল সাফিয়া, চোখ খুলতেই শুনতে পেল বিদ্যুৎ চমকাবার শব্দ। চেহারায় এসে পড়ল বৃষ্টির ঠান্ডা ফোঁটা। একদম ভিজে গিয়েছে সে, উঠে বসার প্রয়াস পেল। কিন্তু দূর্বল লাগছে, মনে হচ্ছে পৃথিবী যেন ঘুরছে। শুনতে পেল কণ্ঠস্বর, দেখতে পেল পা। আরেকবার চমকে উঠল বিদ্যুৎ। আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল সে।

দুলছে ও, টের পেল সাফিয়া। *আমি এখন একটা বোটে আছি!*

“ট্রাংকের প্রভাব কেটে যাচ্ছে।” কেউ একজন বলল।

“নিচে নিয়ে যাও।”

মাথা ঘুরিয়ে বক্তার দিয়ে চাইল সাফিয়া। একজন মহিলা। একগজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে অদ্ভুত দর্শন একটা টেলিস্কোপ। কালো পোষাক পরিহিত মেয়েটা। চিনতে পারল সাফিয়া।

আস্তে আস্তে ফিরে আসছে স্মৃতি। ক্লে চিৎকার করে উঠল, এরপর ওর দরজায় নক করল কেউ। *ক্লে?* দরজা খুলতে চায়নি সাফিয়া, বুঝতে পেরেছিল কোথাও কোন গন্ডগোল আছে। কিন্তু লাভ হয়নি, খুব সহজেই তালা ভেঙে ফেলে ওরা।

এই কালো পোশাক পরা মহিলা প্রথম কেবিনে ঢুকেছিল। সাফিয়ার ঘাড়ে আলতো কামড় বসিয়েছিল কিছু একটা। এরপরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে।

“শুকনো কিছু কাপড় দিও।” আবারও নির্দেশ দিল মেয়েটা।

চমকে উঠল সাফিয়া, এবার কণ্ঠস্বরটাও চিনতে পেরেছে। লন্ডন মিউজিয়ামে ওর উপর আক্রমণ করেছিল এই মহিলাই।

মাথা নাড়ল সাফিয়া, মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু কিছু বলার বা করার আগেই, দুইজন পুরুষ ওকে খাড়া করিয়ে দিল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে উল্টো পিছলে পড়ল সাফিয়া। হাঁটু দুটো মনে হচ্ছে মাখনের তৈরি।

বোটের ধাতব রেলিঙের দিকে চাইল ও, ঝড় এসে গিয়েছে। উঠছে আর নামছে সমুদ্রের কালো পানি। অল্প কিছুটা দূরত্বে জ্বলতে থাকা একটা বস্তু ওর মনোযোগ কেড়ে নিলো।

যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাও নিঃশেষ হয়ে গেল যেন।

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর জ্বলছে একটা জাহাজ, মাস্তুলগুলো মশালের মত আলো ছড়াচ্ছে। পালের কাপড় পরিণত হয়েছে ছাইয়ে, অবশিষ্ট অংশটুকু উড়ছে পত পত করে। জাহাজের জ্বলন্ত ধ্বংশাবশেষ ছড়িয়ে আছে এদিক সেদিকে।

জাহাজটাকে ভালোভাবে চেনে সে, দ্য সাবাব ওমান।

ফুসফুস থেকে এক লহমায় সব বাতাস বের হয়ে গেল। চিৎকার করতে চাইল ওর হতাশ মন। আর সামলাতে পারল না নিজেকে, বমি করে দিল ডেকে। ছিটকে গিয়ে তা স্পর্শ করল ওকে ধরে থাকা গার্ডদের জুতা।

"ধুশ শালা..." ওদের একজন বলল।

কিন্তু সাফিয়ার পুরোটা মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে জ্বলতে থাকা সাবাব ওমান।

না...আবার না...যাদেরকে আমি ভালোবাসি তাদের সবাইকে আবার হারাতে চাই না...

কেঁদে ফেলল সাফিয়া। একটু আশা ভর করল মনে, হয়তো...হয়তো কেউ বেঁচে গিয়েছে। কিন্তু ওর অপহরণকারীর শেষ আদেশটাও সে আশার বেলুন ফাটিয়ে দিল।

"পেট্রোল পাঠাও," বলল মেয়েটা, "কেউ যেন বেঁচে ফিরতে না পারে।"

০২:২২ এ.এম.

চোখের উপরে কেটে গিয়েছে পেইন্টারের, হাত দিয়ে জায়গাটা থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছল। সমুদ্র বার বার ওঠা নামা করছে, সেই সাথে তাল মিলিয়ে পা নাড়াতে হচ্ছে ওকে। বৃষ্টি প্রচন্ড আকার ধারণ করেছে। ক্ষণে ক্ষণে চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ।

উল্টানো লঞ্চের নিচ থেকে উঁকি দিল ও। কোমড়ে একটা টোলাইন বেঁধে রেখেছে। লাইনটার অন্য মাথা লঞ্চের সাথে বাঁধা। ওর আশেপাশের সমুদ্রের পানি কালো, মনে হচ্ছে যেন তেলের সাগরে ভাসছে। কিন্তু কিছুটা দূরে পানির উপর পতপত করে জ্বলছে আগুন। ঠিক মাঝখানে আছে সাবাব ওমান, অর্ধেকটা ডুবে গিয়েছে। পানির উপরে ভেসে থাকা অংশটুকু জ্বলছে।

আরেকবার রক্ত আর পানি মুছে নিয়ে বিপদের খোঁজে নজর বুলালো পেইন্টার। রক্তপাত হচ্ছে বলে, হাঙরকেও ভয় পাচ্ছে। তবে এই ঝড় ওই শিকারী প্রাণিদেরকে দূরে রাখার কথা।

কিন্তু এই মুহূর্তে বড় বিপদ হলো অন্য এক ধরনের শিকারী।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে, আগুনের আভায় একটা জেট স্কি দেখতে পেল। নিশ্চয় বেঁচে যাওয়া লোকদের খুঁজছে।

নাইট ভিশন গগলসটা চোখে গলাল পেইন্টার। আরো নিচে নেমে এল সে, যেন দূর থেকে ওর অবয়ব একদম দেখতে পাওয়া না যায়। সাদা আর সবুজে ভরে গেল দুনিয়া। আগুন এখন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, আর সমুদ্র দেখাচ্ছে রূপালি। জেট স্কির দিকে তাকাল ও। গগলসের ম্যাগনিফিকেশন বৈশিষ্ট্যটা চালু করে দিল। দেখতে পেল, জেট স্কিটার সামনের দিকে একজন পাইলট বসে আছে, তার পিছনে অ্যাসল্ট রাইফেল চালাবার জন্য তৈরি হয়ে আছে আরোহী। মিনিটে একশত রাউন্ড গুলি ছুঁড়তে সক্ষম ওই অ্যাসল্ট রাইফেল।

গগলস পরে থাকায়, অন্য দুই জেট স্কি খুঁজে পেল খুব সহজে। ওগুলো ধ্বংসাবশেষ খুঁজে দেখছে। থেকে থেকে গুলির আওয়াজ, আর সেই সাথে চিৎকার শোনা গেল। চিৎকার থামলেও, গুলি থামল না।

জেট স্কিগুলোর উদ্দেশ্য পরিষ্কার।

কোন সাক্ষী রাখতে চায় না ওরা।

লঞ্চের নিচে চলে এল পেইন্টার। নাইট ভিশন গগলসটা পানিরোধী। অনেকগুলো পা দেখতে পেল ও। ওগুলোর ফাঁক গলে কিছুদূর এগোল। এরপর পা তুলল পানির উপরে। নাইট ভিশন পড়ে থাকলেও, এই অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা কষ্টকর। মোট আটজন মানুষ আশ্রয় নিয়েছে উল্টানো লঞ্চের নিচে। বাতাসে যেন ভয়ের গন্ধ পেল পেইন্টার।

কারা আর ডান ভাতৃদ্বয় কে-কে ভাসিয়ে রেখেছে। ক্যাপ্টেন আল-হাফি লঞ্চের উইন্ডশিল্ডের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। ওর দলের অন্য দুজনের মত সেও নেংটি বাদে অন্য সব পোষাক পরিত্যাগ করেছে। চতুর্থ ফ্যান্টমের কী হয়েছে, তা কেউ জানে না।

লঞ্চটা পানিতে নেমেছে কি নামেনি, এমন সময় প্রথম বিস্ফোরণটা ঘটে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় লঞ্চ উল্টে যায়। কম বেশী সবাই আহত হয়েছে। জানা ছিল বোমা পাতা আছে, তবু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে সকলে। কোরাল আর পেইন্টার মিলে সবাইকে লঞ্চের নিচে জড়ো করে, অন্তত এখানে থাকলে কারও নজরে পড়ার সম্ভাবনা কম।

কোরাল ফিসফিস করে পেইন্টারকে বলল, "চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য লোক পাঠিয়েছে?"

নড করল পেইন্টার, "দোয়া করো যেন বেশি খোঁজাখুঁজি না করে।"

ইঞ্জিনের অস্ফুট আওয়াজ শুনতে পেয়ে জায়গায় জমে গেল সবাই। একটা জেট স্কি ওদের দিকে আসছে।

"সবাই পানির নিচে চলে যাও!" সতর্ক করল সবাইকে, "ত্রিশ পর্যন্ত গুনবে।" লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে সে যেই ডুব দিতে যাবে-

গুলির আঘাতে কেঁপে উঠল লঞ্চ। এমন আওয়াজ হলো, যেন টিনের ছাদের উপর আছড়ে পড়ছে গলফ বল সাইজের শিলা। খুব কাছ থেকে গুলি করায়, কিছু গুলি লঞ্চের অ্যালুমিনিয়াম নির্মিত হাল পর্যন্ত ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

তাড়াতাড়ি ডুব দিল পেইন্টার। এক জোড়া বুলেট ওর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সবাই দম বন্ধ করে আছে, হাত দিয়ে ধরে আছে লঞ্চের কোন না কোন অংশ। গুলি বৃষ্টি বন্ধ হওয়া পর্যন্ত শ্বাস বন্ধ করে রইল পেইন্টার। এরপর মাথা তুলে তাকাল। ইঞ্জিনের শব্দ আরো জোরালো হয়েছে।

ওর পাশে ভেসে উঠল ওমাহা, এরপর একে একে অন্য সবাই। কথা বলল না কেউ, শুধু শুনল। দরকার পরলে পুনরায় ডুব দেবার জন্য সবাই তৈরি।

লঞ্চের একদম পাশে এসে দাঁড়াল জেট স্কি।

যদি লঞ্চটা উল্টিয়ে দেয়...গ্রেনেড ব্যবহার করে...

বিশাল এক ঢেউ এসে লঞ্চ আর আত্মগোপনকারীদের উঠিয়ে নিল। জেট স্কিটা বাড়ি খেল লঞ্চের সাথে। গাল বকে উঠল ওটার পাইলট। লঞ্চের পাশ থেকে সরে গেল বাহনটা।

"আমাদের ঐ জেট স্কিটা দখল করে নেয়া উচিত।" ওমাহা ওকে ফিসফিস করে বলল, "আমরা দুইজন, ওরাও দুই জন। আমাদের হাতে পিস্তল আছে।"

পেইন্টার ওর দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে ফেলল, "তারপর? তোমার কি মনে হয়, ওরা জেট স্কির অনুপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারবে না? ওদের মেইন বোট আশেপাশেই আছে। পালাতে পারবে না।"

"বুঝতে পারছ না। আমি পালাবার কথা বলিনি।" ওমাহা হাল ছাড়তে রাজী নয়, "আমি ওদের উপর আক্রমণ চালাবার কথা বলছি, সাফিয়াকে উদ্ধার করার কথা বলছি।"

লোকটার সাহসের প্রশংসা করতে হয়, ভাবল পেইন্টার। কিন্তু ঘিলু বলতে কিছু নেই, "ওরা কোন নবিশ সৈনিক না।" বিরক্ত গলায় বলল সে, "পাত্তা পাবে না।"

"তাতে কী? সাফিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্ন এখানে।"

মাথা নাড়ল পেইন্টার, "মেইন বোটের একশ গজ কাছেও ভিড়তে পারবে না। এর আগেই তোমাকে উড়িয়ে দেবে।"

"তুমি না গেলে, আমি আমার ভাইকে নিয়ে যাব।" ওমাহা কোন কথা শুনতে রাজী নয়।

পেইন্টার ওকে ধরতে গেল, কিন্তু হাত সরিয়ে দিল ওমাহা।

"আমি ওকে ফেলে যেতে রাজী নই।" ড্যানির দিকে সাঁতরাতে সাঁতরাতে বলল ওমাহা।

লোকটার কণ্ঠের দুঃখটা বুঝতে পারছে পেইন্টার। সাফিয়ার জন্য নিজেকে দায়ী করছে ও। মনের একটা ক্ষুদ্র অংশ চাইছে ওমাহার কথা মেনে নিতে।

কিন্তু ভালো করেই জানে, তাতে লাভ হবে না কোনও।

ওমাহা পিস্তল বের করে আনল।

পেইন্টার বুঝল, ওকে থামানো তার কম্ম না। তবে কার কম্ম, সেটাও সে জানে। সেই ব্যক্তির হাত আঁকড়ে ধরল ও, "আমি সাফিয়ার প্রতি অনুরক্ত।" তীক্ষ্ণ স্বরে বলল।

কারা হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল, কিন্তু পেইন্টার তা হতে দিলে তো। "কী বলছ?" জানতে চাইল মেয়েটা।

"কেবিনে তোমার করা প্রশ্নের উত্তর দিলাম। আমি সাফিয়ার প্রতি অনুরক্ত।" স্বীকার করতে কষ্ট হলেও, সত্যটা বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই ওর হাতে। আসলেই সে সাফিয়ার প্রতি অনুরক্ত। ভালোবাসা... না ভালোবাসার পর্যায়ে যায়নি এখনও। তবে যায় কিনা, তা দেখতে চায় পেইন্টার। "ওকে ফিরিয়ে আনব আমি। কিন্তু এভাবে না।" ওমাহার দিকে নড করল সে, "ওর পরিকল্পনা কাজ করবে না। এই মুহূর্তে সাফিয়া নিরাপদ। কিন্তু ওমাহা আক্রমণ করলে মেয়েটার কোন ক্ষতিও করে ফেলতে পারে। সাফিয়ার জন্যই আমাদের *সবার* বেঁচে থাকা জরুরী।"

মনোযোগ দিয়ে শুনল কারা। ব্যবসায়ী মস্তিষ্ক পেইন্টারের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারল মুহূর্তের মাঝে। ওমাহার দিকে ফিরে সে বলল, "বন্দুকটা সরিয়ে রাখ, ইন্ডিয়ানা।"

এদিকে জেট স্কির ইঞ্জিনের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে। আওয়াজের দিকে চেয়ে গাল বকল ওমাহা, এরপর কোমড়ে গুঁজে রাখল বন্দুক।

"সাফিয়াকে আমরা খুঁজে বের করবই।" বলল পেইন্টার, কিন্তু ওমাহা শুনতে পেল বলে মনে হলো না। একদিক দিয়ে ভালোই হলো। বড় বড় কথা বললেও সত্যি সত্যি কথাটা রাখতে পারবে কিনা, তা জানে না ও। আচমকা আক্রমণ আর পরাজয় ওকে নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। প্রথম থেকেই একধাপ এগিয়ে ছিল ক্যাসান্দ্রা।

ঠান্ডা মাথায় ভাবা দরকার। "ওরা আসলেই চলে গিয়েছে কিনা, তা দেখতে যাচ্ছি।"

ক্যাসান্দ্রার কথা বার বার খেলে যাচ্ছে মাথায়। ওদের প্রতিটা পদক্ষেপ আঁচ করতে পেরেছে মেয়েটা। কিন্তু কিভাবে? ভয়ে বুক শুকিয়ে আসছে পেইন্টারের। ওদের মাঝে কোন বিশ্বাসঘাতক নেই তো?

০২:৪৫ এ.এম.

গানওয়েল আঁকড়ে ধরে আছে ওমাহা, ঢেউয়ের তালে তালে উঠছে নামছে। অন্ধকারে অপেক্ষা করা ওর তীব্র অপছন্দ। অন্যদের শ্বাস নেবার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কথা বলছে না কেউ।

সাফিয়ার জন্য দুশ্চিন্তায় ভরে উঠছে ওর মন।

পেইন্টারের কথা শুনতে গেল কেন? জেট স্কিটা দখল করার চেষ্টা চালানো উচিত ছিল। কে কী ভাবে, তার থোড়াই পরোয়া করে ওমাহা।

আরেকবার ব্যর্থ হয়েছে ও।

প্রথমবার ব্যর্থ হয়েছিল তেল আবিবের ঘটনাটার পর। তখন সাফিয়ার ভেতরে যেন কিছু একটা মরে গিয়েছিল, লন্ডনে আত্মগোপন করেছিল বলা চলে। ওমাহা চেষ্টা করেছে মেয়েটাকে সঙ্গ দেবার। কিন্তু নিজের ক্যারিয়ার আর প্যাশন যে লন্ডনে নেই। আরব থেকে প্রতিবার ফিরে আসার পর মনে হচ্ছিল যেন আরো দূরে সরে গিয়েছে ওরা। একদিন বুঝতে পারল, লন্ডনে ফিরতে ইচ্ছা করছে না ওর। নিজেকে ফাঁদে পড়া জন্তুর মত মনে হচ্ছিল। তাই কমিয়ে দিয়েছিল দেখা করা। সাফিয়া অনুযোগ করেনি। আর এতেই ওমাহা কষ্ট পেয়েছিল বেশি।

কখন ফুরিয়ে গিয়েছিল ভালোবাসার ফুল্লধারা?

বলতে পারে না ওমাহা। তবে যেদিন হার মেনে বাগদানের আংটি ফেরত চেয়েছিল, তার অনেক আগেই যে ঘটেছিল ঘটনাটা তা নিশ্চিত। কোন কথা না বলে আঙুল থেকে আংটিটা খুলে ওর হাতে তুলে দিয়েছিল সাফিয়া। এরপর তাকিয়েছিল ওর চোখের দিকে। সাফিয়ার চোখে সেদিন দুঃখ খুঁজে পায়নি ওমাহা, পেয়েছিল স্বস্তি।

ঠিক তখন মেয়েটার জীবন থেকে সরে যায় ও।

পেইন্টার ওর পাশে ভেসে উঠলে, নড়ে উঠল সবাই। "আমার মনে হয় বিপদ কেটে গিয়েছে। বিগত দশ মিনিটে কোন জেট স্কি নজরে পড়েনি।" বলল পেইন্টার।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই।

"তীরের দিকে রওনা দেয়া দরকার।"

পেইন্টারের কথাগুলো শুনে ওমাহার মনে হলো, মিলিটারি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে লোকটার।

"লঞ্চের দুই দিকে দুটো দাঁড় আছে। ওগুলো ব্যবহার করে এটাকে সোজা করা যাবে।"

ওমাহার হাতে একটা দাঁড় ধরিয়ে দিল কেউ।

"দুই দলে ভাগ হয়ে যাব আমরা। একদল পোর্টের দিকে গিয়ে নিচের দিকে চাপ দিবে। আর অন্যদল স্টারবোর্ডের দিকে গিয়ে উপরের দিকে। তবে আগে আউটবোর্ডটা খুলে দিয়ে আসি। গুলি লেগেছে ওখানে, তেল ঝরছে।"

টুকটাক কিছু বিষয় ঠিক করে নিয়ে, নির্দেশ মতো এগোল সবাই।

এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, তবে অনেক কমে এসেছে বাতাসের গতি। লঞ্চের অন্ধকারে অনেকক্ষণ থাকার পর, রাতের আকাশটাকে উজ্জ্বল মনে হচ্ছে ওমাহার। মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সেই আলোতে ক্ষণে ক্ষণে আলোকিত হয়ে উঠছে সমুদ্রের অংশ বিশেষ। সাবাব ওমানের আর কোন অস্তিত্বই নেই, তবে এখনও দুএক জায়গায় আগুন জ্বলছে।

ওমাহা আশেপাশে তাকাল। পেইন্টার লঞ্চের স্টার্নের দিকে এগিয়ে ইঞ্জিন মুক্ত করার জন্য টানাটানি করছে। একবার ভাবল সাহায্য করতে এগিয়ে যায়, কিন্তু তা না করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর সফল হলো পেইন্টার। ইঞ্জিনটা হারিয়ে গেল সাগরের অতলে। ওর দিকে তাকিয়ে লোকটা বলল, "এসো, কাজে লেগে পড়ি।"

পেইন্টার যতটা সহজে বলেছিল, ততটা সহজে হলো না কাজটা। চার বার চেষ্টা করার পর সফল হলো ওরা। অনেক কষ্টে সোজা করল ওটাকে, লঞ্চের অর্ধেকটা পানিতে ভর্তি। লঞ্চে উঠে এল সবাই।

"এখনও পানি উঠছে।" সবার ওজনে লঞ্চটাকে একটু ডুবে যেতে দেখে বলল কারা।

"বুলেটের গর্ত।" পানির মাঝ দিয়ে হাত নেড়ে গর্তটা অনুভব করছে ড্যানি।

"সেঁচা শুরু কর। দাঁড় চালানো আর পানি সেঁচা একসাথে চালাতে হবে।" আবারও আদেশের সুরে বলল পেইন্টার, "তীর অনেক দূরে।"

"তবে সাবধান।" ক্যাপ্টেন সাবধান করল, "এখানকার স্রোত বিপদজনক।"

পেইন্টার নড করে কোরালকে এগোবার নির্দেশ দিল।

ওমাহা ভাসমান ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাল। উপকূল প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। এতদূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, ওটা আসলে কালো মেঘ।

পেইন্টারকেও এদিক ওদিক তাকাতে দেখছে ওমাহা। কিন্তু হাঙর বা উপকূল নিয়ে যে লোকটা ভাবছে না, সেটা স্পষ্ট। ওর দুশ্চিন্তা সাফিয়াকে ঘিরে।

আমি সাফিয়ার প্রতি...অনুরক্ত।

ভেজা শরীরে দাঁড়িয়ে আছে ওমাহা। কিন্তু ভেতর থেকে উঠে আসা রাগ ওকে গরম করে তুলছে। মিথ্যা বলছিল নাকি? দাঁড় ধরে বাওয়া শুরু করল ও। পেইন্টার স্টার্নে দাঁড়িয়ে আছে, একবার শুধু ওর দিকে তাকাল। এই লোকটার ব্যাপারে কি জানে ওরা? বলতে গেলে কিছুই না।

অনেকক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে রাখায় ব্যথা শুরু হয়ে গেল ওমাহার চোয়ালে।

আমি মেয়েটার প্রতি অনুরক্ত।

ঠিক কোন জিনিসটা ওকে এতটা রাগিয়ে তুলছে, জানে না ওমাহা।

লোকটার কথা কী মিথ্যা?... নাকি সত্য?

৩ঃ৪৭ এ.এম.

একঘন্টা পরের কথা, পেইন্টার এখন কোমড় সমান পানিতে দাঁড়িয়ে আছে। টোলাইন ধরে টানছে লঞ্চটাকে। সামনে বিস্তৃত বালুকাবেলা। সূর্য এখনও ওঠেনি, তাই অন্ধকার হয়ে আছে চারপাশ। আশেপাশে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। তবু সতর্কতায় ঢিল দিলো না সে। লঞ্চ থেকে নজর রাখার জন্য কোরালকে নাইট ভিশন গগলসটা দিয়ে এসেছে।

পাথুরে বালুতে এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে পেইন্টার। ভারের চোটে উরু ব্যথা করছে, আর কাঁধ তো দাঁড় বাইবার পরিশ্রমের কারণে আগে থেকেই শক্ত হয়ে আছে।

আর একটু পথ...

বৃষ্টিটা বন্ধ হওয়ায় তাও একটু বাঁচোয়া।

লাইনটা ধরে লঞ্চটাকে শক্ত মাটির দিকে টেনে আনছে ও, আর ড্যানি দাঁড় বাইছে। লঞ্চের নাক ঘুরিয়ে পাথরহীন একটা রাস্তা বের করল পেইন্টার।

"এবার জোড়ে বাও।" ড্যানিকে উদ্দেশ করে বলল সে।

বালির সাথে অ্যালুমিনিয়ামের ঘষা খাবার শব্দ শুনতে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওর, পৌঁছে গেছে তীরে।

কারাকে নামতে সাহায্য করল কোরাল। এদিকে ড্যানি, ওমাহা আর ক্লে নামতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে। কেবল ক্যাপ্টেন আল-হাফি আর তার দুই সৈন্য নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কোনক্রমে নিজেও সৈকতে চলে এল পেইন্টার, হাত পা গুলোকে পাথর মনে হচ্ছে ওর। লঞ্চটাকে লুকিয়ে রাখার মত একটা জায়গা দরকার, নাহলে ডুবিয়ে দিতে হবে।

একটা ছায়া ভেসে এল ওর পেছন থেকে। উদ্যত মুষ্ঠিটাকে দেখতে ব্যর্থ হলো পেইন্টার। তবে জায়গামত আঘাত হানতে ব্যর্থ হলো না ছায়াটা। দূর্বল শরীর নিয়ে নিতম্বের উপর বসে পরল সে।

"ওমাহা!" কারা চিৎকার করে উঠল।

এতক্ষণে আক্রমণকারীকে চিনতে পারল পেইন্টার-ওমাহা।

"কী করছ-" কথা শেষ করার আগেই ওমাহা ওর উপর ঝাঁপিয়ে পরল। এক হাতে চেপে ধরল তার গলা, অন্য হাত আরেকটা ঘুষি হাকাতে উদ্যত।

"হারামজাদা!"

দ্বিতীয়বার আঘাত হানার আগেই একটা শক্ত হাত টেনে সরিয়ে নিল ওমাহাকে। ছাড়া পেতে চাইল লোকটা, কিন্তু কোরালের শক্ত হাত থেকে ছাড়া পাওয়া এত সহজ না।

এই সুযোগে উঠে দাঁড়াল পেইন্টার, প্রথম ঘুষিটা চোখ বরাবর লেগেছে, পানি ঝড়ছে ওই চোখ দিয়ে।

"আমাকে ছেড়ে দাও!" হুংকার ছাড়ল ওমাহা।

কোরাল লোকটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সৈকতে।

কারা ওমাহার পাশে এসে দাঁড়াল, "ওমাহা! কী হচ্ছে এসব?"

উঠে বসল ওমাহা, রাগে চেহারা লাল হয়ে আছে। "ওই হারামজাদা আমাদের কাছ থেকে তথ্য গোপন করেছে।" এরপর কোরালের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "ওই লোকটা আর তার এই সহকারী, দুজনই জানে।"

এমনকি ড্যানি পর্যন্ত ওর ভাইকে শান্ত করতে এগিয়ে এল, "ওমাহা, এখন এসবের সময় না-"

ওমাহা হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসল, "এখন না তো কখন? এতক্ষণ ওই শালাকে চোখ বন্ধ করে অনুসরণ করে এসেছি। আমার সব প্রশ্নের উত্তর পাবার আগে আর এক পাও এগোতে চাই না।"

কোরালের সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়াল পেইন্টার।

সবাই ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাগ টানা হয়ে গিয়েছে। একপাশে ও আর কোরাল, অন্য পাশে বাকি সবাই।

কেবল কারা দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে। একবার এই গ্রুপকে দেখছে তো আরেকবার ওই গ্রুপকে। এক হাত তুলল মেয়েটা, পেইন্টারের দিকে ফিরে বলল, "তুমি বলেছিলে যে তোমার একটা পরিকল্পনা আছে। খুলে বলো।"

পেইন্টার একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নড করল, "সালালাহ। ওখানেই সাফিয়াকে নিয়ে যাবে ওরা।"

"তুমি কিভাবে জানো?" জানতে চাইল ওমাহা, "এতটা নিশ্চিন্ত হলে কিভাবে? যেকোন জায়গায় সাফিয়াকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। মুক্তিপণের আশায় বা লোহার হৃদপিন্ডটা বিক্রি করে টাকা কামাবার আশায় আমাদের উপর আক্রমণ হতে পারেনা?"

"আমি জানি।" ঠান্ডা স্বরে বলল পেইন্টার। এরপর দীর্ঘ একটা বিরতি নিয়ে মুখ খুলল, "এই আক্রমণটা কোন সাধারণ আক্রমণ না। উদ্দেশ্য নিয়ে পুরো পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে, আর তাতে সফল হয়েছে। চুপিসারে ঢুকে সাফিয়া আর লোহার হৃদপিন্ডটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে আক্রমণকারীরা।"

"কেন?" জানতে চাইল কারা, এক হাত তুলে ওমাহার রাগান্বিত হয়ে মন্তব্য করে বসাটা থামিয়ে দিল, "কী চায় আক্রমণকারীরা?"

"আমরাও যা চাই-উবারের আসল অবস্থান।"

গাল বকে উঠল ওমাহা, অন্যান্যরা শুধু চুপ করে রইল।

কারা মাথা নাড়ল, "তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি।" শক্ত হয়ে এল মেয়েটার গলা, "উবার খুঁজে ওদের কী লাভ? *কী চায়* ওরা?"

জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল পেইন্টার।

ও কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে "বুলশিট!" বলে এগিয়ে এল ওমাহা।

জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল পেইন্টার, কোরালকে ইঙ্গিতে চুপ থাকতে বলেছে। আরেকটা ঘুষি খাবার কোন ইচ্ছা নেই ওর।

ঘুষি মারার ইচ্ছা নেই ওমাহারও, হাত তুলে বন্দুকটা পেইন্টারের মাথার দিকে তাক করল সে, "অনেক হয়েছে। বন্ধ কর এই নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো। সরাসরি উত্তর দাও।"

"ওমাহা।" কারা সাবধান করল লোকটাকে, কিন্তু গলায় আর আগের মতো জোর নেই।

কোরাল ওমাহাকে পেরে ফেলার জন্য উশখুশ করছে, কিন্তু ইঙ্গিতে ওকে আবার চুপ থাকতে বলল পেইন্টার।

বন্দুকটা কপালে ঠেসে ধরল ওমাহা, "উত্তর দাও! উবারে কী আছে? কাদের জন্য কাজ করো তুমি?"

সত্যিটা বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই পেইন্টারের, এই গ্রুপের সাহায্য ওর একান্ত প্রয়োজন। ক্যাসান্ড্রাকে থামাতে আর সাফিয়াকে উদ্ধার করতে হলে, শুধু কোরালের সাহায্য দিয়ে হবে না।

"আমি ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্সের হয়ে কাজ করি।" স্বীকার করল সে, "বিশেষ করে ডারপা-র হয়ে।"

ওমাহা মাথা নাড়ল, "খুব ভালো! মিলিটারি? কিন্তু তার সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? আমরা তো প্রত্নতত্ত্ববিদ।"

পেইন্টারের আগেই কারা জবাব দিয়ে দিল, "মিউজিয়ামের বিস্ফোরণ।"

নড করল ও, "ঠিক বলেছে। ওটা কোন স্বাভাবিক বিস্ফোরণ ছিল না।" বলে বিস্ফোরণটা অস্বাভাবিকত্বের কারণ ব্যাখ্যা করে বোঝাল সে।

"প্রতি পদার্থ! কী ভাবো আমাদের? আমরা ঘাস খাই?" চিৎকার করল ওমাহা।

কোরাল পেইন্টারের পাশ থেকে নিঃস্পৃহস্বরে বলল, "কমান্ডার সত্যি কথাই বলছে ডক্টর ডান। আমরা নিজেরা খুঁজে দেখেছি, Z-বোসন আর গ্লুওন খুঁজে পেয়েছি। ওগুলোর উপস্থিতিই পদার্থ-প্রতি পদার্থ বিক্রিয়ার প্রমাণ।"

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল ওমাহা, বিশ্বাস করবে কি করবে না তা বুঝতে পারছে না।

"জানি শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে," বলল পেইন্টার। "কিন্তু বন্দুকটা নামালে আমি আরো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব।"

"বন্দুক সরাতে বলছ?" একচুলও না নামিয়ে বলল ওমাহা, "এই যন্ত্র ছাড়া যে এতক্ষণ তোমার মুখ খোলানো যায়নি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পেইন্টার, "যেমন তোমার ইচ্ছা।"

বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে অল্প কথায় সব খুলে বলল পেইন্টারঃ বলল ১৯০৮ সালে তানগুসকায় ঘটা বিস্ফোরণটার কথা, সেখানকার আর বিট্রিশ মিউজিয়ামের বিকিরণের মিলের কথা। ওমানি মরুভূমির কোথাও যে প্রতি পদার্থের একটা স্থিতিশীল উৎস পাওয়া যেতে পারে, সেই সম্ভাবনার কথাও বাদ দিল না।

"তবে আমাদের ধারনা উৎসটা অস্থিতিশীল হতে চলেছে।" বলল পেইন্টার, "এজনই হয়তো মিউজিয়ামের বিস্ফোরণটা ঘটেছে। যদি উৎসেও সেরকম কিছু একটা ঘটে...কালক্ষেপন করা যাবে না একদম। এধরনের অপরিসীম শক্তি আবিষ্কার আর সংরক্ষণ করার সুযোগ মানব জাতি আর না-ও পেতে পারে।"

"ইউ এস সরকার এই অপরিসীম শক্তি নিয়ে কী করতে চায়?" বলল কারা।

"আপাতত সুরক্ষিত রাখবে।" মেয়েটার চোখে সন্দেহ দেখতে পেল পেইন্টার। "অন্তত এখন মূল উদ্দেশ্য এটাই। যদি ভুল কোন হাতে এই শক্তি পরে যায়..."

কথা শেষ না করায় যেন পরিস্থিতির গুরত্ব আরো বেড়ে গেল। উপস্থিত সবাই জানে বর্তমানে দেশ ভাগ বর্ডার দিয়ে হয় না, হয় আদর্শ দিয়ে। অঘোষিত এক যুদ্ধ চলছে পৃথিবীতে, যেখানে মনুষ্যত্ব আর মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ক্ষণে ক্ষণে পদদলিত হচ্ছে। যেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে বিপরীত মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা আর স্বৈরতন্ত্র। কখনও কখনও এই দুই পক্ষের যুদ্ধ লোকচক্ষুর সামনে চলে আসে। কিন্তু অধিকাংশ সময় তা থাকে আড়ালে, এই যুদ্ধের বীরদের কেউ চেনে না। জানে না শত্রুরা আসলে কে।

ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়, সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকা এই গ্রুপটি সেই যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল কারা, "সাফিয়ার কিডন্যাপারদের গ্রুপটা কি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আক্রমণ চালানো একই গ্রুপ?"

নড করল পেইন্টার, "আমার তাই ধারণা।"

"কে তারা?" ওমাহা এখনও বন্দুক ধরে আছে।

"আমি নিশ্চিত নই।"

"বুলশিট!"

পেইন্টার এক হাত তুলে ওকে শান্ত করার প্রয়াস পেল, “শুধু জানি ওদের নেতার পরিচয়। ডাপরার এক ডাবল এজেন্ট, এককালে আমার পার্টনার ছিল।” রাগ লুকাবার কোন চেষ্টাই করল না সে, “মেয়েটার নাম ক্যাসান্দ্রা স্যানচেজ। কার হয়ে সে কাজ করছে, তা আবিষ্কার করতে পারিনি। হতে পারে কোন বৈদেশিক শক্তি, হতে পারে টেরোরিষ্ট বা কোন কালো বাজারির দল। শুধু এতটুকু জানি, দলটা খুবই সংগঠিত, ধনী আর অনুকম্পাহীন।”

“তোমার বা তোমার পার্টনারের সাথে আর এমন কী পার্থক্য!” তিক্ত স্বরে বলল ওমাহা।

“আমরা নিষ্পাপ মানুষকে খুন করি না।”

“না, তোমরা বরঞ্চ আরো *খারাপ!* তুমি অন্যদেরকে ফুসলিয়ে নিজেদের নোংরা কাজ করিয়ে নাও।” থুতু ফেলল ওমাহা, “আমরা যে ভয়াবহ বিপদের মাঝে যাচ্ছি, তা জেনেও তোমরা চুপ করে ছিলে। আগে থেকে জানলে আমরা তৈরি হতে পারতাম। সাফিয়ার অপহরণ ঠেকাতে পারতাম।”

বলার মত কিছু পেল না পেইন্টার। ওমাহা সত্যি কথাই বলেছে। পুরো ব্যাপারটায় ওর নিজের দায় কম না। সময়মত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনি সে।

এদিকে উত্তর না পেয়ে আরো ক্ষেপে উঠল ওমাহা, এক পা এগিয়ে এসে জোরে বন্দুকটা ঠেসে ধরল পেইন্টারের কপালে, “হারামজাদা...সব দোষ তোর!”

লোকটার গলার ব্যথার সুরটা কানে ধরা পড়ল পেইন্টারের। এর মাথায় এখন কিছুই ঢুকবে না। হঠাৎ রেগে উঠল পেইন্টার। ভিজে একসার হয়ে আছে, ঠান্ডা লাগছে, সারা শরীর ব্যথা। বার বার চোখের সামনে পিস্তল দেখে বিরক্ত ও। ওমাহাকে শায়েস্তা করতে হবে, এটা ভাবেনি।

কিন্তু প্রয়োজন হলে তাই করবে পেইন্টার।

কোরাল শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তবে সাহায্য এল অভাবনীয় এক জায়গা থেকে।

দূর থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ভেসে এল। সবার দৃষ্টি ঘুরে গেল সেদিকে, এমনকি ওমাহারও। এক পা পিছিয়ে এল সে, বন্দুকটার নল নিচে নেমে গিয়েছে।

“গড ড্যাম...” বিড় বিড় করে বলল ও।

এক অসাধারণ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে সবাই। একটা সাদা স্ট্যালিয়ন কেশর উড়িয়ে ছুটে আসছে ওদের দিকে। সাবাব ওমানের সেই ঘোড়া!

ওদের কাছে দৌড়ে এল স্ট্যালিয়নটা। নিশ্চয় সাঁতরে তীরে উঠেছে। ওদের কয়েক পা সামনে এসে থমকে দাড়াল।

“ঘোড়াটা পালাতে পেরেছে! বিশ্বাসই হতে চাইছে না।” বলল ওমাহা।

“ঘোড়া খুব দক্ষ সাঁতারু।” বলল কারা।

ডেজার্ট ফ্যান্টমদের একজন ধীর পায়ে ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গেল, আরবীতে বিড় বিড় করে কিছু একটা বলছে। ভীত, ক্লান্ত ঘোড়াটা এখন আশ্বস্ত হতে চায়। তাই নড়ে উঠলেও, লোকটাকে কাছে ভিড়তে দিল।

ঘোড়াটার আকস্মাৎ আগমন পরিস্থিতিকে শান্ত করে দিয়েছে। কারা পেইন্টারের দিকে এক পা এগিয়ে এসে বলল, "তর্কাতর্কি বন্ধ করা দরকার। একজন আরেকজনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কোনও লাভ নেই। আমাদের সবার এখানে আসার পেছনে কোনও না কোনও গোপন কারণ আছে।" ওমাহার দিকে চাইল মেয়েটা, কিন্তু ওমাহা ওর চোখ সরিয়ে নিল। পেইন্টার লোকটার গোপন উদ্দেশ্য সহজেই ধরে ফেলতে পারল। এখনও সাফিয়াকে ভালোবাসে সে।

"এখন থেকে-সাফিয়াকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়, সেটাই হবে আমাদের মূল উদ্দেশ্য।" পেইন্টারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল কারা, "তুমি কী বল? কী করা যায়?"

নড করল পেইন্টার, বা চোখটা ব্যথা করছে। "সবার ধারনা আমরা মৃত। ব্যাপারটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। আমরা জানি যে সাফিয়াকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আপাতত সালালাহ্-এ কিভাবে দ্রুত পৌঁছানো যায়, সেদিকে মনোযোগ দেয়া হোক। তিনশ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদের।"

কারা কিছুটা দূরে জ্বলতে থাকা আলোর দিকে চাইল। আলোটা সম্ভবত কোনও গ্রাম থেকে ভেসে আসছে, "যদি কোনভাবে একটা ফোন জোগাড় করা যায়, তাহলে সুলতান কাবুসকে বলে-"

"না।" মেয়েটাকে থামিয়ে দিল ও, "কাউকে জানানো চলবে না যে আমরা জীবিত। এমনকি ওমানি সরকারকেও না। আমাদেরকে অবাক করে দিয়েছে বলে ক্যাসান্দ্রা এত সহজে সাফিয়াকে অপহরণ করতে পেরেছে। আমরাও একইভাবে ওকে অবাক করে দিতে পারি।"

"কিন্তু সুলতানের সাহায্য পেলে সালালাহ্-এ শত্রুপক্ষের প্রবেশের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা স্থাপন করা যাবে।"

"ক্যাসান্দ্রার যথেষ্ট লোকবল আর অস্ত্র আছে। সরকারের কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির সাহায্য না পেলে এত সহজে সবকিছু জোগাড় করতে পারত না।"

"আর তুমি সুলতানকে ফোন দিলেই, অপহরণকারীরা খবর পেয়ে যাবে।" ওমাহা যোগ দিল। "ওদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবার আগেই উধাও হয়ে যাবে। সাফিয়াকে হারিয়ে ফেলব আমরা।"

"একদম ঠিক।"

"তাহলে কী করতে বল?" জানতে চাইল কারা।

"প্রথমে যানবাহনের ব্যবস্থা করা দরকার।"

ক্যাপ্টেন আল-হাফি সামনে এগিয়ে এল। নিজের সরকারের কাছে তথ্য গোপন করাটা সে কিভাবে নিবে, এ নিয়ে চিন্তায় ছিল পেইন্টার। তবে আশার কথা হলো, কাজ করার সময় ডেজার্ট ফ্যান্টমকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। পেইন্টারের দিকে নড করল সে, "আমি নাহয় একজনকে গ্রামে পাঠাই। তাহলে কারও সন্দেহের উদ্রেগ হবে না।"

পেইন্টারের চোখের তারায় প্রশ্নটা নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিল ক্যাপ্টেন। কেননা প্রশ্ন করার আগেই উত্তর দিল সে, "আমার দলের একজন, কালিল নাম, ওদের হাতে মারা গিয়েছে। আমার স্ত্রীর কাজিন ছিল সে।"

এতক্ষণে বুঝতে পারল পেইন্টার, সমবেদনা জানল। "আল্লাহ তাকে শান্তি দিন।" ও জানে নিজের গোত্র আর রক্তের প্রতি আরবদের যে বিশ্বস্ততা, তারচেয়ে শক্তিশালী আর কিছু হতে পারেনা।

বাউ করে ধন্যবাদ জানাল ক্যাপ্টেন আল-হাফি। বারাক নামের ওর দলের এক সদস্যকে ইঙ্গিত করল। লোকটা দানবের মত বিশাল। আরবীতে কিছু কথা হলো দুজনের মাঝে। নড করে সরে গেল বারাক।

কারা থামাল ওকে, "টাকা-পয়সা ছাড়া ট্রাক কিভাবে যোগাড় করবে?"

ইংরেজিতে জবাব দিল বারাক, "আল্লাহ্ তাদেরকেই সাহায্য করেন, যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে।"

"চুরি করবে?"

"না, না! ধার নেব। এদিককার গোত্রের মাঝে এই প্রথা খুব প্রচলিত। ধার নিলে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু চুরি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।"

জ্ঞান বিতরণ শেষ হালকা পায়ে রওনা হলো বারাক। কিছুক্ষণের মাঝে উধাও হয়ে গেল।

"বারাককে নিয়ে চিন্তা নেই।" ক্যাপ্টেন আল-হাফি ওদেরকে আশ্বস্ত করল, "সে ঠিকই বড় ট্রাক নিয়ে আসবে। আমাদের...আর ঘোড়াটাকে বহন করতে পারবে এমন ট্রাক।"

পাথুরে সমুদ্রতটের দিকে তাকাল পেইন্টার। এখন আর একজন ফ্যান্টম ওদের সাথে আছে। শরীফ নামের ছেলেটা ঘোড়াটাকে নিয়ে ওদের কাছে এল।

"স্ট্যালিয়নটাকে সাথে নিয়ে কী লাভ?" জানতে চাইল পেইন্টার, বাহন যত বড় হবে, ওদের ধরা পরার সম্ভাবনাও তত বেড়ে যাবে। "এখানে যথেষ্ট ঘাস আছে।"

ক্যাপ্টেন আল-হাফি জবাব দিল, "আমাদের সাথে টাকা বেশি নেই। দরকার পরলে ঘোড়াটাকে বিক্রি করে দেয়া যাবে, চাইলে চড়াও যাবে। তাছাড়া সালালাহ-এ প্রচুর নামকরা ঘোড়ার ফার্ম আছে। কেউ জানতে চাইলে বলা যাবে, আমরা ঘোড়াটাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি। আর সবচেয়ে বড় কথা, সাদা সৌভাগ্যের

প্রতীক।” শেষ কথাটা ক্যাপ্টেন এত গুরুত্বের সাথে বলল যে, আর কথা বাড়াবার সাহস পেল না পেইন্টার। আরবের কাছে সৌভাগ্য, মাথার উপরকার ছাদের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ।

ছোট একটা ক্যাম্প করল ওরা। পাথরের আড়ালে আগুন জ্বালল। চল্লিশ মিনিট অপেক্ষার পর ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল-ওদের বাহন এসে উপস্থিত। একটা পুরাতন হলুদ রঙের ইন্টারন্যাশনাল ৪৯০০ ফ্ল্যাটবেড ট্রাক নিয়ে এসেছে বারাক। পেছনটা উন্মুক্ত। সেখানে বেড়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কাঠ।

“তুমি দেখি *ধার* নিয়েই ফিরলে।” বলল কারা।

শ্রাগ করল ফ্যান্টম।

আগুন নিভিয়ে ফেলল ওরা। বারাক কিছু কাপড় চোপড় পর্যন্ত *ধার* করে এনেছে। নিজেদের কাপড় ছেড়ে ওমানি কাপড় পরে নিল সবাই।

তৈরি হয়ে ক্যাপ্টেন আল-হাফি আর তার লোকেরা ট্রাকের ক্যাবে চড়ে বসল। যদি ওদেরকে যাত্রাপথে থামানো হয় তাহলে দলের ওমানি সদস্যরা ব্যাপারটা সামলে নিতে পারবে। অন্যরা উঠে বসল পেছনে। ঘোড়াটাকে ক্যাবের কাছে বেঁধে, একেবারে পেছনের দিকে বসল পেইন্টাররা।

উপকূলীয় রাস্তায় ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে গেল ট্রাক, তবে পেইন্টারের নজর স্ট্যালিয়নটার উপর। *সাদা সৌভাগ্যের প্রতীক।* তাই যেন হয়-প্রার্থনা করল পেইন্টার...সৌভাগ্য ওদের বড় দরকার।

তৃতীয় পর্ব

টম্বস

X o B Π X

মেরুনড

৩রা ডিসেম্বর, ১২:২২ পি.এম.
সালালাহ

জেগে উঠে নিজেকে একটা সেলে আবিষ্কার করল সাফিয়া। কিছুটা দ্বিধান্বিত; শরীরের অবস্থাও খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছে না, কেমন বমি বমি ভাব, পেটের ভেতর গুড়গুড় করছে। চারপাশে তাকিয়ে অন্ধকার রুমটা দেখল ও। আর গুঙিয়ে ওঠল। পুরো রুমটা ঘুরছে যেন। মেঝে থেকে অনেক উঁচুতে একটা গরাদযুক্ত জানালা দেখা যাচ্ছে। ধারালো আলোকরশ্মি চুইয়ে ঢুকছে সেই জানালা দিয়ে। বেশ উজ্জ্বল, গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

সাফিয়ার বমি বমি ভাবটা বেড়ে গেল ।

পাশ ফিরে কোনমতে ভার হয়ে আসা মাথাটা খাটের কিনারে নিয়ে এল মেয়েটা। পেটের ভেতরের সব যেন উগরে আসবে। কিন্তু কিছুই হলো না। তেতো একটা স্বাদে ভরে উঠল মুখটা। আবারও শুয়ে পড়ল ও।

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। রুমের ঘূর্ণন গতিও সেই সাথে কমে আসতে লাগল।

ঘামে ভিজে গিয়েছে, পরনের কাপড় লেপটে আছে শরীরের সাথে। গরমে বুক ফাটার জোগার। তৃষ্ণায় শুকিয়ে আছে গলা। কতক্ষণ যাবত অজ্ঞান ও? ইনজেকশন হাতে লোকটার কথা মনে পড়ল। লম্বা, আগাগোড়া কালো পোশাক পরা আর শীতল। সে-ই সাফিয়াকে ভেজা পোশাক পাল্টাতে বাধ্য করেছিল।

সাবধানে রুমটার ওপর নজর বোলাতে লাগল সাফিয়া। দেয়ালগুলো পাথরের তৈরি, মেঝে কাঠের। পুরো রুম জুড়ে ভাজা পেঁয়াজ আর ঘর্মাক্ত পায়ের গন্ধ। আসবাবপত্র বলতে মাত্র একটা খাট। বন্ধ দরজাটা ওক কাঠের তৈরি। বোঝাই যাচ্ছে, বাইরে থেকে বন্ধ করা।

আরও কিছুক্ষণ নিশ্চল পড়ে রইল ও। ড্রাগের কারণে এখনও ভালভাবে হুশ ফেরেনি। তারপরও মনের গভীরে একটা সুপ্ত আতঙ্ক ওকে খুঁচিয়ে চলছে। ও একা, বন্দি। বাকিরা মৃত। রাতের আঁধার চিরে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা শিখা, স্বচ্ছ পানিতে তার প্রতিফলন ভেসে উঠল ওর মনে। অন্ধকারের মধ্যে ঝলসে ওঠা ক্যামেরার ফ্ল্যাশের মতোই জ্বালিয়ে দিচ্ছে ওর স্মৃতিকে। লাল হয়ে গিয়েছে পৃথিবী, চোখ ফেরানো যায় না। সাফিয়ার দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল, গলার কাছে কী যেন

আটকে গিয়েছে। কাঁদতে চেয়েও পারছে না। একবার যদি শুরু করে, তাহলে হয়তো নিজেকে থামাতে পারবে না।

অবশেষে উঠে বসল ও। মেঝেতে নামিয়ে দিল পা জোড়া। দৃঢ় কোনও সংকল্প নয়, তলপেটের চাপই বাধ্য করছে ওকে; মনে করিয়ে দিচ্ছে এখনও জীবিত আছে ও। দেয়ালে হাত দিয়ে টলোএল পায়ে ওঠে দাঁড়াল। শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল ঠাণ্ডা দেয়াল।

রুমের একমাত্র জানালার দিকে মুখ তুলে তাকাল। তাপমাত্র আর সূর্যের অবস্থান দেখে মনে হচ্ছে, দুপুর চলছে। কিন্তু আজ কী বার? সাগর আর বালুর গন্ধ টের পাচ্ছে সাফিয়া। নিশ্চিত, এখনও আরবেই আছে। দরজার দিকে এগোলো। গুলিয়ে ওঠল পেটের ভেতরটা ।

দরজায় ধাক্কা দেয়ার জন্য হাত বাড়াল। কিন্তু এরা কি আবারও ওকে অজ্ঞান করে রাখবে? বাম হাতের কালশিটেতে আঙুল ছোঁয়ালো, ইনজেকশনের কারণে বেগুণি হয়ে গিয়েছে। ওকে সতর্ক হতে হবে। জোরে জোরে দরজায় থাবা বসাল আর চেঁচাল, "হ্যালো! কেউ আছেন?" এরপর কথাগুলো আরবীতে পুনরাবৃত্তি করল।

কোনো উত্তর এল না।

আরও জোরে ধাক্কাতে লাগল ও। আঙুলের কড়ে ব্যথা শুরু হয়ে ঘাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। ওর শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়েছে, পানিশূন্যতায় ভুগছে। মরার জন্যই কি এখানে ওকে রেখে গিয়েছে এরা?

অবশেষে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। কাঠের সাথে লোহার ঘর্ষণের শব্দ এল। খুলে গেল দরজা। পূর্বে দেখা লোকটাকেই আবারও দেখতে পেল সাফিয়া। ওর চেয়ে প্রায় আধা ফিট লম্বা, পরনে কালো শার্ট আর রঙচটা জিন্স, গলায় গলাবন্ধ। লোকটার টেকো মাথা দেখে অবাক হয়ে গেল ও। আগে খেয়াল করেনি। তখনই মনে পড়ল, আগেরবার লোকটার মাথায় ছিল একটা কালো ক্যাপ। পুরো মাথাজুড়ে চুল বলতে শুধু চোখের ভ্রু আর থুতনিতে হালকা দাড়ি। কিন্তু চোখগুলো ঠিকই মনে আছে সাফিয়ার। নীল আর শীতল, অনুভূতিশুন্য। হাঙরের চোখের মতোই ধূর্ত।

চোখগুলো ওর দিকে তাকাতেই কেঁপে উঠল সাফিয়া। রুমের তাপমাত্রা যেন নেমে গিয়েছে কয়েক ডিগ্রী।

"ঘুম ভেঙেছে?," বলল লোকটা। "তাহলে এসো আমার সাথে।"

লোকটার উচ্চারণে হালকা অস্ট্রেলিয়ান টান ধরতে পারল সাফিয়া, দীর্ঘদিন বাইরে থাকায় ক্ষয়ে এসেছে তা। "কোথায়... আমার টয়লেটে যেতে হবে।"

ভ্রুকুটি করল লোকটা। তারপর লম্বা পা ফেলে এগোতে এগোতে বলল, "আমার সাথে এসো।"

সাফিয়াকে একটা ছোট বাথরুমে নিয়ে এল সে। এখানে একটা টয়লেট, একটা পর্দাবিহীন গোসলখানা আর একটা বেসিন আছে যেখান থেকে ক্রমাগত পানি পড়েই যাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে গেল সাফিয়া। দরজার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াল ও, তবে তা লাগাতে দেয়া হবে কিনা, জানে না।

'দেরি করবে না," দরজা বন্ধ করে দিতে গিয়ে বলল লোকটা।

একা হতেই কক্ষটায় কোনো ধরনের অস্ত্র বা পালানোর রাস্তা খুঁজতে লাগল সাফিয়া। এখানকার জানালাতেও গরাদ লাগানো। তবে বাইরে দেখতে তো দোষ নেই। দ্রুত সামনে এগিয়ে গেল ও আর বাইরে তাকিয়ে নিচে সাগর ঘেঁষে গড়ে ওঠা একটা উপশহর দেখতে পেল। তাল গাছ আর শাদা দালান ছড়িয়ে আছে সামনে। বামে রঙবেরঙের তারপুলিন আর শামিয়ানা দেখেই বোঝা যায়, ওখানে হাট-বাজার বসে। আর বহুদূরে, শহর পেরিয়ে, রয়েছে কলা, নারকেল, আঁখ আর পেঁপে বাগান।

জায়গাটা সাফিয়ার চেনা।

ওমানের গার্ডেন সিটি হিসেবে পরিচিত শহরটা।

সালালাহ।

ধোফার প্রদেশের রাজধানী সালালাহ, প্রাকৃতিক সৌন্দের্য্যের আঁধার। সাবাব ওমানের এখানেই আসার কথা ছিল। সবুজ প্রকৃতি, জলপ্রপাত আর কুলকুল করে বয়ে চলা নদী এই শহরটাকে ওমানের অন্য শহরগুলো থেকে অনন্য করেছে। পুরো দেশটার মধ্যে শুধু এই অংশে মৌসুমি বায়ু বয়, সাথে আনে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। আর উপকূলীয় পর্বতগুলোতে তো প্রায় সবসময় ঘন কুয়াশা ঝুলে থাকে। মধ্যপ্রাচ্যে সরাচর এমন জলবায়ু দেখা যায় না। একারণে একমাত্র এখানেই ফ্রাঙ্কেনসেন্স (ধুনো) নামক এক ধরনের দুর্লভ গুল্ম জন্মাতে দেখা যায়, এককালে সুগন্ধি হিসেবে যার চাহিদা ছিল আকাশছোঁয়া। এই সুগন্ধি রপ্তানি করে সেকালে প্রচুর আয় হতো। সেই সব সম্পদের কল্যাণেই গড়ে ওঠে কিংবদন্তির শহর সুমহারাম, আল-বালিদ আর হারানো শহর উবার।

কিন্তু অপহরণকারীরা সাফিয়াকে এখানে কেন নিয়ে এসেছে?

টয়লেটে বসে দ্রুত পেট খালি করল ও। তারপর হাত ধুয়ে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল। এক ধূসর, পাণ্ডুর আর ক্লান্ত মুখ দেখতে পেল ও।

রিন্তু তবুও, বেঁচে আছে ও।

দরজায় একটা টোকা পড়ল। "হয়েছে?"

কোনো উচ্চবাচ্য না করে দরজা খুলল সাফিয়া।

নড করল লোকটা। "এসো।"

একবারও পিছনে না তাকিয়ে হাঁটতে লাগল সে। জানে, পরিস্থিতি এখন তার নিয়ন্ত্রণে। অনুসরণ করল সাফিয়া। যদিও তার পা সায় দিচ্ছে না, কিন্তু আর কোনো উপায়ও নেই। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আরেকটা হলে এসে পৌঁছল তারা। কাঁধে

রাইফেল বহনকারী একটা লোক প্রবেশপথ পাহারা দিচ্ছে, তার দৃষ্টিতে কাঠিন্য। অবশেষে একটা বিশাল দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তারা।

একবার নক করে সাফিয়ার সাথের লোকটা দরজাটা খুলে ধরল।

একটা সাদামাটা রুম ভেসে উঠল সাফিয়ার সামনে। মেঝেতে রোদে রঙ নষ্ট হয়ে যাওয়া কার্পেট, একটা সোফা, দুইটা কাঠের চেয়ার, সিলিঙে ঘূর্ণায়মান ফ্যান। একটা টেবিলও দেখতে পাচ্ছে ও; অস্ত্র, কিছু ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি আর একটা ল্যাপটপ রাখা সেখানে। একটা তার চলে গিয়েছে জানালার পাশে রাখা হাতের তালুর আকৃতির একটা স্যাটেলাইট ডিশের দিকে।

'তুমি এখন যেতে পারো, কেন," ল্যাপটপের সামনে থেকে সরে গিয়ে বলল মেয়েটা।

"ক্যাপ্টেন।" লোকটা নড করল আর দরজা লাগিয়ে চলে গেল।

একবার টেবিল থেকে একটা বন্দুক তুলে নেয়ার কথা ভাবল সাফিয়া। পরে সেটা নাকচ করে দিল। জানে, টেবিলের ধারেকাছেও পৌছাতে পারবে না। এখনও দুর্বল ও, পা ফেলতে হচ্ছে সাবধানে।

ওর দিকে ফিরল মেয়েটা। তার পরনে কালো ট্রাউজার, ধূসর টি-শার্ট-বোতাম খোলা, হাতাগুলো গোটানো। আর ওপরে একটা ফুলহাতা ঢলঢলে শার্ট। কোমরে একটা পিস্তলের কালো বাঁট দেখা যাচ্ছে।

'বসো," একটা চেয়ার দেখিয়ে আদেশ করল সে।

অনেকটা অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল সাফিয়া।

মেয়েটা সোফার পেছনেই দাঁড়িয়ে রইল। "ড. আল-মায়াজ, এই অঞ্চলের প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তোমার জ্ঞানের সুনাম আমার ওপরওয়ালাদের নজর কেড়েছে।"

সাফিয়া কথাগুলো বুঝে উঠতে পারল না। মেয়েটার মুখ, কালো চুল, ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে রইল ও। এই মেয়েটাই ওকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে খুন করতে চেয়েছিল। রায়ান ফ্লেমিং এর মৃত্যুর জন্য এ-ই দায়ী, গতকাল রাতে এর কারণেই মরতে হয়েছে ওর বন্ধুদের। মেয়েটার কথা ওর কানে ঢুকছে না, একের পর এক চেহারা ভেসে উঠতে লাগল ওর মনে।

"শুনছ, ড. আল-মায়াজ?'

উত্তর দিতে পারল না সাফিয়া। মেয়েটার মধ্যে কিছু একটা খুঁজছে ও, এমন কিছু যেটা তার সকল পৈশাচিক আর নির্মম কৃতকর্মের জন্য দায়ী করতে পারেঃ কোনো চিহ্ন অথবা আঘাতের দাগ বা যেকোনও কিছু। কিন্তু তেমন কিছু পেল না। এ কী করে সম্ভব?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটা। সোফায় এসে বসল সে। তারপর সামনে ঝুঁকে এসে কনুই রাখল হাঁটুর ওপরে। বলল, "পেইন্টার ক্রো।"

শব্দ দুটো চমকে দিল সাফিয়াকে, রাগে জ্বলে উঠল ওর শরীর।

“পেইন্টার... আমার পার্টনার ছিল সে।”

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না সাফিয়া। না...

“তোমার মনোযোগ কাড়তে পেরেছি তাহলে।” সন্তুষ্টির হাসি ফুটল মেয়েটার ঠোঁটে। “সত্যটা তোমার জানা উচিত। পেইন্টার ক্রো তোমাদের সবাইকে ব্যবহার করছিল। কোনও কারণ ছাড়াই ঠেলে দিচ্ছিল বিপদের মুখে। অনেক কিছু গোপন করেছে সে।”

‘মিথ্যা বলছ।” কোনমতে বলল সাফিয়া।

সোফায় হেলান দিয়ে বসল মেয়েটা। “আমার মিথ্যা বলার কোনো কারণ নেই। আমি পেইন্টারের মতো কোনো কিছু গোপন করব না। হুট করে যে রহস্যের মুখোমুখি হয়েছ, যা খুঁজে পেয়েছ দুর্ভাগ্যবশত-সেটা আসলে এক অসীম শক্তির সম্ভাব্য চাবিকাঠি।”

“ঠিক বুঝতে পারছি না।”

“আমি প্রতি পদার্থের কথা বলছি।”

এমন অবাস্তব কথা শুনে ভ্রু কুঁচকালো সাফিয়া। মিউজিয়ামের বিস্ফোরণ, রেডিয়েশন সিগনেচার (তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত বিকিরণের উপস্থিতির প্রমাণ), প্রতি পদার্থের স্থিতিশীল অবস্থা নিয়ে অনুসন্ধান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে লাগল মেয়েটা। বিশ্বাস করার ইচ্ছা না থাকলেও, সাফিয়া খেয়াল করল, কথাগুলো ফেলে দেয়ার মতো নয়। বরং কিছু কিছু বিষয় বেশ পরিষ্কার হয়ে যায় সেক্ষেত্রে। পেইন্টারের চালচলন-কথাবার্তা, তার যন্ত্রপাতি, যুক্তরাষ্ট্রের অতি আগ্রহ।

“মিউজিয়ামে যে উল্কাপিণ্ডটা বিস্ফোরিত হয়েছিল,” বলতে থাকে মেয়েটা। “বলা হয়ে থাকে, সেটা ছিল হারানো শহর উবারের সত্যিকারের প্রবেশপথের পাহারাদার। আমাদের সেখানেই নিয়ে যেতে হবে তোমাকে।”

সাফিয়া মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল। ‘এসব ভুয়া।”

এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, তারপর উঠে দাঁড়াল। টেবিলের নীচ থেকে কিছু একটা বের করল সে আর টেবিলের ওপরের যন্ত্রপাতি থেকে একটা যন্ত্র টেনে নিলো। সে ফিরে এলে, নিজের স্যুটকেসটা চিনতে পারল সাফিয়া।

স্যুটকেসটা খুলে ফেলল মেয়েটা। কালো রঙের স্টাইরোফোমে মোড়ানো লোহার হৃদপিণ্ডটা বের হয়ে হয়ে এল সাথে সাথে। উজ্জ্বল রোদে সেটা লাল বর্ণ ধারণ করেছে। ‘এই নিদর্শনটি তুমি আবিষ্কার করেছ। এমন একটা মূর্তির ভেতরে, যেটা ধারণা করা হয় দুইশ খ্রিস্টপূর্ব সময়কার। আর এর ওপরে অংশে উবারের নাম লেখা।”

আস্তে করে নড করল সাফিয়া, মূর্তিটা নিয়ে মেয়েটার জ্ঞান দেখে বিস্মিত। সম্ভবত সাফিয়ার সম্পর্কেও সব জানে।

নিচু হলো মেয়েটা। হাতেধরা যন্ত্রটি হৃপিন্ডের ওপরে নিয়ে আসতেই মটমট করে শব্দ করে ওঠল লোহার পিণ্ডটা। “এটা অত্যন্ত নিম্ন-স্তরের রেডিয়েশন সিগনেচার

বহন করছে। বলতে গেলে, ধরাই যায় না। তবে বিস্ফোরিত উল্কাপিণ্ডের সাথে এই সিগনেচারের মিল আছে। পেইন্টার কি এসব বলেছে কখনও?"

সাফিয়ার মনে পড়ল, পেইন্টারকেও একই ধরনের একটা যন্ত্র দিয়ে কাজ করতে দেখেছিল। তবে কি সবই সত্য? একটা ঠাণ্ডা পাথরের ন্যায় হতাশা চেপে বসল ওর পেটে।

'আমরা চাই, তুমি আমাদের হয়ে কাজটা চালিয়ে যাও," স্যুটকেসটা বন্ধ করতে করতে বলল সে। "আমাদের হারানো শহর উবারের প্রবেশপথে নিয়ে চল।"

বন্ধ স্যুটকেসটার দিকে তাকিয়ে থাকল সাফিয়া। এত রক্তপাত, এতগুলো মৃত্যু... সবকিছুর জন্য দায়ী ওর আবিষ্কার। আবারও। "সম্ভব নয় আমার পক্ষে," বিড়বিড় করল ও।

"তাহলে আর একটা রাস্তাই আছে তোমার সামনে-মৃত্যু।"

মাথা নাড়াল সাফিয়া, কাঁধ ঝাঁকাল। পাত্তা দেয় না ও। ঘনিষ্ঠ সবাইকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। আর এসবের জন্য দায়ি ব্যক্তিকে কোনোভাবেই সাহায্য করবে না সাফিয়া।

"তুমি সাহায্য না করলেও আমরা এগিয়ে যাব। আরও বিশেষজ্ঞকে ধরে নিয়ে আসা হবে প্রয়োজনে। আর বলা বাহুল্য, তোমার শেষ মুহূর্তগুলো সুখকর হবে না।"

হাসি পেল সাফিয়ার। এই মেয়েটা কষ্টের ভয় দেখাচ্ছে ওকে । এত কিছুর পরও... মাথা উঁচু করে প্রথমবারের মতো তার চোখের দিকে তাকাল। এতক্ষণ যাবত ভয়ে তাকায়নি ও। ওকে এ রুমে নিয়ে আসা লোকটার চোখের মতো শীতল নয় মেয়েটার চোখদুটো। সুপ্ত ক্রোধ আগুনের ন্যায় জ্বলছে ওই চোখ দুইটাতে... আর আছে দ্বিধা। ভ্রুকুটি করে আছে সে।

"যা ইচ্ছা করো," নিজের গুরুত্ব বুঝতে পেরে বলল সাফিয়া। এই মেয়েটা ওর ক্ষতি করা দূরের কথা, ওকে স্পর্শও করতে পারবে না। গতকাল রাতে তারা যা করেছে, এরপর আর কোনো হুমকির পরোয়া করে না সাফিয়া। দুইজনেই বিষয়টা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

একটা চিন্তার রেখা খেলে গেল মেয়েটার কপালে।

আমাকে দরকার তার, সাফিয়া নিশ্চিত। *গতরাতে আমার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে এরা, আর কী নিতে পারবে? কিচ্ছু না।* আস্তে আস্তে মনোবল ফিরে পাচ্ছে সাফিয়া, ড্রাগের প্রভাব কেটে যাচ্ছে।

আগেও একবার কোথা থেকে উড়ে এসে ওর জীবনে জুড়ে বসেছিল এক মেয়ে। বুকে বোমা বেঁধে নিরপরাধ মানুষ খুন করেছিল সে। উদ্দেশ্য ছিল সাফিয়া।

তেল আবিবে বিস্ফোরণে মারা গিয়েছিল ওই মেয়েটা। সে ঘটনায় বেশ মুষড়ে পড়েছিল সাফিয়া। সব দোষ নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছিল। নিজেকে পাপমুক্ত করার জন্য সেই গণহত্যার প্রতিশোধ নিতে পারেনি কখনও।

কিন্তু আজ সব পাল্টে গিয়েছে।

অপহরণকারীর মুখোমুখি হয়েছে ও, একবারও চোখ সরিয়ে নেয়নি।

সাফিয়ার মনে আফসোস, যদি তেল আবিবের ওই মেয়েটার সাথে আগে দেখা হতো ওর, তাহলে হয়তো তাকে থামাতে পারত। বিস্ফোরণটা রুখতে পারত আর রক্ষা পেত অনেকগুলো জীবন। প্রতি পদার্থের স্থিতিশীল অবস্থার ব্যাপারটা কি আসলেই সত্য? ব্রিটিশ মিউজিয়ামের দুর্ঘটনাটার পরিণাম ভেসে উঠল ওর চোখে। তেমন অসীম শক্তি হাতের মুঠোয় পেলে কী করবে এই মেয়েটা? আর কত মানুষকে মরতে হবে?

তা হতে দিতে পারে না সাফিয়া। "নাম কী তোমার?"

প্রশ্নটা চমকে দিল মেয়েটাকে। তা দেখে সন্তুষ্টির হাসি খেলে গেল সাফিয়ার মুখে।

"এইমাত্র বললে, আমাকে সব সত্য কথা বলবে।"

ভ্রুকুটি করল মেয়েটা, তবে উত্তর দিল। "ক্যাসান্দ্রা স্যানচেজ।"

"যদি আমি সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেই, তাহলে কী কী করতে হবে, ক্যাসান্দ্রা?" নিজের নাম শুনে মেয়েটার অস্বস্তিভাবটা খুব উপভোগ করল সাফিয়া।

দাঁড়িয়ে হাকল ক্যাসান্দ্রা, রাগ ফেটে পড়ছে ওর চোখ বেয়ে। "এক ঘন্টার মধ্যেই আমরা নবী ইমরানের সমাধিস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাব। যেখানে মূর্তিটা পাওয়া গিয়েছিল। যেখানে তুমি অন্যেদের সাথে যাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে।"

"শেষ প্রশ্ন," বলল সাফিয়া।

চোখে কৌতুক নিয়ে ওর দিকে তাকাল ক্যাসান্দ্রা।

"কার হয়ে কাজ করো তুমি? এর উত্তর দিলেই আমি সহযোগিতা করব।"

উত্তর দেয়ার আগে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ক্যাসান্দ্রা, দরজা খুলে কেনকে ভেতরে ডাকল। বন্দিকে নিয়ে যাওয়ার ইশারা দিল। দরজায় দাড়িয়েই উত্তর দিল সে।

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জন্য।"

১:০১ পি.এম.

কিউরেটর বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ক্যাসান্ড্রা। দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই রুমের ময়লার ঝুড়িতে লাথি মারল। কাঠের মেঝেতে কাগজের দলাগুলো ছড়িয়ে পড়ল। একটা পেপসি ক্যান গড়াতে গড়াতে সোফার কাছে গিয়ে থামল। কুত্তী...

কোনরকমে নিজের রাগ সামলে নিল সে। ওই মেয়ে কিউরেটরকে পুরো বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। ক্যাসান্ড্রা কল্পনাই পারেনি যে মেয়েটার পেটে এত শয়তানি লুকিয়ে থাকতে পারে। শেষ মূহুর্তে বিজয়ীর হাসি ফুটে ওঠেছিল তার চোখেমুখে। বুঝতে পেরেছিল, ক্ষমতা তখন ওর হাতে। ক্যাসান্ড্রা থামাতে পারেনি। কিভাবে ব্যাপারটা সম্ভব হলো?

মুঠো পাকিয়ে এল ক্যাসান্ড্রার হাতদুটো, তারপর আস্তে করে আঙুলগুলো শিথিল করে হাত ঝাঁকাল। "কুত্তী..." বিড়বিড় করল সে। তবে আশার কথা হলো, সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছে তার বন্দি। আপাতত এটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাকে। সংবাদটা শুনে খুশি হবেন মিনিস্টার।

তারপরও তেতো হয়ে থাকল ক্যাসান্ড্রার মুখ। সে যেমনটা ধারণা করেছিল, তার চেয়ে বেশি শক্ত ওই কিউরেটর। মেয়েটার প্রতি পেইন্টারের আগ্রহের কারণ এবার বুঝতে পারছে সে।

পেইন্টার...

বিরক্তি নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ক্যাসান্ড্রা। পেইন্টারের লাশ পাওয়া যায়নি। বিষয়টা তাকে খোঁচাচ্ছে। যদি-

দরজায় টোকা পড়ার শব্দে তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল। সে উল্টো ঘুরার আগেই দরজা ঠেলে প্রবেশ করল জন কেন। বিরক্তিতে ক্যাসান্ড্রার চোখমুখ কুঁচকে গেল এমন অভদ্রতা আর বেয়াদবি দেখে।

"বন্দিকে দুপুরের খাবার দেয়া হয়েছে," বলল কেন। "দুটার ভেতরে তৈরি হয়ে যাবে সে।"

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি রাখা টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল ক্যাসান্ড্রা। "সাবডার্মাল টা কেমন কাজ করছে?"

"অসাধারণ। শক্তিশালী সিগন্যাল পাঠাচ্ছে।"

গতকাল রাতে বন্দি অজ্ঞান থাকার সময় সাফিয়ার দুই কাঁধের মাঝে চামড়ার নীচে একটা মাইক্রো ট্রান্সিভার বসানো হয়েছে। এই অণুযন্ত্রটাই ঝ্যাং এর শরীরে বসানোর কথা ছিল। পেইন্টারের উদ্ভাবিত যন্ত্র এক্ষেত্রে ব্যবহার করে বেশ শান্তি পেয়েছে ক্যাসান্ড্রা। আশেপাশে দশ মাইলের মধ্যে সিগন্যাল পাঠাতে সক্ষম যন্ত্রটি। পালানোর কোনো রাস্তাই নেই।

"চমৎকার," বলল সে। "তোমার লোকজনকে তৈরি হতে বলো।"

"তারা তৈরি," কিছুটা রুক্ষ স্বরেই জবাব দিল কেন। লোকটা ভালো করেই জানে, এই মিশনের সফলতার ওপর নির্ভর করছে তাদের উভয়ের বাঁচা-মরা।

"গতকাল রাতের জাহাজ বিস্ফোরণ নিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কী ভাবছে?"

"সিএনএন সন্ত্রাসী হামলা বলে প্রচার করছে।" ঘোঁত ঘোঁত করে বলল কেন।

'জীবিতদের কী অবস্থা? কোনো লাশ পাওয়া গিয়েছে?"

"কেউ বাঁচেনি। সবেমাত্র উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা এখনও জানা যায়নি।"

নড করল ক্যাসান্ড্রা। "ঠিক আছে, প্রস্তুত করো তোমার লোকজনদের। যাও এখন।"

চোখ সরু করে উল্টো ঘুরল কেন। রুম থেকে বের হওয়ার সময় দরজা টেনে দিলেও পুরোপুরি লাগালো না। ক্যাসান্ড্রাকে গিয়ে দরজাটা পুরোপুরি লাগিয়ে দিতে হলো। ক্লিক করে শব্দ করল দরজার লক।

ত্যাড়ামি করতে থাকো কেন, সময় এলে সুদে-আসলে পুষিয়ে দেব।

এক ধরণের হতাশা নিয়ে সোফায় বসে পড়ল সে। কেউ বাঁচেনি। পেইন্টারের সাথে অন্তরঙ্গ দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল তার। তাদের প্রথম চুমু। পেইন্টারের হাত তার কোমর থেকে আস্তে আস্তে উপরে উঠছিল।

হাত দুটো যেখানে এসে থেমেছিল, সেখানে হাত রাখল ক্যাসান্ড্রা আর হেলান দিয়ে বসল। রাতের মিশনটা সফল হওয়া সত্ত্বেও সন্তুষ্টির চেয়ে ক্ষোভ জমছে তার ভেতর। আর কারণটাও তার জানা। পেইন্টারের লাশটা নিজের চোখে দেখা না পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সে।

জাহান্নামে যাও, পেইন্টার...

মন যেমনটাই চাক না কেন, ওই সম্পর্কের শেষটা সুখকর নাও হতে পারত। অতীত থেকে এই শিক্ষাটা নিয়েছে ক্যাসান্ড্রা। প্রথমে তার পিতা... ক্যাসান্ড্রার বয়স তখন এগারো, রাতের বেলা চুপে চুপে তার বাবা উঠে আসতো তার খাটে। বইয়ের দুনিয়ায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল ক্যাসান্ড্রা। একটা দেয়াল গড়ে তুলেছিল তার আর বাকি দুনিয়ার মাঝে। বই পড়েই সে জেনেছিল কিভাবে পটাশিয়াম মরণ ডেকে আনে। কোনো চিহ্ন রেখে যায় না। তারপর তার সতেরোতম জন্মদিনে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল বাবাকে, লোকটার লে-যি-বয় (এক ধরনের কাউচ)-এ। তার শরীরের আরও অসংখ্য ছিদ্রের মাঝে একটা সুঁইয়ের ফুটো আলাদাভাবে কারও নজরে আসেনি। অবশ্য ক্যাসান্ড্রার মা অনুমান করতে পেরেছিল, এরপর থেকে তাকে ভয় পেতে শুরু করে মহিলা।

কোনো পিছুটান না থাকায় আঠারো বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় ক্যাসান্ড্রা। নিজেকে আরও কঠোর করে তোলে। তারপরই সুযোগ আসে একটা স্পেশাল ফোর্সের মার্কসম্যান প্রোগ্রামে যোগ দেয়ার। বিশাল সম্মানের ব্যাপার, কিন্তু

ওর অংশগ্রহণ সবাই সরল চোখে দেখেনি। ফোর্ট ব্র্যাগের এক সৈন্য ওকে ওর অবস্থান বোঝাবার জন্য একাকী এক গলিতে টেনে নিয়ে যায়। জোর করে তার শার্ট ছিঁড়ে ফেলে। "এবার তোমাকে কে বাঁচাবে?"

কিন্তু লোকটা জানতো না কী ভুলটাই না করছিল সে। ভাঙ্গা দুটো পায়ের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল তাকে। ক্ষতিগ্রস্ত জননাঙ্গ ঠিক করতে পারেনি ডাক্তাররা। বিষয়টা গোপন রাখার শর্তে সেনাবাহিনী থেকে বের করে দেয়া হয় ক্যাসান্ড্রাকে।

আর গোপনীয়তায় অতুলনীয় সে।

তারপর সিগমা থেকে ডাক আসে, গিল্ড থেকেও। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেনি সে। নিজেকে আরও কঠোর রূপে গড়ে তোলার সুযোগ হিসেবে দেখেছিল ব্যাপারটাকে।

এরপর এল পেইন্টার... তার হাসি, শান্ত ভাবভঙ্গি...

কেন যেন কষ্ট হতে লাগল ক্যাসান্ড্রার। জীবিত নাকি মৃত?

জানতে হবে তাকে। অনুমানের ওপর ভর করে সিদ্ধান্ত নেয়া চলে না। সোফা ছেড়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। ল্যাপটপটা চালুই ছিল। বন্দির শরীরে স্থাপন করা মাইক্রো ট্রান্সিভার থেকে আসা সিগন্যাল চেক করল সে, জিপিএস ম্যাপিং ফিচারে ক্লিক করল। একটা ত্রিমাত্রিক গ্রিড হাজির হলো। নীলচে রঙের ঘূর্ণায়মান গোলক সেলরুমে বন্দির অবস্থান নির্দেশ করছে।

যদি পেইন্টার জীবিত থাকে, তবে অবশ্যই এই কিউরেটরকে উদ্ধার করতে আসবে।

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল ক্যাসান্ড্রাা। তার বন্দি হয়তো ভাবছে একটু আগে জিতেছে সে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তার এই ভাবনা ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

পেইন্টারের সাবডার্মাল ট্রান্সিভার ডিজাইনে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে ক্যাসান্ড্রা, গিল্ডের নকশা করা একটার সাথে জুড়ে দিয়েছে। পাওয়ার সেল এর ক্ষমতা একটু বাড়াতে হয়েছে অবশ্য। কিন্তু এই পরিবর্তনটুকুর ফলে ক্যাসান্ড্রা এখন চাইলেই সাবডার্মালটায় বসানো সি-ফোর বিস্ফোরকটা ফাটিয়ে দিতে পারবে। আর তাতে মৃত্যু অবধারিত।

তাই, যদি জীবিত থাকে তো...আসুক পেইন্টার।

সব ধরনের অনিশ্চয়তা দূর করতে ক্যাসান্ড্রা প্রস্তুত।

১:৩২ পি.এম.

ক্লান্ত শরীরগুলো বালুর ওপর আছড়ে পড়ল। তাদের পেছনে উপকূলীয় সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে চুরি করা ট্রাকটি। সামনে দিগন্তজোড়া সাদা বালু, সাগরে বিলীন হওয়া চুনাপাথরের টিলা দুপাশে ঘিরে রেখেছে। আশেপাশে জনমানুষের চিহ্ন নেই।

দক্ষিণে তাকাল পেইন্টার, পঞ্চাশ মাইল বা তারও বেশি দূরত্বে থাকা সালালাহ শহরটার আশায়। সাফিয়া ওখানে না থেকে যায় না। আশা করছে, খুব বেশি দেরি করে ফেলেনি তারা।

পেছনে ট্রাকের ইঞ্জিন কম্পার্টমেন্টে আরবীতে ঝগড়া করছে ওমাহা আর তিন আরব বেদুইন।

বাকিরা টিলার ছায়ায় আরাম খুঁজছে। রুক্ষ রাস্তায় আর ট্রাকের শক্ত স্টিলের মেঝেতে ঝাঁকি খেতে খেতে নির্ঘুম এক রাত কেটেছে। পেইন্টারের চোখ লেগে এসেছিল, কিন্তু দুঃস্বপ্ন দেখে বিশ্রাম নেয়া হয়ে ওঠেনি।

বা চোখটা স্পর্শ করল সে, ফুলে বন্ধ হয়ে আছে। যন্ত্রণা তাকে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করতে সাহায্য করল। রুক্ষ রাস্তা আর পাথুরে জমির এমনিতেই যাত্রায় দেরি করিয়ে দিচ্ছে। তার ওপর এখন একটা রেডিয়েটর হোস নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

যত দেরি হবে, বিপদ বাড়বে ততই।

বালির মর্মর ধ্বনি শুনে কোরালের দিকে নজর গেল তার। একটা ঢিলেঢোলা আলখাল্লা পরে আছে কোরাল। আলখাল্লা এতই ছোট যে তার পায়ের গোড়ালি দেখা যাচ্ছে। ট্রাকে শোয়ার কারণে তার চুলে-মুখে তেল লেগে আছে।

"আমাদের দেরি হয়ে গিয়েছে," বলল সে।

নড করল পেইন্টার। "তা বুঝলাম। কিন্তু কতটুকু দেরি করে ফেলেছি?"

কোরাল ঘড়ি দেখল। তার হাতে একটা ব্রেটলিঙ্গার কোম্পানির ড্রাইভারস ক্রোনোগ্রাফ। সিগমার লজিস্টিশিয়ান আর স্ট্র্যাটেজিস্টদের সে অন্যতম। "আমার ধারণা মাঝ সকালেই সালালাহ পৌছে গিয়েছে ক্যাসান্দ্রার টিম। তারা ততটুকু সময়ই দেরি করবে যতটুকু তাদের চিহ্ন মুছে দিতে প্রয়োজন হয়। সাবাবের ধ্বংসের জন্য যাতে কেউ তাদের ধরতে না পারে আর জরুরি অবস্থার জন্য শহরে একটা নিরাপদ স্থান নিশ্চিত করে তবেই তারা যাত্রা শুরু করবে। যদি আমাদের ভাগ্য ভালো হয়, তাহলে তারা এইমাত্র রওনা হচ্ছে। আর নাহয় দু ঘন্টা আগেই সমাধিস্থলে পৌছে গিয়েছে।"

মাথা নাড়াল পেইন্টার। "কোনো আশা নেই দেখছি।"

“না, নেই। অহেতুক আশা না করাই ভালো।” পেইন্টারের দিকে তাকাল কোরাল। “ক্যাসান্দ্রার অ্যাসল্ট টিম তাদের শক্তি-সামর্থ্য বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের। সমুদ্রে জয়ী হয়ে এখন তারা নবোদ্যমে যাত্রা শুরু করবে। তবে আশার একটা কারণ আছে।”

“কী?”

“তারা এখন আগের চেয়ে বেশি সতর্ক থাকবে।

কথাটা শুনে ভ্রু কুচকালো পেইন্টার।

ব্যাখ্যা করতে লাগল কোরাল, “এলিমেন্ট অফ সারপ্রাইজ, চমকে দেয়ার সুবিধার কথা বলছিলে তুমি। কিন্তু আমাদের মূল সুবিধা কিন্তু সেটা নয়। ক্যাপ্টেন সানচেজ সম্পর্কে আমার যতটুকু ধারণা, সে কখনও ঝুঁকি নেবে না। হামলা ঠেকানোর প্রস্তুতি নিয়েই বের হবে।”

“এটাকে আমাদের সুবিধা বলছ? কিভাবে?”

“বারবার পিছু তাকাতে গেলে হোঁচট খেতে হয়।”

“তোমার তো দেখি অনেক বুদ্ধি, নোভাক।”

শ্রাগ করল কোরাল। “আমার কথা নয়, বুদ্ধের কথা। আমার মা বৌদ্ধ ছিল।”

পেইন্টার তার দিকে তাকাল। কোরালের কথাটা শুনে বুঝতে পারেনি যে মজা করছে নাকি সত্যিই বলছে।

“হয়ে গিয়েছে!” ইঞ্জিনটা গুঙিয়ে উঠতেই চিৎকার করে বলল ওমাহা। ‘ওঠে পড়ো সবাই!”

বালুর নরম বিছানা ছাড়তে ছাড়তে বিড়বিড় করে প্রতিবাদ জানালো অন্যেরা।

কারা কে উঠতে সাহায্য করল পেইন্টার। কারার হাত ধরতে গিয়ে দেখল কাঁপছে হাতজোড়া। “তুমি ঠিক আছো?”

হাতটা ছাড়িয়ে নিলো কারা, পেইন্টারের দিকে তাকাল না। “হ্যাঁ। শুধু সাফিয়ার জন্য চিন্তা হচ্ছে।” পেছনে কোণায় একটা ছায়াময় জায়গা খুঁজে নিলো সে।

বাকিরাও তাই করল। রোদে ফ্লাট বেডট্রাকের পেছনটা তেতে উঠেছে।

“ইঞ্জিনটা চালু করে ফেললে তাহলে,” বলল ড্যানি। বিস্ফোরণের সময় তার চশমাটা হারিয়ে ফেলেছে। আরবের সাথে তার প্রথম পরিচয়টা খুব একটা সুখকর হয়নি। তবে এখনও ভেঙ্গে পড়েনি সে। “সালালাহ্ পর্যন্ত টিকবে তো?”

শ্রাগ করল ওমাহা, শুয়ে পড়ল ভাইয়ের পাশে। “দেখা যাক, কী হয়। মাত্র তো পঞ্চাশ মাইল। ইঞ্জিনটা হয়তো একটু গরম হয়ে যাবে। কিন্তু তেল পড়ে যাওয়ার ছিদ্রটা কোনোরকমে বন্ধ করা হয়েছে। আশা করি সমস্যা হবে না।”

পেইন্টার অবশ্য ওমাহার মতো খুব একটা আশাবাদী হতে পারছে না। কোরাল আর ক্রে এর মাঝের সিটটা দখল করেছে সে। লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল ট্রাকটা,

ঝাঁকুনিতে কেঁপে উঠল সবাই। মৃদু ডাক ছাড়ল ঘোড়াটা, খুর দিয়ে মেঝেতে আঘাত করে ঝাঁকির প্রতিবাদ জানাচ্ছে। একরাশ ধুলোবালির ঝড় তুলে রাস্তায় উঠে এল ট্রাক। যাত্রা শুরু করল সালালাহের দিকে।

তীব্র রোদে চোখ বন্ধ করে রাখল পেইন্টার। ঘুম আসবে না ভালো করেই জানে। ক্যাসান্দ্রার কথা মনে পড়ে গেল তার। সাবেক পার্টনারের সাথে অংশ নেয়া বিভিন্ন মিশনের কথা ঘুরতে লাগল মাথায়। প্রায় সবক্ষেত্রেই নিজেকে পেইন্টারের সমকক্ষ প্রমাণ করেছিল ক্যাসান্দ্রা। কিন্তু তার ধূর্ততা, ধোঁকাবাজি, নৃশংসতা- পেইন্টার ধরতেই পারেনি কখনও। এদিক থেকে পেইন্টারকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে সে, নিজেকে একজন যোগ্য ফিল্ড অপারেটিভ হিসেবে প্রমাণ করেছে।

কিছুক্ষণ আগে কোরালের বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার। বারবার পিছু তাকাতে গেলে হোঁচট খেতে হয়। সে নিজেও কি এমন করেছে? মিউজিয়ামের ঘটনাটার পর থেকে ক্যাসান্দ্রার সাথে তার অতীত নিয়ে একটু বেশি ভাবছে পেইন্টার। ক্যাসান্দ্রা তার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে, অতীতের সাথে বর্তমানকে গুলিয়ে ফেলছে পেইন্টার। এমনকি তার হৃদয়ও দ্বিধান্বিত। সাবাব ওমানে কেন অসাবধান হয়ে পড়েছিল সে? মনে মনে কি আশা করছিল যে ক্যাসান্দ্রার মাঝে একটুখানি হলেও ভালো কিছু দেখতে পাবে? যদি সে সত্যিই ক্যাসান্দ্রার প্রেমে পড়ত, তবে তাদের মাঝে সত্যের ছিটেফোঁটা হলেও থাকত।

এখন ভুলটা উপলব্ধি করতে পারছে সে।

মৃদু প্রতিবাদের শব্দ শুনে বাস্তবে ফিরে এল পেইন্টার। আলখাল্লা টানাটানি করে হাঁটু ঢাকার চেষ্টা করছে ক্লে। পেইন্টারের উদ্দেশ্যে বলল, "তোমার কী মনে হয়? আমরা সময়মতো পৌছাতে পারব?"

সত্যটা বলার সিদ্ধান্ত নিলো পেইন্টার। "জানি না।"

দুপুর ২:১৩

চার চাকার একটা মিতসুবিশির পেছনের সিটে চড়ে বসল সাফিয়া। দেখতে একই আরও তিনটা গাড়ি আসছে পেছন পেছন। শোকযাত্রার ন্যায় গাড়ি বহরটি এগিয়ে চলছে কুমারী মরিয়মের পিতা, নবী ইমরানের সমাধিস্থলের দিকে।

জড়ো হয়ে আছে সাফিয়া। গাড়িটা নতুনই ঠেকছে। নরম চামড়ার গদি, নীলচে লাইট, টাইটানিয়াম বডি দেখে চোখে ধাঁধা লাগে, গাড়ির যাত্রীর দুরাবস্থার কথা অনুমান করা যায় না। সাফিয়ার মনের ধোঁয়াশা কাটেনি এখনও। আর সেটা পুরোপুরি সিডেটিভের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ক্যাসান্দ্রার সাথে কথোপকথন মনে পড়ে গেল ওর।

পেইন্টার...

কে সে? কোন সূত্রে সে আর ক্যাসান্দ্রা পার্টনার ছিল? এসবের মানে কী? পেইন্টারের হাসি, আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে করা আলতো স্পর্শগুলো ভেসে উঠল সাফিয়ার চোখে। তিক্ততায় ভরে গেল মন। আর কী কী লুকিয়েছে পেইন্টার? সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব মনের গহীনে চাপা দিল সাফিয়া, মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে। তাছাড়া বুঝতে পারছে না পেইন্টারকে নিয়ে এত ভাবছে কেন ও। ওরা তো একে অপরকে ভালো করে চেনেই না।

ক্যাসান্দ্রার আরেকটা কথা ভাবিয়ে তুলল সাফিয়াকে। সে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষে কাজ করছে, কিন্তু তা কী করে সম্ভব? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনৈতিক পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে হালকাপাতলা ধারণা আছে ওর। কিন্তু কল্পনা করতে পারছে না এ আক্রমণটা ওরাই ঘটিয়েছে। তার ওপর ক্যাসান্দ্রার লোকগুলোও কেমন যেন, দেখলেই সাফিয়ার গায়ে কাঁটা দেয়। সাধারণ আমেরিকান সৈন্য তারা হতেই পারে না।

তাছাড়া সবসময় কালো পোশাক পরিহিত কেন তো আছেই। তার উচ্চারণে অস্ট্রেলিয়ান টান বোঝা যায়। গাড়িটা সে চালাচ্ছে, চলনে লোকটা একটু ধীর প্রকৃতির। রাস্তার মোড় ঘুরছে তীক্ষ্মভাবে, যেন রেগে আছে। তার কাহিনীটাই বা কী?

গাড়ির শেষ যাত্রী সাফিয়ার পাশে বসে আছে। কোলের ওপর হাত রেখে বাইরের প্রকৃতি দেখছে ক্যাসান্দ্রা, ঠিক একজন পর্যটকের মতো। পার্থক্য শুধু তার কাছে তিনটা বন্দুক আছে। সাফিয়াকে সেগুলো দেখিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। একটা তার কাঁধের হোলস্টারে, একটা পেছন দিকে কোমরে আর বাকিটা পায়ের গোড়ালিতে। সাফিয়ার সন্দেহ, আরও একটা অস্ত্র লুকানো থাকতে পারে ক্যাসান্দ্রার কাছে।

খাঁচায় পোরা পাখির মতো চুপচাপ থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই ওর।

মধ্য সালালাহ দিয়ে চলছে গাড়ি। গাড়িতে সংযুক্ত থাকা নেভিগেশনে চোখ পড়ল সাফিয়ার। সৈকতের পাশে অবস্থিত একটা রিসোর্ট, দ্য হিলটন সালালাহ পার হয়ে এসেছে তারা। এখন চলছে পৌর শহর আল-কুয়াফের দিকে, যেখানে শায়িত আছেন নবী ইমরান।

খুব বেশি দূরে নয়। সালালাহ ছোট্ট শহর, এমাথা-ওমাথা করতে মিনিট কয়েকের বেশি লাগে না। শহরটার মূল আকর্ষণ এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। মুঘসালের বালুসৈকত, সুমহুরানের ধ্বংসাবশেষ, মৌসুমি বৃষ্টিপাতে গজিয়ে ওঠা নানা রকমের গাছপালা। আর একটু ভেতরে গেলেই চোখে পড়বে ধোফার পর্বতমালা, যেখানে দুর্লভ ফ্রাঙ্কেনসেন্স উদ্ভিদ জন্মে।

কুয়াশায় ঢাকা পর্বতমালার দিকে তাকাল সাফিয়া। এক চিররহস্য আর প্রাচুর্যের উৎস ধোফার পর্বত। যদিও তেলই বর্তমানে ওমানের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি, তবে এখনও সালালাহ এর স্থানীয় আয়ের মূল উৎস ওই সুগন্ধি। এলাকার খোলা বাজারগুলো গোলাপজল, চন্দন, ধূপধুনো আর আগরের গন্ধে ভরপুর। বিশ্বের পারফিউমের রাজধানী এই সালালাহ। সকল নামীদামী ডিজাইনারেরা সুগন্ধি সংগ্রহের আশায় এখানে ছুটে আসে।

একসময় স্বর্ণের চেয়েও দামি ছিল এই ফ্রাঙ্কেনসেন্স। সুগন্ধি রপ্তানি করে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল ওমানের অর্থনীতি। উত্তরে জর্ডান আর তুর্কি, পশ্চিমে আফ্রিকা পর্যন্ত ভাসতো তাদের বাণিজ্যিক জাহাজগুলো। তবে কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়ায় স্থলভূমির একটা রাস্তা, দি ইনসেন্স রোড। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলো থেকে রাস্তাটার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহুদি, খ্রিস্টান আর ইসলাম ধর্মের সাথে জড়িয়ে আছে এসব রহস্যময় আর সাংকেতিক চিহ্নে মোড়ানো ধ্বংসাবশেষের ইতিহাস। সবচেয়ে বিখ্যাত উপকথাটা সম্ভবত উবারকে নিয়ে। সহস্র পিলারের শহরটার গোড়পত্তন করেছিল নূহ (আঃ) এর বংশধরেরা। মরুভূমির কাফেলাগুলোকে পানির সরবরাহ করে ধনী হয়ে উঠেছিল শহরটা।

এখন হাজারো বছর পর, আবারও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে উবার। এর রহস্য উন্মোচনের লোভে ঝরেছে রক্ত।

অনেক কষ্টে পেছনে রাখা রুপালি বাক্সের দিকে তাকানো থেকে নিজেকে বিরত রাখছে সাফিয়া। সালালাহ তে পাওয়া এক ধ্বংসাবশেষের ভেতরে পাওয়া গিয়েছে উবারে লুকায়িত রহস্যের চাবিকাঠি।

প্রতি পদার্থ।

এও কি সম্ভব?

মিতসুবিশির গতি কমে গেল। পাশের একটা এবড়োখেবড়ো রাস্তায় নেমে পড়ল গাড়িটা। রাস্তার দুপাশে বসা নারকেল, খেজুর আর কিশমিশের অস্থায়ী দোকানগুলো পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগল ধীর গতিতে। পালানোর কথা ভাবল একবার সাফিয়া। কিন্তু বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। বেল্ট খুলতে গেলেই থামিয়ে দেয়া হবে।

তার ওপর পিছনে আছে সশস্ত্র লোকভর্তি তিনটা গাড়ি। একটা ট্রাক তাদের পেছন পেছন মোড় ঘুরল। বাকিগুলো এগিয়ে যেতে লাগল। সম্ভবত সরু রাস্তাটার ওমাথার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঘুরে যাচ্ছে। এত সাবধানতা অবলম্বন করতে দেখে বেশ অবাক হলো সাফিয়া। বন্দিকে ঠেকাতে কেন আর ক্যাসান্ড্রাই যথেষ্ট। মুক্তির কোনো পথ নেই, ভালো করেই জানে সাফিয়া।

পালানোর চেষ্টা করলেই মৃত্যু সুনিশ্চিত।

রাগে সাফিয়ার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠল। হার মানবে না ও, এত সহজে ছেড়ে দেবে না। অপহরণকারীদের কথা মতো চলবে, তবে সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। ক্যাসান্ড্রার দিকে তাকাল ও। প্রতিশোধ নেবেই... ওর বন্ধুদের জন্য, ওর নিজের জন্য। আচমকা ট্রাকটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেলে বাস্তবে ফিরে এল সাফিয়া। একটা লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা।

নবী ইমরানের সমাধি-স্থলের প্রবেশপথ।

'উল্টাপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করো না," যেন সাফিয়ার মনের কথা বুঝতে পেরে বলে ওঠল ক্যাসান্ড্রা।

জানালার দিকে ঝুঁকে গেটের দারোয়ানের সাথে কথা বলতে লাগল জন কেন। কিছু ওমানি রিয়াল হাতবদল হলো। দারোয়ান একটা বাটন চেপে ধরতেই খুলে গেল গেটটা। কেন ধীর গতিতে চালিয়ে গাড়িটা ভেতরে নিয়ে পার্ক করল।

অন্য ট্রাকটা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

কেন লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে সাফিয়ার পাশের দরজাটা খুলে ধরল। বিষয়টা অন্য যেকোনো সময় হলে ভদ্রতার মতো দেখাত, কিন্তু এখন তা শুধুই সাবধানতা অবলম্বন মাত্র। সাফিয়ার উদ্দেশ্যে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে।

সাফিয়া পাত্তা না দিয়ে বেরিয়ে এল।

ট্রাকের পেছনে চলে এল ক্যাসান্ড্রা। রুপালি বাক্সটা বের করে আনলো। "এবার কী?"

চারপাশে তাকাল সাফিয়া। কোথা থেকে শুরু করতে হবে?

টালিপাথরের কোর্ট ইয়ার্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তারা। ছোট আর ছিমছাম বাগান দিয়ে জায়গাটা ঘেরা। কোর্ট ইয়ার্ড থেকে একটু দূরে মাথা তুলেছে একটা মসজিদ। শাদা রঙের মিনারটা রোদে জ্বলছে যেন, চূড়ায় আছে বাদামি আর স্বর্ণালি

রঙের মিশেলে একটা গম্বুজ। একটা ছোট বারান্দা বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে গম্বুজটাকে। এখানে দাঁড়িয়েই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য ডাক দেয় মুয়াজ্জিন।

কোনো উত্তর দিতে পারল না সাফিয়া। তবুও এক ধরনের স্বস্তি ভর করল ওর মনে। বাইরের কোলাহল কোর্ট ইয়ার্ডের ভেতরে প্রবেশ করতে পারছে না। জায়গাটার পবিত্রতায় বাতাসও যেন থমকে গিয়েছে। কয়েকজন মুসল্লি এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। একপাশে অবস্থিত সমাধিস্থলের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি তাদের চোখেমুখে। সমাধিস্থলটা বেশ লম্বা, উচ্চতায় খাটো, শাদা রঙ করা আর সবুজ কাপড়ে ঢাকা। এখানেই শায়িত আছেন কুমারী মরিয়মের পিতা, নবী ইমরান।

সাফিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাসান্দ্রা। তার মুখে অস্থিরতা। "কোত্থেকে শুরু করব আমরা?"

"প্রথমে..." বিড়বিড় করে সামনে এগিয়ে গেল সাফিয়া। জানে, ওকে প্রয়োজন অপহরণকারীদের। যদিও ও একজন বন্দি, কিন্তু তাড়াহুড়োর দরকার নেই। জ্ঞানই ওর শক্তি।

ওর পিছে পিছে চলল ক্যাসান্দ্রা।

সমাধিস্থলের প্রবেশমুখের দিকে এগিয়ে গেল সাফিয়া। আলখেল্লা পরা একজন সমাধিস্থলের মুরিদ এগিয়ে এল দলটার দিকে।

"আসসালামু আলাইকুম," বলল সে।

"ওয়ালাইকুম আসসালাম," জবাব দিল সাফিয়া।

"*আস ফা*," অপারগতা জানাল লোকটা আর মাথার দিকে ইঙ্গিত করল। "খোলা চুলে মেয়েটাদের প্রবেশ নিষেধ।" একজোড়া সবুজ স্কার্ফ বের করে আনলো সে।

"শুকরান," ধন্যবাদ জানাল সাফিয়া, দ্রুত কাপড়টা মাথায় পরে ফেলল। ও তো ভেবেছিল চুলে স্কার্ফ বাঁধতে ভুলেই গিয়েছে এতদিনে। ক্যাসান্দ্রাকে চুল বাঁধতে সাহায্য করল লোকটা। ব্যাপারটা পছন্দ হলো না সাফিয়ার।

পথ ছেড়ে দিল লোকটা। "আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক," সম্ভাষণ জানিয়ে নিজের জায়গায় চলে গেল সে।

"ভেতরে ঢোকার আগে জুতো খুলে রাখতে হবে।" বাইরে পড়ে থাকা জুতোর সারির দিকে নড করে বলল সাফিয়া।

খালি পায়ে সমাধিস্থলে প্রবেশ করল তারা।

জায়গাটা আসলে একটা লম্বা হলো, পুরো দালানের দৈর্ঘ্য জুড়ে আছে। একদম শেষ মাথায় একটা বাদামী মার্বেল পাথরের হেডস্টোন অবস্থিত, আকারে একটা বেদীর সমান। মার্বেলের উপর জ্বলছে সুগন্ধি কাঠি, পুরো ঘর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে সেই গন্ধ। কিন্তু এখানে ঢোকা মাত্রই নজর পড়ে হেডস্টোনের উপর। প্রায় ত্রিশ মিটার লম্বা আর মেঝে থেকে এক মিটার উঁচু কবরটা রঙধনু রঙের কাপড়ে মোড়া।

কাপড়টার উপরে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত লিখে রাখা হয়েছে। ওই জায়গাটা বাদে পুরো মেঝে ঢাকা আছে জায়নামাজ দিয়ে।

"সমাধিটা বিশাল।" নরম স্বরে বলল কেন।

একজন মাত্র লোক উপস্থিত ছিল ওখানে, সে মাথা তুলে আগন্তুকদের দেখল। এরপর কোন শব্দ না করে বের হয়ে গেল রুম থেকে। ঘরে মানুষ বলতে এখন শুধু ওরাই।

ত্রিশ মিটার লম্বা কবরটার এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত হেঁটে গেল সাফিয়া। প্রচলিত আছে, দুই দিক থেকে কবরটার দৈর্ঘ্য মাপলে, তা কখনও এক হয় না। গল্প না সত্যি, তা অবশ্য ও কখনও পরীক্ষা করে দেখেনি।

ক্যাসান্ড্রা ওর পিছু পিছু আসছে, অবাক চোখে দেখছে চারপাশ। "এই জায়গা সম্পর্কে কি জানো?"

শ্রাগ করল সাফিয়া, কবরটা চক্কর দেয়া শেষ হলে রওনা দিল মার্বেলের হেডস্টোনটার দিকে। "মধ্যযুগ থেকে এই কবরটা পবিত্র স্থান হিসেবে সম্মান পেয়ে আসছে। কিন্তু এই অলংকরণ...মানে এই ভল্ট আর কোর্ট ইয়ার্ডের বয়স অল্প।"

মার্বেলে হেডস্টোনটার কাছে পৌঁছে গেল সাফিয়া, একটা হাত রাখল উপরে। "এখান থেকে স্যার রেজিনাল্ড মূর্তিটা খুঁড়ে বের করেছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা।"

ছোট্ট স্যুটকেসটা নিয়ে সামনে এগিয়ে এল ক্যাসান্ড্রা। পাথুরে বেদীটাকে ঘিরে একটা চক্কর কাটল।

কথা বলে উঠল কেন, "কুমারী মাতা মেরীর বাবা তাহলে এখানে শায়িত?"

"এ নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে।"

ক্যাসান্ড্রা সাফিয়ার দিয়ে তাকাল, "কী রকম?"

"অধিকাংশ বড় বড় খ্রিষ্টান গ্রুপ যেমন-ক্যাথলিক, বাইজেনটাইন, নেস্টোরিয়ান, জ্যাকবাইট-বিশ্বাস করে মেরীর বাবার নাম জোয়াকিম। কিন্তু কুরআন বলে, মেরী এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, ইমরানের বংশ। ইহুদী বিশ্বাসও তাই বলে। এই দুই ধর্ম মতে, ইমরান আর তার স্ত্রী সন্তান চাইতেন। কিন্তু ইমরানের স্ত্রী ছিলেন বাঁজা। তাই ইমরান প্রতিজ্ঞা করলেন, তার কোন ছেলে হলে জেরুজালেমের মন্দিরের জন্য উৎসর্গ করবেন। উত্তর মিলল প্রার্থনার, কিন্তু ছেলের জায়গায় জন্মাল মেয়ে-মেরী, কিন্তু তাতেই খুশি ইমরান দম্পত্তি। প্রতিজ্ঞামত তাকে উৎসর্গ করলেন মন্দিরের ধার্মিক জীবন যাপন করার জন্য।"

"কিন্তু তার সাথে লোহার হৃদপিন্ড লুকিয়ে রাখা মূর্তিটার কী সম্পর্ক?" জানতে চাইল ক্যাসান্ড্রা।

একই প্রশ্ন সাফিয়ারও। কুমারী মেরীর সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা কবরে উবার খুঁজে বের করার সূত্র কেন লুক্কায়িত থাকবে? মেরী তিন প্রধান ধর্মের কাছেই খুব সম্মানিতা-ইহুদী,খ্রিষ্টান আর ইসলাম, এটা একটা কারণ হতে পারে। এ এলাকায় ক্ষমতা যার হাতে থাকুক না কেন, এই সমাধির সংরক্ষন সে করবেই করবে। রেজিনাল্ড কেনসিংটন নামের এক প্রত্নতাত্ত্বিক যে খুঁড়ে মূর্তিটাকে বের করে ফেলবেন, তা সাধারণ হিসেবে আসার কথা না।

কিন্তু এখানে প্রথম কে রেখেছিল মূর্তিটা? কেনই বা এনেছিল? বিখ্যাত ইনসেন্স রোডের শুরু এখানে, তাই?

বিভিন্ন তথ্য খেলে গেল সাফিয়ার মনেঃ মূর্তিটার বয়স, সমাধিকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন রহস্য, নানা ধর্মমতের কাছে এর গুরুত্ব।

ক্যাসান্দ্রার দিকে ফিরল ও, "আমার হৃদপিন্ডটা দরকার।"

"কেন?"

"কারণ তুমি ঠিকই বলেছ। এখানে মূর্তিটা স্থাপন করার নিশ্চয় কোন না কোন কারণ আছে।"

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থেকে জায়নামাজের উপর হাঁটু গেঁড়ে বসল ক্যাসান্দ্রা। স্যুটকেসটা খুলে ফেললল। ভেতরে হৃদপিন্ডটাকে কালো রাবারের কুশনের উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে।

সাফিয়া তুলে নিল জিনিসটাকে। ওটার ওজনে আবারও অবাক হয়ে গেল, শুধু লোহার তো এত ওজন হবার কথা না।

পাথুরে বেদী পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেল জিনিসটাকে, "ঠিক এইখানে মূর্তিটা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কথা।" এই কথা বলে মূর্তির মতো করে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, হৃদপিন্ডটাকে ধরল যেভাবে শরীরের মাঝে হৃদপিন্ড থাকে, ঠিক সেই ভাবে। লম্বা কিন্তু সরু কবরের মাথায় দাঁড়াল ও।

প্রায় সাত ফুট উঁচু ছিল মূর্তিটা, মাথা ছিল একটা হেড ড্রেস আর চেহারায় স্কার্ফ। হাতে ছিল রাইফেলের মত করে ধরা একটা বর্শা। চোখ বন্ধ করে ভারী, সুগন্ধীযুক্ত বাতাসে শ্বাস নিল সে। এক মুহূর্তে যেন ফিরে গেল হাজার বছর অতীতে।

প্রথমে কল্পনা করল যে গাছ থেকে সুগন্ধী এসেছে, সেই গাছটাকে। ছোট ছোট ধূসর-সবুজ পাতা সম্বলিত একটা গাছ। সেই গাছের বাকল ছিঁড়ে নিত অতীতের মানুষেরা। তখনো পাহাড়ে নিজেদের মতো থাকতে ভালবাসত এই গোত্র, নিজেদেরকে ওদের বংশধর বলে দাবী করা শাহরা গোত্র এখনও তাই করে। অদ্ভুত সুরেলা এক ভাষায় কথা বলে ওরা।

প্রতিটা শ্বাসের সাথে সাথে সুগন্ধী ঢুকে পড়ছে ওর ফুসফুসে। মাথা ঘুরে উঠল সাফিয়ার, মনে হলো পায়ের তলার মাটি যেন আপনা থেকেই নড়ে উঠছে। এক মুহূর্তের জন্য উপর আর নীচ গুলিয়ে গেল মেয়েটার। আঁতকে উঠে বেদী ধরে নিজেকে সামলাল।

হাত বাড়িয়ে ওর কনুই ধরে ফেলল কেন।

কিন্তু, ওই কনুই এর ভাঁজেই সাফিয়া ধরে ছিল হৃদপিন্ডটাকে।

আচমকা নড়ে ওঠায় পড়ে গেল ওটা।

বেদীতে একটা বাড়ি খেয়ে, মার্বেলের উপর পড়ে গেল জিনিসটা। নড়ছে।

ওটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ক্যাসান্দ্রা।

"না!" সতর্ক করে দিল সাফিয়া, "ধরো না!"

শেষ বারের মতো নড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল হৃদপিন্ডটা।

"ধরো না।" আরেকবার সাবধান করে দিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসল সাফিয়া, পাথরের বেদীর সাথে এক সমান হলো ওর চোখ।

হৃদপিন্ডটা স্থির হলে সাফিয়া দেখল, অবিকল একটু আগে জিনিসটাকে যেভাবে সে ধরেছিল, ঠিক সেভাবে শুয়ে আছে।

উঠে দাঁড়াল ও, হৃদপিন্ডটাকে অনুসরণ করে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ঠিক যেভাবে দাঁড়ালে হৃদপিন্ডটার অবস্থান ওর নিজের হৃদপিন্ডের মতো হয়। এরপর হাত তুলে এমন ভঙ্গি করল যেন, কোন বর্শা ধরে আছে।

বাড়িয়ে দেয়া হাত যেদিকে ইঙ্গিত করছে, সেদিকে তাকাল সাফিয়া। কবরের লম্বা অক্ষের একদম সমান্তরালে ধরা আছে হাতটা। স্থির হয়ে থেকে লোহার হৃদপিন্ডের দিকে তাকাল ও।

হৃদপিন্ডটা ওভাবে স্থির হলো কেন? কাকতাল নাকি...?

নড়তে নড়তে স্থির হয়েছিল ওটা...যেন কোন কম্পাস!

সোজা সামনের দিকে চলে গেল ওর দৃষ্টি। পার হয়ে গেল সমাধি, শহর। দূরের ওই সবুজ পাহাড়ের দিকে।

বুঝতে পারল সাফিয়া।

তবে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন, "আমার একটা ম্যাপ দরকার।"

"কেন?" জানতে চাইল ক্যাসান্দ্রা।

"কারণ আমি আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি।"

সেফটি ফার্স্ট

৩রা ডিসেম্বর, ৩ঃ০২ পি.এম.
সালালাহ

ওমাহা ট্রাকের পেছনে বসে ঢুলছিল, নিতম্বে পরিচিত কম্পন টের পেয়ে ভেঙে গেল তন্দ্রা। *ধুর ছাই*...ওর সাথে সাথে তন্দ্রাচ্ছন্ন অন্যরাও জেগে উঠল। শেষ বারের মতো কেশে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

"এই ট্রাকে চড়ে চলার সৌভাগ্য আর হবে বলে মনে হচ্ছে না।" বলল ওমাহা।

যেন ওর কথা বুঝতে পেরেই, খুরের আঘাতের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানালো আরবী ঘোড়াটা।

পারলে আমিও তোর মতো প্রতিবাদ করতাম, মনে মনে ভাবল ওমাহা।

ট্রাকের পেছন থেকে নেমে এসে সবাই মাটিতে দাঁড়াল, ক্যাপ্টেন আল-হাফি আর তার দুই লোক বারাক আর শরীফও তাই করল।

"কতদূর এসেছি?" হাত তুলে চোখে রোদ পড়া বন্ধ করতে চাইল কারা, "সালালাহ কত দূরে?"

"কয়েক মাইল হবে।" শ্রাগ করে বলল ওমাহা, আসলে দূরত্বটা সে নিজেও জানে না। দ্বিগুণও হতে পারে।

ক্যাপ্টেন আল-হাফি ওদের দিকে এগিয়ে এল, "আমাদের চলার উপর থাকা উচিত।" ইঞ্জিন থেকে ওঠা ধোঁয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "লোকজন কৌতুহলী হয়ে উঠতে পারে।"

নড করল ওমাহা। ঠিকই বলেছে ক্যাপ্টেন।

"বাকি পথটা হেঁটে যেতে হবে।" বলল পেইন্টার। ট্রাক থেকে সে-ই সবার পরে নেমেছে। ঘোড়াটার লাগাম ধরে আছে। এমনকি মাটিতেও নামিয়ে এনেছে।

অল্প কিছুক্ষণের মাঝেই হাঁটা ধরল ওরা। দুজন দুজন করে পাশাপাশি হাঁটছে, যেন ছোট কোন ক্যারাভান। ক্যাপ্টেন একদম সামনে হাঁটছে। আর একদম পেছনে-ঘোড়াসহ কোরাল আর পেইন্টার।

ওমাহা টের পেল ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে, নিশ্চয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আঁটছে। গতি কমিয়ে তাই ওদের পাশে এসে দাঁড়াল, শুনতে চায়। ব্যাপারটা কারার নজর এড়ালো না, সে-ও ওদের সাথে যোগ দিল।

"সালালাহ-এ প্রবেশের পর আমাদের প্ল্যান কী?" জানতে চাইল ওমাহা।

ভ্রূ কোঁচকাল পেইন্টার, “আমরা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই না। কোরাল আর আমি-”

“দাঁড়াও।” ওকে থামিয়ে দিল ওমাহা, “তুমি কি ভেবেছ আমাকে ফেলে যেতে পারবে?” রাগের সাথে উঁচু গলায় বলা কথাগুলো সবাই শুনতে পেল।

“আমরা সবাই সমাধিতে একসাথে ঢুকতে গেলে,” শান্ত গলায় বলল পেইন্টার, “সবার নজরে পড়ে যাব। আমার আর কোরালের ট্রেনিং আছে। আর নজরে না পরে কিভাবে রেকি করতে হয়, তা আমি জানি। সাফিয়ার খোঁজ করব আর যদি তখনো এসে উপস্থিত না হয়, তাহলে অপেক্ষা করব।”

“আর যদি ততক্ষণে মেয়েটা এসে, কাজ সেরে আবার চলেও যায়?” জানতে চাইল ওমাহা।

“সেটাও জেনে নিতে পারব।”

কারা যোগ দিল এবার, “কিন্তু কোন দিকে গিয়েছে বা কোথায় গিয়েছে, সেটা বুঝবে কিভাবে?”

তাকিয়ে রইল শুধু পেইন্টার, বলল না কিছুই।

“তোমার ধারণা আমরা পৌঁছাতে পৌঁছাতে দেরী হয়ে যাবে।” বলল ওমাহা।

“নিশ্চিত করে বলা যায় না।”

দিগন্তের দিকে তাকাল ওমাহা, শহরের অবয়ব দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অনেক দূরে, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

“দল ছেড়ে কাউকে না কাউকে আগে আগে যেতে হবে।” বলল ও

“কিভাবে?” জানতে চাইল কারা।

না ঘুরেই ইঙ্গিতে ঘোড়াটাকে দেখাল ওমাহা, “ওই ঘোড়াটা ব্যবহার করে। একজন...বা দুইজন... ওটায় চড়ে শহরে যেতে পারে। সরাসরি সমাধির দিকে এগোবে, লুকিয়ে থাকবে। সাফিয়া চলে গেলে ওকে অনুসরণ করবে।”

কেউ কোন কথা বলল না।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কোরাল বলল, “আমি আর পেইন্টার কেবলি সে কথা আলোচনা করছিলাম।”

“আমার যাওয়া উচিত।” বলল পেইন্টার।

ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল ওমাহা, “কেন? আমি শহরটাকে নিজের হাতে তালুর মতোই চিনি।”

পেইন্টার নজর সরালো না, “তথ্য জোগাড়ের ব্যাপারে তোমার কোন অভিজ্ঞতা আছে? এখন নবিশদের শেখাবার সময় না। মুহূর্তের মাঝে তুমি ধরা পড়ে যাবে।”

“কোনদিন না। আমার হয়তো কোন ট্রেনিং নেই, কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখতে আমি জানি। মাঠ পর্যায়ে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করছি।”

এমনভাবে কথা বলল পেইন্টার যেন কোন ধ্রুব সত্য জানাচ্ছে, “নাহ, আমি তোমার চেয়ে বেটার। এটাই আমার কাজ।”

হাত শক্ত করে ফেলল ওমাহা। ওর মনের একটা অংশ সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে ভর্তা করে ফেলতে চাইছে, আর আরেকটা অংশ কথাটাকে স্বীকার করে নিচ্ছে। আসলেই কি পেইন্টার এ কাজের জন্য ওর চেয়ে বেশি উপযুক্ত?

“সাফিয়াকে পেলে কী করবে?”

“কিছুই না।” বলল পেইন্টার, “আগে শত্রুপক্ষের জনবল দেখব, দুর্বলতা খুঁজব। অপেক্ষা করব উপযুক্ত সময়ের।”

“আর আমরা কী করব?” কোমরে হাত রেখে জানতে চাইল কারা।

উত্তর দিল কোরাল, “সালালাহ-এ আমাদের একটা সেফ হাউস আছে। ওখানে টাকা আর রশদ রাখা।”

“বন্দুক?” আবারও জানতে চাইল কারা।

নড করল কোরাল। “সেফ হাউজে গিয়ে প্রয়োজন মতো অস্ত্র আর রশদ নেব আমরা। এরপর ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের অবস্থা জানাব, বাড়তি-”

“না।” বাঁধা দিল পেইন্টার, “কারও সাথে কোন ধরনের যোগাযোগ করা যাবে না। এখন থেকে আমাদের নিজেদের উপর ভরসা করে এগোতে হবে।”

পেইন্টার শুধু ওমানি সরকারের মাঝেই বিশ্বাসঘাতকের উপস্থিতি সন্দেহ করছে না, ভাবল ওমাহা, ওর নিজের সরকারের মাঝেও করছে। ক্যাসান্দ্রা স্যানচেজ নামের মেয়েটা সবসময় এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। নিশ্চয় তথ্য পাচ্ছে কারও না কারও থেকে।

ওমাহার দিকে তাকাল পেইন্টার, “কারপ কোন আপত্তি নেই তো।”

থাকলেই বা কী, ভাবতে ভাবতে নড করল ওমাহা। কিন্তু এগিয়ে এল পেইন্টারের দিকে। আলখেল্লার ভেতর থেকে পিস্তলটা বের করে এগিয়ে দিল লোকটার দিকে, “যদি সুযোগ আসে...তাহলে...”

“আমি সেই সুযোগের সদ্বব্যবহার করবো।” বলে পিস্তলটা হাতে নিল সে।

পিছিয়ে এল ওমাহা, পেইন্টার চড়ে বসল ঘোড়ায়। স্যাডল ছাড়াই ঘোড়া চালাতে জানে ও, “সালালাহ-এ দেখা হবে।” বলে রওনা দিল।

“যতটা দক্ষ ঘোড় সওয়ার, ততটা দক্ষ স্পাই হলেই বাঁচি।” বলল কারা।

ওমাহার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল পেইন্টার। শহরের দিকে ধীর পায়ে আবার রওনা হলো দলের বাকি সদস্যরা।

৩ঃ৪২ পি.এম.

ধোফারের ম্যাপের উপর ঝুঁকে আছে সাফিয়া। ওদের ট্রাকের হুডের উপর বিছানো হয়েছে জিনিসিটা। ম্যাপের ঠিক মাঝখানে একটা ডিজিটাল কম্পাস রেখেছে ও, অন্য হাতে একটা প্লাষ্টিকের রুলার। অনেক সাবধানতার সাথে হিসাব কষছে।

"কী করছ তুমি?" পঞ্চম বারের মতো জানতে চাইল ক্যাসান্ড্রা।

পাত্তা দিল না সাফিয়া, ম্যাপের উপর এতটা ঝুঁকে এল যে নাকটা প্রায় ম্যাপ ছুঁই ছুঁই করছে। *কম্পিউটার ছাড়া এরচেয়ে ভাল করা অসম্ভব।* "কলম।" হাত বাড়িয়ে চাইল ও।

জ্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বল পয়েন্ট কলম বের করে দিল কেন। সাবধানে কলমটা নিল ও। আবার মনোযোগ দিল ম্যাপের দিকে। উবারের রহস্য সমাধানে ব্যগ্র হয়ে আছে।

রুলার ব্যবহার করে লম্বা একটা দাগ টানল। ম্যাপে এখন নীল কালির একটা রেখা দেখা যাচ্ছে, নবী ইমরানের সমাধি থেকে বের হয়ে সোজা চলে গিয়েছে। হাত দিয়ে রেখাটাকে অনুসরণ করল সাফিয়া, পরিচিত নাম খুঁজছে।

জানে কী পাবে, তাও নিশ্চিত হওয়া আর কী।

একটা ছোট কালো বিন্দুর উপর এসে স্থির হলো ওর হাত।

এগিয়ে এল ক্যাসান্ড্রা, জোরে জোরে উচ্চারণ করল জায়গাটার নাম, "জেবাল ইটেন।" সাফিয়ার মুখের দিকে তাকাল সে।

"ইটেন পাহাড়।" বলল সাফিয়া, ছোট্ট পাহাড়টার দিকে মনোযোগ দিল। "এর চূড়ায় আরেকটা সমাধি আছে। এই সমাধির ন্যায় সেটাও তিন ধর্মের কাছে পবিত্র।"

"কার সমাধি?"

"আরেকজন নবী। আইয়ুব (আঃ), ইংরেজিতে যাকে জব নামে চেনে সবাই।"

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে চাইল ক্যাসান্ড্রা।

সাফিয়া ব্যাখ্যা করল, "জব বাইবেলেও আছেন আবার কুরআনেও। তার অনেক সম্পদ আর ছেলে মেয়ে ছিল। স্রষ্টার উপাসনা থেকে কখনও একচুল হটেননি। পরীক্ষা স্বরূপ তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল সবকিছুঃ সম্পদ, বাচ্চা-কাচ্চা এমনকি তার সুস্বাস্থ্য পর্যন্ত। অসুস্থতা খারাপ রূপ নিলে, সমাজ তাঁকে একঘরে করে রাখে। এখানে থাকতে হয় নির্বাসিত জবকে..." ম্যাপে টোকা দিল ও, "এই ইটেন পাহাড়ে। কিন্তু তবু তিনি স্রষ্টার উপাসনা থেকে বিমুখ হননি। খুশি হয়ে স্রষ্টা তাঁকে পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে বলেন। আঘাত করা মাত্রই মাটি ফুরে বের হয় একটা ঝর্ণা। সেই ঝর্ণার পানি খাওয়ায় আর তাতে গোসল করায় জবের রোগমুক্তি

ঘটে। তিনি আবার যৌবন ফিরে পান। কিন্তু এই ইটেন পাহাড়েই জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেন তিনি। মারা গেলে সেখানেই তাঁকে কবর দেয়া হয়।”

“তোমার ধারণা এই সমাধি উবার খুঁজে পাবার পরবর্তী ধাপ?”

“যদি প্রথমটা এখানে হয়, তাহলে পরেরটা ওখানে হতে দোষ কী? দুই জায়গার মাঝে মিল দেখতে পাচ্ছ না? দুটাই সব ধর্মের কাছে পবিত্র।”

“তাহলে আমাদের ওখানেই যেতে হবে।”

ক্যাসান্ড্রা ম্যাপের দিকে হাত বাড়াল।

ওকে বাঁধা দিল সাফিয়া। “ওখানে আসলেই কিছু পাওয়া যাবে কিনা, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। আমি আগেও ওখানে গিয়েছি, আমার নজরে তেমন কিছু পরেনি। আর এখানে যেমন হাতে একটা হলেও সূত্র ছিল...” লোহার হৃদপিন্ডটার দিকে তাকাল ও, “ওখানে খোঁজার মতো কোন সূত্রও আমাদের হাতে নেই। পরবর্তী সূত্র খুঁজে পেতে পেতে বছর লেগে যেতে পারে।”

“তোমাকে তো সেজন্যই আনা হয়েছে।” বলল ক্যাসান্ড্রা, ঝটকা মেরে সরিয়ে নিল ম্যাপ, “এই ধাঁধাঁর সমাধান করার জন্য।”

মাথা নাড়ল সাফিয়া, অসম্ভব একটা কাজ। অন্তত ক্যাসান্ড্রাকে তাই বোঝাতে চায় সে, মুখে যত যাই বলুক, পরবর্তী কোন পদক্ষেপটা কাজে আসবে তা এরিমধ্যে আন্দাজ করে ফেলেছে। কিন্তু এই জ্ঞানটাকে কিভাবে কাজে লাগাবে, তা বুঝতে পারছে না।

আবারও ক্যাসান্ড্রার এসইউভিতে উঠে বসল ও। রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রাকটা। ড্যাশবোর্ডের জিপিএস ন্যাভিগেশন সিস্টেমের দিকে তাকাল সাফিয়া, দেখতে পেল শহর থেকে বাইরে বেরোবার রাস্তাগুলো।

আরেকটা সমাধি অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

মনে মনে প্রার্থনা করল, এটা যেন ওর সমাধি না হয়ে দাঁড়ায়।

৪:০২ পি.এম.
ইটেন পাহাড়

শালার বিচ্ছু...

কার্পেট বিছানো কাজের জায়গায় বসার আগে, পায়ের তলে কালো রঙের প্রাণিটাকে পিষে মারল ড. জ্যাক বার্টান্ড। ল্যান্ড রোভার থেকে পানি আনতে গিয়েছে এক মিনিটও হয়নি, এরিমধ্যে কাকড়া বিছে এসে জুটেছে তার ছায়াঘেরা জায়গায়।

চিত হয়ে কোটরের ভেতর শুয়ে পড়ল জ্যাক। ছাদে দক্ষিণ আরবীয় ভাষায় কিছু একটা লেখা। জবের সমাধিও এই পাহাড়ের উপরে। পুরো এলাকাটাকেই কবরস্থান বলা যায়। পথে আরো দুইটা সমাধি দেখে এসেছে। যে গরম পড়েছে, তাতে ক্ষণে ক্ষণে স্বপ্ন দেখছে সালালাহ হিলটন হোটেল ফিরে যাবার।

এক হাতে শার্ডোনে নিয়ে নিয়মিত বিরতিতে হোটেলের পুলে ডুব দেবার লোভে কাজের গতি বেড়ে গেল ওর। লেখাটার উপরে উটের লোম দিয়ে বানানো ব্রাশ বুলাচ্ছে। অতীত ভাষার উপরে বিশেষজ্ঞ জ্যাক। এই মুহূর্তে প্রথম দিককার সেমেটিক ভাষা নিয়ে কাজ করছে ও, আস্তে আস্তে বর্তমানের দিকে এগোচ্ছে ঃ অ্যারামিক, ইলাইমাইক, পালমারিন, নাবাটাইন, সামারিটিনা, হিব্রু। ভাষা শেখার জন্য কবরের বিকল্প নেই, অনেক কিছু লিখে রাখা হয়।

হঠাৎ যেন শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা পানি বয়ে গেল ওর, মনে হতে লাগল-কেউ যেন দূর থেকে নজর রাখছে!

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক, নজর ওর পায়ের দিকে। এই এলাকা চোর-ডাকাতে গিজগিজ করে। কিন্তু জবের সমাধির মত পবিত্র জায়গায়, কেউ কোন অপরাধ করার সাহস পাবে বলে মনে হয় না। তাই রাইফেলটা রোভারেই রেখে এসেছে।

দৃষ্টি সীমার মাঝে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না সে।

তাও বুট পরা পাটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। যদি আসলেই কেউ ওর ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে লুকিয়ে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কিছুক্ষণ কেটে গেল নিস্তব্ধতায়।

এরপর আচমকা একটা অবয়ব দেখা গেল সমাধির মুখে।

অলস গতিতে এগিয়ে এল অবয়বটা, ধীরে এগোলেও নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। লাল পাথরের আড়ালে যেন হারিয়ে গেল প্রাণিটার রক্তাভ পশম।

অবিশ্বাস আর আতংক নিয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল জ্যাক।

গল্প শুনেছে অনেক, কিন্তু বিশ্বাস করেনি। *প্যান্থেরা পারডুস নিমর!* অ্যারাবিয়ান চিতা। বিলুপ্ত প্রায় প্রাণি।

হেঁটে পার হয়ে গেল ওটা।

কিন্তু একা আসেনি।

আরেকটা চিতা দেখা গেল, আগেরটার চেয়ে কমবয়সী। গতিও তাই বেশি। এরপর আরেকটা, পুরুষ।

পূর্নাঙ্গ দল!

দম বন্ধ করে রইল জ্যাক, মনে মনে প্রার্থনা করছে। ভয়ে প্রায় পাগলপারা দশা।

এরপর আরো একটা অবয়ব দেখতে পেল ও।

নাহ, চিতা না।

খালি পা, খালি পায়ের পাতা, তবে এগোচ্ছে চিতাদের মতোই নিঃশব্দে।

একজন মহিলা।

যেখানে শুয়ে আছে, সেখান থেকে মেয়েটার কোমরের উপর দেখতে পাচ্ছে না জ্যাক।

পাত্তা দিল না ওকে মহিলা, পার হয়ে পাহাড়ের চুড়ার দিকে চলে গেল।

ভয়ে ভয়ে বের হয়ে এল জ্যাক, যেন কবর থেকে জীবন্মৃত বেরোচ্ছে। মাথা বের করে উঁকি দিল ও। মহিলাটা এমন পথে ধরে এগোচ্ছে, যেটা সম্ভবত সে ছাড়া আর কেউ চেনে না। ফেনাভ মোকা কফির ন্যায় গায়ের রং, কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল, নগ্ন কিন্তু লজ্জার কোন ছাপ নেই।

মহিলা যেন জ্যাকের তাকিয়ে থাকা টের পেল, কিন্তু ফিরে তাকাল না। জ্যাকের আবারও মনে হলো, কেউ একজন ওর উপর নজর রাখছে। ভয়ে কেঁপে উঠল বুক, কিন্তু নজর ফিরিয়ে নিতে পারল না।

চিতাগুলোর পাশে হেঁটে এগোল মহিলা, এখনও উপরে উঠছে। জবের সমাধিটা পাহাড়ের চুড়াতে। কেঁপে উঠল যেন তার অবয়ব, জ্যাকের মনে হলো মরীচিকা দেখছে।

হাত আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে ছিল এতক্ষণ। *স্ক্র্যাচ* করে হওয়া একটা শব্দ ওকে হাতের দিকে নজর ফেরাতে বাধ্য করল।

একজোড়া বিছে ওর আঙুলের উপর হাঁটছে! বিষধর না হলেও এদের দংশনে তীব্র ব্যথা হয়। আরো অনেকগুলোকে বিভিন্ন ফাঁক ফোঁকর থেকে বের হতে দেখে আঁতকে উঠল জ্যাক। কোটরের দেয়াল আর ছাদ থেকে শত শত বিছে নেমে আসছে। তাড়াহুড়ো করে বের হলো সমাধি থেকে। পিঠ, গোড়ালি, ঘাড় আর হাতে দংশনের ব্যথায় পাগল হয়ে উঠল যেন।

হাচড়ে পাচড়ে এগোল ল্যান্ড রোভারের দিকে। হঠাৎ পাহাড়ের দিকে তাকাল, ভয় পাচ্ছে এতো আওয়াজ আবার ওই চিতা গুলোর দৃষ্টি না আকর্ষণ করে বসে।

কিন্তু না, নেই ওগুলো। চিতা, মহিলা-কেউ নেই।

অসম্ভব! কিন্তু বিছে দংশনের ব্যথা ওর ভেতর থেকে সমস্ত কৌতুহল ঝেটিয়ে দূর করেছে।

জবের সমাধির দিকে চলে গেল নজর।

দরজা খুলে উঠে পড়ল ল্যান্ড রোভারে। ওকে সাবধান করে দেয়া হলো এইমাত্র-এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

অচিরেই ঘটতে যাচ্ছে খুব ভয়ংকর কিছু।

৪:৪৫ পি.এম.
সালালাহ

"সাফিয়া এখনও বেঁচে আছে।" সেফ হাউজের দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল পেইন্টার। সেফ হাউজ না বলে অবশ্য একটা দুই রুমের ফ্ল্যাট বলাই ভালো।

কোরাল দরজা খুলেছিল, ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল পেইন্টার। সামনে প্রহরায় দাঁড় করিয়ে রাখা দুই জন ডেজার্ট ফ্যান্টম ওর নজর এড়ায়নি।

অন্যরা সবাই সামনের রুমে বসে আছে, যাত্রার ক্লান্তিতে অবসন্ন। পাশের বাথরুম থেকে পানি পরার আওয়াজ ভেসে আসছে। কারা যে নেই, তা দেখতে পেয়েছে পেইন্টার। ড্যানি, ওমাহা আর ক্লে-সবার চুল ভেজা। বুঝল, গোসল করে নিয়েছে সবাই।

"কোথায় সে?" ওমাহা পেইন্টারকে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল।

"আমি ঢুকে দেখি, সাফিয়া সমাধি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। এসইউভি এর একটা ক্যারাভান দেখতে পেয়েছি। অস্ত্রবল অনেক।" ছোট্ট রান্নাঘরটার সিংকের সামনে গিয়ে ট্যাপ খুলে দিল পেইন্টার, চুল ধোবে।

ওমাহা কিন্তু ওর পিছু ছাড়েনি, "তুমি ওদেরকে ট্রাক করছ না কেন?"

সোজা হয়ে ভেজা চুলে হাত বোলাল ও, "করছি না কে বলল?" ওমাহার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, এরপর কোরালের কাছে জানতে চাইল, "এখনে রশদ কেমন আছে?"

পেছনের রুমের যাবার দরজার দিকে নড করল মেয়েটা, "তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ইলেকট্রনিক কী-প্যাডটা ঝামেলা করছে।"

"দেখাও আমাকে।"

দরজার কাছে ওকে নিয়ে গেল মেয়েটা। এই ফ্ল্যাটটা পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা সিআইএ-এর অগণিত ফ্ল্যাটের একটা। সিগমাকে মিশন শুরু হবার সময়, ব্যাকআপ হিসেবে এর লোকেশন জানানো হয়েছে।

পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কী-প্যাডটা খুঁজে বের করল পেইন্টার, বেশ কিছু যন্ত্রপাতি নিচে পড়ে আছেঃ নেইল কাটার, রেজর ব্লেড, টুইজার, নেইল ফাইল।

"বাথরুমে ছিলো।" পেইন্টার প্রশ্ন নিয়ে তাকাতেই উত্তর দিল কোরাল।

কী-প্যাডের দিকে মনোযোগ দিল ও, কোরাল আগেই কেসিংটা খুলে ফেলেছে। সার্কিটটাকে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল।

কোরাল ওর পাশে ঝুঁকে এল, কেটে ফেলা কয়েকটা লাল-নীল তার দেখিয়ে বলল, "সাইলেন্ট অ্যালার্মটা বন্ধ করতে পেরেছি। তবে ভাবলাম, ইলেকট্রনিকস যেহেতু তোমার ফিল্ড, তাই আর না এগোনোই ভালো।"

নড করল পেইন্টার, এই ধরনের লকারের সাথে অ্যালার্ম লাগানো থাকে। যেন, কেউ খুললেই সিআইএ খবর পেয়ে যায়। ও চায় না, ওদের এখানে উপস্থিতির কথা কেউ জানুক। দুনিয়ার কাছে এই মুহূর্তে ওরা মৃত, ব্যাপারটা সেরকমই রাখতে চায়।

সার্কিটটা ভালমতো পরীক্ষা করে দেখল ওর দক্ষ চোখ, ঠিক আছে সব। ভালই কাজ দেখিয়েছি কোরাল। "সব তো ঠিক আছে বলে মনে হচ্ছে।"

"তাহলে ঢোকা যায়, নাকি?"

মিশনের আসার আগে শেখানো কোডটা মনে করার প্রয়াস পেল পেইন্টার। দশ ডিজিটের কোড, একমাত্র একবার সুযোগ পাবে ঠিকমত প্রবেশ করাবার। ভুল কোড প্রবেশ করালে, দ্বিতীয়বার আর সুযোগ পাওয়া যাবে না।

সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে।

"তোমার হাতে কিন্তু মাত্র নব্বই সেকেন্ড সময় আছে।" মনে করিয়ে দিল কোরাল।

আরেকটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা, দশ ডিজিটের সিকোয়েন্সটা একটা নির্ধারিত সময়ের মাঝেই চাপতে হবে। ভালভাবে খেয়াল করে বাটন গুলো চাপলো ও। কিন্তু সিকোয়েন্সের সাত নাম্বার বাটন-নয়-চাপার সময় হাতটা যেন কেঁপে উঠল। অন্যান্য বাটনের চেয়ে এটাকে একটু অনুজ্জ্বল মনে হচ্ছে। থমকে দাঁড়াল পেইন্টার, *অহেতুক সন্দেহ করছে না তো?*

"কী সমস্যা?" জানতে চাইল কোরাল।

ডান ভাতৃদ্বয় ততক্ষণে ওদের সাথে যোগ দিয়েছে।

চিন্তায় পড়ে গিয়েছে ও, নয় লেখা বাটনটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। *নিশ্চয় ভুল হচ্ছে...*

"পেইন্টার।" ফিস ফিস করে বলল কোরাল।

দেরী করলে, চালু হয়ে যাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নষ্ট করার মতো সময় নেই, কিন্তু এখানে কোন ভজঘট আছে-ওর মন বলছে।

এদিকে ওর পেছনে ওমাহার উপস্থিতি বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, সাফিয়াকে বাঁচাতে হলে রশদ আর অস্ত্র খুব দরকার। আর দুটোই আছে এই দরজার ওপাশে।

টুইজার আর নেইল ফাইল হাতে তুলে নিও পেইন্টার, সার্জনের দক্ষতায় নয়-লেখা বাটনটার উপরের অংশ খুলে নিল। ওর হাতের উপর এসে পড়ল সেটা, *এত সহজে!* মনোযোগ দিয়ে ওদিকে তাকাল।

ড্যাম...

নজরে পড়ল একটা চতুর্ভুজাকৃতি চিপ, জিনিসটার ঠিক মাঝখানে প্রেশার প্লাঞ্জার। একটা পাতলা ধাতব তার জড়িয়ে রেখেছে চিপটাকে। নিশ্চয় একটা মাইক্রো

ট্রান্সমিটার, ভাবল ও। বাটনটা চাপলেই চালু হয়ে যেত। দেখে মনে হচ্ছে, জিনিসটা হাতে বানানো।

ক্যাসান্দ্রা এখানে এসেছিল।

ঘাম গড়িয়ে পরল পেইন্টার বা চোখের উপর দিয়ে।

কোরাল ওর কাঁধের উপর দিয়ে বলে উঠল, "শিট।"

শুধু *শিট* বললে কম বলা হয়ে যায়, "সবাই বের হও।"

"কী হল?" জানতে চাইল ওমাহা।

"বুবি ট্রাপ।" বলল পেইন্টার, গলায় ফুটে উঠল রাগ। "বেরোও! এখনি!"

"কারাকে নিয়ে এসো!" ওমাহাকে নির্দেশ দিল কোরাল, অন্য সবাইকে দরজার দিকে এগোবার ইঙ্গিত দিল।

পেইন্টার কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়েনি। মনে মনে গালির তুবড়ি ছোটাল, আরো একবার ক্যাসান্দ্রা ওকে বোকা বানিয়েছে।

"ত্রিশ সেকেন্ড!" কোরাল বেরোতে বেরোতে জানিয়ে গেল ওকে। হাতে আর মাত্র আধ-মিনিট সময় আছে।

নির্জনে চিপটাকে পরীক্ষা করে দেখল।

এখন শুধু তুমি আর আমি, ক্যাসান্দ্রা।

নেইল ফাইল রেখে দিয়ে নেইল কাটার তুলে নিল হাতে, লেগে পড়ল কাজে। নিজস্ব যন্ত্রপাতিগুলোর জন্য আফসোস করল মনে মনে। প্রথমে শক্তিবাহী তারটাকে আলাদা করল, এরপর সেটার উপর জড়ানো প্লাষ্টিকের কোটিংটাকে সরালো। মুল তারটা বেরিয়ে এলে, টুইজার ব্যবহার করে উপরে তুলল সেটাকে; এরপরের কাজগুলো একদম সহজ। প্লাষ্টিক পোড়ার গন্ধ ভেসে এল প্রায় সাথে সাথে।

ট্রান্সমিটারটার আয়ু শেষ।

আট সেকেন্ড...

চুলোয় যাও ক্যাসান্দ্রা।

শেষ তিনটা ডিজিট চাপল পেইন্টার। আওয়াজ করে খুলে গেল দরজা।

দরজা খোলার পর, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সাহস পেল ও।

সোজা হয়ে দরজার ফ্রেমটাকে পরীক্ষা করে দেখল সে। দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ স্পর্শও করেনি। ক্যাসান্দ্রা ট্রান্সমিটারের উপর ভরসা রেখেছে বলে মনে হচ্ছে।

নব ঘুরিয়ে দরজা খুলল পেইন্টার, ভারী স্টিলের দরজা। মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে খুলে ফেলল দরজা।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল ও, একটা মাত্র বাল্ব জ্বলছে।

ড্যাম ইট...

রুমটার মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু স্টিলের তাক আর তাক। কিন্তু সব খালি। একটা সুতোও পড়ে নেই।

ক্যাসান্দ্রা কোন ঝুঁকি নেয়নি, সব ঝেড়ে পুঁছে নিয়ে গিয়েছে। শুধু রেখে গিয়েছে এক টুকরা সি-ফোর, পেইন্টার নয় লেখা বাটনটা চাপলেই ফেটে যেত।

হতাশায় ভরে উঠল পেইন্টারের মন। চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু তা না করে ফ্ল্যাটের দরজার কাছে চলে গেল ও। ভেতরে ঢুকতে বলল সবাইকে।

কোরালকে দেখে বলল, "সব নিয়ে গিয়েছে।"

ওমাহা কোরালের পেছনেই ছিল, "কে...?"

"ক্যাসান্দ্রা স্যানচেজ।" রাগতস্বরে জবাব দিল পেইন্টার, "সাফিয়ার অপহরণকারী।"

"সে কিভাবে এই সেফ হাউজের কথা জানল?"

মাথা নাড়ল পেইন্টার, আসলেই তো। জানল কিভাবে? উত্তর না দিয়ে বিস্ফোরকটার দিকে এগোল সে।

"কই যাও?" জিজ্ঞাসা করল ওমাহা।

"দেখি বোমাটা আলাদা করা যায় কিনা। আমাদের কাজে আসতে পারে।"

পেইন্টারকে কিছুক্ষণ চুপচাপ কাজ করতে দিল ওমাহা, এরপর জানতে চাইল, "সাফিয়ার কী হবে? বলেছিলে ওকে ট্র্যাক করতে পারবে তুমি।"

সি-ফোর এর টুকরাটা আলাদা করে লোকটার দিকে তাকাল ও, "বলেছিলাম। কিন্তু এখন সমস্যা যে হয়েছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ। এখানে একটা স্যাটেলাইটের সাথে সংযোগ সম্পন্ন কম্পিউটার ছিল। সেটা ব্যবহার করে DOD সার্ভারের সাথে যোগাযোগ করা যেত।"

"আমি বুঝিনি।" কারা বলল, মেয়েটাকে খুব বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। ড্রাগের প্রভাব, নাকি ড্রাগ *না* নেবার প্রভাব তা বুঝতে পারল না পেইন্টার।

সামনের ঘরটায় সবাইকে নিয়ে এল ও, প্রতিটা পদক্ষেপে ক্যাসান্দ্রার পিন্ডি চটকাচ্ছে। মেয়েটা সেফ হাউজের ব্যাপারে জানে, লকার কোড জানে এমনকি সেটায় বুবি ট্রাপ পর্যন্ত রেখে গিয়েছে। *কিভাবে?*

দলের সবার দিকে তাকাল সে।

"ক্লে কোথায়?" জানতে চাইল পেইন্টার।

"সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে।" উত্তর দিল ড্যানি, "রান্নাঘরে একটা প্যাকেট খুঁজে পেয়েছিল।"

ক্লে যেন বুঝতে পেরেছিল, ওকে খোঁজা হচ্ছে। কেননা, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরে প্রবেশ করল সে। আচমকা সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে অবাক দেখাল ছেলেটাকে। "কী ব্যাপার?"

কারা পেইন্টারকে জিজ্ঞাসা করল, "এরপর কী?"

ক্যাপ্টেন আল-হাফির দিকে চাইল পেইন্টার, "আমি শরীফের কাছে সুলতানের ঘোড়া রেখে এসেছি। সেটা বিক্রি করে অস্ত্র আর বাহনের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, দেখবে একটু?"

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন, "এদিকে আমার পরিচিত বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী আছে।"

"আধা ঘন্টা মাঝে কাজ সারতে হবে কিন্তু।"

"সাফিয়ার কী হবে।" চাপ দিল ওমাহা, "এরিমধ্যে অনেক বেশি সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

"এই মুহূর্তে সাফিয়া নিরাপদ। ক্যাসান্দ্রার ওকে দরকার, তা না হলে সাফিয়াকে এতক্ষণে নবী ইমরানের সাথে শুয়ে থাকতে হতো। রাতের আঁধারে উদ্ধার অভিযান সফল হবার সম্ভাবনা বেশি। হাতে এখনও সময় আছে।"

"কিন্তু সাফিয়াকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটা কিভাবে বুঝবে?" জানতে চাইল কারা।

উপস্থিত সবার চেহারার দিকে চাইল পেইন্টার, কতোটা বলা নিরাপদ হবে তা ভাবছে।

"বললে না?" ওমাহাও সুর মেলাল, "কিভাবে বুঝবে?"

দরজার দিকে এগোল পেইন্টার, "এই শহরের সবচেয়ে ভালো কফি কোথায় বিক্রি করে, তা খুঁজে বের করার মাধ্যমে।"

৫ঃ১০ পি.এম.

আল-হাফফা সউকের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওমাহা, ওর পিছু পিছু পেইন্টার। অন্য সবাই এখনও সেফ হাউজেই আছে, বিশ্রাম নিচ্ছে। অপেক্ষা করছে ক্যাপ্টেন আল-হাফির গাড়ি নিয়ে ফিরে আসার।

প্রতি পদক্ষেপে রাগ বাড়ছে ওর, পেইন্টার সাফিয়াকে দেখেছে। মেয়েটা ওর মাত্র কয়েকগজ দূরে ছিল...কিন্তু উদ্ধার করার কোন চেষ্টাই চালায়নি লোকটা। সেফ হাউজে লোকটার আত্মবিশ্বাসকে টলে উঠতে দেখেছে ওমাহা।

যত ঝুকিই থাকুক না কেন, হারামজাদার উচিত ছিল সাফিয়াকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা-ভাবল ও। এত বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে না মেয়েটাকে চিরতরে হারিয়ে বসে!

ওমাহা চলার গতি বাড়িয়ে দিল, ওদের লক্ষ্য হচ্ছে সউকের অন্য মাথা। ওখানে আধুনিক কিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে। এমনকি একটা মিনি মার্ট আর পিজ্জা হাট পর্যন্ত আছে।

শেষ মাথায় পৌঁছে ওমাহা বলল, "এসে পড়েছি, এখন কী করতে হবে বল।"

এগিয়ে গেলো পেইন্টার, "দেখাচ্ছি তোমাকে।"

অনুসরণ করল ওমাহা। মাথা উঁচু করে নামটা পড়লঃ সালালাহ ইন্টারনেট ক্যাফে। এই প্রতিষ্ঠানটা উন্নত মানের কফি, বিশ্বমানের চা, ক্যাপাচিনো আর এসপ্রেসোর জন্য বিখ্যাত। এধরনের প্রতিষ্ঠান অবশ্য খুব দুর্গম এলাকাতেও পাওয়া যায়। শুধু দরকার একটা টেলিফোন কানেকশন, তাহলেই পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চাদপর এলাকা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়।

ভেতরে ঢুকল পেইন্টার। কাউন্টারে একজন সোনালী চুলো ইংরেজ বসে আছে। ছেলেটাকে ওর ক্রেডিট কার্ড নাম্বার বলল সে।

"এটাও মুখস্ত রেখেছ!" বিস্ময় লুকাতে ব্যর্থ হলো ওমাহা।

"কখন কাজে লাগে, কে বলতে পারে? এই যেমন এখন লেগে গেল।"

ছেলেটা কার্ড নিয়ে ব্যস্ত, এই সুযোগে ওমাহা জানতে চাইল, "আমি তো ভেবেছিলাম সবার চক্ষু এড়িয়ে আমাদের চলার কথা। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে সবাই জেনে যাবে না যে, এখনও তুমি বেঁচে আছ?"

"এখন আর তাতে কিছু যায় আসে না।"

ইলেকট্রনিক ক্রেডিট কার্ড মেশিনটা জেগে উঠল। ছেলেটা আঙুল তুলে জানাল, সব ঠিক আছে। "কতক্ষণ দরকার আপনাদের?"

"হাই স্পিড কানেকশন?"

"ডিএসএল। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।"

"তাহলে ত্রিশ মিনিট লাগবে।"

"কোণার মেশিনটা খালি আছে।"

ওমাহাকে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল পেইন্টার। মেশিনের সামনে বসে বিশাল একটা আইপি এড্রেস টাইপ করল, "DOD-এর সার্ভারে ঢুকছি।"

"এতে সাফিয়ার কী লাভ হবে?"

পাত্তা দিল না পেইন্টার, টাইপ করে চলছে। "এই সার্ভার ব্যবহার করে আমি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের কারণে প্রায় যেকোন সিস্টেমে প্রবেশাধিকার পাব... হয়ে গিয়েছে।"

মিতসুবিশির লোগো ভেসে উঠল স্ক্রিনে।

"গাড়ি কিনবে নাকি?" বিদ্রুপ করল ওমাহা।

সাইটে ইচ্ছে মত ঘোরা ফেরা করছে পেইন্টার, পাসওয়ার্ড প্রয়োজন হচ্ছে না। "ক্যাসান্দ্রা এসইউভি ব্যবহার করছে, মিতসুবিশি কোম্পানির এসইউভি। VIN নাম্বার পড়তে কোন কষ্ট হয়নি আমার, ওরা লুকাবার চেষ্টাই করেনি।"

"VIN? ভেহিকেল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার?"

নড করল পেইন্টার। "জিপিএস নেভিগেশন সম্বলিত সব গাড়ি স্যাটেলাইটের সাথে যোগাযোগ রেখে চলে।"

ওমাহা এতোক্ষণে বুঝতে পারল, "যদি VIN নাম্বার জানা থাকে তাহলে গাড়িটা কোথায় আছে, তা জানা সম্ভব, তাই তো?"

"সে আশাই করছি।"

হঠাৎ স্ক্রিনে একটা ম্যাসেজ ভেসে উঠল, VIN নাম্বার চাইছে। নাম্বারটা টাইপ করে এন্টার চাপল পেইন্টার, হাত মৃদু কাঁপছে।

ওমাহা লোকটার মনের কথা বুঝতে পারছে যেন। নাম্বারটা ঠিক মত মুখস্থ করতে পেরেছে তো? কিডন্যাপাররা জিপিএস বন্ধ করে দেয়নি তো? অনেক ধরনের সমস্যাই তো হতে পারে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পর ওমানের ম্যাপ ফুটে উঠল স্ক্রিনে। চলন্ত এসইউভি এর কো-অর্ডিনেট ভেসে উঠল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পেইন্টার, সেই সাথে ওমাহাও।

"সাফিয়াকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে বুঝতে পারলে..."

জুম করল পেইন্টার, সালালাহ শহরটা ভেসে উঠল ম্যাপে। কিন্তু এসইউভিটাকে দেখা গেল শহরের একদম প্রান্তে। বের হয়ে যাচ্ছে!

"না..."

"গড ড্যাম। শহর ছাড়ছে!"

"সমাধিতে কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে নিশ্চয়!"

“তাহলে আমাদেরও যাওয়া দরকার, এখনি!” বলে ঘুরে দাঁড়াল ওমাহা।

“কোথায় যাবে?” মনিটরের দিক থেকে একচুল নজর হটায়নি পেইন্টার। “ওরা থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।”

“এখানে হাইওয়ে একটাই, আমরা চাইলেই ধরে ফেলতে পারব।”

“যদি হাইওয়ে ছেড়ে নেমে পড়ে? ওদের ফোর-হুইল-ড্রাইভ গাড়ি আছে।” শান্তস্বরে বলল পেইন্টার।

ওমাহার মন চাইছিল এই মুহূর্তে কোন গাড়ি চুরি করে সাফিয়ার পিছু নেয়, আবার পেইন্টারের যুক্তিযুক্ত কথা গুলো সে ফেলেও দিতে পারছিলো না।

পেইন্টার ওর হাত ধরে ফেলল, “ড. ডান, ভাবো। ওদের উদ্দেশ্য হতে পারে কোন জায়গাটা?”

“আমি কিভাবে-”

“এই এলাকার ব্যাপারে সাফিয়া যেমন জানে, তুমিও তেমন জানো। কোন রাস্তা ধরে ওরা এগোচ্ছে, সেটা তোমার সামনে আছে। কোনদিকে এগোচ্ছে, তাও জানো। শুধু কোথায় থামবে তা আন্দাজ করতে হবে। কী এমন আছে ওদিকে যা সাফিয়ার দৃষ্টি কাড়তে পারে?”

মাথা নাড়ল ওমাহা, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছে ওরা।

“গডড্যামইট ওমাহা! জীবনে একটা বারের জন্য হলেও মাথা ঠান্ডা করে ভাবো!”

ওমাহা হাত সরিয়ে নিল, “জাহান্নামে যাও!” কিন্তু জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

“কী আছে ওদিকে? কোথায় যাচ্ছে ওরা?”

মনিটরের দিকে তাকাল ওমাহা, পেইন্টারের চোখে চোখ রাখতে বাধছে।

আসলেই, কী খুঁজে পেয়েছে সাফিয়া?

সম্ভাব্য সব নৃতাত্ত্বিক জায়গাগুলোর নাম ওর মাথায় খেলে গেলঃ স্মৃতিস্তম্ভ, ধ্বংসাবশেষ, কবর, সমাধি, গুহা। কিন্তু সংখ্যায় যে অনেক।

কিন্তু আচমকা একটা বুদ্ধি উদয় হলো ওর মাথায়। ক্যাসান্দ্রা যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সমাধি আছে।

কম্পিউটারের দিকে এগোল ওমাহা, “এই হাইওয়েতে আর পনের মাইল সামনে একটা বাঁক আছে। যদি ওরা সেই বাঁক ঘোরে, তাহলে...”

“আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আরকি।” বলল পেইন্টার।

“তাই তো মনে হচ্ছে।” বসে পরল ওমাহা।

৫ঃ৩২ পি.এম.

আরেকটা কম্পিউটার ভাড়া নিল পেইন্টার। প্রথমটায় ওমাহাকে রেখে, নিজে পরেরটায় এসে বসল।

নতুন কম্পিউরটাতেও DOD সার্ভারে ঢুকল ও। নিজেকে মৃত দেখাবার আর কোন কারণ নেই। সেফ হাউজে বসানো বুবি ট্রাপ থেকে বোঝা যায়, ক্যাসান্দ্রা সত্যিটা জানে।

অবশ্য এটাও সার্ভারে ঢোকার একটা কারণ।

ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ডটা প্রবেশ করিয়ে মেইল দেখল ও। এরপর ওর উপরওয়ালা ড. শেন ম্যাক নাইটকে পাঠাবার জন্য একটা মেইল লিখল। একমাত্র একেই ও বিশ্বাস করে। তাই মিশনের সবকিছু জানাতে চাইছে।

অল্প কথায় মিশন সম্পর্কে সবকিছু খুলে বলেছে ও। ক্যাসান্দ্রার কথা, সিগমায় গুপ্তচর থাকার ব্যাপারে ওর সন্দেহের কথাও বাদ যায়নি। কেউ বলে না দিলে, ক্যাসান্দ্রার কস্মিনকালেও ওই সেফ হাউজের লোকেশন জানবার কথা না।

শেষ করল এই বলেঃ

"ব্যাপারটা অতিসত্ত্বর তদন্তের দাবী রাখে। এই মিশনের সফলতা অনেকাংশে তথ্য পাচার বন্ধের উপর নির্ভর করছে। কাউকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। এই সন্ধ্যায় আমরা ড. আল-মায়াজকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাবো। আমদের বিশ্বাস ক্যাসান্দ্রার গ্রুপ তাকে নিয়ে যাচ্ছে..." একটু থেমে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিল পেইন্টার, এরপর লিখল, **"ইয়ামেনের বর্ডারের দিকে। আমরাও এখন সেদিকে যাচ্ছি।"**

মেইলটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পেইন্টার। যে সন্দেহটা মনের মাঝে উঁকি দিচ্ছে, তা এতটা ভয়াবহ যে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে ও।

ওমাহা হাত নেড়ে ওকে ডাকল, "বাঁক ঘুরেছে!"

মেইল পাঠিয়ে দিল পেইন্টার।

"এসো, এসো।" দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছে ওমাহা, "আমরা চলা শুরু করে দিতে পারি।"

অনুসরণ করল পেইন্টার, দরজার কাছে এসে শেষবারের মতো দ্বিতীয় কম্পিউটারের দিকে তাকাল।

প্রার্থনা করল, ওর সন্দেহ যেন ভুল প্রমাণিত হয়।

ফুটপ্রিন্টস অফ দ্য প্রফেট

৩রা ডিসেম্বর, ৫ঃ৫৫ পি.এম.
ধোফার পাহাড়

পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে এসইউভি, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সাফিয়া। হাইওয়ে থেকে নেমে আসার পর, অ্যাস্ফল্ট রূপ নিয়েছে নুড়ি পাথরের। এরপর তা পরিণত হয়েছে লাল মাটির পথে। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওরা, রাস্তার বাম দিকে মুখব্যাদান করে আছে খাদ।

নিচের উপত্যকা সবুজ, প্রাণবন্ত, ঘন। অবশ্য তার কারণ হলো *খারিফ* নামের বাৎসরিক মৌসুমি বায়ু। জুন থেকে শুরু হয় এই বায়ুর প্রবাহ। সূর্য ডুবতে বসেছে, মাথার উপরের আকাশ ধূসর হতে শুরু করেছে।

রেডিওতে স্থানীয় এক খবরের চ্যানেল ধরে রেখেছে ক্যাসান্ড্রা, এক মনে সাবাব ওমানের স্যালভেজ অপারেশন সম্পর্কে প্রচারিত বিভিন্ন খবর শুনছে। এখন পর্যন্ত কাউকে জীবিত খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবহাওয়ার রিপোর্টে বার বার বলা হচ্ছে আগুয়ান প্রচন্ড বালুঝড়ের খবর।

সাফিয়ার মনে অবস্থা ওই ঝড়ের মতই। ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে, আশেপাশের সবকিছু ধ্বংস করে ফেলতে চাইছে। মেয়েটার মনে হচ্ছে, যেকোন মুহূর্তে আরেকটা প্যানিক অ্যাটাক শুরু হবে। নিজেকে নিঃস্ব আর পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে ওর। লন্ডনে যতদিন ছিল, নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেয়েছিল। শান্তি খুঁজতে চেয়েছিল শূন্যতার মাঝে। এখন যখন আসলেই ও শুন্য, তখন কেন জানি নিজেকে আরো বেশি অশান্ত মনে হচ্ছে। জীবনের উদ্দেশ্য রইল আর মাত্র একটাঃ যেভাবেই হোক ক্যাসান্ড্রাকে থামানো।

নিজের চিন্তার মাঝে ডুবে আছে ক্যাসান্ড্রা, মাঝে মাঝে সামনে ঝুঁকে জন কেনের সাথে কথা বলছে শুধু। কয়েক মিনিট আগে ওর সেল ফোন বেজে উঠেছিল। ফিসফিস করে ফোনে কথা বলেছে তখন। সাফিয়া একবার পেইন্টারের নাম বলতে শুনেছে, কান পাতার চেষ্টা করেও কিছু শুনতে পায়নি। কলটা শেষ করে আরো দুজনকে ফোন দিয়েছিল মেয়েটা। তারপর থেকে আর কোন কথা নেই। মনে হচ্ছিল রাগে যেন ফুঁসছে।

তখন থেকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সাফিয়া। ভাবছে পালাতে যদি পারে, তাহলে লুকাবার শ্রেষ্ঠ জায়গা কোনটা হবে। আরো দশ মিনিট উপরে উঠার পর, চুড়াটা দেখতে পেল ওরা। এখনও আলো আছে।

সোজা হলো সাফিয়া, জবের সমাধি।

"ওটাই কী?" নড়ে উঠে জিজ্ঞাসা করল ক্যাসান্দ্রা।

নড করল সাফিয়া, মেয়েটাকে রাগিয়ে তোলার ফল যে ভালো হবে না, তা বুঝতে পারছে।

শেষ একটা ছোট ঢাল বেয়ে এসে, শীর্ষটার ঠিক নিচে থামল এসইউভি। এরপর আবার শুরু করল উপরে উঠা। পাহাড় শীর্ষের সমাধির কাছে কিছু উট দেখতে পেল ওরা, বসে থেকে বিশ্রাম নিচ্ছে। পশুগুলোর পাশে, বাউবাব গাছের ছায়ায় বসে আছে পাহাড়ি কিছু লোক।

সমাধিটা বেশি বড় না। একটা ছোট ধূসর দালান, চুনকাম করা মসজিদ আর পরিপাটি করে রাখা একটা বাগান দেখতে পেল সাফিয়া। পার্কিং এর জায়গা বলতে, সামনের এক টুকরা ফাঁকা জায়গা। এই মুহূর্তে খালি।

আগের বার যেমনটা হয়েছিল, এবারো কেন গাড়ি থামিয়ে সাফিয়াকে নামাতে এল। বের হয়ে এল ও, অন্য দুই এসইউভি আসতে আসতে বের হলো ক্যাসান্দ্রাও। সিভিলিয়ান পোষাক পরে আছে সবাইঃ খাকি প্যান্ট, লিভাই জিন্স, হাতাকাটা শার্ট আর পোলো জুতা। তবে পুরুষদের পরণে একটু বড় সাইজের উইন্ডব্রেকার, অস্ত্র লুকাচ্ছে ওটার আড়ালে। বাগান দেখার উছিলায় এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ছে। বাইনোকুলার হাতে দুজন ব্যস্ত হয়ে পড়ল আশেপাশের এলাকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে।

এখানে আসতে যে পথ পরে, তার প্রায় পুরোটাই খাড়া। পায়ে হেঁটে পালানো কঠিন হবে।

জন কেন ওর লোকদের শেষ মুহূর্তের নির্দেশনা দিতে ব্যস্ত, কিছুক্ষণ পর ঘুরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, "প্রথমে কোথায়?"

মসজিদ আর দালানটার দিকে ইঙ্গিত করল সাফিয়া। *এক কবর থেকে অন্য কবরে*। এগিয়ে গেল ও।

"জায়গাটা পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে।" বলল কেন।

"একজন কেয়ারটেকার থাকার কথা।" সাফিয়া প্রবেশমুখের পাশে রাখা স্টিলের চেইনের দিকে ইঙ্গিত করল। কেউ এখন পর্যন্ত প্রবেশমুখে তালা লাগায়নি।

ক্যাসান্দ্রা দুজনকে কাছে ডেকে নির্দেশ দিল, "খুঁজে দেখ।" নড করে কাজে লেগে পরল লোকগুলো।

ক্যাসান্দ্রা এবার সবার সামনে চলে এল, পেছনে কেন আর সাফিয়া। মসজিদ আর ধূসর দেয়ালটার মাঝখানের কোর্ট ইয়ার্ডে ঢুকল ওরা। পুরো কমপ্লেক্সে শুধু বলার মতো আর একটা জিনিস আছে, একদম পেছনে কবরের সাথে অবস্থিত একটা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। প্রচলিত আছে, ওটা ছিল জবের প্রার্থনার জায়গা।

কবরে ঢোকার দরজাটাও প্রবেশমুখের ন্যায় খোলা।

"সময় লাগতে পারে। এখানে যে কী খুঁজতে হবে, সে ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই।" বলল সাফিয়া।

"যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সারারাত ধরে খুঁজবে।"

"আমরা এখানে রাত কাটাবো?" বিস্মিত হয়ে গেল সাফিয়া।

"প্রয়োজন হলে কাটাব।" শক্ত চেহারায় জবাব দিল ক্যাসান্দ্রা।

কোর্ট ইয়ার্ডের দিকে চলে গেল সাফিয়ার নজর। মনে মনে প্রার্থনা করল, কেয়ারটেকার যেন ভুলে তালা না লাগিয়ে থাকে, যেন অনেক আগেই চলে যেয়ে থাকে। নাহলে হয়তো ক্যাসান্দ্রার দল...

দ্বিধাবিভক্ত মনে হলো ওর নিজেকে। ক্যাসান্দ্রার ইচ্ছা পূরণ হতে যত দেরী হবে, তত নিরীহ লোকদের মারা পরার সম্ভাবনা বাড়বে। কিন্তু মেয়েটার ইচ্ছা তাড়াতাড়ি পূরণ করতে হলে, ওকে সাহায্য করতে হবে। এই কাজটাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে সাফিয়া।

অথচ আর কোন উপায় নেই, তাই সমাধিতে ঢুকে পড়ল ও। কী খুঁজতে হবে বা কোথায় খুঁজতে হবে, সে ব্যাপারে ওর আবছা ধারণা আছে।

নবী ইমরানের সমাধির চেয়ে ছোট এই সমাধি, একদম নিখুঁত চতুর্ভুজাকৃতি। দেয়াল গুলো সাদা রঙের, মেঝে সবুজ। পারস্য থেকে আনা জায়নামাজ বিছানো হয়েছে কবরের দুই পাশে। আর কবরটা ঢেকে রাখা হয়েছে কুরআনের আয়াত সম্বলিত সিল্কের কাপড় দিয়ে।

সাফিয়া কবরটাকে ঘিরে একটা চক্কর দিল। অন্য সমাধিটায় ছিল একটা মার্বেলের হেডস্টোন, এটায় নেই। শুধু কিছু সুগন্ধি আছে। আর যারা দেখতে আসে, তাদের টাকা-পয়সা দেবার জন্য একটা জায়গা। এছাড়া ঘরটায় তেমন কোন অলংকার নেই। শুধু দেয়ালে ঝুলছে নবীদের নামঃ মোজেস, আব্রাহাম, জব, যীশু আর মুহাম্মাদ (সাঃ)।

ক্যাসান্দ্রার কথায় ওর ধ্যান ভেঙে গেল, "লোহার হৃদপিন্ডটা এখানে কোনও কাজে আসবে?"

মাথা নেড়ে না বোঝাল সাফিয়া, এখানে কাজে আসবে বলে মনে হয় না। কেন আর ক্যাসান্দ্রার মাঝ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও। বাইরে এসে বুঝতে পারল,

জুতা পায়েই সমাধিতে ঢুকে পড়েছিল! এমনকি চুলটা পর্যন্ত ছিল খোলা। ভ্রূ কুঁচকে ফেলল।

কেয়ারটেকার কোথায়?

আরেকবার অচেনা লোকটার নিরাপদে থাকার প্রার্থনা করল সে। বাতাস ঝির ঝির করে বইছে, দেখে মনে হচ্ছে জায়গাটা পরিত্যক্ত, প্রাচীন।

কিন্তু সাফিয়ার কেমন জানি অনুভব হচ্ছে...অনুভূতিটার নাম বলতে পারবে না যদিও। বলা যায় আশা। হয়তো আলোর খেলার জন্য। পড়ন্ত বেলার আলোয় সবকিছু আবছা আবছা মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আরেকটু সময় পেলে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখবে সবকিছুকে।

দুঃখের ব্যাপার হলো, অভাবটা যে সময়েরই।

"এবার কী?" জানতে চাইল ক্যাসান্দ্রা।

ঘুরে দাঁড়াল সাফিয়া। প্রবেশমুখের পাশে একটা ধাতব দরজা দেখা যাচ্ছে, মাটির নিচে যাবার পথ। হাতল ধরার জন্য ঝুঁকল ও, জানে নিচে কী পাবে।

"কী করছ?"

"আমার কাজ।" বিতৃষ্ণা চাপার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না সাফিয়া। দরজাটা ধরে টান দিল।

ষোল ইঞ্চি গভীর একটা গর্ত রয়েছে দরজাটার আড়ালে। একদম নিচে, গর্তের মেঝেতে দেখা যাচ্ছে একজোড়া ছাপঃ এক বিশালদেহী মানুষের খালি পায়ের ছাপ আর ঘোড়ার খুরের ছাপ।

"এগুলো কী?" জানতে চাইল কেন।

ব্যাখ্যা করল সাফিয়া, "একটু আগে জবের গল্প বলেছিলাম না? পা দিয়ে আঘাত করে ঝর্ণার পানি বের করে এনেছিলেন তিনি?" পায়ের ছাপের দিকে ইঙ্গিত করল ও, "বলা হয়, ওখানে জবের পা দিয়ে আঘাত করেন।" আর গর্তটা দেখিয়ে বলল, "এখানে বের হয়েছিল ঝর্ণাটা। পাহাড়ের নিচের এক উৎস থেকে পানি এসেছিল।"

"পানি উপরে উঠেছিল?" জিজ্ঞাসা করল কেন।

"তা না হলে অলৌকিক ঘটনা হলো কিভাবে?"

"এসবের সাথে খুরের ছাপের কী সম্পর্ক?"

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল সাফিয়া। "এটা ব্যাখ্যা করার মতো কোন গল্প নেই।" বিড় বিড় করে বলল সে। কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছিল, এধরনের একটা গল্প কোথাও শুনেছে।

পাথরে পরিণত হওয়া একটা ঘোড়া আর একজন মানুষের পায়ের ছাপ।

এ এলাকায় এধরনের গল্পের অভাব নেই, যেখানে মানুষ বা প্রাণি পাথরে পরিণত হয়ে যায়। কয়েকটা গল্প তো একেবারে উবারকে নিয়ে। নিজের স্মৃতি ঘেঁটে

দেখল সাফিয়া। আরব্য রজনীর দুইটা গল্পের কথা মনে পড়ল-"দ্য পেট্রিফাইড সিটি" আর "দ্য সিটি অফ ব্রাস।" দুটো গল্পই মরুভূমিতে হারানো শহরকে নিয়ে। এমন শহর যার অধিবাসীদের অপরাধের কারণে তাদেরকে পাথর বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। নিশ্চয়, উবারকেই বোঝানো হয়েছে। তবে পরের গল্পটা গুপ্তধন শিকারীদের নিয়ে। বিভিন্ন সূত্র খুঁজে তারা শহরটার দরজায় উপনীত হয়েছিল।

গল্পটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুত্রটার কথা মনে পড়ল ওরঃ একটা পিতল নির্মিত ভাস্কর্য। মূর্তিটা ছিল এক অশ্বারোহীর, হাতে ছিল একটা লম্বা বর্শা আর তার মাথায় একটা মস্তক। মস্তকটায় খোদাই করা ছিল লেখা। গল্পটা একদম দাঁড়ি কমা সহ মুখস্ত সাফিয়ার। কারার সাথে রিসার্চ করার সময় করেছেঃ

হে আগমনকারী, যদি তুমি পিতলের শহরের পথ না চেন, তাহলে অশ্বারোহীর হাতে হাত রাখ, ঘুরে যাবে সে এবং একসময় থামবে আর যখন থামবে তখন যে দিকে মুখ করে থাকবে সেদিকে এগোলেই পাবে পিতলের শহর।

উবার।

আবার মনে মনে কথা কয়টাকে আউরালো সাফিয়া। ভাস্কর্যটাকে স্পর্শ করার কথা আছে, তাহলেই পরবর্তী গন্তব্য জানা যাবে। লোহার হৃদপিন্ডটার কথাও মনে পড়ল। বেশ ভালো মিল আছে।

আর এখন সামনে এই পাথরে অঙ্কিত পায়ের ছাপ।

একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে।

একটা ঘোড়া আর একজন মানুষ, পাথরে রূপান্তরিত।

পায়ের ছাপ আর খুরের ছাপ, দুটো একই দিক নির্দেশ করছে। যেন ঘোড়াটার লাগাম ধরে নিজে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল লোকটা। সেদিকেই কি এগোতে হবে ওদের? ভ্রূ কুঁচকাল ও, উত্তরটা বেশি সহজ মনে হচ্ছে।

দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল সাফিয়া।

ক্যাসান্ড্রা পাশ থেকে জিজ্ঞাসা করল, "কিছু খুঁজে পেয়েছ মনে হচ্ছে?"

মাথা নাড়ল সাফিয়া, রহস্যের মাঝে হারিয়ে গিয়েছে। ছাপের নির্দেশ করা দিকে এগোল সে। ছোট একটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সামনে এসে দাঁড়ালো। জায়গাটা কবরের পেছনে, একটা ছোট গলির দ্বারা নতুন নির্মিত দালানগুলো থেকে আলাদা করে রাখা। কেবল চারটা দেয়াল, ছাদ নেই কোনও, পাশাপাশি দশ ফুটের মত চওড়া। দেখেই মনে হয়, অনেক বড় কোন দালানের অংশ ছিল আগে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল কেন, কিন্তু ক্যাসান্ড্রা ভেতরে প্রবেশ করল, "এ কোন জায়গা?"

"একটা প্রাচীন প্রার্থনা ঘর।" বলল সাফিয়া। দুটো দেয়াল দ্বারা বানানো একটা কোণের দিকে এগিয়ে গেল ও, এরকম কোণের সাহায্যে কোন দিকে মুখ করে

প্রার্থনা করতে হবে তা ঠিক করা হয়। সাফিয়া জানে, নতুনটা মক্কার দিকে মুখ করা। তাই পুরনোটার দিকে এগোল ও।

"এদিকে মুখ দিয়ে জব নবী প্রার্থনা করতেন..." নিজেকেই বলল যেন, "জেরুজালেমের দিকে।"

উত্তর-পশ্চিম দিকে।

এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে যে পথে এসেছে, সে পথের দিকে তাকাল সাফিয়া। অন্ধকারেও গর্তের মুখ ঢাকা দেয়া দরজা পরিষ্কার দেখতে পেল। পায়ের ছাপ এদিকেই ইঙ্গিত করছে।

আরেকবার কোণটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখল ও। বেলে পাথর দিয়ে বানানো, ভেতরের দেয়ালটা স্পর্শ করল।

ক্যাসান্দ্রা ওর পাশে এসে দাঁড়াল, "কী গোপন করছ?" সাফিয়া পাঁজরের নিচে একটা পিস্তলের স্পর্শ পেল।

দেয়ালের উপর হাত রেখে ঘুরে দাঁড়াল ও। পিস্তলকে ভয় পেয়ে নয়, নিজস্ব কৌতূহল থেকে বলল, "আমার একটা মেটাল ডিটেক্টর দরকার।"

৬ঃ৪০ পি.এম.

রাত যখন নামছে, তখন হাইওয়ে ছেড়ে নুড়ি বিছানো পথে উঠে এল পেইন্টার। একটা সবুজ সাইন আরবী অক্ষরে ওকে জানাচ্ছে **জেবাল ইটেন ৯ কি.মি.**। মসৃণ রাস্তা ছেড়ে এবড়ো খেবড়ো পথে উঠেও গতি কমালো না পেইন্টার।

ওমাহা পাশের সীটে বসে আছে। ওর দিকের জানালা অর্ধেক নামানো।

ওর সরাসরি পেছনে বসে ড্যানি। "এই রদ্দি মালের যে ফোর-হুইল ড্রাইভ নেই, তা মনে আছে তো?" বলল ছেলেটা।

"গতি কমানো যাবে না।" উত্তর দিল পেইন্টার, "ওদের কাছাকাছি পৌছালে এমনিতেই গতি কমাতে হবে।"

ওমাহা ঘোঁত করে সমর্থন জানালো।

ইন্টারনেট ক্যাফে থেকে ফিরে দেখে, ক্যাপ্টেন আল-হাফি একটা ১৯৮৮ ভোক্সওয়াগন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্ট্যালিয়নটা বেঁচে দিয়েছে। কোরাল লোকটার কেনা অন্যান্য জিনিস পরীক্ষা করে দেখছিলঃ তিনটা কালাশনিকভ রাইফেল আর একজোড়া হেকলার অ্যান্ড কচ ৯মি.মি. হ্যান্ডগান। বন্দুকগুলো নিয়ে কোন আপত্তি নেই পেইন্টারের কিন্তু বাহনটা...অবশ্য ক্যাপ্টেন এর দোষ দিয়ে লাভ নেই, সে তো আর জানত না যে ওদের শহর ছেড়ে বাইরে বেরোতে হবে।

মন্দের ভালো হলো যে, সবাই এঁটে গিয়েছে এক ভ্যানে।

একটা বাঁক ঘুরতেই রাস্তার উপর একটা বড় সড় পশু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা, ব্রেক কষল পেইন্টার।

একটা উট ওদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

লাল চোখজোড়া দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে উটটা। আস্তে আস্তে রাস্তা পার হচ্ছে।

পেইন্টার পশুটার পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে ভ্যানটাকে বের করে আনল, কিন্তু পঞ্চাশ ফুট যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়াল আবার। আরও বারোটা উট পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

"হর্ন বাজাও।" পরামর্শ দিল ওমাহা।

"আর ক্যাসান্ড্রার দলকে সাবধান করে দেই?" অনেকটা ধমকে উঠল পেইন্টার, "একজন বের হয়ে ওদেরকে সরিয়ে দিয়ে এসো।"

"আমি উট চিনি, সামলাতেও জানি।" বলে ভ্যান থেকে বের হয়ে গেল বারাক।

কিন্তু রাস্তায় পা পড়েছে কী পড়েনি, এমন সময় ছায়া থেকে ভূতের মতো উদয় হলো কয়েকজন। ভ্যানের দিকে বন্দুক তাক করল। রিভারভিউ মিররেও দুজনকে দেখতে পেল পেইন্টার।

"লুটেরা।" থুতু ফেলে বন্দুকের দিকে হাত বাড়াল ওমাহা।

বারাক যেন জায়গায় জমে গিয়েছে, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তুলে রেখেছে দুই হাত। "লুটেরা না," অস্ফুট স্বরে বলল, "বাইত খাথির।"

পরনের পোষাক, হেড ক্লথ বাঁধার ধরণ এমনকি উটে চড়ার স্যাডল দেখে বেদুইনরা বিভিন্ন গোত্রের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। পেইন্টার এতটা দক্ষ না হলেও, স্থানীয় গোত্র সম্পর্কে পরিচিতঃ মাহরা, রাশিদ, আওয়ামির্ ডাহম, সার। বাইত খাথিরের ব্যাপারেও জানে। এরা মরুভুমি আর পাহাড় নিবাসী গোত্র। অল্পে রেগে ওঠে, ঘাঁটালে বিপদজনক হয়ে ওঠে। নিজেদের উটের ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর।

একজন এগিয়ে এল সামনে, "সালাম আলাইকুম।" বলল সে। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

"ওলাইকুম আস সালাম।" উত্তর দিল বারাক। তোমার উপরেও শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর আরবীতেই বলল, "কী খবর?"

একচুল নামল রাইফেলের নল। "কী খবর"-প্রশ্নটা এখানকার গোত্রদের মাঝে প্রথম সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তর না দেয়াটা অনেক বড় অভদ্রতা। বারাক আর লোকটা মিলে কথার যেন ঝড় বইয়ে দিলঃ আবহাওয়ার কথা, আসন্ন বালুঝড়ের কথা, শতাব্দীর ভয়ংকরতম ঝরের কথা, উট হারানোর দুঃখ কিছুই বাদ পড়ল না।

ক্যাপ্টেন আল-হাফির সাথে লোকটাকে পরিচয় করিয়ে দিল বারাক। সারা মরুভূমি খুঁজেও, ডেজার্ট ফ্যান্টমদের চেনেনা এমন কাউকে পাওয়া যাবেনা। ওদেরকে ঘিরে রাখা লোকগুলোর মাঝে কানাকানি শুরু হয়ে গেল। অল্প কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, রাইফেল যার যার কাঁধে ঝুলছে।

পেইন্টার ভ্যান থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। বাইরের লোক ও, তাই পরিচয় পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কথা শুনে যা বুঝতে পারল তা হলো, শরীফের পর-দাদী আর এই দলের প্রধানের দাদা একসাথে *লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া* ছবিটিতে অভিনয় করেছিল। এমন ব্যাপার তো সবসময় ঘটে না, তাই আনন্দমুখর হয়ে উঠল পরিবেশ।

ক্যাপ্টেন আল-হাফির পাশে এসে পেইন্টার বলল, "এসইউভিগুলো দেখেছে কিনা, তা জিজ্ঞাসা করে দেখ।"

নির্দেশ পালন করল ক্যাপ্টেন, উত্তরে পেল নড। দলনেতা শেখ আমির ইবনে রাভি জানাল, মাত্র চল্লিশ মিনিট আগে তিনটা ওরকম গাড়ি এখান দিয়ে অতিক্রম করেছে।

"নিচে ফিরে এসেছে কি?" আরবীতে জানতে চাইল পেইন্টার।

"নাহ," উত্তর দিল শেখ, "আইয়ুব (আঃ) নবীর সমাধিতে আছে এখনও।"

অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তাটার দিকে তাকাল পেইন্টার। এতক্ষণ ধরে চলা কথাগুলো ওমাহার কান এড়ায়নি, "যথেষ্ট হয়েছে। এবার চল।"

বাইত খাথির গোত্র তাদের উটগুলোকে জড়ো করে রাস্তা থেকে সরিয়ে নেয়া শুরু করল।

"দাঁড়াও," ক্যাপ্টেন আল-হাফির দিকে ঘুরল পেইন্টার, "স্ট্যালিয়ন বেঁচে পাওয়া টাকার কত বাকি আছে?"

শ্রাগ করল ডেজার্ট ফ্যান্টম, "অল্প কিছু রিয়াল আছে।"

"দুএকটা উট কেনা বা ভাড়া নেয়া যাবে না?"

"উট চাচ্ছ কেন?"

"কারও নজরে না পড়ে সমাধিটার কাছে যেতে চাই।"

নড করে শেখ আমিরের দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন। দুই নেতার মাঝে কিছু বাক্য বিনিময় হলো।

ওমাহা ওর পাশে এসে দাঁড়াল, "ভ্যানটা নিলেই তাড়তাড়ি হতো না?"

"এই রাস্তায় খুব একটা বেশি তাড়াতাড়ি হতো না।" বলল পেইন্টার, "আর তাছাড়া উট ব্যবহার করে ক্যাসান্দ্রার নজরে না পরেই আমরা সমাধির কাছে পৌঁছে যেতে পারব। এই লোকগুলোর উপর নিশ্চয় ওর নজর পড়েছে, সন্দেহ করবে না।"

"আর উপরে পৌঁছাবার পর?"

আগেই পেইন্টার একটা পরিকল্পনা করে রেখেছে , সেটা অল্প কথায় ওমাহাকে বুঝিয়ে বলল। ওর কথা শেষ হতে হতে, ক্যাপ্টেনও শেখের সাথে আলোচনা শেষ করে ফেলল।

"আমাদেরকে উট ধার দেয়া হবে।" বলল ক্যাপ্টেন।

"কয়টা?"

"সবগুলো।" পেইন্টারকে অবাক হতে দেখে ব্যাখ্যা করল ক্যাপ্টেন, "কোনও বেদুঈন তার অতিথির অনুরোধ ফেলতে পারেনা। তবে একটা শর্ত আছে।"

"কী?"

"আমি ওদের জানিয়েছি যে, আমরা এক মহিলাকে উদ্ধার করতে এসেছি। ওরা সাহায্য করতে চায়। ওদের জন্য এটা সম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।"

"আর গুলি করতেও এরা খুব ভালবাসে।" যোগ করল বারাক।

পেইন্টারের শুধু শুধু বাইত খাথিরকে বিপদে ফেলতে মন না চাইলেও, ওমাহা লুফে নিল প্রস্তাব। "ওদের হাতে অস্ত্র আছে। তোমার পরিকল্পনা সফল হবার জন্য, আমাদের অনেক বেশি অস্ত্রবল দরকার।"

ওর কথা মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না পেইন্টারের।

পেইন্টারের অনুমতি পেয়ে হাসল শেখ, দলের সবাইকে জড়ো করল।

নিজের দলকে আলাদা করে নিল ও, "কারা, আমি চাই তুমি ভ্যানের সাথে থাক।"

প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুলল মেয়েটা, কিন্তু পাত্তা পেল না।

"রাস্তার উপর ভ্যান রেখে যাওয়া চলবে না, লুকাতে হবে।" বলল পেইন্টার, "আমার সিগন্যাল পেলে আবার রাস্তায় নিয়ে আসতে হবে। ক্লে আর ড্যানিও তোমার সাথে থাকবে। যদি আমরা ব্যর্থ হই আর ক্যাসান্দ্রা আবারও সাফিয়াকে নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়, তাহলে তোমার অনুসরণ করতে পারবে।"

পছন্দ না হলেও মেনে নিল কারা, তবে হুমকি দিতে ছাড়ল না। "ব্যর্থ হলে চলবে না।"

ড্যানি গাইগুই করলেও মেনে নিল, আর ক্লে তো কোন রকম আপত্তিই করল না।

ফয়সালা হয়ে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে পেইন্টার বলল, "রওনা হওয়া যাক।"

ওমাহা জানতে চাইল, "আগে কখনও উটের পিঠে চড়েছ?"

"না।" স্বীকার করল পেইন্টার।

অনেকক্ষণ পর এই প্রথম হাসি দেখা গেল ওমাহার মুখে, "খুব মজা হবে।"

৭ঃ০৫ পি.এম.

দুটো ফ্লাডলাইট জ্বালানো হয়েছে, সেই আলোতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেনের দলের কাজ দেখছে ক্যাসান্দ্রা। মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে খুঁজছে লোকগুলো। দেয়ালের ঠিক মাঝখানে ধাতব কিছু একটার উপস্থিতি খুঁজে পেলে, সাফিয়ার দিকে ফিরল মেয়েটা, "কিভাবে বুঝলে যে, এখানে কিছু একটা পাওয়া যাবে?"

শ্রাগ করল সাফিয়া, "লোহার হৃদপিন্ডটা ছিল ইমরানের সমাধিতে, একটা বেলে পাথরের মূর্তির ভেতর। ওটা নির্দেশ করছিল এই জায়গাটাকে। পরের নির্দেশিকাটাও যে তেমন কিছু একটা হবে, তা আন্দাজ করা আর কঠিন কী! জিনিসটা নির্মিত হবে লোহা দিয়ে জানা ছিল, শুধু কোথায় আছে তা জানা ছিল না।"

দেয়ালের দিকে তাকাল ক্যাসান্দ্রা, "এখন কী করণীয়?"

মাথা নাড়ল সাফিয়া, "প্রথমে আগে জিনিসটাকে বের করে আনতে হবে। খুব সাবধানে এগোতে হবে আমাদের। একটা ভুল পদক্ষেপ, জিনিসটাকে নষ্ট করে দেবার জন্য যথেষ্ট। কয়েকদিন পর্যন্ত লাগতে পারে।"

"নাও পারে।" বলে হাঁটা শুরু করল ক্যাসান্দ্রা। পার্ক করে রাখা গাড়িগুলোর দিকে এগোল সে। অন্ধকার বাগানে এসে পৌঁছতেই চোখের কোণে একটা ছায়ার নড়াচড়া ধরা পড়ল।

সাথে সাথে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল ক্যাসান্দা, শোল্ডার হোলস্টার থেকে হাতে উঠে এসেছে একটা পিস্তল। দুবার শ্বাস নেবার সময়টুকু অপেক্ষা করল ও। শব্দ শোনার জন্য কান পেতে রেখেছে।

কিন্তু না, কিছুই ধরা পড়ল না ওর নজরে বা কানে।

উঠে দাঁড়াল ও, কবরের রুমটায় ঢুকে পরীক্ষা করে দেখল।

নাহ, কেউ নেই। খালি।

দেখার ভুল হয়তো, ভেবে হোলস্টারে ভরে রাখল পিস্তল। এসইউভি-এর দিকে এগোল।

শুধু কেনের লোকদের না, বহু প্রত্নতাত্ত্বিক যন্ত্রও বয়ে নিয়ে এসেছে এই এসইউভি। গিল্ড দুহাত ভরে ওকে সব যন্ত্রপাতি দিয়েছে। পুরনো সব যন্ত্র তো আছেই, একেবারে আধুনিক যন্ত্রও বাদ যায়নি। একটা মাটি ভেদ করতে পারে, এমন রাডার যন্ত্র আছে। ওটা LANDSAT স্যাটেলাইট সিস্টেমের সাথে যেকোন সময় চাইলেই যোগাযোগ করতে পারে। মাটির এমনকি ষাট ফুট নিচে কী আছে, তাও দেখা যায় এর সাহায্যে।

একটা বিশেষ ক্রেট খুলল ও। ডারপার রিসার্চ প্রজেক্টের উপর ভিত্তি করে বানানো একটা বিশেষ যন্ত্র আছে ওতে, গিল্ড ডিজাইনের আরো কিছু উন্নতি

করেছে। দেখতে অনেকটা শটগানের মতো, কিন্তু ব্যারেলের শেষ দিকটা অনেকটা কাপ আকৃতির। সিরামিক দিয়ে বানানো স্টকটাও স্বাভাবিকের চাইতে মোটা, একটা ব্যাটারি ধরার জন্য যথেষ্ট।

ব্যাটারিটাও বের করে আনলো ক্যাসান্দ্রা। ভারী যন্ত্রটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে প্রার্থনা ঘরের দিকে ফিরে চলল।

যন্ত্র হাতে ওকে ঢুকতে দেখে চোখ জ্বলে উঠল কেনের।

সাফিয়া এর মাঝে দেয়ালে একটা চতুর্ভুজ এঁকেছে। পাশাপাশি এক ফুট চওড়া আর মেঝে থেকে চার ফুট উঁচু।

"এই এলাকায় রিডিং সবচেয়ে বেশি।" দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল কিউরেটর।

মেয়েটাকে ওর হাতের দিকে তাকাতে দেখে ক্যাসান্দ্রা বলল, "এটা একটা ULS লেজার। পাথর খুঁড়তে কাজে আসে।"

"কিন্তু-"

"সরে দাঁড়াও।" যন্ত্রটাকে হাতে নিয়ে দেয়ালে আঁকা চতুর্ভুজের দিকে তাক করল ক্যাসান্দ্রা।

সরে দাঁড়াল সাফিয়া।

ক্যাসান্দ্রা চালু করে দিল যন্ত্রটা, লাল রঙের ছোট ছোট রশ্মি সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হলো অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্রের ভেতর দিয়ে যেন কেউ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিটা রশ্মিই এক একটা লেজার গানের সৃষ্টি। চতুর্ভুজের উপর সব গুলো আলো ফেলল ক্যাসান্দ্রা, ছোট একটা লাল বৃত্ত দেখা গেল দেয়ালে।

মেয়েটা ট্রিগার চেপে ধরতেই, কেঁপে উঠল যন্ত্রটা। ছোট ছোট লেজার গুলো অসম্ভব দ্রুত গতিতে ঘুরছে, মানুষের শ্রবণশক্তি ধরতে পারে না এমন আওয়াজে কান ব্যথা শুরু হলো প্রায় মুহূর্তের মাঝেই। কিন্তু মনোযোগ ভাঙতে দিলো না ও।

বৃত্তের জায়গাটা ভরে উঠল ধুলো আর সিলিকার মেঘে। আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে যেন বেলে পাথর।

দেয়াল থেকে আস্তে আস্তে বেলে পাথরের আস্তর খসিয়ে ফেলছে লেজার। বেলে পাথরের উপর দারুণ কাজ করলেও, আরো শক্ত পদার্থ যেমন গ্রানাইটের উপর এই লেজারের কোন প্রভাব নেই। এমনকি মানবদেহেও তেমন কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। তিন মিনিটের মাঝে প্রায় চার ইঞ্চি পরিমান বেলে পাথর সরিয়ে ফেলল যন্ত্রটা।

"থামো!" চিৎকার করল সাফিয়া, এক হাত উপরে উঠে গিয়েছে।

থেমে গেল ক্যাসান্দ্রা, ট্রিগারের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে।

দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল সাফিয়া, সেই সাথে কেন আর ক্যাসান্দ্রাও। কেন লেজার দ্বারা সৃষ্ট গর্তে আলো ফেলতেই এক টুকরা ধাতু জ্বলজ্বল করে উঠল।

"লোহা।" পেছন থেকে কিছুটা গর্বিত আর কিছুটা বিস্ময় মেশানো স্বরে বলল সাফিয়া, "হৃদপিন্ডটার মতো।"

একপা পিছিয়ে এসে আবার যন্ত্রটা তাক করে ধরল ক্যাসান্দ্রা, "তাহলে বাক্সটা খুলে পুরষ্কারের চেহারাটা দেখা যাক।"

আবার শুরু হয়ে গেল লেজারের কাজ। ধীরে ধীরে আরো পরিষ্কার হয়ে উঠল দেয়ালে প্রোথিত জিনিসটাঃ প্রথমে দেখা গেল নাক। এরপর ধীরে ধীরে ভ্রূ, চোখ, ঠোঁট।

"কোনও মানুষের চেহারা।" বলল সাফিয়া।

খুব সাবধানতার সাথে কাজ চালিয়ে গেল ক্যাসান্দ্রা। কিছুক্ষণ পর যন্ত্রটা থামিয়ে এগিয়ে এল এক পা, হাত দিয়ে এমনভাবে ধুলা সরালো যেন কাঁদামাটি সরাচ্ছে।

"হায়, ঈশ্বর।" বিড়বিড় করে আলো ফেলতে ফেলতে বলল কেন। "অবিকল তোমার মতো দেখতে!" সাফিয়াকে বলল সে।

৭ঃ৪৩ পি.এম.

উটের পিঠে বসে আছে পেইন্টার, জেবাল ইটেন আর ওর মাঝে শুয়ে থাকা অন্ধকার ভ্যালির উপর চোখ। চাঁদহীন রাতেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সমাধিটাকে। চোখে আঁটা নাইট ভিশন গগলস আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে জায়গাটাকে।

মনোযোগ দিয়ে সমাধি কমপ্লেক্সটাকে দেখছে সে, ক্যাসান্দ্রার হাতে প্রতিরক্ষার অনেক পদক্ষেপ নেবার সুযোগ আছে। মাত্র একটা কাদামাটির রাস্তা ধরে ভেতরে ঢোকা যায়। গগলসের দূরবীক্ষণ অংশটাকে ঠিক করে নিল ও। এখন পর্যন্ত চোদ্দজন শত্রুকে ধরতে পেরেছে, কিন্তু সাফিয়াকে দেখতে পায়নি। হয়তো কমপ্লেক্সের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে।

অন্তত মনে মনে সেই প্রার্থনা করছে পেইন্টার। বেঁচে মেয়েটাকে থাকতেই হবে!

গগলস খুলে একটু আরাম করে বসতে চাইল উটের পিঠে, কিন্তু পারল না।

ডান পাশের ক্যাপ্টেন আল-হাফি আর বাম পাশের ওমাহাকে দেখে ওর মনে হলো, লোকগুলো যেন কোন লাউঞ্জের আরামদায়ক চেয়ারে বসে আছে। স্যাডলটাও খুব একটা আরামদায়ক না। মাত্র আধ ঘন্টা হলো রওনা দিয়েছে ওরা, কিন্তু পেইন্টারের মনে হচ্ছে আরেকটু হলেই দুভাগ হয়ে যাবে ওর দেহ।

মুখ কুঁচকে ঢালের দিকে ইঙ্গিত করল ও, "একসাথে এই ভ্যালির নিচে যাব আমরা। এরপর আমাকে দশ মিনিট সময় দিতে হবে, আমি পজিশন নিয়ে নেব। দশ মিনিট পর, সবাই রাস্তা ধরে সমাধির দিকে এগোবে। যতটা পারো, আওয়াজ করবে। শেষ চড়াইয়ের মাথায় থেমে এমনভাব করবে যেন রাতটা এখানেই কাটাচ্ছ। আগুন যেন অবশ্যই জ্বালানো হয়, এতে ওরা নাইট ভিশন গগলস ব্যবহার

করলেও লাভ হবে না। উট গুলোকে বাঁধার দরকার নেই। সবাই লাইপিং পজিশন নেবে। এরপর অপেক্ষা করবে আমার সিগন্যালের।"

ক্যাপ্টেন আল-হাফি নড করল, সবাইকে জানিয়ে দিল প্ল্যানটা।

পেইন্টারের ডান পাশে চলে এল কোরাল। স্যাডলের উপর হাত রেখে বলল, "তোমার চেয়ে আমি এই মিশনে বেশি কাজে আসব। আমি অনুপ্রবেশের ব্যাপারে বেশি দক্ষ।" গলা নামিয়ে যোগ করল, "আর আমার ব্যক্তিগত কোন আগ্রহ এই মিশনে জড়িয়ে নেই।"

পেইন্টার হাত শক্ত করে ফেলল, "সাফিয়ার প্রতি অনুভূতি আমার দায়িত্ব পালনে কোন প্রভাব ফেলবে না।"

"আমি তোমার প্রাক্তন পার্টনার, ক্যাসান্দ্রার কথা বলছিলাম।" একটা ভ্রূ উঁচু করে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা, "বলতো, আসলে কী প্রমাণ করতে চাইছ তুমি?"

সমাধির দিকে মুখ তুলে চাইল পেইন্টার। ওর হৃদয়ের একটা অংশ যে ক্যাসান্দ্রাকে দেখতে চাইছিল, তা অস্বীকার করতে পারবে না। সবকিছুর জন্য দায়ী হলেও, মেয়েটাকে একবার দেখতে চায় ও। কিন্তু মুখোমুখি হয়ে লাভ কী? খুন করেছে মেয়েটা, এমনকি বেঈমানি আর কিডন্যাপও করেছে। কীসের জন্য? কেন মেয়েটা সিগমা থেকে...ওর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো? পয়সার জন্য? নাকি আরো কিছু?

প্রশ্ন আছে অনেক, কিন্তু উত্তর নেই।

কোরাল নীরবতা ভাঙল, "মেয়েটাকে কোন প্রকার ছাড় দিও না, কোন দয়া দেখিও না। নয়ত সব হারাবে।"

চুপ করে রইল পেইন্টার। আস্তে আস্তে গাছ পালায় ভরে উঠছে জমি। লম্বা লম্বা বাওবাব গাছ দেখা যাচ্ছে, সেই সাথে আছে তেঁতুল। লিয়ানা লতা আর জেসমিনও আছে। দাঁড়িয়ে পড়ল ওদের দল। একে একে সবাই নেমে পড়ল উটের উপর থেকে, বাইত খাতিরের একজন এসে সাহায্য করল পেইন্টারকে।

ক্যাপ্টেন আল-হাফি এরই মধ্যে শেখ আমিরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কোথায় কোথায় লোক রাখলে ভালো হয়, তা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছে। ওমাহা আর কোরাল যার যার কালাশনিকভ রাইফেল নিয়ে ব্যস্ত, বারাক আর শরীফ ওদের দুজনের উপর নজর রাখছে। এই দুই ডেজার্ট ফ্যান্টমের কাছে বাড়তি অস্ত্র হিসাবে আছে ডেজার্ট ঈগল পিস্তল।

নিজের অস্ত্রজোড়া পরখ করে নিল পেইন্টার, এক জোড়া হেকলার অ্যান্ড স্কচ ওর সঙ্গী। ৯মিমি ম্যাগাজিনে মোট সাতটা বুলেট ধরে। একটা কোমর আর একটা কাঁধে ঝোলানো হোলস্টারে ভরে নিল ও। পেটের সাথে জড়িয়ে নিল একটা ব্যাগ।

কোরালকে সাথে নিয়ে ওমাহা এগিয়ে এল ওর দিকে। জানতে চাইল, "দশ মিনিট কখন শুরু হচ্ছে?"

মেয়েটার ঘড়ির সাথে নিজের ঘড়ি মিলিয়ে পেইন্টার বলল, "*এখন।*"

"সাবধানে থেকো কমান্ডার। যা দরকার তা করতে ইতস্তত করো না।" বলল মেয়েটা।

নড করল ও।

ওমাহা ওর সামনে এসে দাঁড়াল, "খালি হাতে ফিরো না।" যতটা না হুমকি তারচেয়ে বেশি আবেদনের মতো শোনাল ওর গলা।

খালি হাতে ফিরতে চায় না পেইন্টার নিজেও, রওনা দিয়ে দিল।

দশ মিনিট শুরু হয়ে গিয়েছে।

৮:০৫ পি.এম.

ফ্লাড লাইটের আলোয় কাজ করছে সাফিয়া, আস্তে আস্তে বেলে পাথরের আলিঙ্গন থেকে বের করে আনছে ওর উদ্দিষ্ট বস্তুটিকে। রাত নামার সাথে সাথে নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা, আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। গ্লাভস পড়া হাতে নুড়ি সরাচ্ছে ও, ভয় পাচ্ছে দাগ না পড়ে যায়। আলোয় একজন মহিলার আবক্ষ মূর্তি দেখতে পাচ্ছে ও।

ক্যাসান্দ্রা আর কেন ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করছে। মেয়েটা ওর যন্ত্র ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু বাঁধা দিয়েছে সাফিয়া। বলেছে, লেজারের কারণে কোনও ছোট চিহ্ন থাকলে তা মিলিয়ে যেতে পারে।

একেবারে শেষ পাথরটাও সরিয়ে ফেলল সাফিয়া, মূর্তিটার চেহারা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু চোখের কোণা দিয়ে দেখছে ঠিকই। নিজের চেহারার সাথে অপূর্ব মিল ওটার। ঠিক আঠারো বছর বয়সে ও দেখতে যেমন ছিল, তেমন। *অসম্ভব,* নিজেকেই ধমক দিল সে। কাকতাল ছাড়া আর কিছুই না। সাফিয়া দক্ষিণ আরবের মেয়ে, মূর্তিটাও দক্ষিণ আরবের। মিল থাকতেই পারে।

কিন্তু তাও কেমন কেমন লাগছে ওর।

কারণটা সম্ভবত চার ফুট লম্বা বর্শার আগায় ওটার প্রোথিত হয়ে থাকা।

দেয়ালে মধ্যে যেখানে ও চতুর্ভুজটা এঁকেছিল, সেখানেই পাওয়া গিয়েছে মূর্তিটাকে। ওটার নিজের দিকে, একেবারে মেঝে থেকে খাড়া হয়ে আছে লোহার বর্শাটা। দুটো মিলিয়ে একটা নিদর্শন। ওকে নাড়া দিয়ে গিয়েছে দৃশ্যটা, কিন্তু অবাক বানাতে পারেনি।

“যদি আরো সময় লাগে,” সাবধান করে দিল ক্যাসান্দ্রা, “তাহলে আমি আবার লেজারটাকে কাজে লাগাব।”

“এক মিনিট আর।” বলে কাজে লেগে গেল মেয়েটা।

“বের করার দরকার কী?” বলল কেন, “হয়তো এখনি আমাদের উদ্দিষ্ট দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওটা।”

“দক্ষিণপূর্ব দিকে মুখ করে আছে।” ওর প্রশ্নের জবাব দিল সাফিয়া, “উপকূলের দিকে। নাহ, সরাতেই হবে।”

ওর কথা শেষ হয়েছে কী হয়নি, বেলে পাথরের কয়েদ থেকে খুলে এল ভারী জিনিসটা। ধরে ফেলল সাফিয়া।

“অবশেষে।” বলল ক্যাসান্দ্রা।

কোলে আবক্ষ মূর্তিটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সাফিয়া, দুই হাতে বর্শাটাকে ধরে আছে। বেশ ভারী জিনিসটা, ও হালকা নড়ে উঠতেই মূর্তিটার ভেতর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। *হৃদপিন্ডটার মতো। দেখে হালকা মনে হলেও আসলে ভারী।*

ওর হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে নিল কেন। “এবার আমাদের কী করতে হবে?”

“সালালাহ-এ যা করেছ।” বলল ক্যাসান্দ্রা, “কবরের কাছে চল।”

“নাহ, এবার অন্যখানে।” বলল সাফিয়া।

ক্যাসান্দ্রার পাশ ঘেঁষে এগোল ও। মাটিতে খোঁড়া গর্তটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, এরপর খুলে ফেলল দরজাটা। অনেক আগে পড়া গল্পটা মনে পড়ে গেল সাফিয়ার। বর্শা হাতে পেতল নির্মিত এক ঘোড়সাওয়ারের গল্প। যে বর্শায় গাঁথা ছিল একটা মস্তক।

“এবার কী?” জানতে চাইল ক্যাসান্দ্রা।

গর্তটায় আর মাত্র একটা বৈশিষ্ট্য আছে, আর সেটাই রহস্যকে লুকিয়ে রেখেছেঃ ঠিক মাঝখানে আছে একটা ছোট কোটর।

বাইবেল আর কুরআন দুই ধর্মগ্রন্থের মতেই এখান থেকে উঠে এসেছে আর আশ্চর্যজনক ঝর্ণা। একটা মিরাকল। সাফিয়ার এখন মিরাকল বড় দরকার।

“ওখানে ঢুকাও।” কোটরটাকে দেখাল ও।

কেন বর্শাটার এক মাথা সাফিয়ার নির্দেশিত জায়গায় প্রবেশ করাল। এরপর পিছিয়ে এল সে, জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল বর্শা।

বর্শটাকে কেন্দ্র করে ঘুরল সাফিয়া, এদিকে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

“খুব ভালো।” ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে বলল কেন।

দুই-এক মুহূর্তের মাঝে বেড়ে গেল বৃষ্টির বেগ।

আরেকবার বর্শাটাকে কেন্দ্র করে ঘুরল সাফিয়া, চিন্তায় ভ্রূ কুঁচকে আছে।

চিন্তা মগ্ন হয়ে আছে ক্যাসান্দ্রাও, “কিছুই হচ্ছে না।”

"কিছু একটা ভুল করছি। টর্চটা দাও তো।" হাত থেকে গ্লাভস খুলে নিল সাফিয়া। ক্যাসান্দ্রার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাড়িয়ে দেয়া টর্চটা নিল।

বর্শটার উপর আলো ফেলল সাফিয়া, কিছু দূর পরপর খাঁজ কাটা আছে। কেন? সৌন্দর্যের জন্য, নাকি অন্য কোন কারণ আছে? কিছু বুঝতে না পেরে মূর্তিটার পেছনে এসে দাঁড়াল ও। দক্ষিণ, মানে সাগরের দিকে মুখ করে গেঁথেছে লোকটা। ভুল দিক।

আবক্ষ মূর্তিটার দিকে গেল ওর নজর। ঘাড়ে খুব ছোট ছোট অক্ষরে কিছু একটা লেখা! আরো কাছে নিয়ে এল টর্চটাকে। ধুলোর আড়ালে লুকিয়ে ছিল লেখাটা, এখন বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলেছে। চারটা বর্ণ দেখা যাচ্ছে।

ক্যাসান্দ্রাও দেখতে পেয়েছে, "ওগুলোর মানে কী?"

অনুবাদ করল সাফিয়া, "এক মহিলার নাম, *বিলকিস*।"

"এই মূর্তিটা যে মহিলার, তার নাম?"

উত্তর দিল না সাফিয়া, হতবাক হয়ে গিয়েছে। *আসলেই কি হতে পারে?* সামনে এসে মূর্তিটার চেহারার দিকে তাকাল ও, "যদি সত্যি হয়, তাহলে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব বলে বোঝানো যাবে না। সব ধর্ম বিশ্বাসে এই মহিলাকে সমান মর্যাদার সাথে সম্মান দেখানো হয়। বলে হয়, ইনি আধা মানুষ আর আধা মরুভূমির আত্মা।"

"আমি কখনও শুনিনি এই নাম।"

গলা খাঁকড়ি দিল সাফিয়া, "শুনেছ। বিলকিস নিজের নামের চেয়ে তার পদবীর নামে বেশি পরিচিতঃ শেবার রাণী।"

"রাজা সলোমনের কাহিনীর?"

"তাকে নিয়ে প্রচলিত অগণিত কাহিনীর মাঝে, রাজা সলেমনের কাহিনীও আছে।"

বৃষ্টি এখনও পড়ছে, ফোঁটায় ফোঁটায় পানি বেয়ে পড়ছে মূর্তিটার গাল বেয়ে। মনে হচ্ছে যেন ওটা কাঁদছে।

হাত বাড়িয়ে রাণির গাল থেকে পানি মুছে দিল সাফিয়া।

ওর স্পর্শ পেতেই নড়ে উঠল মূর্তিটা, বরফে পিছল খাবার মতো সরে গেল ওর হাত থেকে। পুরো একবার ঘুরে স্থির হলো সেটা।

উত্তরপূর্ব দিকে।

ক্যাসান্দ্রার দিকে তাকাল সাফিয়া।

কেনকে আদেশ দিল মেয়েটা, "ম্যাপটা আনো, জলদি।"

টম্ব রাইডার

৩ রা ডিসেম্বর, ৮ঃ০৭ পি.এম.
জেবাল ইটেন

হাতঘড়িতে সময়টা দেখে নিলো পেইন্টার, আর মাত্র এক মিনিট বাকি।

একটা ফিগ গাছের গোড়ায়, মাটিতে পেট লাগিয়ে শুয়ে আছে সে। দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছে একটা অ্যাকাসিয়া ঝোপ। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পার্ক করে রাখা গাড়িগুলো। রাস্তার অনেকটা দূরে, ডান দিকে অবস্থান নিয়েছে। নাইট ভিশন গগলস থাকায়, গার্ডদের খুঁজে বের করতে বিন্দু মাত্র কষ্ট করতে হয়নি। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে, উইন্ডব্রেকারের হুড তুলে দিয়েছে সবাই। অধিকাংশ গার্ডকে রাখা হয়েছে রাস্তাটার আশেপাশে। দুএকজন মাত্র ঘুরছে এলাকা জুড়ে।

যেখানে ও আছে, সেখান থেকে সবচেয়ে কাছের এসইউভিটা ত্রিশ গজ দূরে, প্ল্যান বানিয়ে ফেলল পেইন্টার। মনে মনে বার বার ঝালিয়ে নিল, ঘটনা ঘটা শুরু হলে আর সুযোগ পাবে না।

আরেকবার ঘড়ি দেখল ও, সময় শেষ।

উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল এতক্ষণ, এবার উঠে বসল। কান পাতল ও, কিন্তু কোন শব্দ শুনতে ব্যর্থ হলো। আবারও ঘড়ি দেখল, দশ মিনিট পার হয়ে গিয়েছে। এখনও-

ঠিক সেই মুহূর্তেই শুনতে পেল শব্দটা। একটা গান, বেশ কয়েকজন কোরাসে গাইছে। বাইত খাথির গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে।

সমাধি কমপ্লেক্সের দিকে মনোযোগ ফেরাল পেইন্টার।

গার্ডদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সফল হয়েছে ওর বেদুঈন বন্ধুরা, রাস্তার দিকে এখন নজর ওদের। দুজন তো রাস্তার পাশে অবস্থিত ঝোপে পজিশন পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছে।

পার্ক করা এসইউভি থেকে গার্ডদের কয়েকজনকে সরিয়ে নিতে সফল হয়েছে বাইত খাথির। পেইন্টার এবার নিজের কাজ শুরু করল। দম বন্ধ করে দৌড় লাগাল সবচেয়ে কাছের বাহনটার দিকে। কারও সন্দেহ উদ্রেক না করেই পৌঁছে গেল লক্ষ্যে। প্রথম এসইউভিটার কাছে পৌঁছে, ব্যাগের জিপার খুলে ফেলল ও। আগে

থেকেই তৈরি করে রাখা সি-ফোর এর প্যাকেজগুলো থেকে একটা নিয়ে গাড়িটার গ্যাস ট্যাংকের কাছে ফিট করল।

পরেরটার কাছে গিয়েও একই কাজ করল পেইন্টার। তবে তৃতীয়টাকে ঘাঁটাল না, শুধু ভেতরে একবার তাকিয়ে দেখল, চাবি ইগনিশনে ঝুলছে কিনা। কপাল ভালো ওর, ঝুলছে।

সন্তুষ্ট হয়ে এবার গার্ডদের দিকে নজর দিল ও, গার্ডরা এখনও বাইত খাথিরদের নিয়ে ব্যস্ত।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সমাধি কমপ্লেক্সটাকে ঘিরে রাখা নিচু দেয়ালটার দিকে দৌড়াল পেইন্টার। লক্ষ রাখছে, ওর আর গার্ডদের মাঝে যেন এসইউভিগুলো থাকে। পেছন থেকে আরবীতে তর্কাতর্কির আওয়াজ ভেসে এল। বেদুঈনরা শেষ চড়াই এর অর্ধেক উঠে এসেছে।

দ্রুত কাজ সারতে হবে ওকে।

লাফিয়ে মাত্র চার ফুট উঁচু দেয়ালটা পার হলো পেইন্টার, আগে থেকেই মসজিদের পেছনে একটা জায়গা ঠিক করে রেখেছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও। মসজিদটার দুদিকেই আলো ফেলছে কেউ একজন, আলোর উৎস কোর্ট ইয়ার্ড। কানে মানবকণ্ঠ ভেসে এল, কিন্তু বৃষ্টির আওয়াজে পরিষ্কার শুনতে পেল না। ওখানে যে কতজন আছে, সে ব্যাপারে পেইন্টারের বিন্দু মাত্র ধারণা নেই।

দেয়ালের ছায়ায় ছায়ায় পা ফেলে মসজিদের পেছনে চলে এল সে। হাত বাড়িয়ে ধরল নব, বন্ধ। দরজা ভেঙে ঢোকা যায়, কিন্তু তাতে শব্দ হবে প্রচুর। জানালা বা ভেতরে ঢোকার অন্য কোন রাস্তা খুঁজল ও। মসজিদের যেকোন পাশ দিয়ে বেরোলেই ফাঁকা জায়গা পড়বে সামনে, আত্মগোপন করার কোন উপায় নেই। নাহ, মসজিদের ভেতর দিয়েই এগোতে হবে ওকে। ক্যাসান্ড্রার হাত থেকে সাফিয়াকে ছিনিয়ে আনতে হলে, যতটা সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছতে হবে ওকে।

মসজিদের একদম প্রান্তে চলে এল পেইন্টার, কিন্তু তাও কোন জানালা খুঁজে পায়নি। এমন বিল্ডিং কে বানায়? মনে মনে ভাবল। এই মুহূর্তে ছোট্ট বাগানে দাঁড়িয়ে আছে, দু'টো বড় বড় খেজুর গাছ দেখা যাচ্ছে।

গাছ দু'টোর মাঝে একটা বেশ বড়। ছাদের ঠিক ধার ঘেঁষে উঠে গিয়েছে ওটা। যদি এই গাছে চড়া যায়, তাহলে...কষ্ট হবে উঠতে। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল ও।

যেই কথা সেই কাজ, গাছ বেয়ে উঠতে শুরু করল পেইন্টার। কিন্তু অল্প কিছুদূর উঠেই পিছল খেয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

আবার বাওয়া শুরু করতে গিয়েও থমকে গেল সে, দেয়াল ঘেঁষে বেড়ে ওঠা একটা ঝোপে দুটো জিনিস দেখতে পেয়েছেঃ একটা অ্যালুমিনিয়ামের মই...আর একটা বিবর্ণ হাত।

শক্ত হয়ে গেল পেইন্টার।

অনড় হয়ে আছে হাতটা।

ক্রল করে এগোল ও, ঝোপটাকে দুহাত দিয়ে সরাচ্ছে। মসজিদের দেয়ালের সাথে লাগানো আছে মই। ভুলটা ওরই, খেজুর গাছে উঠার জন্য একটা মই যে এখানে কোথাও থাকবে সেটা আগে ভাবেনি। এবার হাতটার মালিকের দিকে নজর দিল।

বয়স্ক এক আরব, পরণে ডিসডাসা, তাতে সোনার সুতো দিয়ে কাজ করা। খুব সম্ভবত সমাধি কমপ্লেক্সের কেয়ারটেকার। মাটিতে পড়ে আছে দেহটা, লোকটার পালস চেক করল পেইন্টার। না, বেঁচে আছে তবে অজ্ঞান।

সোজা হলো পেইন্টার। ক্যাসান্দ্রার দলের কাজ হবে, কিন্তু অজ্ঞান করে এখানে টেনে এনে রাখার কী অর্থ? রহস্যজনক হলেও, ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই এখন।

মইটাকে ব্যবহার করে ছাদের দিকে উঠতে শুরু করল ও। ছাদের কাছাকাছি গিয়ে শেষ হয়েছে মইটার উচ্চতা, তাই কিনারা ধরে নিজেকে টেনে তুলতে হলো ওর। উপরে উঠেই উবু হয়ে বসল পেইন্টার, কারও চোখে পড়তে চায় না। এরপর এগোল মিনারের দিকে। ছাদের চেয়ে একটু নিচে একটা ব্যালকনি মিনারটাকে ঘিরে আছে। ওখানে দাঁড়িয়ে আযান দেয় মুয়াজ্জিন।

লাফ দিয়ে ব্যালকনির উপর নামল পেইন্টার। এখান থেকে কোর্ট ইয়ার্ডটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নাইট ভিশন গগলসের উজ্জ্বলতায় সবকিছু পরিষ্কার বুঝতে পারছে না দেখে চোখ থেকে খুলে ফেলল সেটা।

আলো জ্বলছে ছোট ধ্বংসাবশেষে।

একটা ফ্লাশলাইট কবরের প্রবেশদ্বারের সামনে পড়ে আছে। ওটার আলোতে মাটিতে পোঁতা একটা সরু খাম্বা নজরে পড়ল পেইন্টারের। দেখা মনে হচ্ছে, খাম্বাটার মাথায় ঝুলছে আবক্ষ কোন মূর্তি।

হঠাৎ ধ্বংসাবশেষ থেকে ভেসে আসা পরিচিত একটা কণ্ঠ শুনতে পেল ও, "জায়গাটা ম্যাপে দেখাও।"

ক্যাসান্দ্রার কণ্ঠ, শক্ত হয়ে উঠল পেইন্টারের দেহ।

এরপর শুনতে পেল সাফিয়ার গলা, "বুঝতে পারছি না। যেকোন জায়গা হতে পারে।"

তাহলে বেঁচে আছে মেয়েটা, কেউ যেন পেইন্টারের দেহে স্বস্তির পরশ বুলিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই ওকে ঘিরে ধরল দুঃচিন্তা। কত জন আছে ক্যাসান্দ্রার সাথে? ছায়া দেখে মনে হচ্ছে চারজনের বেশি রুমটায় নেই।

যদি তাড়াতাড়ি করতে পারে, তাহলে...

আচমকা একটা লম্বা অবয়ব দেখতে পেল ও, কালো পোষাক পড়ে আছে। এগিয়ে এসে খাম্বাটার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসল লোকটা।

খাম্বাটার একদম নীচ থেকে উপর পর্যন্ত হাত বোলাল সে। এরপর আবার উধাও হয়ে গেল লোকটা। তবে ওর বলা কথা পরিষ্কার শুনতে পেল পেইন্টার, "উনসত্তর।"

আর অপেক্ষা করা যায় না।

মিনারের ব্যালকনি থেকে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে এগোল ও। হাতে চলে এসেছে পিস্তল, নাইট ভিশন গগলস ফিরে এসেছে স্বস্থানে। তবে কাউকে দেখতে পেল না ও, বেরিয়ে এসে প্রবেশদ্বারের দিকে পা বাড়াল।

দরজা খোলা, গগলস আবার চোখ থেকে নামিয়ে চুপি চুপি ঢুকে পড়ল ভেতরে। একদম সামনে এগোলে কোর্ট ইয়ার্ড, দুই পাশে দু'টো চিনে মাটির দেয়াল পোর্চটাকে আকৃতি দিয়েছে।

কোর্ট ইয়ার্ডটাও খালি।

যদি এখন একটা দৌড় লাগায়...

হিসাব কষছে পেইন্টার। গতি ছাড়া এই পরিকল্পনা কাজে আসবে না। সোজা হয়ে তৈরি করে নিল নিজেকে।

পেছন থেকে ভেসে আসা একটা আওয়াজ শুনে জায়গায় জমে গেল ও।

চোখ ধাঁধানো গতিতে ঘুরে দাঁড়াল ও, পিস্তল তাক করল মসজিদের ভেতরের অংশের দিকে। অন্ধকার থেকে একজোড়া ছায়া এগিয়ে এল। চোখ জ্বলছে, ক্ষুধার্ত।

চিতা।

রাতের আঁধারের মতোই ওকে ঘিরে ধরল প্রাণি দুটো।

৮ঃ১৮ পি.এম.

"জায়গাটা ম্যাপে দেখাও।" বলল ক্যাসান্দ্রা।

হাঁটু গেঁড়ে বসল কিউরেটর, সামনে একটা ম্যাপ বিছিয়ে রেখেছে। আগে থেকে একটা নীল দাগ টানা আছে ওতে, এবার একটা লাল দাগ টানল। উত্তরপূর্ব দিকে চলে গিয়েছে দাগটা, পাহাড় পার হয়ে মরুভূমির রুব আল-খালি নামের ফাঁকা অংশের উপর দিয়ে।

মাথা নাড়ল সাফিয়া, "কিছুই বুঝতে পারছি না। যেকোনও জায়গা হতে পারে।"

ম্যাপের দিকে চাইল ক্যাসান্দ্রা। মরুভূমিতে লুকিয়ে থাকা একটা শহর খুঁজছে। কিন্তু কোথায় ওটা?

"কোনও একটা ভুল হচ্ছে আমাদের।" বলল সাফিয়া, হাত দিয়ে কপাল ডলছে।

আচমকা কথা বলে উঠল কেনের রেডিও। "কয়জন?" কিছু ক্ষণ বিরতির পর বলল, "ঠিক আছে, কেবল নজর রাখ। আমাদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দিও না। অবস্থার কোন পরিবর্তন হলে আমাকে জানাবে।"

কেনের কথা বলা শেষ হলে, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ক্যাসান্দ্রা।

শ্রাগ করল লোকটা, "আসার সময় কিছু বেদুঈন দেখলাম না? ওগুলো ফিরে এসেছে।"

সাফিয়ার চেহারার উৎকণ্ঠা ক্যাসান্দ্রার নজর এড়ালো না, মেয়েটা বেদুঈনদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে। *খুব ভাল*। "বলে দাও, কেউ কাছে ঘেষলেই যেন মেরে ফেলে।"

কেঁপে উঠল সাফিয়া।

"যত তাড়াতাড়ি এখানকার কাজ শেষ হবে, তত তাড়াতাড়ি চলে যাব আমরা।"

মুখ চুন করে ম্যাপটার দিকে তাকাল সাফিয়া, "দূরত্ব বোঝাবার জন্য নিশ্চয় ওই বর্শা বা মূর্তিতে কিছু না কিছু ব্যবহার করা হয়েছে।" চোখ বন্ধ করে দুলতে শুরু করল সাফিয়া। হঠাৎ থেমে গেল।

"কী হলো?" জানতে চাইল ক্যাসান্দ্রা।

"বর্শাটার গায়ে দাগ কাঁটা ছিল। ভেবেছিলাম হয়তো অঙ্গসজ্জা। তবে কিনা প্রাচীনকালে এরকম দাগ কেটে দূরত্ব হিসাব করা হতো। গুণে দেখতে হবে।"

ক্যাসান্দ্রা এখনও অবিশ্বাস করে মেয়েটাকে। মিথ্যা বলে হয়তো ওদেরকে ভুল পথে চালিত করবে। সেই সুযোগ দেয়া যায় না, "কেন, গিয়ে গুণে এসো।"

গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেল কেন।

ম্যাপের দিকে মনোযোগ দিল ক্যাসান্দ্রা, "এটাই মনে হয় শেষ লোকেশন।"

শ্রাগ করল সাফিয়া, "হতে পারে। তিন নাম্বারটা পুরনো সব বিশ্বাসের কাছেই পবিত্র। খ্রিষ্টানদের ত্রিনিত্রি, বা প্রাচীন স্বর্গীয় ধর্মবিশ্বাসেও ত্রিনিত্রিঃ চাঁদ, সূর্য আর ভোরের তারা।"

"উনসত্তর।" শুনে এসে জানালো কেন।

"উনসত্তর।" বলল সাফিয়া, "হ্যাঁ, তাই তো!"

"আবার কী হলো?" জানতে চাইল ক্যাসান্দ্রা।

"ছয় আর নয়।" ম্যাপের উপর ঝুঁকে পড়েছে কিউরেটর, "দুটোই তিন দ্বারা বিভাজ্য।"

ক্যালকুলেটার আর প্রোট্রাকটর নিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও।

"লাল দাগ বরাবর উনসত্তর মাইল গেলে পাব..." বলল মেয়েটা, ম্যাপে একটা বৃত আঁকল। "এই জায়গাটা।"

ক্যাসান্দ্রা ঝুঁকে এসে নিজে হিসাব করে দেখল, ভুল নেই কোন। "তাহলে এই জায়গাতেই পাওয়া যাবে হারানো শহরটাকে?"

নড করল সাফিয়া, নজর ম্যাপের উপর থেকে সরায়নি। "খুব সম্ভবত।"

ভ্রূ কুঁচকে গেল ক্যাসান্দ্রার, বুঝতে পারছে মেয়েটা সব কিছু খুলে বলেনি। সাফিয়ার কব্জি আঁকড়ে ধরল ও, "কী লুকাচ্ছ?"

সাফিয়া উত্তর দেবার আগেই একদম কাছ থেকে ভেসে এল গুলির আওয়াজ।

মিস ফায়ার হতে পারে, হতে পারে কোন অতি উৎসাহী বেদুঈনের গুলি ফোটাবার আওয়াজ। কিন্তু ক্যাসান্দ্রা জানে, গুলিটা কে করেছে। "পেইন্টার..."

৮ঃ৩২ পি.এম.

ভয়ে পিছিয়ে আসায়, পেইন্টারের প্রথম গুলিটা লক্ষ্যে আঘাত হানতে পুরোপুরি ব্যর্থ হলো। গুলি লেগে দেয়াল থেকে খসে পড়ল প্লাষ্টার। চিতা দুটো হারিয়ে গেল ছায়ায়।

নিজেকে পোর্চের দেয়ালের আড়ালে ছুঁড়ে ফেলল ও। *বলদ*। গুলি ছোঁড়া একদম উচিত হয়নি। একমাত্র যে অস্ত্রটা ওর হাতে ছিল, এলিমেন্ট অফ সারপ্রাইজ, সেটাও খুইয়ে বসেছে।

"পেইন্টার!" ক্যাসান্দ্রা চিৎকার করে উঠল।

নড়তেও ভয় পাচ্ছে পেইন্টার, ভেতরে অপেক্ষা করছে চিতা আর বাইরে ক্যাসান্দ্রা।

"আমি জানি, তুমি মেয়েটাকে পছন্দ করো।" বলেই চলছে ক্যাসান্দ্রা।

চুপ করে রইল পেইন্টার, ঠিক কোন জায়গায় গুলি হয়েছে তা ক্যাসান্দ্রার জানার কথা না। তাই খোলা জায়গায় বেরোতে ভয় পাচ্ছে মেয়েটা।

এটাকে কোনভাবে নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করা যায় না?

"যদি পরবর্তি দশ সেকেন্ডের মাঝে অস্ত্র ফেলে দিয়ে বেরিয়ে না আসো-আমি বন্দিকে গুলি করব।"

দ্রুত চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়, বের হওয়া মানেই মৃত্যু। ওর তো বটেই, সাফিয়ারও।

"আমি জানতাম তুমি আসবে ক্রো! কী ভেবেছ, ইয়ামানের কথা বলে বোকা বানাতে পারবে?"

মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে খুব সুরক্ষিত একটা সার্ভার ব্যবহার করে বসের কাছে মেইল পাঠিয়েছে ও। এরিমধ্যে মেয়েটা খবর পেয়ে গেল? হতাশা পেয়ে বসল ওকে।

সিগমার একদম মাথায় বসে আছে বিশ্বাসঘাতক। শেন ম্যাক নাইট...ওর বস...

অসম্ভব মনে হলেও, সাক্ষ্য প্রমাণ সেদিকেই ইঙ্গিত দেয়।

নিজেকে সামলে নিল পেইন্টার, হতাশাটাকে পরিণত করল শক্তিতে। ব্যাগের রেডিও ট্রান্সমিটারে হাত বুলালো।

"পাঁচ সেকেন্ড, ক্রো।"

পাঁচ সেকেন্ডই যথেষ্ট।

টিপে দিল ট্রান্সমিটারের বাটন।

৮:৩৪ পি.এম.

জোড়া বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল ওমাহা। রাতের অন্ধকার আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল প্রজ্বলিত এসইউভি-এর আলোয়।

পেইন্টারের এই সিগন্যাল দেবার কথা ছিল, সাফিয়াকে উদ্ধার করতে পেরেছে সে।

এবার ওদের কাজে নামার পালা।

"এখন!" চিৎকার করে বলল ওমাহা।

ওর দু'পাশ থেকে গর্জে উঠল অনেকগুলো রাইফেল। সেই সাথে জায়গামত দু'জন স্নাইপার রাখা আছে, তারাও গুলি চালালো।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় পড়ে যাওয়া দুই গার্ড নিজেদেরকে সামলে নিয়েছিল কিছুটা, গুলি খেয়ে উল্টে পড়ল। অন্য গার্ডরা কাভারের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওমাহা জানে শত্রুপক্ষ পেশাদার। সামলে উঠবে মুহূর্তেই।

বাইনোকুলার চোখে ধরল ও। দু'টো জ্বলন্ত এসইউভি দেখতে পাচ্ছে, সেই সাথে অক্ষত তৃতীয়টাও। পালাবার সময় এটাকেই ব্যবহার করার প্ল্যান ছিল পেইন্টারের। কিন্তু ধারে কাছে ওকে দেখা যাচ্ছে না।

কোথায় লোকটা? কিসের জন্য অপেক্ষা করছে?

ওমাহার ডান দিক থেকে চিৎকার ভেসে এল, সেই সাথে ঘন্টির আওয়াজ। বাইত খাথির উটগুলোকে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করছে। সেই সাথে ওদেরকে কাভার দেয়া জন্য গুলি বৃষ্টি তো আছেই। অপর পক্ষে থেকেও কয়েকটা গুলি ভেসে এল। একটা উট চিৎকার করে পড়ে গেল মাটিতে।

ওমাহার বাম দিকের মাটি হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো।

গ্রেনেড।

নতুন আরেকটা শব্দ শুনতে পেল ও, ডানদিকের খাদ থেকে উঠে আসছে...

শিট...

পাঁচটা ছোট ছোট হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে এখন। ওগুলো চালাতে মাত্র একজন লাগে। আকারে এতটা ক্ষুদ্র যে মাছি বলে ভ্রম হয়। ব্লেড, ইঞ্জিন আর চালকের সীট-এই নিয়ে বানানো হয় কপ্টারগুলো। পাইলট পাঁচজন আকাশে ভাসতে ভাসতে উজ্জ্বল ফ্ল্যাড লাইটের আলো ফেলল নিচে।

দৌড়ে পালাচ্ছে ওমাহার দলের মানুষ আর উট।

কুত্তীটা তাহলে আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিল, ভাবল ওমাহা। কিভাবে জানল?

বারাক আর কোরাল ওমাহার পাশে এসে দাঁড়ালো। মেয়েটা হিস হিস করে বলল, "পেইন্টারের সাহায্য দরকার হবে। এখন আর নজর এড়িয়ে এসইউভিটার কাছে পৌঁছাতে পারবে না।"

পার্কিং লটটাকে দেখে মনে হচ্ছে ছোট খাট কোন যুদ্ধক্ষেত্র। হেলিকপ্টারগুলোর দিকে গুলি ছুঁড়ল কয়েকজন, কিন্তু আরো উপরে উঠে আত্মরক্ষা করল ওগুলো।

প্ল্যানটা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু সাফিয়া এখনও বন্দী, ওকে ছেড়ে যেতে পারে না ওমাহা।

পিস্তল হাতে তুলে নিল কোরাল, "আমি যাচ্ছি।"

হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে ধরে ফেলল ওমাহা, বজ্র কণ্ঠে বলল, "এবার, আমরা সবাই যাচ্ছি।"

৮:৩৫ পি.এম.

কোলের উপর ফেলে রাখা কালাশনিকভের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে কারা। মনোযোগ বসাতে কষ্ট হচ্ছে ওর, বমি আসছে, মাথাও ধরেছে।

একটা কমলা পিল এই মুহূর্তে ওর বড় প্রয়োজন।

ক্রে ইঞ্জিনটাকে চালু করতে ব্যস্ত। বার বার চেষ্টা করেও পারছে না, পেছনের সীটে পিস্তল হাতে বসে আছে ড্যানি।

বিস্ফোরণ দু'টো ভোরের আকাশের মত আলোকিত করে তুলেছিল চারপাশ। পেইন্টারের সিগন্যাল, এরপর থেকে শুধু গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও।

"শালার রদ্দি মাল..." গাড়িটাকে উদ্দেশ করে গালি দিল ক্রে।

আরোহীর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কারা। শুরু হয়েছে অপারেশন, কপাল ভাল থাকলে কিডন্যাপারদের একটা এসইউভিতে চড়ে এখনওই চলে আসবে অন্যান্যরা। বাইত খাথির ছড়িয়ে পড়বে।

কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে, সব প্ল্যান মোতাবেক চলছে না।

"একটু বিশ্রাম দাও জিনিসটাকে।" ক্রে কে উদ্দেশ করে বলল ড্যানি, "নাহয় ব্যাটারি বসে যাবে।"

কারার খুলির ভেতরটা যেন ঝির ঝির শব্দে ভরে উঠল। নড়তে হবে ওকে, বসে থাকা চলবে না। দরজা খুলে বাইরে পা রাখল মেয়েটা।

"কী করছ?" ভয়ার্ত কণ্ঠে জানতে চাইল ক্রে!

উত্তর না দিয়ে রাস্তার উপর উঠে এল কারা। ভ্যানটাকে একটা তেতুল গাছের আড়ালে পার্ক করে রাখা হয়েছে। নিশিতে পাওয়া মানুষের ন্যায় এগিয়ে চলছে সে, কিছুক্ষণের মাঝেই ভ্যানটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

গুলি বর্ষণ এখনও চলছে। শুনতে পাচ্ছে কারা।

কিন্তু অগ্রাহ্য করল, অখন্ড মনোযোগ হাঁটার উপর।

রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধা মহিলা, কারার জন্য অপেক্ষা করছেন যেন। লম্বা আলখেল্লা তার পরণে, চেহারা কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা। শুকনো হাতে একটা লাঠি ধরে আছেন তিনি।

হঠাৎ করেই মাথাটা হালকা হয়ে এল কারার, ব্যথা আর বমি বমি ভাবটা আর নেই।

একচুল পরিমাণ নড়েননি বৃদ্ধা মহিলা, শুধু তাকিয়ে রয়েছেন ওর দিকে।

"তোমাকে ওর প্রয়োজন পড়বে।" কারার হাত থেকে রাইফেলটা খসে পড়লে বললেন তিনি, ঘুরে দাঁড়ালেন।

কারা অনুসরণ করল তাকে।

তেঁতুল গাছের আড়াল থেকে ইঞ্জিনের খকখক করে কেশে ওঠার শব্দ শুনতে পেল ও, কিন্তু পর মুহূর্তেই তা বন্ধ হয়ে গেল।

কারা হাঁটা থামাল না। চাইলেই থেমে যেত পারত, কিন্তু থামল না।

কার ওকে প্রয়োজন হবে, তা আঁচ করতে পারছে।

৮ঃ৩৬ পি.এম.

হাঁটু গেঁড়ে বসতে বাধ্য করা হয়েছে সাফিয়াকে, হাত মাথার উপর। পিস্তলের নল ঠেসে ধরা হয়েছে ওর মাথায়। আরেকটা পিস্তল প্রবেশদ্বারের দিকে তাক করে আছে ক্যাসান্দ্রা। দুজনই মুখ করে আছে ওদিকে।

বিস্ফোরণের সাথে সাথে আলো নিভিয়ে ফেলেছে ক্যাসান্দ্রা, সেই সাথে কেনকে বাইরে পাঠিয়েছে।

সাফিয়া মূর্তির ন্যায় বসে আছে। আসলেই কি সত্যি? পেইন্টার বেঁচে আছে? অন্যদের কি খবর? চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে ওর। একাকিত্বের যন্ত্রণা আর সইতে হবে না। আর কেউ না হলেও, অন্তত পেইন্টার তো বেঁচে আছে। কতক্ষণ থাকবে সেটা অন্য বিষয়।

তীব্র বন্দুক যুদ্ধের আওয়াজ ভেসে এল। সেই সাথে হেলিকপ্টারের আওয়াজ।

"তুমি তো উবারের অবস্থান জেনে গিয়েছ।" বলল সাফিয়া, "এখন আমাদের যেতে দাও।"

পাত্তাই দিল না ক্যাসান্দ্রা। ওর মনোযোগ প্রবেশদ্বারের দিকে, এইমাত্র ওখান থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এসেছে।

আসছে কেউ, পেইন্টার নাকি কেন?

প্রবেশদ্বারের বাইরে বিশাল একটা ছায়া দেখা গেল, একঝলকের জন্য পরে থাকা ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল ওটাকে।

উট।

অপার্থিব একটা দৃশ্য, কেননা উটটার পাশে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দাঁড়িয়ে আছে একজন নগ্ন মহিলা। থেকে থেকে কেঁপে উঠছে যেন তার অবয়ব।

"তুমি!" আঁতকে উঠল ক্যাসান্দ্রা।

এক হাতে লোহার হৃদপিন্ড যে স্যুটকেসটাতে রাখা ছিল, তা তুলে নিল মহিলাটা। প্রবেশদ্বারের ঠিক বাইরেই রাখা ছিল সেটা।

"এত সহজ না, হারামজাদি।" বলে গুলি চালালো ক্যাসান্দ্রা।

ঠিক কানের পাশে পিস্তল গর্জে ওঠায়, চিৎকার দিয়ে জায়নামাজের উপর আছড়ে পড়ল সাফিয়া।

ঘাড় তুলে প্রবেশদ্বারের দিকে তাকাল ও, খালি। ক্যাসান্ড্রার দিকে চোখ পড়তে দেখল, দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। দরজার দিকে তাক করে আছে।

এই সুযোগ, বুঝতে পারল সাফিয়া। জায়নামাজের একটা কোণা আঁকড়ে ধরল, ও আর ক্যাসান্ড্রা, দুজনেই এখন ওটার উপর দাঁড়িয়ে। সর্বশক্তিতে একটা হ্যাঁচকা টান দিল।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল ক্যাসান্ড্রা, হাতের পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে এসে ছাদে আঘাত হানল।

এদিকে টান দিয়েই প্রবেশদ্বারের দিকে রওনা দিয়েছে সাফিয়া। একদম কাছে এসে সামনে লাফ দিল ও, সেই সাথে শুনতে পেল আরেকটা গুলির শব্দ।

ভাসমান অবস্থায় গুলিটা আঘাত হানল ওর কাঁধে। সাফিয়ার মনে হলো, কেউ যেন প্রচন্ড শক্তিতে ওর কাঁধে লাথি বসিয়ে দিয়েছে। বুঝতে পারল গুলি লেগেছে ওখানে। দরজার পাশ থেকে গড়িয়ে সরে গেল ও।

কোন মতে হাচড়ে পাচড়ে উঠে সরু গলিটার মুখে এসে দাঁড়াল। কাভার খুঁজতে যাবে, এমন সময় পেছনে থেকে একটা হাত এসে ওর মুখ চেপে ধরল।

৮:৩৯ পি.এম.

শক্ত করে সাফিয়াকে ধরে রইল পেইন্টার, "শব্দ করো না।" ফিসফিস করে বলল ও।

পেইন্টারের হাতে কাঁপছে সাফিয়ার দেহ।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে লুকিয়েছিল পেইন্টার, ক্যাসান্ড্রাকে বের করে আনার ফন্দি খুঁজছিল। কিন্তু দেখা গেল ওর প্রাক্তন পার্টনার, দলের হাতে কাজ সামলাবার ভার দিয়ে সন্তুষ্ট। এদিকে ভাসমান হেলিকপ্টার গুলো এখনও আলো ফেলছে জায়গাটায়। আরেকবার ওকে বোকা বানিয়েছে ক্যাসান্ড্রা।

পেইন্টারের মনে হলো, আর কোন আশা নেই।

হতাশার মাঝখানে এক টুকরা আলো হয়ে এল উটটা। দেখে মনে হচ্ছিল, আশেপাশের গুলির আওয়াজ প্রাণিটাকে স্পর্শই করতে পারছে না। কবরের সামনে এসে উধাও হয়ে গিয়েছিল ওটা, এর অল্প কিছুক্ষণ পর হলো কয়েকবার গুলি আর তারপর দেখা গেল সাফিয়াকে।

"আমাদের একদম পেছনের দেয়ালের কাছে যেতে হবে।" ফিস ফিস করে বলল ও। কমপ্লেক্সের সামনের দিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ এখনও ভেসে আসছে। ওদিক দিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

"আমার পেছনে থাক।" মেয়েটাকে নির্দেশ দিল ও।

একপা একপা করে এগোল ওরা, পেইন্টারের চোখে নাইট ভিশন গগলস। আচমকা গলিটা উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল ওর।

“একপাও নড়বে না।”

জায়গায় জমে গেল পেইন্টার। সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বিশালদেহী পুরুষ, একহাত ফ্ল্যাশ লাইট আর আরেক হাতে পিস্তল। দু’টোই পেইন্টারের দিকে তাক করা।

“কেন।” গুঙিয়ে উঠল সাফিয়া।

মনে মনে গাল বকে উঠল পেইন্টার। নিশ্চয় লোকটা ওদের উপর নজর রাখছিল এতক্ষণ ধরে।

“অস্ত্র ফেলে দাও।” আদেশ দিল কেন।

আদেশ মানা ছাড়া আর কোন উপায় নেই পেইন্টারের। পিস্তলটাকে ছেড়ে দিলো।

নতুন একটা তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল ওর পেছন থেকে, গলির মুখ থেকে এসেছে। ক্যাসান্দ্রার গলা, “মেরে ফেলো লোকটাকে।”

৮:৪০ পি.এম.

পার্কিং লটের একদম ধারে লুকিয়ে আছে ওমাহারা। কোরাল মাটিতে পরে থাকা দেহগুলোকে পরীক্ষা করে দেখছে। ওমাহা মেয়েটার পাশেই বসে আছে, সুযোগ পেলেই দৌড় লাগাবে। বারাক কাভার দিচ্ছে ওদের।

ভয়ে বুক কাঁপছে ওমাহার, হাতে ডেজার্ট ঈগল পিস্তল। এই একটু আগে কমপ্লেক্স থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এসেছে।

সাফিয়া...

পার্কিং লটের স্থানে স্থানে এখনও আগুন জ্বলছে। মাথার উপর উড়ছে এক জোড়া হেলিকপ্টার। অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

“চল যাই।” উঠে দাঁড়াল কোরাল, দৃষ্টি আকাশের দিকে। “দৌড়াবার জন্য তৈরি হও।”

ভ্রূ কোঁচকাল ওমাহা, কিন্তু কোরালের হাতের দিকে নজর পড়তেই বুঝে ফেলল মেয়েটা কেন কথাটা বলেছে। একটা গ্রেনেড দেখা যাচ্ছে আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের হাতে। নিশ্চয় মৃত গার্ডটার কাছ থেকে নিয়েছে।

গ্রেনেডটার পিন খুলে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল মেয়েটা, সম্পূর্ণ মনোযোগ আকাশের দিকে। গ্রেনেড ধরা হাতটা পিঠের পেছনে নিয়ে এল ও, এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সেভাবে।

“কী করছ?” জানতে চাইল ওমাহা।

“ফিজিক্স।” উত্তর দিল সে, “ভেক্টর অ্যানালাইসিস, সময় মেলানো, নিক্ষেপের কোণ হিসাব করা।” বলতে বলতেই গ্রেনেড ছুঁড়ে দিল ও।

অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওটা।

“দৌড়াও!” সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল কোরাল।

ওমাহা নড়বার পর্যন্ত সময় পেল না, মাথার উপর বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। একটা হেলিকপ্টারের ঠিক পেটের নিচে বিস্ফোরিত হয়েছে গ্রেনেড।

“দৌড়াও!” আবারও বলল কোরাল। বারাক মেয়েটার পিছু পিছু ছুটছে।

এবার যেন কথাটা শুনতে পেল ওমাহা। ফেটে যাওয়া হেলিকপ্টারটার ধ্বংসাবশেষ বৃষ্টির মতো ঝড়ছে।

এদিকে কোরাল অবশিষ্ট এসইউভির কাছে পৌঁছে গিয়েছে। ড্রাইভারের সীটে বসে পড়ল মেয়েটা। আর বারাক উঠে পড়ল পেছনে, ওমাহার জন্য ড্রাইভারের পাশের সীটটা ছেড়ে দিল।

এসইউভির ইঞ্জিনটা যখন কেশে উঠেছে, তখন কেবল দরজাটাকে স্পর্শ করেছে ওমাহা। ও গাড়িতে উঠে বসার আগেই যন্ত্রটা চালাতে শুরু করেছে কোরাল।

রাইফেলের আওয়াজ শুনে সীটে সংকুচিত হয়ে বসল ওমাহা। কিন্তু গুলিটা শত্রুপক্ষের তরফ থেকে আসেনি। এসেছে বারাকের কাছ থেকে।

এসইউভিটার মুন রুফে গুলি করেছে লোকটা, কনুই দিয়ে ভাঙা কাঁচ সরিয়ে রাইফেল সহ দেহের উপরের অংশ বের করে আনলো সে, শুরু করে দিলো গুলি করা।

গাড়ি একটা তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরতেই, সামনে একটা হেলিকপ্টার পড়ল, বারাক গুলি ছুঁড়ল ওটাকে লক্ষ করে। কিন্তু সময়মত কপ্টারটা উপরে উঠে যাওয়ায়, কোন ক্ষতিই করতে পারল না। এদিকে আটকে গিয়েছে যেন এসইউভি, একচুল নড়তে চাইছে না।

রিভার্সে এসইউভিটাকে চালালো কোরাল। চলতে শুরু করল গাড়ি, হঠাৎ ওমাহাকে সাবধান করে দেবার জন্য মেয়েটা বলে উঠল, “ওমাহা, তোমার বাঁয়ে!”

বারাককে কপ্টার সামলাতে ব্যস্ত দেখে, এক গার্ড সুযোগ নেবার চেষ্টা করছে। কাঁধে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। এদিকে ওমাহার হাতে আছে ডেজার্ট ঈগল, কিন্তু লোকটা এসইউভির একদম সামনে দাঁড়িয়ে। উপায়ান্তর না দেখে, উইন্ডশিল্ডের ভেতর দিয়েই গুলি চালালো ও। লাভ হলো না, ভাঙ্গল না কাঁচ। তবে মাথা নিচু করে সরে গেল গার্ড।

এতক্ষণে মাটিতে কামড় বসাতে পারল গাড়িটার চাকা, এখনও রিভার্সে চলছে। ঘাড় বাঁকিয়ে পথে থেকে দক্ষ হাতে ড্রাইভিং করছে কোরাল। ওদেরকে অনুসরণ করছে কপ্টারটা।

“শক্ত হয়ে বসো!”

৮ঃ৪৪ পি.এম.

সাফিয়া গলির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে, সামনে পেইন্টার আর পেছনে ক্যাসান্দ্রা। এদিকে কেন বন্দুক তাক করে আছে ওদের দিকে।

"মেরে ফেলো।" আবারও বলল ক্যাসান্দ্রা।

"না!" পেইন্টারের সামনে যাবার চেষ্টা করল সাফিয়া। প্রতিবার নড়াচড়া করার সাথে সাথে যেন আগুন ধরে যাচ্ছে কাঁধে, রক্ত বেয়ে পড়ছে ওর হাত দিয়ে। "ওকে খুন করলে আমি আর তোমাকে সাহায্য করব না! উবারের রহস্য কখনওই সমাধান করতে পারবে না তুমি!"

পেইন্টার ওকে সামনে যেতে দিলো না, ক্যাসান্দ্রা চিৎকার করে বলল, "কেন, তোমার নির্দেশ তুমি পেয়ে গিয়েছ।"

একবার কেন আর একবার ক্যাসান্দ্রার দিকে তাকাচ্ছে সাফিয়া, হঠাৎ লোকটার পেছনে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল। গুড়ি মেরে ছিলো এতক্ষণ, তাই নজরে পড়েনি। চোখগুলো লাল।

পেইন্টার আঁতকে উঠল, সেও দেখতে পেয়েছে।

হুংকার ছেড়ে কেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চিতা, রিফ্লেক্সবশত গুলি করে বসল লোকটা। সাফিয়ার কানের পাশে শিষ বাজিয়ে গেল বুলেট। দেয়াল থেকে প্রার্থনার রুমে পড়ে গেল মানুষ আর পশু।

একহাতে সাফিয়াকে আড়াল করে ঘুরল পেইন্টার, হাতে চলে এসেছে পিস্তল। ক্যাসান্দ্রার দিকে যখন ঘুরল, তখন সাফিয়া ওর পেছনে ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

গুলি করল ও।

লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল ক্যাসান্দ্রা। লক্ষ্যে আঘাত হানতে ব্যর্থ হলো বুলেট।

প্রার্থনার রুম থেকে ভেসে এল রক্ত হিম করা চিৎকার। মানুষের না প্রাণির, তা বুঝতে কষ্ট হলো সাফিয়ার।

ক্যাসান্দ্রাও গুলি চালালো, কিন্তু ব্যর্থ হলো মেয়েটাও।

"যাও।" সাফিয়াকে অনুরোধ করল পেইন্টার।

"তোমার কী হবে?"

"আমরা দুজনে একসাথে পালালে পিছু ধাওয়া করতে সমস্যা হবে না ক্যাসান্দ্রার, বাঁধা দেবার কেউ থাকবে না।"

"কিন্তু-"

"যাও বলছি!"

আর কথা বাড়াল না সাফিয়া। যত দ্রুত নিরাপদ স্থানে পৌঁছাতে পারবে সে, তত বাড়বে পেইন্টারের পালিয়ে আসার সম্ভাবনা। অন্তত নিজেকে তাই বোঝাতে চাইল, কিন্তু জানে আসলে পেইন্টারকে ফেলে পালাচ্ছে ও।

গোলাগুলি চলছেই।

প্রার্থনার রুম থেকে আর কোন আওয়াজ আসছে না। কেনের কী হয়েছে তা অজানাই রয়ে গেল। এদিকে পার্কিং লট থেকে মুহূর্মুহু গুলির শব্দ ভেসে আসছে। মাথার উপর উড়তে থাকা একটা কপ্টার দেখতে পেল ও।

গলির শেষ মাথায় পৌঁছে গেল সাফিয়া, দেয়ালটা মাত্র চার ফুট উঁচু হলেও আহত কাঁধ নিয়ে পারবে বলে মনে হলো না সাফিয়ার। শার্ট ভিজিয়ে রক্ত বাইরে আসছে।

বাওবাব গাছের নীচ থেকে ওর দিকে এগিয়ে এল একটা উট। দেখে মনে হলো সেই আগেরটাই। কেননা উটের সাথে আছে সেই নগ্ন মহিলা। তবে এবার সে উটের উপর বসে আছে।

এই অপরিচিতকে বিশ্বাস করবে না অবিশ্বাস, তা বুঝতে পারছে না সাফিয়া। কিন্তু যেহেতু ক্যাসান্দ্রা এই মহিলাকে গুলি করেছে, তাই একে বিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত নিল ও। *আমার শত্রুর শত্রু, আমার...*

সাফিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল অচেনা মহিলা, এরপর কিছু একটা বলল। ভাষাটা না আরবী না ইংরেজি। তবুও বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না সাফিয়ার। ভাষাটা নিয়ে লেখা পড়া করেছে বলে না, কারণ হলো কথাগুলো যেন সরাসরি ওর মস্তিষ্কের ভেতর ঢুকে বলছে মহিলা।

"স্বাগতম বোন।" অ্যারামিকে বলছে মহিলা, "শান্তি নামুক তোমার উপর।"

ওর দিকে বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরল সাফিয়া। দৃঢ় আর শক্তশালী আঙুল আঁকড়ে ধরল ওর হাত। বিনা আয়াসে যেন তুলে নিল ওকে। ব্যথায় যেন চিৎকার করে উঠল আহত কাঁধ। অন্ধকার নেমে এল চোখে।

"শান্তি।" নরম গলায় বলল অপরিচিতা।

সাফিয়ার মনে হলো, আসলেই শান্তি নেমে আসছে ওর উপর। ব্যথা যেন নেই হয়ে যাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটা।

৮:৪৭ পি.এম.

পেইন্টারের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে, শুধু ভাবার্থে নয় আক্ষরিক অর্থেই। গুলি ছুঁড়ে ক্যাসান্ড্রাকে দূরে সরিয়ে রাখছে ও। মাথার পাশে অবস্থিত জানালার পর্দাটা টেনে সরালো ও।

কপাল ভালো, খোলাই ছিল সেটা।

এক হাঁটু গেঁড়ে বসে আরেকটা গুলি পাঠিয়ে দিল ক্যাসান্ড্রার দিকে। ম্যাগাজিনে আর গুলি নেই, তাই বেল্ট থেকে নতুন একটা নিয়ে বন্দুকে ভরল। ক্যাসান্ড্রার গুলির উত্তরে আরেকটা গুলি করেই জানালা দিয়ে গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

একটা গড়ান দিয়ে দেয়ালের কাছে চলে এল সে। কবরটাকে ঘিরে একবার চক্কর দিল, বন্দুকের নল দরজার দিকে তাক করা। জানালার কাছে ফিরে এসে উঁকি দিল বাইরে, বাইরে কিছু একটা নড়তে দেখল মনে হলো।

দেয়ালের বাইরে একটা উট দেখতে পেল পেইন্টার, একজন নগ্ন মহিলা উটের পিঠে বসে আছে। মনে হচ্ছে, হাঁটু দিয়ে প্রাণিটাকে চালাচ্ছে মহিলা। ওর কোলে আরেকজন মেয়েকে দেখতে পাচ্ছে ও। অবশ, অনড়।

"সাফিয়া..."

ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হয়ে গেল ওরা। উটটার পিছু নিল একজোড়া চিতা।

পিছু ধাওয়া করবে কি করবে না, তা ঠিক করার আগেই দরজার কাছ থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসতে শুনল ও। বসে পড়তে পড়তে ঘুরে গেল ওর প্রশিক্ষিত দেহ।

"খেলা এখনও শেষ হয়নি, ক্রো!" ক্যাসান্ড্রা চিৎকার করে বলল।

বন্দুকটা একচুল পরিমাণ নড়ালো না পেইন্টার, মেয়েটাকে একটা সুযোগ দিলে জীবন দিয়ে তার মাশুল গুণতে হতে পারে।

আচমকা একটা ট্রাকের গর্জন ভেসে এল ওর কানে। এদিকেই আসছে।

গুলির শব্দ শুনে কালাশনিকভকে চিনতে পারল ও। বুঝল, ওদের দলের কেউ হবে। উধাও হয়ে গেল ক্যাসান্ড্রার ছায়া, পিছু হটছে নিশ্চয়।

দরজার দিকে তাড়াতাড়ি অস্ত্র হাতে এগিয়ে গেলো পেইন্টার। মেঝেতে একটা ম্যাপ পড়ে আছে। ঝুঁকে সেটাকে হাতে তুলে নিল।

বাগান ভেদ করে কোর্ট ইয়ার্ডে ঢুকে পড়েছে মিতসুবিশি এসইউভি ট্রাক। মুন রুফে একটা লোককে দেখতে পেল পেইন্টার। আসমানের দিকে ধরে আছে রাইফেল, থেকে থেকে গুলি চালাচ্ছে বারাক।

ওর আর এসইউভির মাঝের জমিটুকু ফাঁকা বলেই মনে হলো। ক্যাসান্ড্রা পিছিয়ে গিয়েছে। কবর ঘর থেকে বের হয়ে হাত নাড়ল সে।

ওকে দেখতে পেয়েই যেন গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলল ড্রাইভার। তবে গাড়ির সামনের দিক নয়, পেছন দিকটা তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে থেমে দাঁড়াল গাড়ি, কোরালকে ড্রাইভার সীটে বসা দেখল পেইন্টার।

"ঢুকে পড়ো!" বারাক চিৎকার করল।

পেছনদিকে একবার তাকাল পেইন্টার। *সাফিয়া...*

অপরিচিতা মেয়েটা অন্তত সাফিয়াকে বিপদ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আপাতত এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

"যাও!" এসইউভিতে চড়ে বলল ও।

সামনের গিয়ারে গাড়ি ছোটাল কোরাল।

এক জোড়া হেলিকপ্টার ওদের পিছু ধাওয়া করছে। বারাক গুলি ছুড়ছে ওদেরকে উদ্দেশ্য করে। খোলা দরজার দিকে গাড়ি হাঁকাল কোরাল।

বের হয়ে এল প্রায় বিনা বাধায়, রাস্তায় উঠে এল। এরপর গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল এসইউভি।

সামনের সীট থেকে জিজ্ঞাসা করল ওমাহা, "সাফিয়া কোথায়?" চোখের দৃষ্টিটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

"নেই।" মাথা নাড়ল পেইন্টার, চোখের পলক পর্যন্ত ফেলল না। "নেই ও।"

মাউন্টেন ট্রেক

৪ঠা ডিসেম্বর, ১২ঃ১৮ এ.এম.
ধোফার পাহাড়

গভীর ঘুম থেকে আচমকা জেগে উঠল সাফিয়া। হাত ছুঁড়তে শুরু করল, আতংক ভর করেছে মনে।

"শান্ত হও বোন।" ওর পাশ থেকে বলে উঠল কেউ, "আমি তোমার সাথেই আছি।"

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল সে, দেখল রাতের অন্ধকার চাদর ওদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। একটা হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকা উটের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে ওকে। পাশে আছে এক মহিলা, এক হাত দিয়ে ধরে রেখেছে ওর ভাল কাঁধটা।

"কোথায়...?" বিড়বিড় করে জানতে চাইল সাফিয়া। চেষ্টা করল নিজের দুই পায়ে উঠে দাঁড়াতে কিন্তু পারল না। আস্তে আস্তে স্মৃতি ফিরে আসছে। সমাধির গোলাগুলির স্মৃতি মনে পড়ে গেল ওর। টুকরা টুকরা ছবির মত চোখের সামনে ভাসছে স্মৃতিগুলো। একটাই চেহারা আলাদা করে চিনতে পারল-পেইন্টার। কেঁপে উঠল সে। কী হয়েছে? এখন কোথায় রয়েছে সে?

কষ্ট করে হলেও উঠে দাঁড়াল সে, উটটার গায়ে হেলান দিল। খেয়াল করে দেখল, ওর আহত কাঁধটাতে অদক্ষ হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা আছে। রক্ত পড়া কিছুটা হলেও কমানো ব্যান্ডেজটার উদ্দেশ্য। কিন্তু একটু নড়লেই ব্যথা করছে কাঁধ।

অপরিচিতা ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হলো, এই-ই ওকে উদ্ধার করেছে। কিন্তু তফাৎ হলো, এখন মহিলার পরণে আছে একটা মরুভূমিতে ব্যবহারের উপযোগী করে বানানো এক আলখেল্লা।

"সাহায্য আসছে।" ফিসফিস করে বলল মহিলা।

"কে তুমি?" এই কথাটুকু বলতেই নিজের উপর জোর খাটাতে হলো সাফিয়ার। রাতের ঠান্ডায় শীত লাগছে ওর। বৃষ্টি নামা বন্ধ হয়ে গেলেও, মাথার উপরের গাছের পাতা থেকে দুই এক ফোঁটা করে পানি বেয়ে পড়ছে।

ওর প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না মহিলা, শুধু হাত বাড়িয়ে কিছু একটা দেখাল।

সামনের জঙ্গল ভেদ করে আসা আলো দেখতে পেল সাফিয়া। মশাল বা টর্চ হাতে কেউ একজন ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

পালাতে চাইল সে, কিন্তু দুর্বল দেহ অস্বীকৃতি জানাল।

আশ্বাসের ভঙ্গিতে ওর কাঁধে হাত দিয়ে চাপ দিল মহিলা।

অন্ধকারে সয়ে এসেছে চোখ, তাই সামনের দৃশ্যটা দেখতে পেল সাফিয়া। একটা পাথুরে লাইমস্টোন ক্লিফ দেখতে পেল, ঝোপঝাড় আর লতা-পাতায় পরিপূর্ণ। একটু আগে দেখা আলোটা আসছে ক্লিফের মুখে অবস্থিত টানেল থেকে। এই ধরনের টানেল বা রাস্তা ধোফার পাহাড়ে খুব স্বাভাবিক এক দৃশ্য।

টানেলের মুখে আলো এসে পৌছুলে, সাফিয়া বুঝতে পারল ঐ দলে মোট তিন জন আছে। এক বয়স্ক মহিলা, বারো-তেরো বছরের এক বাচ্চা আর এক কমবয়সী মহিলা। অবাক হয়ে সে লক্ষ্য করল, এই কমবয়সী মহিলার চেহারা আর ওর উদ্ধারকারিণীর চেহার প্রায় অবিকাল। তিন জনের পরণেই আলখেল্লা। আরো একটা মিল খুঁজে পেল ওঃ তিন জনের বাম চোখের বাইরের দিকে, একটা রুবী রঙের ট্যাটু। দেখতে এক ফোঁটা চোখের পানির মত। এমনকি বাচ্চাটাও বাদ যায়নি।

"হারিয়ে গিয়েছিল..." সাফিয়ার পাশে দাঁড়ানো মহিলা বলল।

"...এবার ঘরে ফিরে এসেছে।" বয়স্কা মহিলা বলল, ছড়িতে ভর দিয়ে আছে সে। সাদা চুল বেনী করে বাঁধা। কিন্তু চেহারায় বয়সের ছাপ এক বিন্দুও পড়েনি।

বয়স্কা মহিলার চোখের দিকে তাকাতে পারছেনা সাফিয়া, আবার ফিরিয়েও নিতে পারছে না।

"স্বাগতম।" ইংরেজীতে বলে উঠল বয়স্কা মহিলা।

টানেলের প্রবেশপথ পর্যন্ত সাফিয়াকে নিয়ে যাওয়া হলো। ভেতরে ঢোকার পর, সবার সামনে সামনে এগোল বাচ্চাটা, মাথার উপর মশাল ধরে আছে। ওদের পিছু পিছু আসছে বয়স্কা মহিলা, কিন্তু কমবয়সী জন চলে গিয়েছে উটের কাছে।

কেউ কোন কথা না বলেই কয়েক পা এগিয়ে গেল।

সাফিয়ার মনে একগাদা প্রশ্ন ভর করেছে। শেষ পর্যন্ত নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারল না সে, "তোমরা কে? কী চাও?"

"শান্ত হও।" বয়স্কা মহিলা পেছন থেকে ফিসফিসিয়ে বলল, "তুমি নিরাপদে আছ।"

এখন পর্যন্ত আছি, সাফিয়া ভাবল। ওদেরকে ছেড়ে যাওয়া মহিলার কোমরে গোঁজা ছোরা, ওর নজর এড়ায়নি।

"আমাদের *হোজা* তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেবেন।"

চমকে উঠল সাফিয়া। হোজা মানে গোত্রের শামান (জাদুকর)। মেয়েরা ছাড়া কেউ হোজা হতে পারে না। গুপ্ত জ্ঞান ধারণ, চিকিৎসা করা, ভবিষ্যৎবাণী করা-এসবই হোজার কাজ। *কারা এরা?* ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল সে। নাকে আসছে জেসমিনের গন্ধ, গন্ধটা শান্ত করে দিল ওকে। মনে করিয়ে দিল ওর বাড়ির কথা, মার কথা আর নিরাপত্তার কথা।

কিন্তু কাঁধের ব্যথাটা ভোগাচ্ছে, রক্ত বের হওয়া শুরু হয়েছে আবার। এখন ব্যান্ডেজ ভেদ করে ওর হাত বেয়ে পড়ছে।

পিছনে আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সাফিয়া, তৃতীয় মহিলা ফিরে এসেছে। হাতে করে নিয়ে এসেছে লোহার হৃদপিন্ডবাহী রুপালী স্যুটকেসটা। আর কাঁধে বয়ে আনছে শেবার রাণীর চেহারা ঝোলানো লোহার বর্শা।

ক্যাসান্দ্রার কাছ থেকে চুরি করে এনেছে নিশ্চয়।

এরা কি মরুভূমির লুটেরা? ওকে কি আবারও কিডন্যাপ করা হয়েছে?

পাহাড়ের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে টানেলটা। পথে অনেক গুলো গুহা আর পার্শ্ব-টানেল পার হয়ে এসেছে এতক্ষনে। পথ হারাতে তাই সময় লাগল না সাফিয়ার। এরা ওকে নিয়ে যাচ্ছেটা কোথায়?

বেশ অনেকক্ষণ পর মনে হলো, তাজা বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছে। সেই সাথে আরো ভারী হয়ে এসেছে জেসমিনের গন্ধ। টানেলটাও যেন অনেকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

একটা বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেল, বিশাল এক গুহায় এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা।

ভেতরে পা রাখল সাফিয়া।

প্রথম দেখায় গুহা মনে হলেও, বুঝতে পারল-ওটা আসলে গুহা না। আসলে ওটা একটা থিয়েটার। অনেক উপরে একটা গর্ত দেখতে পেল সাফিয়া। ওখান দিয়ে পানি ঢুকছে, বেয়ে বেয়ে জমা হচ্ছে একটা ছোট পুকুরের মত জায়গায়। পুকুরটাকে ঘিরে জ্বলছে পাঁচটা ক্যাম্পফায়ারের আগুন, যেন কোন তারকার পাঁচটি কোণ।

ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যগুলো পরিচিত মনে হলো সাফিয়ার কাছে। এই এলাকায় এমন সিংকহোলের সংখ্যা অগণিত।

আঁতকে উঠল সাফিয়া।

আরো প্রায় ত্রিশটা অবয়বকে ঘোরাফেরা করতে দেখতে পাচ্ছে সে। অনেকে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। আলীবাবা আর চল্লিশ চোরের গল্পের কথা মনে পড়ে গেল সাফিয়ার।

পার্থক্য একটাই-এই চল্লিশ চোরের সবাই মহিলা।

বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন বয়সের।

পায়ে পায়ে এগোল সাফিয়া, এতক্ষণ ধরে হাঁটবার আর ক্ষত খুলে রক্ত প্রবাহিত হবার কারণে দূর্বল হয়ে পড়েছে ও। শরীর কাঁপছে।

আগুনের পাশ থেকে একজন দাঁড়িয়ে পড়ল, "সাফিয়া?"

বক্তার দিকে শরীরের অবশিষ্ট সবটুকু শক্তি দিয়ে তাকাল মেয়েটা। বক্তার পরণের কাপড় অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা। এই মেয়ে এখানে কিভাবে এল, তা সাফিয়ার মাথায় কিছুতেই খেলছে না। "কারা?"

০১:০২ এ.এম.
থুমরাইত এয়ার বেস, ওমান

ক্যাপ্টেনের অফিসে রাখা চার্ট টেবিলের উপর ঝুঁকে দাঁড়াল সাফিয়া। এই এলাকার স্যাটেলাইট ম্যাপ ব্যবহার করে, কিউরেটরের ম্যাপের অনুলিপি তৈরি করেছে সে। নীল রঙের মার্কার ব্যবহার করে সালালাহের সমাধি আর পাহাড়ের সমাধির মাঝে এক লম্বা লাইন এঁকেছে সে। লাল রঙ দিয়ে লাইন টেনেছে জবের সমাধি থেকে মরুভুমির উপর। এরপর হারানো শহরের লোকেশনটা ঘিরে লাল একটা বৃত্ত এঁকেছে।

ওর বর্তমান অবস্থান, থুমরাইত এয়ার বেস থেকে জায়গাটা মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে।

"কত দ্রুত তৈরি হতে পারবেন?" জানতে চাইল সে।

অল্প বয়েসী ক্যাপ্টেন জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল, "তাবু, শেল্টার, অস্ত্র, রেশন, পানি, তেল, মেডিক্যাল সাপ্লাই আর জেনারেটর এরই মাঝে হেলিকপ্টারে তোলা শেষ। নির্দেশ মত, জিরো সেভেন হান্ড্রেড আওয়ারেই ওগুলো জায়গামত পৌঁছাবে।"

নড করল ক্যাসান্ড্রা।

কিন্তু কৌতুহলী ক্যাপ্টেন বলল, "জায়গাটা মরুভূমির ঠিক মাঝখানে। ওখানে ক্যাম্প স্থাপন করে লাভ কী?"

"আপনি শুধু আপনাকে দেয়া আদেশ পালন করে যান, ক্যাপ্টেন গ্যারিসন।"

"ইয়েস স্যার।" বলল বটে, কিন্তু চোখ থেকে বিভ্রান্তভাবটা গেল না ক্যাপ্টেনের। ওর নজর আবার জানালা গলে পড়ল শেষ মুহুর্তের চেকিং-এ ব্যস্ত দুইশ লোকের উপরে। স্যান্ড ফেটিগ (মরুভূমিতে ব্যবহৃত ক্যামোফ্লেজ পোষাক) পড়ে আছে সবাই, কিন্তু কোন ইনসিগনিয়া নেই!

ক্যাসান্ড্রা ক্যাপ্টেনকে বিভ্রান্ত অবস্থায় রেখেই বেড়িয়ে পড়ল। খোদ ওয়াশিংটন থেকে ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ক্যাসান্ড্রাকে যেন সর্বোচ্চ সহোযোগিতা দেয়া হয়। গিল্ড কমান্ড সামলেছে বাকি সব। বলা হয়েছে, ক্যাসান্ড্রার দলকে পাঠানো হয়েছে, আসন্ন ঝড়ের হাঁত থেকে এই এলাকার রিফিউজিদের সাহায্য করতে। এই মুহূর্তে ক্যাসান্ড্রার অধীনে আছে পাঁচটা যেকোন রাস্তার উপর দিতে চলতে সক্ষম এমন গাড়ি, একটা আঠার টন ওজনের এম-৪ হাই স্পীড ডেজার্ট ট্রাক্টর, এক জোড়া ট্রান্সপোর্ড হিউ আর VTOL ছয়টা কপ্টার স্লেড। আধা ঘন্টার মাঝে বেরিয়ে পড়বে ওরা।

কমান্ড ডিপো থেকে বের হতে হতে হাতঘড়ি দেখল ক্যাসান্দ্রা। আট ঘণ্টার মাঝে এসে উপস্থিত হবে বালুঝড়। রিপোর্টে বলছে, বাতাসের গতি এখন ঘণ্টায় আশি মাইল ছুঁই ছুঁই করছে।

কপাল মন্দ, ঠিক ঝড়ের দিকেই এগোতে হবে ওদের। উপায় নেই কোন, গিল্ড কমান্ড থেকে নির্দেশ এসেছে। এমন আভাসও দেয়া হয়েছে যে, প্রতি পদার্থ যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হয়ে যেতে পারে। যে করেই হোক, ব্যাপারটাকে থামাতে হবে। তাই এত তাড়া।

অন্ধকার হয়ে আসা এয়ারফিল্ডটায় নজর বুলাল ক্যাসান্দ্রা। গিল্ড কমান্ড গতকালই এখানে বাড়তি সেনা আর যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে দিয়েছে। গতকালের বন্দুকযুদ্ধের পর, মিনিস্টার নিজেই ওর সাথে কথা বলে কাজটা করেছেন। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতেই হয়, কেননা সাফিয়াকে হারাবার আগেই হারানো শহরের লোকেশন জানতে পেরেছে সে। এই একটা কারণেই এখনও মিনিস্টার ওর উপর সন্তুষ্ট।

কিন্তু সে নিজে নিজের উপর সন্তুষ্ট না।

পেইন্টারকে মানস চোখে দেখতে পাচ্ছে ক্যাসান্দ্রা। ধ্বংসাবশেষ আর সমাধির মাঝখানে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে সে। ক্যাসান্দ্রার উচিত ছিল ওকে গুলি করা। সাফিয়ার গায়ে লাগার সম্ভাবনা ছিল বটে, কিন্তু লাভ কী হলো? কিউরেটরকে হারাতেই হয়েছে। ক্যাসান্দ্রা কেন গুলি করেনি, তাই ভাবছে এখন। পেইন্টার যখন ওর দিকে ঘুরছিল, তখন এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য হলেও ইতস্তত করেছে সে। নিজেকেই গালি দিল, সেই সাথে পেইন্টারকেও। পরেরবার সুযোগ হাত ছাড়া করবে না।

সেই সুযোগ মিলবে কি?

পালাবার সময় যে লোকটা ওর ম্যাপ চুরি করেছে, সেটা ক্যাসান্দ্রার নজর এড়ায়নি। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, পেইন্টার আসবে।

তবে এবার সে পেইন্টারের জন্য তৈরি। আসুক পেইন্টার, দ্বিতীয়বার ইতস্তত করবে না ক্যাসান্দ্রা।

অস্থায়ী কমান্ড সেন্টার মানে পার্ক করে রাখা গাড়ির পাশের আউটবিল্ডিং থেকে জন কেনকে বের হয়ে আসতে দেখল সে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে মার্সেনারি। পায়ে স্প্লিন্ট লাগানো। লোকটার চেহারার বাম দিকে সার্জিকাল গ্লু লাগানো, গলায় আর গালে আঁচড়ের দাগ। কিন্তু কোনও কিছুই ওকে দমাতে পারেনি।

"ক্লিন আপের কাজ একঘণ্টা আগে শেষ হয়েছে।" বলল কেন।

নড করল ক্যাসান্দ্রা। সমাধির বন্দুকযুদ্ধে ওদের জড়িত থাকার সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলা হয়েছে। "ক্রো-এর দলের কোন খবর?"

"পাহাড়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ে প্রচুর পার্শ্ব রাস্তা আর উট চলা পথা আছে। মাঝে মাঝে ঘন বনও আছে। মনে হয় ওরকম কোন এক জায়গাতেই লুকিয়েছে।"

ক্যাসান্দ্রাও তেমনটাই ভেবেছে। গোলাগুলিতে বেশ ধাক্কা খেয়েছে ওর দল। অনুসরণ বা খোঁজ করার মত লোকবল অবশিষ্ট ছিল না। তাছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চলে আসার আগে নিজ দলের আহতদেরকেও সরিয়ে আনা দরকার ছিল। প্রথম এয়ার লিফটেই সমাধি ছেড়ে চলে এসেছিল সে। গিল্ড কমান্ডকে সব জানানো দরকার ছিল। জানিয়েছে, কিন্তু কিছুটা কমিয়ে। উবারের আসল লোকেশন যে সে আবিষ্কার করেছে তাও জানিয়েছে।

আর এই তথ্যটাই বাঁচিয়ে দিয়েছে ওর জীবন।

"কিউরেটরের কী খবর?" জানতে চাইল সে।

"লোক লাগিয়ে রেখেছে। পাহাড় খুঁজে দেখছে। কিন্তু মেয়েটার সিগন্যাল এখনও খুঁজে পায়নি।"

ভ্রূ কুঁচকালো ক্যাসান্দ্রা। সাফিয়ার ভেতরে প্রবেশ করানো ইমপ্ল্যান্টটার রেঞ্জ প্রায় দশ মাইল। তাহলে সিগন্যাল পাবে না কেন? পাহাড়ে সিগন্যাল বাঁধা পায়নি তো? হতে পারে, আসন্ন ঝড়ের জন্যও হতে পারে। কারণ যাই হোক না কেন, ধরা ওকে পড়তেই হবে।

সি-ফোর এর ছোট টুকরাটার কথা মনে পড়ল ক্যাসান্দ্রার। ওর হাত থেকে পালিয়েছে মেয়েটা...কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে পালাতে পারেনি।

"ঠিক আছে। এবার বেড়িয়ে পড়া যাক।"

১ঃ৩২ এ.এম.
ধোফার পাহাড়

"গুড গার্ল, সাফ।" বিড়বিড় করে বলল ওমাহা।

রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে নজর রাখতে থাকা পেইন্টার নড়ে উঠল। কি আবিষ্কার করেছে লোকটা? চোখে নাইট-ভিশন গগলস পড়ে আছে। আর ভোক্স ওয়াগনটা পার্ক করে রাখা আছে একটা গাছে নিচে।

ওমাহা আর অন্যান্যরা ভ্যানের পেছনে গাদাগাদি করে আছে। এই মুহূর্তে দুই ভাই ঝুঁকে আছে ওর চুরি করে আনা ম্যাপের উপর।

ওদের পাশে দাঁড়িয়ে কোরাল ক্যাসান্দ্রার এসইউভি থেকে প্রাপ্ত সরাঞ্জামাদি দেখে নিচ্ছে।

সমাধি থেকে ফেরার পথে ড্যানি আর ক্লে-এর সাথে দেখা হয় ওদের। কারার হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার কারণে, পাগলপারা হয়ে গিয়েছিল দুইজন। সাথে সাথে মেয়েটাকে খুঁজতে বের হয়েছিল ওমাহা আর পেইন্টার। সেই সময় ওরা ব্যস্ত ছিল ক্যাসান্দ্রার এসইউভি তে যা পাওয়া যায়, তা ভোক্স ওয়াগনে ভরতে। এসইউভিটা চালিয়ে দিয়েছিল একটা খাড়া ঢাল বেয়ে। পেইন্টার ভয় পাচ্ছিল, ওর মতই ক্যাসান্দ্রা হয়তো জিপিএস ব্যবহার করে এসইউভিটাকে খুঁজবে।

কিন্তু ভোক্স ওয়াগন ইউরোভ্যানটার কথা ক্যাসান্দ্রা জানে না। বাড়তি সুবিধা।

কারা নিজেকে লুকিয়ে রাখবে, এই আশা করে আর অপেক্ষা করেনি ওরা।

কিন্তু এখন কেন জানি পেইন্টারের অশান্তি লাগছে। কারার দেহ খুঁজে পায়নি ওরা। গেল কোথায় মেয়েটা? নেশা করতে না পারার সাথে কি এর কোন সম্পর্ক আছে? দীর্ঘ একটা শ্বাস নিলো সে। হয়তো সবার জন্য ভালই হয়েছে। ওদের থেকে দূরে থাকলেই হয়তো কারা বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে।

এখন ওর দলের সদস্য সংখ্যা ছয়ঃ সে এবং কোরাল, ড্যানি আর ওমাহা, বারাক আর ক্লে। ক্যাপ্টেন আল-হাফি আর শরীফের যে কী হয়েছে, খোদাই ভাল জানেন। পলায়নরত বাইত খাতিরের সাথে আছে ওরা।

প্রায় তিনঘণ্টা ধরে একটানা ছোটার পর, বিশ্রাম নেবার আর নিজেদেরকে গুছিয়ে নেবার জন্য থেমেছে পেইন্টারের দল। এখান থেকে সামনে এগোতে হলে, ম্যাপের বিন্দু বিন্দু দাগগুলো অনুসরণ করা ছাড়া উপায় নেই।

ভ্যানে থাকা ওমাহা সোজা হয়ে বসল, "হারামজাদীকে ধোঁকা দিয়েছে সাফিয়া।"

পেইন্টার ততক্ষণে যোগ দিয়েছে ওদের সাথে, "কী বলতে চাইছ?"

"এদিকে এসো, দেখাচ্ছি।"

পেইন্টার ওমাহার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওর প্রতি লোকটার অসহযোগী মনোভাবটা এখন অনেক কমে এসেছে। এখানে আসার পথে পুরো ঘটনা খুলে বলেছে সে, চিতার আক্রমণ, অদ্ভুত মহিলার আগমন-কিছুই বাদ দেয় নি। ওমাহা বুঝতে পেরেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাফিয়া ক্যাসান্দ্রার থেকে দূরে আছে, ততক্ষণ আর বিপদের আশঙ্কা নেই।

ম্যাপের দিকে ইঙ্গিত করল ওমাহা, "এই যে লাইনগুলি দেখছ, এদের মাঝে নীল লাইনটা সালালাহের সমাধি থেকে জবের সমাধি পর্যন্ত। সাফিয়া নিশ্চয় প্রথম সমাধিতে কোন না কোন সূত্র খুঁজে পেয়েছে।"

পেইন্টার নড করল, "আর অন্যটা?"

"নিশ্চয় জবের সমাধিতে দ্বিতীয় কোন সূত্র পেয়েছে সে।"

"ধাতব রডের সাথে লাগানো আবক্ষ মূর্তি?"

"হতে পারে। এই যে এখানে দেখ, সাফিয়া গোল বৃত্তাকার একটা দাগ টেনেছে। মরুভূমির ঠিক মাঝখানে। আমি নিশ্চিত, পরবর্তী গন্তব্য এটাই।"

"উবারের লোকেশন।" অসুস্থবোধ করছে পেইন্টার। ক্যাসান্দ্রা যদি জেনে থাকে...

"নাহ, এটা উবারের লোকেশন না।" ড্যানি বলল

ওমাহা নড করল। "আমি মেপে দেখেছে। জবের সমাধি থেকে এই জায়গাটা ঠিক উনসত্তর মাইল দূরে।"

পেইন্টারের মুখ থেকেই ওমাহা শুনেছে, লম্বা মতন এক লোক রড বরাবর কিছু একটা মেপে "উনসত্তর" শব্দটা উচ্চারণ করেছিল।

"তাহলে তো মিলেই গেল।" বলল পেইন্টার।

"কিন্তু ওরা মাইল হিসেব করেছে," বলল ওমাহা, "*আমাদের* মাইল।"

"তাতে কী?"

ওমাহা এমনভাবে পেইন্টারের দিকে তাকাল, যেন শিক্ষক ফাঁকিবাজ ছাত্রের দিকে তাকায়, "লোহার হৃদপিন্ডটার বয়স কত ছিল? যদি ঐ রডটাও সেই সময়কার হয়, তাহলে এই ধর ২০০ বি.সি. তে বানানো হয়েছিল ওগুলো।"

"মেনে নিলাম।"

"তখনকার মাইল হিসাব করা হত রোমানদের মাপ অনুসারে। এক মাইল সমান পাঁচ হাজার রোমান ফুট। আর এক রোমান ফুট সমান সাড়ে এগার ইঞ্চি। সাফিয়ার এটা জানার কথা! ক্যাসান্দ্রাকে ধোঁকা দিয়ে ভুল জায়গায় পাঠিয়েছে সে।"

"তাহলে আসল লোকেশনটা কোথায়?" জানতে চাইল পেইন্টার।

মনে মনে হিসেব করে নিল ওমাহা। কিছুক্ষণ পর বলল, "উনসত্তর রোমান মাইল সমান এখনকার তেষট্টি মাইলের মত।"

“ক্যাসান্ড্রাকে তাহলে ছয় মাইল সামনে পাঠিয়েছে সাফিয়া। দূরত্বটা খুব একটা বেশি না।”

“মরুভূমিতে ছয় মাইল আর ছয়শ মাইল একই কথা।”

পেইন্টার কথা বাড়াল না। এই ধোঁকাটুকু ক্যাসান্ড্রাকে বেশিক্ষণ বোকা বানিয়ে রাখতে পারবে না। যে মুহূর্তে মেয়েটা বুঝবে যে সে ভুল জায়গায় এসে পৌঁছেছে, তখন অন্যদের সাথে আলোচনা করবে সে। বড়জোর একদিন বা দুই বাড়তি সময় এনে দিয়েছে সাফিয়ার এই চালাকি।

“ম্যাপে লোকেশনটা দেখাও তো।”

ওমাহা আগ্রহের সাথে কাজে নেমে পড়ল, হিসেব নিকেশ করে একটা পিন বসিয়ে দিল ম্যাপে। কিন্তু সাথে সাথেই ভ্রূ কুঁচকে ফেলল, “কিছুই বুঝতে পারছি না।”

পেইন্টার ওর কাঁধের উপর দিয়ে ম্যাপের দিকে তাকাল, “শিশুর।”

ওমাহা মাথা নাড়ল, হতাশ গলায় বলল, “সোনার হরিণের পিছে ছুটছি।”

“বুঝলাম না।”

ড্যানি উত্তর দিল, “১৯৯২ সালে নিকোলাস ক্ল্যাপ এই শিশুরেই উবারের ধ্বংস স্তূপ আবিষ্কার করেন। ওখানে কিছু নেই।”

পেইন্টারের মেনে নিতে কষ্ট হলো, “হয়তো কিছু একটা সবার নজর এড়িয়ে গিয়েছে।”

ওমাহা চাপড় বসাল ম্যাপে, “আমি নিজে ওখানে গিয়েছি। কিচ্ছু নেই। এত ঝামেলা, হত্যা কান্ড... সব অহেতুক!”

“গত কয়েকদিনের কথা ভেবে দেখ,” হাল ছাড়তে রাজি নয় পেইন্টার, “সবার ধারণা ছিল ঐ দুই সমাধির সব রহস্য উদঘাটিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আসলেই কি তাই? আমরা কি দুই জায়গাতেই নতুন কিছু আবিষ্কার করিনি।”

“আমরা করিনি, সাফিয়া করেছে।” তিক্ত সুরে বলল ওমাহা।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সবাই।

পেইন্টার ওমাহার কথাগুলো ভেবে দেখল। বলল, “মেয়েটা অবশ্যই শিশুরে যাবে।”

ওমাহা তাকাল ওর দিকে, “কী বলতে চাও?”

“সাফিয়ার কথা বলছি। ক্যাসান্ড্রাকে ধোঁকা দিলেও, নিজে তো আসল লোকেশনের কথা জানে, তাই না?”

ওমাহা তাও বুঝতে পারেনি, বলল, “কিন্তু শিশুরে তো কিছুই নেই।”

“কিছুই নেই *না*, কিছুই পাওয়া যায়নি। তোমার কথাই ভেবে দেখ, সাফিয়া আবিষ্কার করেছে নতুন সূত্র। সে ভাববে, শিশুরেও হয়তো তেমন কিছু আছে। ক্যাসান্ড্রা যেন সেই জিনিস হাতে না পায়, তার সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করবে সে।”

দীর্ঘ একটা শ্বাস টানল ওমাহা, “ঠিক বলেছ।”

“যদি ওকে যাবার অনুমতি দেয়া হয়, তবে না!” কোরাল পাশ থেকে বলল, “অদ্ভুত মেয়েমানুষটার কথা ভুলে গিয়েছ!”

বারাক উত্তর দিল, “আমি এদের কথা আগেও শুনেছি। ক্যাম্পফায়ারের পাশে ওদের গল্প শোনা যায়। মরুভূমির যোদ্ধা। মানুষের চেয়ে জীনের সাথেই মিল বেশি। প্রাণিদের সাথে কথা বলতে সক্ষম। চাইলেও মিলিয়ে যেতে পারে হাওয়ায়।”

“হুম, বুঝেছি।” ওমাহা বিদ্রুপের সুরে বলল।

“ঐ মেয়েটার মাঝে আসলেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল।” পেইন্টার বলল, “আমার মনে হয়, ওদের সাথে এই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ না।”

“কি বোঝাতে চাইছ?”

ওমাহার দিকে তাকিয়ে নড করল পেইন্টার, “মনে আছে, মাসকাটে তোমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা চালানো হয়েছি? মার্কেটে একটা মেয়েকে দেখেছিলে?”

“তোমার ধারণা, ঐ মেয়ে আর এই মেয়ে এক?”

শ্রাগ করল পেইন্টার, “এই না হলেও, হয়তো একই দলের। এই খেলায় যে তৃতীয় পক্ষ আছে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। সাফিয়াকে কিডন্যাপ করার পেছনে নিশ্চয় কোন না কোন কারণ আছে। আমার তো মনে হয়, তোমাকে ব্যবহার করে সাফিয়াকে ফাঁদে ফেলবার জন্য ওই কিডন্যাপের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। রূপালী স্যুটকেসটা উটের পিঠে বেঁধে নিয়েছিল ঐ মহিলা। কারণ ছাড়া নেয়নি নিশ্চয়। এই সবকিছু উবারের দিকে নির্দেশ করছে।”

ওমাহা এক মুহূর্ত ভাবল, “তাহলে আমরা ওখানেই যাব। আশা করি সাফিয়াকে দেখতে পাব।”

“না পেলেও, অন্তত এলাকা তো খুঁজে দেখা যাবে।” কোরাল বলল, “এখানে একটা বেশ শক্তিশালী রাডার আছে, সহজেই বালুর নিচে দেখা যাবে। এক বাক্স গ্রেনেড আর বাড়তি রাইফেলও আছে। কিন্তু এই জিনিসটা...” হাতে শটগানের মত দেখতে একটা অস্ত্র তুলে নিল সে, “...যে কি তা বুঝতে পারছি না।”

পেইন্টারের দিকে ফিরল সবাই, যেন ওর অনুমতির অপেক্ষা করছে।

“আমরা অবশ্যই যাব।” বলল সে।

ওমাহা চাপড় বসাল ওর কাঁধে, “অবশেষে, আমরা কোন বিষয়ে একমত হতে পারলাম।”

১ঃ৫৫ এ.এম.

কারাকে জড়িয়ে ধরল সাফিয়া, "এখানে কী করছ তুমি?"

"আমি নিজেও জানি না।" ওর আলিংগনের মাঝে কাঁপছে কারা।

"অন্যরা কই? আমি পেইন্টারকে দেখেছি...ওমাহার কী খবর...আর ওর ভাইয়ের?"

"যতদূর জানি, সুস্থই আছে সবাই। কিন্তু গোলাগুলির সময় আমি আলাদা হয়ে পড়ি।"

বসে পড়ল সাফিয়া, দূর্বল লাগছে খুব। মাথাটা চক্কর দিচ্ছে। এতটাই দূর্বল লাগছে যে বসে থাকাও সম্ভব হলো না। আগুনের পাশে শুয়ে পড়ল সে।

"তোমার কাঁধ! রক্ত ঝরছে।" কারা আঁতকে উঠল।

গুলি লেগেছে! কথাটা মুখ দিয়ে বের হয়েছে নাকি হয়নি, তা বুঝতে পারল না সাফিয়া।

আচমকা তিন জন মহিলা ওদের পাশে এসে দাঁড়াল, হাত ভর্তি বিভিন্ন জিনিসপত্র। একটা ধোঁয়া ওঠা পানি ভর্তি বেসিন, ভাঁজ করা কাপড়, ঢেকে রাখা একটা পাত্র আর জায়গাটার সাথে বেমানান-একটা রেড ক্রস মেডিক্যাল কিট। অন্য এক বয়স্কা মহিলাও এসে উপস্থিত হলো। তুষারের মত সাদা তার চুল, হাতে লম্বা একটা ছড়ি। কাঁধগুলো ঝুঁকে পড়েছে, কানে রুবি পাথর ঝুলছে, ঠিক তার ট্যাটুর মত।

"শুয়ে থাক, কন্যা আমার।" বয়স্কা মহিলা ইংরেজীতে বললেন, "ক্ষতটা দেখতে দাও।"

সাফিয়ার বাঁধা দেবার শক্তি নেই, কিন্তু কারার আছে। তাই কারার উপর ভরসা রাখল সে, কোন বিপদ হলে ওর উপর ভরসা করা ছাড়া উপায়-ও নেই।

সাফিয়ার শরীর থেকে ব্লাউজটা খুলে ফেলা হলো। অ্যালোভেরা আর মিন্টের পেস্ট মাখানো হলো ভিজে ওঠা ব্যান্ডেজে। এরপর ধীরে ধীরে টেনে খুলে ফেলা হলো। আঁতকে উঠল সে, মনে হলো কেউ যেন ওর চামড়া খুলে নিচ্ছে।

"আপনারা ওকে ব্যথা দিচ্ছেন।" বলে উঠল কারা।

"আমার কাছে এক অ্যাম্পুল মরফিন আছে, হোজা।" একজন মেডিক্যাল কিটটা খুলতে খুলতে বলল।

"আগে ক্ষতটা দেখতে দাও।" বয়স্কা মহিলা বললেন।

সাফিয়া ঘুরল, যেন কাঁধটা সহজে দেখানো যায়।

"বুলেট সোজা বের হয়ে গিয়েছে। ক্ষতটাও খুব একটা গভীর না। অপারেশনের দরকার পড়বে না। মিষ্টি গন্ধরসের চা খেতে দাও ওকে। সেই সাথে দুটা টাইনেনল

(প্যারাসিটামল) আর কোডেইন (মরফিনের মত ব্যথা নাশক)। ভাল হাতটায় উষ্ণ লিঙ্গারস ল্যাকটেট সলিউশন (এক ধরণের স্যালাইন) ঝুলিয়ে দাও।"

"ক্ষতটার কী হবে?"

"রক্তপাত বন্ধ করতে হবে, এরপর প্যাক দিয়ে বেঁধে দিতে হবে কাঁধ। স্লিং-ও দিতে হবে।"

"জি, হোজা।"

সাফিয়াকে বসানো হলো। এক কাপ চা ধরিয়ে দেয়া হলো কারার হাতে, "পান করতে সাহায্য কর। এতে কিছুটা হলেও শক্তি ফিরে পাবে সে।"

মেনে নিল কারা, দুহাত বাড়িয়ে কাপটা গ্রহণ করল।

অল্প অল্প করে পান করল সাফিয়া। মনে হলো, উষ্ণতা পাকস্থলী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। দুটা পিলও দেয়া হলো ওকে।

"ব্যথার জন্য।" ওকে বলল মহিলাদের একজন।

"খেয়ে ফেল সাফি," বলল কারা, "নাহয়, আমিই খেয়ে ফেলব।"

হাঁ করে ওষুধ মুখে নিল সাফিয়া, চায়ের সাহায্যে গিলে ফেলল।

"এবার শুয়ে পড়। তোমার ক্ষতের উপর কাজ করতে দাও।" হোজা বললেন।

কথা মত কাজ করল সাফিয়া।

ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন হোজা, এক হাত সাফিয়ার হাতে রেখে বললেন, "ঘুমাও মেয়ে। শান্তিতে ঘুমাও।"

"কে...কে আপনারা?" জানতে চাইল কারা।

"আমরা তোমার মা।"

কুঁচকে গেল সাফিয়া। হতেই পারে না। ওর মা মৃত। আর এই মহিলার বয়স অনেক বেশি। নিশ্চয় কথাটা আক্ষরিক অর্থে বলা হয়নি। কিন্তু কিছু বলার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

তবে হোজার বলা শেষ কয়টি শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল সে, "আমরা সবাই, *সবাই* তোমার মা।"

২ঃ৩২ এ.এম.

কারা দেখতে পেল, অদ্ভুত দর্শন মেয়েগুলো ওর বান্ধবীর শুশ্রূষা করছে। দক্ষহাতে হোজার দেয়া নির্দেশগুলো পালন করছে ওরা। একটু কেঁপে উঠল সাফিয়া, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গল না।

"হাতটা যেন স্লিং-এ থাকে।" আদেশ দিলেন বয়স্কা মহিলা, "আর ঘুম থেকে উঠলে এক কাপ চা পান করতে দেবে।"

কথা শেষ হতে, ছড়িতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন হোজা, কারার দিকে ফিরে বললেন, "আমার মেয়েরা তোমার বান্ধবীর সেবা করুক। তুমি আমার সাথে এসো।"

"আমি সাফিয়াকে ছেড়ে এক পা-ও নড়ব না।" বান্ধবীর দিকে আরো সরে এল কারা।

"চিন্তা করো না, ওর কোন ক্ষতি হবে না। আমার সাথে এসো, তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে।"

"কি বলতে চান আপনি?"

"তোমার জীবনের উত্তর। ইচ্ছা হলে এসো, নাহয় থাকো। আমার কিছু যায় আসে না।"

সাফিয়ার দিকে একবার তাকাল কারা, আরেকবার বয়স্কা মহিলার দিকে। *জীবনের উত্তর!*

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল সে, "ওর যদি কোন ক্ষতি হয়..." হুমকীর সুরে বলল। এরপর পিছু নিল হোজার।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

পাত্তাই দিলেন না হোজা। হেঁটে হেঁটে গুহার আরো ভেতরে প্রবেশ করলেন তিনি।

এখানে কিভাবে এসেছে, তা মনেই করতে পারছে না কারা। শুধু জানে এক নারীকে অনুসরণ করে এসেছে। এখানে এসে পৌঁছাবার পর ওকে বলা হয়েছে, আগুনের পাশে বসে থাকতে। অনেক কিছু জানতে চেয়েছে সে, কিন্তু উত্তর পায়নি।

এই মহিলারা কারা? সাফিয়া বা ওর কাছে এরা কি চায়?

একটা টানেলের প্রবেশমুখে এসে উপস্থিত হলো ওরা। দেখল, বাচ্চা একটা মেয়ে হাতে আলাদীনের চেরাগের মত এক ছোট ল্যাম্প নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স বেশি হলে আট হবে। বড়বড় চোখে তাকিয়ে আছে কারার দিকে, যেন ভিনগ্রহের কোন মানুষ দেখছে। কিন্তু সেই চোখে নেই কোন ভয়, আছে শুধু কৌতুহল।

নড করলেন হোজা, "এগোও, ইয়াকুত।"

ইয়াকুত আরবী শব্দ, এর অর্থ *রুবী*। এখানে আসার পর, এই প্রথম কোন নাম উচ্চারিত হতে শুনল কারা।

হোজার দিকে তাকাল সে, "আপনার নাম কী?"

"আমাকে অনেক নামেই ডাকা হয়। তবে আমাকে যে নাম জন্মের সময় দেয়া হয়েছিল, তা হলো লু'লু। তোমাদের ভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায় *মুক্তা*।"

নড করল কারা, "আপনাদের সবার নাম কি কোন না কোন দামী পাথরের নামে?"

উত্তর পেল না কারা, কিন্তু বুঝতে পারল যে সে ঠিকই ধরেছে। সমস্যা হলো, আরবের রীতি অনুসারে এমনভাবে নাম দেয়া হয় শুধু দাসদের।

তাহলে এই মেয়েরা ওমন নাম কেন বেছে নিয়েছে? অধিকাংশ আরব মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন এরা।

টানেল থেকে একটা লাইমস্টোনের চেম্বারে ঢুকে পড়ল ইয়াকুত। ঠান্ডা চেম্বারটা, দেয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে, ল্যাম্পের আলোয় অদ্ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। মেঝেতে বেশ বড় জায়নামাজ বিছানো, সেই সাথে খড় পাতা। অন্য মাথায় দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো পাথরে নির্মিত বেদী।

হিম শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল কারার শিরদাঁড়া বরাবর। এখানে কেন আনা হয়েছে ওকে?

বেদীটার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল ইয়াকুত।

হঠাৎ করে যেন উজ্জ্বল হয়ে গেল আলো। ইয়াকুত ওর হাতে ধরা ল্যাম্পটা ব্যবহার করে মশাল জ্বালিয়েছে।

মশালের আভায় নিজের ভুল বুঝতে পারল কারা। বেদীটা আসলে অনেকটা কালো অবসিডিয়ানের মত। তবে অনেক বেশি স্বচ্ছ। মশালের আলো বেদীটাকে ভেদ করে এদিকে আসছে।

"এসো," লু'লু কারাকে জায়নামাজের উপর নিয়ে এলেন, "হাঁটু গেঁড়ে বস।"

চুপচাপ আদেশ পালন করল কারা।

ঠিক ওর পেছনে দাঁড়িয়ে হোজা বললেন, "এই জিনিসের খোঁজেই এতদূর এসেছ তুমি।" বেদীর দিকে ছড়ি তুলে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

স্বচ্ছ পাথরটার দিকে চাইল কারা। আবারও ভুল করেছে সে, ওটা আসলে স্বচ্ছ পাথরই না। ওটা... *কাঁচ।*

ভেতরে একটা মনুষ্য কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে। হাড়গুলো পর্যন্ত কালো হয়ে গিয়েছে, হাত দুদিকে ছড়ানো, কিন্তু পা জোড়া মুড়ে আছে। পম্পেই-এর ধ্বংসাবশেষে এমন দৃশ্য আগেও দেখেছে কারা। ভিসুভিয়াসের আগ্নেয়ৎপাতের ফলে সৃষ্ট ছাই দেহের উপর জমে পাথরে রূপান্তরিত করে দেয় জীবিত মানুষকে। যার ফলে সৃষ্ট হয় ওমন মূর্তি।

কারা জানে, ওকে কেন এখানে আনা হয়েছে। দেখানো হচ্ছে এই দৃশ্য।

ওর জীবনের উত্তর।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারনা সে, আছড়ে পড়ল মেঝেতে। *না...* কেঁদে ফেলল কারা। বুঝতে পেরেছে, ঐ মূর্তিটা কার!

চীৎকার বেড়িয়ে এল গলা দিয়ে, এক মুহূর্তেই যেন ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে সবকিছু। ওর শক্তি, আশা এমনকি বেঁচে থাকার ইচ্ছাও।

"পাপা..."

৩ঃ১২ এ.এম.

জ্ঞান ফিরে পেয়েই সাফিয়া শুনতে পেল মনোমুগ্ধকর এক সুর। টের পেল, উষ্ণতা ফিরে এসেছে দেহে। চুপচাপ শুয়ে কিছুক্ষণ উপভোগ করল সে। এরপর ধীরে ধীরে উঠে বসল। চীৎকার করে যেন প্রতিবাদ জানাল ওর কাঁধ। কিন্তু ব্যথা অনেক কমে এসেছে। ঘড়ি দেখে বুঝল, একঘণ্টার মত ঘুমিয়েছে সে। কিন্তু মনে হলো, যেন অনেকদিন পার হয়ে গিয়েছে।

এক যুবতী মেয়ে এগিয়ে এল ওর দিকে, হাঁটু গেঁড়ে বসে এগিয়ে দিল একটা কাপ, "হোজা আপনাকে এটা পান করতে বলেছেন।"

ভাল হাতটা দিয়ে কাপটাকে নিল সে। "কারা, আমার বান্ধবী, সে কোথায়?"

"চা শেষ করুন, এরপর আমি হোজার কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনার বোন ওর সাথেই আছেন।"

নড করল সাফিয়া। গরম, ধোঁয়া ওঠা কাপটা থেকে যত দ্রুত সম্ভব চা পান করল সাফিয়া। শেষ করে উঠে দাঁড়াল কোন সাহায্য ছাড়াই।

"এদিকে।" মেয়েটা ওকে পথ দেখিয়ে চলল।

"তোমরা আসলে কে?" সাফিয়া জানতে চাইল।

"আমরা রেহেম।" এক কথায় উত্তর দিল ওর গাইড।

রেহেম আরবী শব্দ, এর অর্থ "গর্ভাশয়"। তাহলে কি মেয়েদের এই গোত্রটি কি মরুভুমির *আমাজন রমণী?*

সামনে আলো দেখতে পেল সাফিয়া। গাইড মেয়েটি টানেলের মুখে এসে সরে দাঁড়াল। ভেতরে প্রবেশ করল সে। একটা চেম্বারের সামনে এসে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল সে।

কারা...

ভয় পাচ্ছিল এতক্ষণ, কিন্তু কারার কান্নার আওয়াজ কানে যেতেই ঠেলে সরিয়ে দিল ভয়টাকে। কারাকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখল সে। বয়স্কা হোজা ওর পাশে বসে আছেন, আলিংগন করে আছেন মেয়েটাকে।

"কারা, কী হয়েছে?"

সাফিয়ার গলা শুনে মুখ তুলে চাইল কারা, চোখ ফুলে গিয়েছে, গাল দুইটা ভেজা। হাত তুলে দেখিয়ে দিল বেদীটাকে। কিন্তু কঙ্কালটাকে দেখার আগে কিছু বুঝতে পারল না সাফিয়া, "ওহ হো..."

কর্কশ গলায় কারা বলল, "ওটা...ওটা আমার বাবার।"

"ওহ কারা।" মেয়েটার প্রতি মমত্ববোধে ধরে এল সাফিয়ার গলা। কারাকে জড়িয়ে ধরল সে। রেজিনাল্ড কেনসিংটন ওর সাথে বাবার মতই আচরণ করতেন। কারার দুঃখ অনুভব করতে পারল সে, কিন্তু একই সাথে বিভ্রান্তবোধ করল।

"কিভাবে? কেন?"

কারা বয়স্কা মহিলার দিকে তাকাল, নিজে কথা বলতে অক্ষমবোধ করছে।

হোজা কারার হাতে আলতো চাপড় দিলেন, "তোমার বান্ধবীকে আগেই বলেছি, লর্ড কেনসিংটনকে আমরা ভালভাবেই চিনি। মৃত্যুর দিনে তিনি প্রবেশ করেছিল নিষিদ্ধ এলাকায়। তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেই সাবধানবাণী কানে তোলেননি। দুর্ঘটনাক্রমে এই এলাকায় আসেননি লর্ড কেনসিংটন, উবারের খোঁজে এসেছিলেন। ঠিক তার মেয়ে যেমন এসেছে।"

"কী হয়েছিল?"

"উবারের সীমানায় পা দেয়ার অর্থ হলো, শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে ঘুমিয়ে থাকা শক্তিতে জাগিয়ে তোলা। আমরা এই শক্তির প্রহরী। তিনি এই জায়গার কথা শুনেছিলেন, নিজেকে এখান থেকে দূরে রাখতে পারেননি। আর সেটাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

কারা উঠে বসল, "কী এই শক্তি?"

হোজা মাথা নাড়লেন, "আমাদেরও জানা নেই। উবারের দরজা আমাদের জন্য বন্ধ হয়েছে, তাও প্রায় দুই সহস্রাব্দ হতে চলল। দরজার ওপাশে কী আছে, সেই জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছে কালের অতলে। আমরা *রেহেম*, সর্বশেষ প্রহরী। আমরা অতীতের জ্ঞান পেয়েছি আমাদের পূর্বতনের মুখ থেকে। কিন্তু উবারের ধ্বংসের পর, দুইটি রহস্য আমাদের কাছে এখনও রহস্যই রয়ে গিয়েছে। উবারের রাণী আমাদেরকে তা বলেননি। প্রথম রহস্য হলো, উবারের প্রবেশদ্বার খুঁজে বের করার চাবি কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে? আর অন্যটি হলো, উবারের হৃদপিন্ডে লুকিয়ে থাকা শক্তিটি আসলে কী!"

বয়স্কা মহিলার বলা প্রত্যেকটা কথা, আরো একশ প্রশ্নের জন্ম দিল সাফিয়ার মনে। *উবারের প্রবেশ দ্বার। এর সর্বশেষ প্রহরী। হারানো শহরের হৃদপিন্ড। লুকানো চাবি।*

হঠাৎ কিছু একটা উপলব্ধি করতে পারল সে, "লুকানো চাবি... লোহার হৃদপিন্ডটা।"

নড কর হোজা, "উবারের হৃদপিন্ড খুঁজে বের করার চাবি।"

"আর বর্শা সহ বিলকিসের আবক্ষ মূর্তি। শেবার রাণী বিলকিসের!"

বয়স্কা মহিলা বাউ করলেন, "তিনি আমাদের সবার মা। উবারের রাজপরিবারের প্রথম ব্যক্তি।"

উবারের প্রচলিত ইতিহাস মাথায় খেলে গেল সাফিয়ার। ওর জানামতে শহরটার গোড়াপত্তন ঘটেছে ৯০০ বি.সি. তে। ইতিহাস অনুসারে, শেবার রাণীও সেই সময়কার। উবার ধ্বংস হয়েছে ৩০০ এ.ডি. তে। অনেক লম্বা সময়। কিন্তু পুরোটা সময় যে একই পরিবারের হাতে রাজ ক্ষমতা ছিল, তা স্বীকৃত। আর সেটা যে শেবার রাণীর পরিবার ছিল না, সেটাও স্বীকৃত।

সাফিয়া সেই প্রশ্নটাই করল, "আমি তো জানতাম, উবারের প্রথম শাসক হলে রাজা শাদ্দাদ, নোয়াহ ছিলেন তার পর-দাদা।" এখনও শাহরা নামে এক বেদুইন গোত্রের খোঁজ পাওয়া যায়। যাদের দাবী, তারা রাজা শাদ্দাদের বংশধর!

বয়স্কা মহিলা মাথা নাড়লেন, "শাদ্দাদের বংশধরদের মন্ত্রী বলা যায়। বিলকিস রাণীর বংশই আসল শাসক। অধিকাংশ মানুষ সেকথা জানত না। রাণীর বংশ এখনও বিলুপ্ত হয়নি, টিকে আছে।"

আবক্ষ মূর্তিটার কথা মনে পড়ে গেল সাফিয়ার। ওকে এখানে নিয়ে আসা মেয়েটার সাথে অনেক মিল আছে সেই মূর্তির। রাণীর বংশ কি এখনও অতটা বিশুদ্ধ থাকতে পারে?

সাফিয়া সামলে নিল নিজেকে, "আপনি কি বলতে চাইছেন যে, আপনারা শেবার রাণীর বংশধর?"

হোজা আবারও বাউ করলেন, "নাহ...ব্যাপারটা এতো সহজ না।" এরপর সাফিয়ার চোখের দিকে চেয়ে বললেন, "আমরাই শেবার রাণী।"

৩ঃ২৮ পি.এম.

কারার নিজেকে অসুস্থ বলে মনে হলো। *না,* অনেকক্ষণ ধরে ড্রাগ নেয়নি, সেজন্য না। নিজেকে ওর বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। হারানো শহর, অস্বাভাবিক ক্ষমতার আর পুরনো বংশগতির কথা ওর কাছে কোন মূল্যই রাখে না। ওর চোখ শুধু ওর বাবার কঙ্কালের উপর।

হোজার একটা কথাই বারবার শুনতে পাচ্ছে সে।

দুর্ঘটনাক্রমে এই এলাকায় আসেননি লর্ড কেনসিংটন, উবারের খোঁজেই এসেছিলেন। তার মেয়ে যেমন এসেছে।

বাবার মৃত্যুর দিনের কথা মনে পড়ল ওর। কেন মাসকাটের ধারে কাছের শিকারের স্পট ছেড়ে, এত দূরে শিকার করতে এসেছিল ওরা? ওর জন্মদিনটা আসলে এইসব এলাকায় আসার উছিলা না তো?

বুকের ভেতরটা রাগে ভরে উঠল। কিন্তু কার প্রতি এই রাগ? সত্যটা এতদিন গোপন করে রাখার জন্য এই রেহেমদের উপর? ওর বাবার উপর? নাকি অহেতুক এতদিন পাপাকে অনুসরণ করে এসেছে বলে নিজেরই উপর?

উঠে বসে হোজার দিকে ফিরল সে। "কেন আমার বাবা উবারের খোঁজ করছিলেন?"

"কারা..." স্বান্তনা দেবার সুরে বলল সাফিয়া, "এসব নিয়ে নাহয় কিছুক্ষণ পরেই ভাবা যাবে।"

"নাহ।" রাগ ওর গলায় আদেশের ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল, "আমি এখনি জানতে চাই।"

হোজা উত্তর দিলেন, "তোমার জানতে চাইবার সব অধিকারই আছে। আর উত্তর দেবার জন্যই তোমাদের দুজনকে এখানে আনা হয়েছে।" একবার সাফিয়া আর আরেকবার কারার দিকে চাইলেন তিনি, "মরুভূমি কেড়ে নেয়, আবার ফিরিয়েও দেয়।"

"এর মানে কী?" জানতে চাইল কারা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হোজা, "মরুভূমি তোমার বাবাকে কেড়ে নিয়েছে।" বেদীর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি, "কিন্তু উপহার দিয়েছে এক বোন।" সাফিয়াকে দেখালেন তিনি।

"সাফিয়া আমার সবচেয়ে কাছের বান্ধবী, সবসময় তাই ছিল।" রাগ থাকা সত্ত্বেও সাফিয়ার প্রতি ভালবাসায় ভরে গেল ওর মন।

"সে তোমার বান্ধবীর চেয়েও বেশি কিছু। তোমরা আত্মার বোন, সেই সাথে...রক্তেরও।" কংকালটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, "এই যে এখানে শুয়ে আছে তোমার বাবা...সাফিয়ারও।"

হতভম্ব দুই মেয়ের দিকে তাকালেন হোজা, "তোমরা দুই বোন।"

৩:৩৩ এ.এম.

সাফিয়ার মন হোজার কথা বুঝতে ব্যর্থ হলো।

"অসম্ভব।" বলল কারা, "আমার জন্মের সময়ই মা মারা যান।"

"তোমাদের বাবা এক, মা না।" হোজা ব্যাখ্যা করলেন, "সাফিয়ার মা আমাদের গোত্রের একজন।"

সাফিয়া মাথা ঝাঁকাল। কারা আর ও তাহলে সৎ বোন। ঘুম থেকে উঠে যে শান্তি অনুভব করতে পেরেছিল, এখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল তা। নিজের মায়ের ব্যাপারে কেবল একটা কথাই জানত সে-ওর বয়স যখন চার, তখন বাস দুর্ঘটনায় মারা যান তিনি। বাবার ব্যাপারে তো কিছুই জানে না। শৈশবের স্মৃতিতে শুধু মার নামটাই মনে আছে ওর, আল-মায়াজ।

"শান্ত হও।" হাত তুলে বললেন হোজা, "এটাকে উপহার হিসেবে দেখো, অভিশাপ হিসেবে না।"

বয়স্কা মহিলার কথা শুনে শান্ত হয়ে এল সাফিয়ার হৃদয়। কিন্তু লজ্জায় কারার দিকে তাকাতে ব্যর্থ হলো সে। যেন ওর অস্তিত্ব লর্ড রেজিনাল্ড কেনসিংটনের সুনামের জন্য কলংক। শৈশবে ফিরে গেল সে। এতিমখানায় মেয়ে ছিল অনেক। কিন্তু তাকেই বেছে নিয়েছিলেন কারার বাবা। ওর আর কারার মাঝে সখ্যতা হতে একদমই সময় লাগেনি। হয়তো অবচেতন মনে দুজনেই চিনতে পেরেছিল ওদের মাঝে বিদ্যমান রক্তের সম্পর্কটাকে। কিন্তু লর্ড কেনসিংটন কখনও এই গোপন কথা ওদেরকে বলেননি কেন?

"যদি জানতাম..." আঁতকে উঠল কারা, হাত বাড়িয়ে দিল সাফিয়ার দিকে।

কারার দিকে চাইলো সে। নাহ, ওর চোখে কোন রাগ নেই, নেই কোন অভিযোগ। বরং স্বস্তি, আশা আর ভালবাসা খেলা করছে ওখানে।

"হয়তো আমরা জানতাম," বিড় বিড় করে বলল সাফিয়া, "অবচেতন মনেই জানতাম।"

কেঁদে ফেলল দুজনে, মুহূর্তের মাঝে দুই বান্ধবী হয়ে গেল দুই বোন।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় রইল ওরা, কিন্তু মনের মাঝে খেলে যাওয়া প্রশ্ন আলাদা করে দিল ওকে।

হোজা বললেন, "তোমাদের গল্প অনেক পুরনো। লর্ড কেনসিংটনের নবী ইমরানের সমাধি আবিষ্কার করার চেয়েও প্রাচীন। তার অসাধারণ আবিষ্কারটা আমাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মূর্তিটার নির্মাণকাল, উবারের শুরুর সময়কার। পুঁতে রাখা ছিল এমন এক সমাধিতে, যার সাথে জড়িত ছিল অলৌকিক এক মহিলা।"

“কুমারী মাতা মেরী?” জানতে চাইল সাফিয়া।

নড করে ওর প্রশ্নের উত্তর দিলেন হোজা, “প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য, আমাদের একজনকে ওখানে যেতেই হত। বলা হয়েছিল, সময় এলে উবারের প্রবেশদ্বার আবিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় চাবি আত্মপ্রকাশ করবে। আমার তরফ থেকে পাঠানো হয়েছিল আলমাজ কে।”

“আল-মায়াজ।” উচ্চারণের পার্থক্যটুকু নজর এড়ায়নি সাফিয়া।

“*আলমাজ।*” জোর দিয়ে বললেন হোজা।

কারা সাফিয়ার হাতে চাপ দিল, “এখানকার মেয়েদের নাম দামী পাথরের নাম অনুসারে রাখা হয়। হোজার নাম লু'লু। মুক্তা।”

চোখ বড় বড় হয়ে গেল সাফিয়ার। “আলমাজ! হীরা। এতিমখানার ওরা ভেবেছিল, মায়ের বংশের নাম আল-মায়াজ। কি হয়েছিল তার?”

হোজা চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন, “তোমার মা প্রেমে পড়েছিল। লর্ড কেনসিংটনের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল সে। তিনিও ওর প্রেমে পড়েছিলেন। কয়েকমাস পর, আলমাজ টের পায় যে সে গর্ভবতী। প্রাকৃতিক উপায়ে।”

শব্দের অদ্ভুত ব্যবহারে ভ্রূ কুঁচকালো সাফিয়া।।

“ভয় পেয়ে গিয়েছিল তোমার মা। আমাদের গোত্রের মেয়েদের জন্য, কোন পুরুষের সন্তান জন্ম দেয়া নিষিদ্ধ। তাই পালিয়ে আমাদের কাছে চলে এসেছিল সে। তোমার জন্ম পর্যন্ত আমাদের সাথেই ছিল। কিন্তু তারপর ওকে চলে যেতে হয়। আলমাজ আমাদের নিয়ম ভেঙ্গেছিল। আর তুমি বিশুদ্ধ রেহেম নও, দোআঁশলা।” নিজের চোখের নিচকার রুবী রঙের ট্যাটু স্পর্শ করলেন তিনি, সাফিয়ার এমন কোন ট্যাটু নেই। “মাসকাটের অদূরে, খালুফে আবাস নেয় তোমার মা। কিন্তু হঠাৎ দুর্ঘটনায় তাকে মারা যেতে হয়।

লর্ড কেনসিংটন একবারের জন্যও হাল ছাড়েননি। তোমার মা আর তার সম্ভাব্য সন্তানের খোঁজে কোন কমতি করেননি তিনি। কিন্তু আমাদের কেউ যদি নিরুদ্দেশ হতে চায়, তাহলে তাঁকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। বিলকিসের রক্তের নানা উপহারের এটাও একটা।”

হাতের ছড়ির দিকে তাকালেন তিনি, “যখন জানতে পারলাম যে তুমি অনাথ হয়ে গিয়েছ, তোমাকে পরিত্যাগ করতে পারলাম না। তোমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা খুঁজে বের করে, লর্ড কেনসিংটনকে তা জানিয়ে দিলাম। আলমাজের কথা শুনে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ঐ যে বললাম-মরুভূমি কেড়ে নেয়, আবার ফিরিয়েও দেয়। তিনি তোমাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। আমার ধারণা, তোমরা বড় হবার পর পুরো ব্যাপারটা তিনি খুলে বলতে চেয়েছিলেন।”

কারা নড়ে উঠল, "শিকারের দিনের সকালে...পাপা বলেছিলেন যে, তিনি আমার সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে কথা বলতে চান। আমি ভেবেছিলাম হয়তো স্কুল বা ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে বলবেন। কিন্তু এখন..."

সাফিয়া ওর হাতে চাপ দিল, "এখন তো জানতে পেরেছি। এটাই বা কম কি!"

কারা মুখ তুলে চাইল, চোখে বিভ্রান্তি, "কিন্তু তাহলে তিনি উবারের খোঁজ করছিলেন কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

হোজা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "নানা কারণে আমাদের পুরুষ মানুষের কাছে যাওয়া নিষেধ। হয়তো আবেগের বসে কিছু একটা বলে বসেছিল আলমাজ। শেয়ার করে বসেছিল কোন তথ্য। কিন্তু উবারের অস্তিত্বের কথা একবার জানার পর, সেটাকে পাগলের মত খুঁজে বেড়ান তোমার বাবা। হয়তো হারানো প্রেমিকার কথা ভেবে। কিন্তু উবার বড় বিপদজনক জায়গা।"

"এখন আমাদের কি হবে?" কারার পাশে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল সাফিয়া।

"যাওয়ার পথে বলব।" উত্তর এল, আমাদের লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।

"কোথায় যাচ্ছি?" জানতে চাইল সাফিয়া।

প্রশ্নটা শুনে অবাক দেখাল হোজাকে, "তুমি আমাদেরই একজন, সাফিয়া। আমাদেরকে উভয় চাবি এনে দিয়েছ।"

"হৃদপিন্ড আর বর্শা?"

নড করলেন হোজা। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "দুই সহস্রাব্দের পর, উবারের প্রবেশদ্বার খুলব আমরা।"

চতুর্থ পর্ব

দ্য গেটস অফ উবার

ক্রসরোডস

৪ঠা ডিসেম্বর, ৫ঃ৫৫ এ.এম.
ধোফার পাহাড়

পূর্বাকাশে আলোর আভাস দেখতে পেয়ে, পাসের উপরে উঠে ওমাহা ভ্যানের গতি কমিয়ে আনল। এখান থেকে রাস্তাটা নিচে নেমে গিয়েছে...যদি এই দাগযুক্ত আর পাথর বিছানো পথটাকে রাস্তা বলা যায় তো। গত দশ মাইল ধরে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে পিঠ ব্যথা হয়ে গিয়েছে ওর।

ব্রেক কষে গাড়ি থামাল ওমাহা। ভ্যানের দুই পাশের দৃশ্য একই রকম। লাল পাথরের মাঝে মাঝে ইতস্তত বেড়ে ওঠা লাল বাকল বিশিষ্ট গাছ। *বসওয়েলিয়া সারকা*। দুষ্পাপ্য আর তাই দামী ধুনোর গাছ। অতীত যুগের স্বর্ণ।

ওমাহা ব্রেক কষায় তন্দ্রা ভেঙে গেল পেইন্টারের, "কী হলো?" জানতে চাইল সে। এক হাত কোলের উপর রাখা বন্দুকে চলে গিয়েছে।

সামনের দিকে ইঙ্গিত করল ওমাহা। রাস্তাটা শুকনো নদীর খাত দিয়ে চলে গিয়েছে, ওয়াদি বলে একে। খুব খারাপ অবস্থা রাস্তার। ফোর-হুইল ড্রাইভ গাড়ি ছাড়া এই রাস্তায় চলা অসম্ভব।

"এরপরের রাস্তা নীচু আর খারাপ।" বলল ওমাহা।

"আমি এই জায়গা চিনি।" ওদের পেছন থেকে বারাক বলে উঠল। লোকটা মনে হয় কখনও ঘুমায় না। "এই জায়গাটার নাম ধিকুর ওয়াদি। দুই পাশের ক্লিফগুলো আসলে প্রাচীন কবরস্থান।"

ওমাহা ভ্যানের ইঞ্জিন চালু করল, "দোয়া কর যেন আমাদের কবরও না এখানে হয়ে যায়।"

"এদিকে কেন এলাম আমরা?" জানতে চাইল পেইন্টার।

তিন নাম্বার সারিতে বসা কোরাল আর ড্যানি নড়ে উঠল, কান পেতে শুনছে। বারাকের পাশে বসা ক্লে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। বারাকই উত্তর দিল, "কেননা শুধু স্থানীয় শাহরা গোত্রই এই রাস্তাটা ভাল ভাবে চেনে। এখনও এখানকার গাছ থেকে ধুনো সংগ্রহ করে ওরা।"

শাহরা গোত্রের কারও সাথে কখনও সাক্ষাৎ হয়নি ওমাহার। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে প্রস্তরযুগে পরে থাকা এই গোত্র নিজের মত থাকতেই ভালবাসে। এমনকি

ওদের ভাষাও আধুনিক আরবীর সাথে মেলে না। এদের দাবী, রাজা শাদ্দাদের বংশধর এরা। মুখে মুখে চলে আসা গল্প অনুসারে, এরা উবারের আদি অধিবাসীদের বংশধর। ৩০০ সালের ভয়ংকর সেই দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে ফিরতে পারা গুটিকয়েক লোকের উত্তরসূরি।

বারাক বলল, "এই ওয়াদির নিচ থেকে শিশুরের দূরত্ব মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার।"

ওমাহা একেবারে ধীরগতিতে গাড়ি চালানো শুরু করল। খুব মনোযোগের সাথে চালাতে হচ্ছে। আধ ঘন্টার মাঝেই ঘামে ভিজে উঠল স্টিয়ারিং।

ততক্ষণে উঠে গিয়েছে সূর্য, আকাশটাকে গোলাপী দেখাচ্ছে।

ওমাহা এই রঙের সাথে পরিচিত। ঝড় আসছে। কয়েক ঘন্টার মাঝেই আঘাত হানবে।

একটা বাঁক ঘোরার পর, দুটো উট আর দুজন বেদুইন পড়ল সামনে। জোরে ব্রেক কষল সে। রাস্তার পাশে জমা করে রাখা পাথরের স্তুপে বাড়ি খেল গাড়ি।

চমকে গিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল ক্লে।

"রিফিউজি," প্রথম দেখা দুই উটের পিছনে আরো একই রকম বোঝাসহ উট, গাধা আর ঘোড়া দেখতে পেয়ে বলল পেইন্টার, "ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালাচ্ছে।"

ওদিকে তাকাল ওমাহা, দলে দলে মানুষ মরুভূমি ছাড়ছে।

"কিসের সাথে বাড়ি খেলাম আমরা?" কোরাল জানতে চাইল।

ড্যানি পথের পাশে একইভাবে সাজিয়ে রাখা আরেকটা পাথরের স্তুপের দিকে ইঙ্গিত করল, "ট্রাইলিথ। প্রাচীন যুগের উপাসনার পাথর।" তিনটা পাথরের স্ল্যাব একটা আরেকটার সাথে ঠেস দিয়ে বানানো হয়েছে ট্রাইলিথ, দেখতে ছোট একটা পিরামিডের মত।

"তুমি তো বলেছিলে," বারাকের দিকে ফিরে বলল পেইন্টার, "এই পথের কথা কেউ জানে না।"

"এমন ভয়ংকর বালুঝড়ের সামনে পড়লে, যেকোনও উঁচু এলাকার দিকে পালাবে। এর জন্য যে পথ সামনে পড়বে, অপরিচিত হলেও, সেটাই অনুসরণ করবে সে।"

গাড়ির রেডিও মাঝে মাঝে রিসেপশন পাচ্ছিল। তাই বালিঝড়ের ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য জানতে পেরেছে ওরা। আকারে অনেক বেড়েছে ওটা, তৈরি করছে ঘন্টায় আশি মাইল বেগের বাতাস, সেই সাথে পথে যা বালু পাচ্ছে, তা তো আনছেই।

তবে এখানেই যদি ব্যাপারটা শেষ হত, তাহলে তো ভালই হত। উপকূল থেকে মেইনল্যান্ডের দিকে ধেয়ে আসছে আরেকটা ঝড়। ওমানী মরুভূমির উপর মিলিত হবে দুইটা, তৈরি করবে শতাব্দির সবচেয়ে বড় ঝড়।

সূর্য উঠলেও, উত্তরের দিগন্ত এখনও অন্ধকার হয়ে আছে। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে ওরা যত নিচে নামছে, তত যেন আকারে বড় হচ্ছে ঝড়।

অবশেষে ওয়াদির গোড়ায় পৌঁছল ওরা।

"রুব আল-খালিতে স্বাগতম।" ঘোষণা দেয়ার মত করে বলল ওমাহা। "দ্য এম্পটি কোয়ার্টার (মরুভূমির জনশূন্য বা খালি এক-চতুর্থাংশ এলাকা)।"

একেবারে যথাযথ হয়েছে নামটা।

তেলের মিটারের দিকে তাকাল ওমাহা। কপাল ভাল থাকলে, এই পরিমাণ তেলে শিশুর পর্যন্ত যাওয়া গেলেও যেতে পারে। ওদের একমাত্র গাইড, ডেজার্ট ফ্যান্টমের দিকে তাকাল সে, "ত্রিশ কিলোমিটার-ই তো?"

বারাক শ্রাগ করল, "ওরকমই।"

হতাশ ওমাহা মাথা নাড়ল। সামনের সমতল ভূমির দিকে তাকাল সে। এখনও কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে। ওদেরকে পার হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে রিফিউজিরা। বোকার মত যারা ঝড়ের দিকে এগোতে চায়, তাদের দিকে নজর দেয়ার মত সময় নেই ওদের। ভ্যানের ভেতর কেউ কথা বলছে না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঝড়ের দিকে। সমতল ভূমি পেয়ে গতি ত্রিশ মাইলে তুলল ওমাহা।

নিরাবতা ভাঙ্গল ড্যানির কথায়, "বিশ্বাস করা যায়, এই এলাকা যে একদা তৃণভূমি ছিল?"

হাই তুলল ক্লে, "কি বলছ তুমি?"

সামনে এগিয়ে এল ড্যানি, "এই এলাকা সবসময় এমন ছিল না। প্রাচীন যুগে এখানে নদী খাত ছিল, ছিল লেক আর ঝর্ণা।"

ক্লে বর্তমানের প্রাণশূন্য এলাকার দিতে তাকাল, "কত আগের কথা বলছ?"

"বিশ হাজার বছর হবে।" বলল ড্যানি, "এরপর শুরু হয় মরুকরণ।"

"কেন?"

"আমার জানা নেই।"

ক্লে-এর প্রশ্নের উত্তর দিল কোরাল, "মিলানকোভিচ ফোর্সিং এর কারণে।"

সবার মনোযোগ ওর দিকে ঘুরে গেল।

ব্যাখ্যা করল কোরাল, "মাঝে মাঝে পৃথিবী তার কক্ষপথের উপর...হোঁচট খায়। এগুলোকে বলে অরবিটাল ফোর্সিং। এর ফলে আবহাওয়ার অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। আরব, ইন্ডিয়ার কিছু অংশ, আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়ার মরুকরণ এর উদাহরণ।"

"কিন্তু এই হোঁচট খাবার কী কারণ?" ক্লে জানতে চাইল।

"অনেক কিছুই হতে পারে, " শ্রাগ করল কোরাল, "নিশ্চিত করে বলতে পারেনা কেউ।"

"কারণটা যাই হোক," বলল ড্যানি, "ফলাফলটা দেখতেই পাচ্ছ।"

সামনে বালিয়াড়িগুলো বিশাল আকার ধারণ করেছে। একেকটা প্রায় ছয়শ ফুট উঁচু। এই বালিয়াড়িগুলোর মাঝ দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে। এখানে পথ হারানো খুব সোজা। আর বালিয়াড়ির উপর দিয়ে চালাতে গেলে, গাড়ির আটকে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। সেই ঝুঁকি নেবার সুযোগ ওদের নেই।

ওমাহা সামনের দিকে বারাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চাইল, "তুমি রাস্তা ঠিক মত চেনো তো?"

শ্রাগ কর বিশাল আরব। যেকোনও প্রশ্নের সাধারণত এই একটাই উত্তর দেয় সে।

টাওয়ারের মত দাঁড়িয়ে থাকা বালিয়াড়িগুলোর দিকে তাকাল ওমাহা... ওগুলো পার করে আরো সামনে চলে গেল ওর দৃষ্টি। দিগন্তে কালো একটা দেয়াল দেখা যাচ্ছে। দ্রুত গতিতে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে।

পথ ভুল করলেই মৃত্যু।

৭:১৪ এ.এম.

কারার পাশে হাঁটছে সাফিয়া। রেহেমের সদস্যরা ওদের সামনে আর পেছনে ছড়িয়ে আছে। তিন ঘন্টা হলো হাঁটছে ওরা। পানি পান করার জন্য বা বিশ্রাম নেবার জন্য মাঝে মধ্যে থামছে। সাফিয়ার কাঁধে ব্যথা আবার শুরু হলেও, কোন অভিযোগ জানায়নি ও।

পুরো গোত্রটাই একসাথে হাঁটছে, এমনকি বাচ্চারাও।

কমবয়সী মেয়েদেরকে ভাল করে দেখছে সাফিয়া, ওরাও থেকে থেকে তাকাচ্ছে ওর দিকে। চেহারার মিল দেখে মনে হয়, সবাই একে অন্যের বোন। সবুজ চোখ, কালো চুল, একই রঙা ত্বক। এমনকি হাসলে, সবার গালের একই জায়গায় টোল পড়ে!

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মেয়েদের মাঝেও অমিল খুব কম। কেউ চিকন, আবার কেউ কিছুটা মোটা। কারও চুল ছোট তো কারও বড়। এছাড়া তেমন অমিল নেই।

গোত্রের হোজা, লু'লুও ওদের সাথেই আসছেন। রেহেম গোত্র উবারের প্রবেশদ্বারের প্রহরী। তাই এত দিন পর উবারের দরজা খুলে দেয়া হচ্ছে, এ কথা শুনতে পেয়ে কেউই এই অসাধারণ মুহূর্তের সাক্ষী হবার সুযোগ হারাতে চায়নি।

তিন ঘন্টা আগে থেকেই চুপ হয়ে আছেন লু'লু। কারা আর সাফিয়াও তেমন কোনও কথা বলেনি। তবে এখন নিরাবতা ভেঙে কথা বলল কারা, "এই বাচ্চাদের বাবা কারা? তারা কি পথে আমাদের সাথে যোগ দেবে?"

লুলু ভ্রূ কুঁচকে কারার দিকে তাকালেন, "কোন পুরুষলোক আমাদের গোত্রের অধিবাসী হতে পারেনা, নিষিদ্ধ।"

হোজার আগেরকার বলা কথা মনে পড়ে গেল সাফিয়ার। ওকে জন্ম দিতে গিয়ে ওর মা গোত্রের নিয়ম ভেঙ্গেছে। তাহলে কি অনুমতি নিতে হয় বাচ্চা জন্ম দেবার জন্য? এরা সবাই একরকম দেখতে কেন? রক্ত বিশুদ্ধ রাখার জন্য?

"তাহলে কি শুধু মেয়েরাই রেহেমের সদস্য?" জানতে চাইল কারা।

"একদা আমাদের সংখ্যা ছিল অনেক।" নিচু স্বরে বলল লু'লু, "এখন মাত্র ছত্রিশ। বিলকিস, শেবার রাণীর রক্তের শক্তি ধীরে ধীরে দূর্বল হয়ে আসছে। এখন মৃত বাচ্চা প্রসব হচ্ছে বেশি।"

"শক্তি? কোন ধরনের শক্তির কথা বলছেন?" সাফিয়া জিজ্ঞাসা করল।

লুলু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "যেহেতু তুমি আমাদের একজন, তাই তোমাকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। আমরা জানি, উবারের আশীর্বাদের কিছুটা হলেও তোমার মাঝে আছে।"

"পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে?" সাফিয়ার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল কারা।

নড করলেন লু'লু, "একটা সময়ে আমাদের গোত্রের সব দোআঁশলাকে পরীক্ষা করে দেখা হয়। আলমাজ আমাদের গোত্রকে ছেড়ে কোন পুরুষের শয্যা সঙ্গী হওয়া প্রথম রেহেম নয়। এর আগেও এমনটা ঘটেছে। কিন্তু যেসব বাচ্চা জন্মেছে, তাদের মাঝে খুব কম বাচ্চার মাঝে সেই আশীর্বাদ দেখা গিয়েছে।" সাফিয়ার কনুইয়ে হাত রাখল সে, "তেল আবিবের তোমার বোমা বিস্ফোরণের পরও বিস্ময়কারভাবে বেঁচে থাকার খবর পেয়েই আমাদের সন্দেহ হয়। "

তেল আবিবের কথা শুনে চমকে উঠল সাফিয়া। পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, ওর বেঁচে থাকাটা অলৌকিক।

"কিন্তু তোমাকে পরীক্ষা করে দেখার আগেই, তুমি দেশ ছেড়ে চলে যাও। আর ফিরে আসোনি। আমরা ভেবেছিলাম, তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি। এরপর চাবিটার আবিষ্কারের সংবাদ শুনতে পাই। তাও কিনা ইংল্যান্ডে, তোমার তত্ত্বাবধায়নে থাকা এক মিউজিয়ামে! এটা একটা নির্দেশনা ছাড়া আরকি!" আশা ফুটে উঠল তার গলায়।

"তুমি যখন ওমানে ফিরে এলে, আমরা তোমাকে খুঁজে বের করি।" টানেলের সামনের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বললেন লু'লু, "প্রথমে তোমার প্রেমিককে কিডন্যাপ করার চেষ্টা চালাই, যেন তাকে ব্যবহার করে তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি।"

আঁতকে উঠল কারা, "তাহলে আপনারাই ওমাহাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। কিন্তু যেহেতু সাফিয়াকে আমাদের কাছে আনতে ব্যর্থ হলাম, তাই সিদ্ধান্ত নেই আমরাই সাফিয়ার কাছে যাব।" সাফিয়ার দিকে ফিরে বললেন, "পুরনো পদ্ধতিতে তোমাকে পরীক্ষা করে দেখি আমরা। সাপ ব্যবহার করি।"

টানেলের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল সাফিয়া, "আপনারা ঐ কার্পেট ভাইপারকে পাঠিয়েছিলেন!"

লুলুও থমকে দাঁড়ালেন, সেই সাথে দাঁড়াল কারা আর কয়েকজন রেহেম। "এই ধরনের সাধারণ প্রাণিরা আমাদের আশীর্বাদ চিনতে পারে। ওরা আমাদের মত মহিলাদের কোন ক্ষতিই করে না, বরং আমাদের সংস্পর্শে এসে শান্তি খুঁজে পায়।"

গোসলখানার ঘটনাটা মনে পরে গেল সাফিয়ার, কিভাবে সাপটা ওর স্তনের উপর এসে শুয়ে পরেছিল, সন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল প্রাণিটাকে। এরপরেই মনে পরে গেল পরিচারিকার কথা, "নিস্পাপ মানুষ মারা পড়তে পারত!"

"আরে না," লু'লু সবাইকে এগোবার নির্দেশ দিলেন। "আমরা বোকা নই। ঐ সাপটার বিষদাঁত আগেই তুলে ফেলা হয়েছিল।"

সাফিয়া ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। এতটাই অবাক হয়ে গিয়েছে যে কি বলবে বুঝে পাচ্ছে না।

কিন্তু কারা হয়নি, "এই আশীর্বাদ বা শক্তিটা আসলে কী?"

"উবারের আশীর্বাদ প্রাপ্তরা নিজেদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মাঠের প্রাণিদের নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে সহজ। এসো, দেখাই।"

লুলু দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন, ছোট একটা গর্ত দেখা গেল মাটিতে। সেই গর্ত দিয়ে বাইরে বেড়িয়ে এল একটা অন্ধ ভোল (ইঁদুরের মত প্রাণি)। উঠে পড়ল লু'লুর বাড়িয়ে দেয়া হাতে। এক আঙুল দিয়ে ভোলটাকে আদর করলেন হোজা। এরপর ছেড়ে দিলেন ওটাকে।

"এধরনের সাধারণ প্রাণি নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজ।" কারার দিকে চেয়ে [illegible] করলেন তিনি, "এমনকি যেসব মন দূর্বল, সেগুলোকেও।"

অন্য দিকে নজর সরাল কারা।

"যাই হোক, মানুষের মনের উপরও আমাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আছে। কাছাকাছি থাকলে আমরা সর্বোচ্চ তাদের অনুভূতিকে কিছুটা ভোঁতা করে দিতে পারি, নিজেদের স্বল্প সময়ের জন্য লুকিয়ে রাখতে পারি। তবে শুধু আমাদের দেহটাকে..জামা কাপড় লুকানোটা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্ধকারে নগ্ন অবস্থায় এই কাজটা করা সবচেয়ে সহজ।"

কারা আর সাফিয়া একে অন্যের দিকে তাকাল, এতটাই বিস্মিত যে কথা বলার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। টেলিপ্যাথি! মন নিয়ন্ত্রণ!

লু'লু তাঁর পোশাক ঠিক করে নিলেন, "চাইলে নিজের উপরেও খাটানো যায় এই শক্তি। এটাই আমাদের সর্ব শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, যার দ্বারা আমরা রাণী বিলকিসের সাথে সংযুক্ত। তিনি আমাদের প্রথম আবার তিনিই আমাদের শেষ।"

শেবার রাণী সম্পর্কে শোনা বিভিন্ন গল্প মনে পড়ে গেল সাফিয়ার। আরব, ইথিওপিয়া আর ইসরায়েল জুড়ে এসব গল্প শোনা যায়। কী নেই এসব গল্পে? ম্যাজিক কার্পেট, কথা বলা পাখি এমনকি টেলিপোর্টেশনও আছে। রাণীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, রাজা সলোমনের ব্যাপারে বলা হয়ঃ তিনি প্রাণিদের সাথে কথা বলতে পারতেন। যে দাবীটা এখন হোজা লু'লু করছেন। জন কেনের উপর চিতার আক্রমণের কথা মনে পরে গেল সাফিয়ার। আসলেই কি এই মহিলারা প্রাণিদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

কারা নিরাবতা ভেঙে জিজ্ঞাসা করল, "আর নিজের উপর এই শক্তি খাটালে কী হয়?"

"আশীর্বাদ।" লু'লু আশায় পূর্ণ গলায় বললেন, "আমরা গর্ভবতী হয়ে পড়ি। কোন পুরুষ ছাড়াই জন্ম দেই বাচ্চার।"

অবিশ্বাসের দৃষ্টি চোখে নিয়ে একে অন্যের দিকে তাকাল কারা আর সাফিয়া।

"কুমারী মায়ের সন্তান জন্ম দেয়া..." ফিসফিসিয়ে বলল কারা।

কুমারী মাতা মেরির মত। সাফিয়া ভাবল। *এজন্যই কি প্রথম চাবিটা মেরির বাবা সমাধিতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল?*

লুলু বলেই চলছে, "কিন্তু আমাদের এই জন্ম দেয়াটা সাধারণ জন্ম দেয়া না। আমাদের জন্ম দেয়া বাচ্চার দেহ আমাদেরই মত, আমাদেরই রক্ত প্রবাহিত হয় তার শরীরে।"

সাফিয়া মাথা ঝাঁকাল, "কী বলতে চাইছেন।"

লুলু তার ছড়িটা উঁচু করে ধরলেন, চক্র এঁকে গোত্রের সবাইকে বোঝালেন। এরপর বললেন, "আমরা সবাই একই। আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে, আমরা জীনগতভাবে এক গঠনের। এটাই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। আমাদের নিজেদের গর্ভাশয় থেকে জন্ম নেয় আমাদেরই এক নতুন প্রজন্ম।"

"ক্লোন।" বলল কারা।

"না।" হোজা কী বোঝাতে চাইছেন, তা সাফিয়া বুঝতে পেরেছে। এই ধরনের জনন প্রক্রিয়া কিছু কিছু পোকা আর প্রাণির মাঝে দেখা যায়। বিশেষ করে মৌমাছির মাঝে।

"পার্থেনোজেনেসিস।" জোরে বলে উঠল সে।

কারাকে বিভ্রান্ত মনে হলো।

"এটা এমন এক জনন প্রক্রিয়া, যেখানে একজন মেয়ে নিজের জেনেটিক কোড সম্বলিত এক পূর্ণাঙ্গ ডিম্বাণু তৈরি করতে পারে। এরপর সেটা বড় হয়, জন্ম নেয় মায়ের জেনেটিক প্রতিলিপি।"

সাফিয়া টানেলের সামনে পেছনে চাইল। এই সব মহিলা...

কোন না কোনভাবে, এই মহিলারা তাদের টেলিপ্যাথিক শক্তি ব্যবহার করে অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় নতুন সন্তান জন্ম দেয়। একেবারে মায়ের অবিকল হয় সেই সন্তান...

মা...

দম যেন বন্ধ হয়ে এল সাফিয়ার। থেমে দাঁড়িয়ে আশেপাশের রেহেমদের দিকে তাকাল সে। লু'লুর কথা যদি সত্য হয়, যদি আসলেই ওর মা এই গোত্রের সদস্য হয়ে থাকে, তাহলে আসলেই চারিদিকের সবাই ওর মা। ওর মায়ের সবধরনের সম্ভাব্য রূপ এই মুহূর্তে সে দেখতে পাচ্ছে। ঐ নবজাতকটা ওর মা। এমনকি যে মহিলার স্তন পান করছে নবজাতকটা, সেও ওর মা। সবাই ওর মায়ের বিভিন্ন রূপ।

হোজার অদ্ভুত কথার অর্থ বুঝতে পারল সে।

আমরা সবাই তোমার মা।

আক্ষরিক অর্থেই কথাটা বলেছেন তিনি।

সাফিয়া আর কোন কথা বলার পূর্বেই, দুই জন মহিলা ওদেরকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। একজনের হাতে ছিল রুপালী স্যুটকেস, যেটাতে লোহার হৃদপিন্ডটা রাখা আছে। অন্য জনের হাতে শোভা পাচ্ছে শেবার রাণীর আবক্ষ মূর্তি সম্বলিত বর্শা। চেহারাটা নজরে পড়ল। হঠাৎ করেই পরিষ্কার হয়ে এল সবকিছু। টানেলের দেয়ালে হেলান দিতে বাধ্য হলো ও, "শেবা..."

নড করলেন লু'লু, "তিনিই আমাদের প্রথম আর তিনিই আমাদের শেষ।"

লু'লুর কিছুক্ষণ আগে বলা কথাটা মনে পড়ে গেল সাফিয়ার। *আমরা সবাই শেবার রাণী।*

চারপাশের রমণীদের দিকে তাকাল সাফিয়া। এরা যুগ যুগ ধরে নিজেদেরকে জন্ম দিয়ে আসছে অযৌন জনন প্রক্রিয়ায়। যাদের শুরু হয়েছে ইতিহাসের অন্যতম নামকরা রাণী থেকে।

বিলকিস, শেবার রাণী।

লুলুর চেহারার দিকে তাকাল সে, সবুজ চোখজোড়া একই সাথে প্রাচীন আবার বর্তমান।

কিভাবে সম্ভব?

আচমকা একেবারে সামনে থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

"পাহাড় শেষ হয়েছে।" বললেন হোজা, "এসো। উবাবের প্রবেশদ্বার অপেক্ষা করছে।"

৭ঃ৩৩ এ.এম.

পেইন্টার হাত দিয়ে সূর্যের আলো প্রতিহত করে সামনে তাকাল। দুই পাশে শুধু বালুর দেয়াল। ঝড়ের সময় এখানে আটকা থাকলে বাঁচতে পারবে না। বালিয়াড়ি ধ্বসে পড়ে ওদেরকে কিমা বানিয়ে ফেলবে।

ওদের চলার উপর থাকা দরকার।

বালিয়াড়ির মধ্য দিয়ে চলে আসা রাস্তা অনেক আগেই উধাও হয়েছে। এখন বালুর উপর দিয়ে অন্ধের মত চলতে হচ্ছে ওদের। সমস্যা হলো, বালু এখানে মুক্ত, কোন কিছুর সাথে আটকে নেই। আর তাই বালি ঢুকে অক্ষের সাথে শক্ত ভাবে আটকে গিয়েছে সামনের আর পেছনের চাকা।

"কোনভাবে ছাড়ানো যায় না?" জানতে চাইল ওমাহা।

"সময় নেই।" উত্তর দিল পেইন্টার।

নড করল বারাক, "লাভও নেই কোন।"

"তাহলে যতটা সম্ভব, রশদ হাতে নিয়ে হেঁটে যেতে হবে আমাদের।"

ড্যানি গুঙিয়ে উঠল, "আমাদের বাহন খুব ভেবে চিন্তে ঠিক করা উচিত।"

সরে এল পেইন্টার, "আমি ঐ বালিয়াড়ির উপরে উঠে দেখে আসি, শিশুর দেখা যায় কিনা। এক মাইলের বেশি দূর হবার কথা না। এর মাঝে যতটা পার, রশদ হাতে নিয়ে নাও।"

ওমাহা ওর পিছু নিল, "আমি নিজেই চেক করতে পারি।" ওকে আসতে দেখে বলল পেইন্টার।

কিন্তু ওমাহা ওর কথা শুনলে তো। বিরক্ত হলেও কিছু বলল না সে। তর্ক করার ইচ্ছা নেই।

ওমাহা ওর কাছে এসে বলল, "আমি দুঃখিত..."

বিভ্রান্ত পেইন্টার ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

"আরো সাবধানে চালানো উচিত ছিল।" হড়বড়িয়ে বলল ওমাহা।

"ওসব নিয়ে ভেব না। আমিও এরচেয়ে ভালভাবে চালাতে পারতাম না।"

"শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে আমি দুঃখিত।"

ওমাহা যে শুধু গাড়ির জন্যই ক্ষমা চাইছে না, সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছে পেইন্টার।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর, বালিয়াড়ির উপর এসে থামল ওরা। সামনে তাকাতেই অভাবনীয় এক দৃশ্য দেখতে পেল।

ছবির মত স্থির হয়ে আসে মরুভূমি, কোন পাখির কলতান নেই। নেই কোন পোকার ডাকের শব্দ। এমনকি বাতাসও বইছে না। ঝড়ের পূর্বের নিরবতা।

পেইন্টার আঁতকে উঠল আগুয়ান ঝড়টাকে দেখে। উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসছে ওটা। কয়েকবার নীলচে আভাও দেখতে পেল, স্থির বিদ্যুৎ।

ওদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো দরকার।

"ঐ যে।" হাত দিয়ে দেখালো ওমাহা, "খেজুর গাছ দেখা যাচ্ছে।"

আধ মাইল দূরে, সবুজের চিহ্ন দেখতে পেল পেইন্টার।

"শিশুরের মরুদ্যান।" বলল ওমাহা।

বেশি একটা দূরে নেই ওরা।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে কি দাঁড়ায়নি, পূর্ব দিকে আকাশে কিছু একটা নড়াচড়া করতে দেখল পেইন্টার। সূর্যের আলোতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেনা বলে, চোখ গলাল নাইট ভিশন গগলস, লো-লাইট ফিচার অন করে তাকাল ওদিকে।

"ওটা কী?"

"একটা ট্রান্সপোর্ট হেলিকপ্টার। ইউএস এয়ার ফোর্সের। থুমরাইত থেকে এসেছে মনে হয়ে। রেসকিউ মিশন চালায়। হয়তো ঝড়ের জন্য।"

"নাহ, ওটা ক্যাসান্দ্রার।" মাথার মাঝে মেয়েটার বলা কথাগুলো শুনতে পেল সে। *তুমি কি ভেবেছিলে, ইয়ামেনের সীমানার দিকে এগোচ্ছ-একথা আমি বিশ্বাস করব?* ক্যাসান্দ্রার গ্রুপ যে কত উঁচু পর্যায়ের লোকদের দলে ভেরাতে পেরেছে, তার প্রমাণ এখন নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে। এত শক্তিশালী লোকের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়বে সে? ওর দলে আছে আর মাত্র পাঁচজন, এদের সবার আবার মিলিটারি ট্রেনিং-ও নেই।

"তুমি নিশ্চিত?"

পেইন্টার ভালভাবে হেলিকপ্টারটার নেমে আসার জায়গাটা দেখল। "হ্যাঁ, ম্যাপে ঐ জায়গাটাই মার্ক করা।"

গগলস নামিয়ে রাখল সে, "আমাদের যাত্রা শুরু করা উচিত।"

নিচে নেমে এল ওরা।

"কত দূর?" জানতে চাইল কোরাল।

"আধ-মাইল হবে।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই।

কিন্তু কোরাল পেইন্টারের পাশে এসে দাঁড়াল, যেন ওর চিন্তার কারণ বুঝতে পারছে।

"ক্যাসান্দ্রা এসে গিয়েছে।" বলল সে, "এখান থেকে একটু পূর্বদিকেই আস্তানা গেড়েছে।"

শ্রাগ করল কোরাল, "ভালই হলো। বালিঝড়ে আটকা পড়ে যাবে। দুই একদিন বাড়তি সময় পাওয়া যাবে।"

নড করল পেইন্টার, লম্বা করে শ্বাস নিল। কোরাল ঠিকই বলেছে। "ধন্যবাদ।"

"ব্যাপার না, কমান্ডার।"

জমা করা রশদ ভাগ বাটোয়ারা করে নিল ওরা। সবচেয়ে বড়টা রাডার ইউনিটের। খুব ভারী জিনিসটা, কিন্তু মাটির নিচে পুঁতে রাখা কোন কিছু খুঁজতে হলে জিনিসটা কাজে দেবে।

রওনা দিল ওরা। প্রথমে গতি সন্তোষজনক হলেও, ধীরে ধীরে ক্লান্তির কারণে কমে এল তা।

বেশ কিছুক্ষণ লাগল শিশুরের কাছাকাছি এসে পৌঁছাতে। কিন্তু পারল ওরা। ছোট একটা বালিয়াড়ি থেকে নেমেই আবিষ্কার করল কয়েকটা আধুনিক বিল্ডিং, কাঠের তৈরি কিছু স্থাপনা আর ছোট একটা মসজিদ। শিশুর গ্রামে এসে পৌঁছেছে ওরা। রুব আল-খালির বিশাল বিস্তৃত লালের মাঝে এক টুকরা সবুজ।

গ্রামটা নীরব, নিস্তব্ধ। মনে হলো, পরিত্যক্ত কোন গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা। বাতাস আবার তার গতি ফিরে পেয়েছে। খোলা জানালা দিয়ে পতপত করে উড়ছে কাপড়ের পর্দা।

"এখানে কেউ নেই।" ক্রে বলল।

ওমাহা একপা এগোল, "সবাই জায়গাটা ছেড়ে গিয়েছে। অবশ্য এমনিতেও অফ-সিজনে এটা এভাবেই পড়ে থাকে। প্রধানত বাইত মুসান গোত্র ব্যবহার করে শিশুরের এই গ্রাম। আসা-যাওয়ার উপর থাকে এই বেদুইনেরা। ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হবার পরও, অবস্থার তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি।"

"এই ধ্বংসাবশেষগুলো কোথায়?" জানতে চাইল পেইন্টার।

উত্তর দিকে ইঙ্গিত করল ওমাহা। সমতল ভূমিকে চিরে একটা পাথরের তৈরি ছোট টাওয়ার মাথা উঁচু করে আছে।

প্রথম দেখায় পেইন্টার ভেবেছিল, ওটা আসলে কোন প্রাকৃতিক প্রবৃদ্ধি। কিন্তু ওমাহা ইঙ্গিত করার পর, ভালমত দেখে বুঝল প্রাকৃতিকভাবে পাথর এমন সারিবদ্ধভাবে লাগানো থাকে না। দেখতে অনেকটা ওয়াচ টাওয়ারের মত।

"উবারের দূর্গ।" বলল ওমাহা, "শহরটার সর্বোচ্চ পয়েন্ট। অধিকাংশ ধ্বংসাবশেষই মাটিতে চাপা পড়ে আছে।" গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল ওমাহা, ওর পিছু পিছু অন্যরা।

পেইন্টার একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে উবারে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু অনিশ্চয়তায় ছেয়ে আছে ওর মন। কি পাবে এখানে? উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসা বিপদের দিকে তাকাল সে। ঝড়টা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঝড় যেখানে বালিকে স্পর্শ করছে, নীলচে আভা তৈরি হচ্ছে সেখানে। বালিয়াড়ির সংস্পর্শে এলেই, আরো বড় আকারের নীলচে আলো দেখা যাচ্ছে। এমনকি একটা বেলুনের

মত গোলককে, ঝড়ের দেহ থেকে নেমে বালিয়াড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল সে। দম আটকে ফেলল পেইন্টার।

বল লাইটনিং!

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যেমন দেখেছিল।

অবশেষে চক্র পূর্ণ হল!

আরো কয়েক মুহূর্ত ব্যয় করে পেইন্টার দানবাকৃতির ঝড়ের দিকে তাকিয়ে রইল, বালু ঢুকে চোখ থেকে পানি ঝরছে। এ তো কেবল শুরু।

গ্রামের কেন্দ্রের দিকে এগোতে এগোতে পূর্ব দিকে তাকাল ও, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বালিয়াড়ি আটকে দিয়েছে ওর দৃষ্টি। কিন্তু জানে, ক্যাসান্দ্রা ওখানে কোথাও আছে।

হাঙরের মত... সাঁতার কাটছে পেইন্টারের আশেপাশে।

৮ঃ০২ এ.এম.

এমন যানবাহন আশা করেনি সাফিয়া। অন্তত রেহেম-এর মত এত প্রাচীন এক গোত্রের কাছ থেকে তো নয়ই। মরুভূমিতে চলার উপযুক্ত বগি-গাড়ির এই মুহূর্তে তীব্র গর্জন করে ছুটে যাচ্ছে সামনে। মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে ওদের বাহন, তবে টায়ার আর শক অ্যাবজর্বারের জন্য ঝাঁকি খেতে হচ্ছে না বেশি। তাও ঝুঁকি না নিয়ে, সাফিয়া ওর সামনে স্থাপিত বারটাকে আঁকড়ে ধরেছে। কারাও একই কাজ করেছে। দুজনের পরনেই এখন ডেজার্ট ক্লোক, হুড দিয়ে মাথার উপরিভাগ ঢাকা। চেহারার নিচ দিকটা ঢেকে রেখেছে একটা স্কার্ফ দিয়ে। চোখে সান-গগলস।

ওদের চালকের নাম জেহেদ, ষোল বছর বয়সী তরুণীর সবুজ চোখজোড়া উত্তেজনায় ঝিকমিক করছে।

ওদের পিছু পিছু আসছে এমন আরো কয়েকটা বগি-গাড়ি, প্রতিটায় পাঁচ জন করে রেহেম বসে আছে। বাহনগুলোর দুই পাশে চলছে এক ডজন স্যান্ড বাইক।

ক্যারাভানের এই অভাবনীয় গতির কারণ আর কিছু নয়, প্রয়োজনীয়তা।

উত্তর দিক থেকে যে ধেয়ে আসছে বালুঝড়।

পাহাড় কেটে বানানো টানেল দিয়ে বের হবার পর সাফিয়া দেখতে পায়, বগি-গাড়ি আর স্যান্ড বাইক ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। পুরো ধোফার পাহাড় পার হয়ে এসেছে ওরা, দাঁড়িয়ে আছে রুব আল-খালির ঠিক সীমানায়। কারা যানবাহনগুলো দেখে বলেছিল, ওর আশা ছিল উট বা আরো সাধারণ কোন কিছু দেখতে পাবে। লু'লু ওকে বুঝিয়েছিলেনঃ *আমাদের বংশ প্রাচীন হতে পারে, আমরা নই।* রেহেমের সদস্যরা সারাটা জীবন মরুভূমিতে কাটিয়ে দেয় না। শেবার রাণীর মতই ঘুরে

বেড়ায়, জ্ঞান অর্জন করে। ওদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, শেয়ার বাজারে শেয়ার আছে, এমনকি তেলের খনিতেও টাকা লগ্নি করা আছে।

এই মুহূর্তে যত দ্রুত সম্ভব শিশুরের দিকে এগোচ্ছে ওরা, ঝড়টা এসে পড়ার আগেই পৌঁছাতে চাচ্ছে।

সাফিয়ার আপত্তি করার কোন কারণ নেই। ওর ধোঁকাটা কতক্ষণ ক্যাসান্দ্রাকে বোকা বানিয়ে রাখতে পারবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ক্যাসান্দ্রার আগেই পৌঁছাতে হবে ওকে।

লুলু আর রেহেমের অন্যান্যরাও ওর উপর ভরসা করছে। হোজা বলেছিলেনঃ *যেহেতু চাবি গুলো তোমার কাছে এসে ধরা দিয়েছে, তাই আশা করা যায় প্রবেশদ্বারের ক্ষেত্রেও তাই হবে।* কিন্তু সাফিয়া ভয় পাচ্ছে-অন্তর্দৃষ্টি আর জ্ঞানের মাধ্যমে এতদূরে আসতে পেরেছে সে। তবে আশা করছে সামনেও এগুলো ওকে বিমুখ করবে না।

সামনের সিটে বসে আছেন লু'লু। মোটোরোলা ওয়াকি-টকিতে কথা বলছেন আর শুনছেন। কিন্তু বাতাসের গর্জনে কিছুই শুনতে পেল না সাফিয়া।

"ঝামেলা হতে পারে," চিৎকার করে বললেন লু'লু, "স্কাউটরা বলছে, একদল অস্ত্রধারী শিশুরে প্রবেশ করেছে।"

সাফিয়ার হৃদপিন্ড যেন লাফ দিয়ে গলার কাছে চলে এল। *ক্যাসান্দ্রা...*

"হয়তো কেবল ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য ওখানে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। একটা ভ্যান খুঁজে পেয়েছে আমাদের স্কাউট।"

সামনে ঝুঁকে এল কারা, "ভ্যান... নীল ভোক্সওয়াগন?"

"কেন?"

"আমাদের বন্ধুরা হতে পারে।"

সাফিয়ার দিকে চাইল কারা, চোখে আশা।

লুলু আবার তার ওয়াকি-টকির দিকে মনোযোগ দিলেন, কিছুক্ষণ পর কারার দিকে ফিরে বলল, "হ্যাঁ। নীল ইউরোভ্যান।"

"ওরাই তাহলে।" খুশি হয়ে উঠল কারা। "কিন্তু আমরা কোথায় যাব, সেটা টের পেল কিভাবে?"

মাথা নাড়ল সাফিয়া, অসম্ভব ব্যাপার মনে হচ্ছে। "তাও আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। হয়তো ক্যাসান্দ্রার লোকরা ওদেরকে ধরে ফেলেছে।"

আরো দশ মিনিট পর, শিশুরের স্থাপনাগুলো চোখে পড়ল ওদের। গ্রামের ছোট মসজিদটার মিনার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরেই থামল বাহনগুলো। কয়েকজন মহিলা সাথে সাথে নেমে শুয়ে পড়ল মাটিতে, ওদের পরণের ডেজার্ট ক্লোকের কারণে বালুর সাথে মিশে গেল। প্রত্যেকের হাতেই স্নাইপার রাইফেল।

সাফিয়াও নামল, ভয় পাচ্ছে-ভুল করে গুলি না করে বসে কেউ। নামল কারাও।

কিন্তু গ্রামটাকে পরিত্যক্ত মনে হলো সাফিয়ার। ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে সবাই লুকিয়ে পড়েনি তো?

ভাল মত নজর বুলালো সে।

উত্তর দিকে পনের একর জুড়ে ধ্বংসাবশেষ, যেটাকে ঘিরে ধরে আছে ক্ষয়প্রাপ্ত দেয়াল। বালু খুঁড়ে বের করা হয়েছিল ওগুলোকে, এরপর আবার মেরামত করা হয়েছে। দেয়ালের মাঝে মাঝে আছে গার্ড টাওয়ার, এক তলা সমান লম্বা। কিন্তু ধ্বংসাবশেষের সবচেয়ে আকর্ষনীয় উপাদান হলো কেন্দ্রীয় দূর্গটা। পাথর দিয়ে নির্মিত দালানটা তিন তলা সমান উঁচু। একটা ছোট পাহাড়ের উপরে বসে আছে যেন সেটা। তাকিয়ে আছে গভীর, আঁকাবাঁকা হয়ে ফাটল ধরা মাটির দিকে। ফাটলটা দেয়াল পরিবেষ্টিত এলাকার প্রায় পুরোটাকে গিলে ফেলেছে।

সাফিয়া জানে, দুর্গের মাত্র অর্ধেকটা দেখতে পাচ্ছে সে। বাকি অর্ধেকটা গিলে নিয়েছে ঐ ফাটল। সিংকহোলের ভেতর আছে বাকি অর্ধেকটা। আধুনিক ব্যাখ্যাও আছে এই দুর্ঘটনার। এই এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির নিচে নেমে যাওয়াই দুর্ঘটনার কারণ। শহরটার ঠিক নিচেই ছিল প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি এক জলাধার। বহু ব্যবহার আর খরার কারণে শুকিয়ে যায় ঐ জলাধার। একপর্যায়ে তার ছাদ ধ্বসে পড়ে। তৈরি হয় সিংকহোলের।

গ্রাম থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতে, নড়াচড়া নজরে পড়ল সাফিয়ার।

দরজা দিয়ে একটা অবয়ব বের হয়ে এসেছে, পরণে ডিসডাসা রোব, মাথায় ওমানি রীতিতে কাপড় পেঁচানো। একটা মগ উপরে তুলল সে।

"কেবল মাত্র একটা পট চড়ালাম।"

থমকে দাঁড়াল পড়ল সাফিয়া। গলার স্বর পরিষ্কার চিনতে পেরেছে...ওমাহা।

এক পশলা স্বস্তি বয়ে গেল ওর দেহে। কি করছে তা বুঝতে পারার আগেই, দৌড় দিল ওর দিকে, চোখ ভরে গিয়েছে কান্নায়।

খোয়া বিছানো রাস্তায় হুমড়ি খেল সে।

"ওখানেই দাঁড়াও।" সাবধান করল ওমাহা।

আশেপাশের দরজা-জানালা থেকে রাইফেলের নল উঁকি দিল।

ফাঁদ...

দাঁড়িয়ে পড়ল সাফিয়া, একই সাথে অবাক আর আহত। কিন্তু কোন কিছু বলার বা করার আগেই, পিছন থেকে ওকে জাপটে ধরল কেউ। টান দিয়ে ঘুরিয়ে দিল ওর দেহ। চুলে টান দিকে গলাটা উন্মুক্ত করল একটা হাত, সেই সাথে গলায় চামড়ায় ঠান্ডা একটা স্পর্শ অনুভব করল সে।

আলো পড়ে ঝকঝক করে উঠল একটা ড্যাগার।

কানে এল ছুরিটার চেয়েও শীতল একটা কণ্ঠ, "তোমরা আমাদের এক বন্ধুকে কিডন্যাপ করেছ।"

ওমাহা এগিয়ে এসে বলল, "অনেক আগেই তোমাদেরকে আসতে দেখেছি।"

"ড. আল-মায়াজ কোথায়?" হিসহিসিয়ে বলল শীতল কণ্ঠটা।

সাফিয়া বুঝতে পারল স্কার্ফ আর গগলসের জন্য, চেহারা ঢাকা পরে গিয়েছে। তাই ওকেও রেহেমদের একজন বলে ধরে নিয়েছে ওর বন্ধুরা। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবরণ সরিয়ে ফেলল সে।

এক পা পিছিয়ে গেল ওমাহা, "ওহমাইগড, সাফি..."। শক্ত করে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল সে।

কাঁধে ব্যথা পেল সাফিয়া, "ওমাহা, আমার কাঁধ।"

সাথে সাথে ওকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল সে।

এবার ওর আক্রমণকারীর দিকে তাকাল সাফিয়া। পেইন্টার। হাতে ড্যাগার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেনা মানুষটার সাথে এই মানুষটাকে মেলাতে চাইল সে, কিন্তু পারল না।

পিছিয়ে গেল পেইন্টারও, চেহারায় স্বস্তির ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু নীল চোখজোড়াতে যে অনুভূতি দেখা যাচ্ছে, তা চিনতে পারা কষ্ট। লজ্জা আর আফসোস।

রেহেম গোত্রের সবাই ঘটনাটা দেখেছে। সাফিয়াকে উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত ওরা। যেকোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কারা থামাল মহিলাদের। এগিয়ে এসে হাত উঁচু করে বলল, "সবাই যার যার অস্ত্র নামিয়ে রাখ। ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে।"

ওমাহা মাথা ঝাঁকাল, "ওই মেয়ের আসলে নিজের চেহারা দেখাবার দরকার নেই। গলাটাই যথেষ্ট।"

"কারা..." অবাক পেইন্টার বলল, "কিভাবে?"

ওমাহার নজর সাফিয়ার দিকে, "তুমি ঠিক আছ তো?"

"হ্যাঁ।" কোনক্রমে বলল সাফিয়া।

কারা যোগ দিল ওদের সাথে, "ওকে ওর মত থাকতে দাও।" হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার মত করে পুরুষ দুজনকে সরিয়ে দিল সে, "শ্বাস নিতে দাও।"

ওমাহা ওদের দিকে এগিয়ে আসা রেহেমদের দিকে নড করে বলল, "তোমার বন্ধুরা কে?"

কারা শ্রাগ করল, "ওটা বোঝাতে অনেক কথা বলতে হবে।"

৮ঃ২২ এ.এম.
খোলা মরুভূমি

ক্যাসান্দ্রা ওর তাঁবু থেকে বেড়িয়ে এল। জিনিসটা ডিজাইন করেছিল ইউ এস আর্মি। আশি মাইল গতিবেগের বাতাসও সহ্য করতে পারে। ওর মত ওর দলের অন্যান্যরাও একই ধরনের তাঁবু ব্যবহার করছে। ট্রাকগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে বাতাসকে বাঁধা দেবার কাজে। সবকিছু দেখে নিয়ে আবার প্রবেশ করল তাঁবুতে।

ঠিক ঠাকভাবেই চলছে কাজ। জিপিএস ব্যবহার করে, ওদের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। পৃথিবীর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান স্যাটেলাইটগুলো এখন ওদের অবস্থান জানে। যেকোন মুহূর্তে ওর কম্পিউটারাইজড ম্যাপিং সিস্টেমে তথ্য আসা শুরু হবে।

কয়েকঘণ্টা এখনও হাতে আছে ক্যাসান্দ্রার। এরপর বালিঝড়ের স্থির বিদ্যুৎ ওর যন্ত্রপাতিকে ঠিক মত কাজ করতে দেবে না। বন্ধ রাখতে হবে ওগুলো। কয়েকটা ঘন্টা ওদের অবস্থানের উপর ফোকাস করা LANDSAT স্যাটেলাইট থেকে তথ্য পাবার জন্য যথেষ্ট। বালুর ষাট ফুট নিচেও দেখতে পায় এই স্যাটেলাইটের রাডার। বালু ঝড় বন্ধ হয়ে গেলেই, কোথায় খুঁজতে হবে তা বুঝতে পারবে ক্যাসান্দ্রা।

একটা ল্যাপটপের সামনে বসল সে। লগ ইন করে স্ক্রিনে নিয়ে এল স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া তথ্য। পাঁচ মিনিট আগেই সব ডাউনলোড হয়ে যাবার কথা। আস্তে আস্তে মরুভূমির ম্যাপ ফুটে উঠল স্ক্রিনে। ট্রাক, তাঁবু এমনকি বালু খুদে বানানো ল্যাট্রিনটাও চিনতে পারল সে। একেবারে নিখুঁতভাবে ওদের অবস্থান চিনে নিতে পেরেছে স্যাটেলাইট।

এবার আরেকটা ইমেজ ফুটে উঠল স্ক্রিনে। এই ইমেজটার জন্যই এত অপেক্ষা।

সামনের দিকে ঝুঁকে এল ক্যাসান্দ্রা।

মরুভূমির ম্যাপ দেখতে পেল সে। বালুর নিচের পাথুরে মাটি নজরে পড়ল। পুরোটাই সমতল, তবে মাঝে মাঝে নদী খাতের রেখে যাওয়া দাগও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হলো মেয়েটা।

গিল্ডের টাকা খায়, এমন কয়েকজন জিওলজিস্টের কাছে তথ্যগুলো পাঠাবে সে। হয়তো তারা কিছু ধরলেও ধরতে পারে।

তাঁবুর ঢাকনি সরাবার আওয়াজ পেয়ে সেদিকে তাকাল সে।

জন কেন এসে ঢুকল ওর তাঁবুতে। "আমরা ড. আল-মায়াজের সিগন্যাল ট্রেস করতে পেরেছি।"

"কোথায়? কখন?"

"আট মিনিট আগে, ঠিক কোথায় আছে সে-তা বের করতে আরো কয়েক মিনিট সময় লেগেছে। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটা চলাফেরা বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে।"

ক্যাসান্দ্রার টেবিলের উপর এসে ম্যাপে নির্দেশ করল সে, "এখানে।"

মেয়েটা ঝুঁকে এল, "শিশুর। ওখানে কি আছে?"

"আমি থুমরাইতের একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলল, অনেক আগে নাকি ওখানে উবারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল।"

ক্যাসান্দ্রা এক দৃষ্টিতে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে রইল। লাল একটা বৃত্ত ওর বর্তমান অবস্থানটা বোঝাচ্ছে। ওখানে আঙুল বসিয়ে জবের সমাধির দিকে এগোল সে। শিশুরের উপরে আঙুল আসতেই থামল।

চোখ বন্ধ করল সে। মনাসচোখে ভাসিয়ে তুলছে কিউরেটরের সেই অদ্ভুত ভঙ্গি। ম্যাপটায় বৃত্ত আকার সময়ও মনে হচ্ছিল কিউরেটর মনে মনে কিছু একটা হিসাব করছে।

"হারামজাদী...কুত্তী..." মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল ক্যাসান্দ্রার হাত। রাগে যেন ফেটে পড়ল ওর ভেতরটা। কিন্তু একই সাথে সাফিয়ার প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধাবোধ না করেও পারল না।

জন কেন দাঁড়িয়েই রয়েছে, চেহারা কুঞ্চিত।

ক্যাসান্দ্রা স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ইমেজের দিকে তাকাল, "এখানে কিছুই নেই। ঐ হারামজাদী আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। আমরা ভুল জায়গায় আছি।"

"ক্যাপ্টেন?"

কেনের দিকে তাকাল সে, "সবাইকে বলে দাও, আমরা এখনই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। পরবর্তী দশ মিনিটের মাঝেই।"

"বালি ঝড়-"

"চুলায় যাক। হাতে এখনও যথেষ্ট সময় আছে। এখানে আটকে থাকা চলবে না।" কেনকে ঢাকনি পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল সে, "অস্ত্র বাদে সবকিছু রেখে যাও।"

কেনকে বের করে দিল সে।

নিজের সাথে যে কেসটা সবসময় রাখে, সেটা থেকে একটা ছোট রেডিও ট্রান্সমিটার বের করল সে। একটা আঙুল রাখল বাটনের উপর। আলতো এক চাপেই কিউরেটরের ট্রান্সপ্ল্যান্টের সাথে লাগানো সি-ফোর ফাটিয়ে দিতে পারে সে।

নিজেকে সামলে নিল সে, হাত সরিয়ে ফেলল। না, দয়ার জন্য না। সাফিয়া নিজের দক্ষতা সন্দেহাতীত ভাবেই প্রমাণ করেছে। হয়তো আবারও মেয়েটাকে কাজে লাগতে পারে।

কিন্তু তারচেয়ে বড় কারণ হলো, ক্যাসান্দ্রা চায় পেইন্টারের চোখের সামনে মারা যাক সাফিয়া।

পিকিং এ লক

৪ঠা ডিসেম্বর, ৯:০৭ এ.এম.
শিগুর

সাফিয়া গগলসটাকে জায়গা মত বসাল, "উপস্থিত সবার হাতে যার যার যন্ত্রপাতি আছে তো?"

"বাইরের অবস্থা দেখে মনে হয় যেন রাত নামছে।" ক্রে খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল। বাতাসের হাত থেকে কিছু হলেও রক্ষা করতে পারবে, এমন একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে ওরা।

বাইরে তাকাল সাফিয়া। ঝড় প্রায় এসে পড়েছে, পুরো দুনিয়া যেন অন্ধকার হয়ে আছে। নষ্ট করার মত সময় একদমই নেই।

শিগুরের ঘরগুলো অধিকাংশ সময় ফাঁকা পরে থাকে। এগুলোর অধিবাসীরা যাবার সময় সবকিছু সাথে করেই নিয়ে যায়। এমনকি পর্দাগুলোও।

"তোমাদেরকে যেভাবে ভাগ করে দেয়া হয়েছে, সেভাবে জায়গাগুলো খুঁজে দেখ।" বলল সাফিয়া। একটা দেয়ালে ম্যাপ টাঙ্গানো আছে। মোট পাঁচটা ভাগে সে ভাগ করেছে ম্যাপটাকে। মেটাল ডিটেক্টর হাতে পাঁচটা দলকে খোঁজার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। একে অন্যের সাথে রেডিও ব্যবহার করে যোগাযোগ রাখবে ওরা। একেবারে বাচ্চা বাদে সবাইকে কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

"যদি কেউ কিছু খুঁজে পাও, তাহলে সেটাকে মার্ক করে রাখবে। তোমার সাথীরা খুঁড়ে দেখবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু তোমরা খোঁজ চালিয়ে যাবে।"

নড করে সবাই ওর নির্দেশ মেনে নিল।

"আর যদি আসলেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া যায়, তাহলে রেডিওতে জানাবে। আমি এসে দেখে যাব। মনে রেখ..." স্লিং বাঁধানো হাতে পড়া ঘড়িটায় টোকা দিল সে, "পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর, সবাই এখানে ফিরে আসবে। ঝড়ের প্রধান তান্ডব শুরু হবে প্রায় এক ঘণ্টা পর। তাই বাতাস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকব আমরা। বুঝতে পেরেছ সবাই?"

কেউ প্রশ্ন করার জন্য হাত তুলল না।

"ঠিক আছে তাহলে, কাজে লেগে পড়।"

মোট ত্রিশজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। যেহেতু দুর্গের কাছে উবারের প্রবেশদ্বার খুঁজে পাবার সম্ভাবনা বেশি, তাই সাফিয়া অধিকাংশকে নিয়ে সেদিকেই রওনা হলো।

বাতাসের ঝাপটা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঁক ঘুরে একটা বিল্ডিং পার হয়েই, হাওয়ার ধাক্কায় পিছিয়ে এল সাফিয়া। মনে হলো যেন, খোদা নিজ হাতে ওকে ধাক্কা দিচ্ছে!

পেইন্টার যে বারবার সন্দেহের দৃষ্টিতে হোজার দিকে তাকাচ্ছে, তা ওর নজর এড়ায়নি। দুদলই নিজেদের সাথে ঘটা ঘটনাগুলো খুলে বলেছে। সাফিয়ার কথা যে পেইন্টারের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে, তা তখনই বুঝতে পেরেছে।

গ্রামের প্রধান অংশটা পার হয়ে এসে, ধ্বংসাবশেষে ঢুকল ওরা। যার যার নির্ধারিত এলাকার দিকে রওনা হলো। ওমাহা আর ড্যানি স্যালুট ঠুকে রওনা দিল সিংকহোলের দিকে। দুই ভাইয়ের মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা খুব কাজে আসবে। আরেকটা সম্ভাব্য স্থান হলো ফাটলটা।

ওমাহার পছন্দ হয়নি ব্যাপারটা। সাফিয়া ফিরে আসার পর থেকে প্রতি পদে মেয়েটাকে অনুসরণ করছে সে। তাই এখন আলাদা হওয়াটা পছন্দ না হওয়াই স্বাভাবিক।

পেইন্টারের ব্যাপারটা আলাদা। লোকটা কেন জানি সাফিয়ার সাথে একটা দূরত্ব বজায় রাখছে। ওদের সম্পর্কটা যেন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। সাফিয়া অবশ্য তার কারণটাও জানে। ওর গলায় ড্যাগার ধরার সময়, পেইন্টার নিজের চরিত্রের এক গোপন দিক দেখিয়ে ফেলেছে। ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে, তা বুঝতে পারছে না দুইজনের কেউই। সাফিয়া শক পেয়েছে, আর পেইন্টার খোলসে গিয়ে ঢুকেছে।

কাজের দিকে মনোযোগ ফেরাল সাফিয়া। পাহাড়ের উপর উঠে এসেছে ওরা, সামনে ধ্বংসাবশেষ পূর্ণ এলাকা দেখতে পাচ্ছে। এক দশক পর আবার এই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে সাফিয়া। তখন শুধু দূর্গটাই ছিল, আর এখন পুরো শহরটাকে খুদে বের করা হয়েছে।

এমনকি ত্রিশ ফুট গভীর সিংকহোলটাও ভালমত পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

কিন্তু দূর্গটাই সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। খাঁজে খাঁজে পাথরগুলো বসিয়ে ঘসিয়ে বানানো হয়েছে দূর্গটা, যার বেস চতুর্ভুজাকৃতি। প্রতি বাহু ত্রিশ গজ লম্বা।

দূর্গে প্রবেশ করার পথটা খুঁজল মেয়েটা।

পেইন্টার একটা টর্চ জ্বালালো, "খোঁজ শুরু করা যেতে পারে।"

সাফিয়া প্রবেশ করল ভেতরে, সাথে সাথে যেন বন্ধ হয়ে গেল বাতাসের প্রবাহ। লুলুও তার সাথে যোগ দিলেন।

বারাক মেটাল ডিটেক্টরটা চালু করে দিল।

হল ঘর থেকে সাত ধাপ নিচে একটা জানালা বিহীন চেম্বার দেখা গেল, মনুষ্য-নির্মিত।

"ঐ রুমটাতে খুঁজে দেখ।" বারাককে নির্দেশ দিল সাফিয়া।

ওদিকে পেইন্টার আর ক্লে রাডার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

দেয়াল আর সিলিং-এর দিকে আলো ফেলল সাফিয়া। নগ্ন পড়ে আছে ওগুলো। তবে এখানে আগে কখনও ক্যাম্প ফায়ার ধরানো হয়েছিল। ধোঁয়া কালো হয়ে লেগে আছে ছাদে।

হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিল সে, চোখ দিয়ে সূত্র খুঁজছে। বারাক মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে কিছুই খুঁজে পেল না। ধাতব কিছু নেই এখানে।

ঘরটার ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াল সাফিয়া। দূর্গের ভেতরের এই একটা মাত্র চেম্বার এখনও অক্ষত আছে। ওয়াচ টাওয়ারটা ভেঙে পড়েছে অনেক আগে। সেই সাথে ধ্বংস করে দিয়েছে এই চেম্বারের উপরের ঘরগুলো।

রাডারটা চালু করল পেইন্টার, এই জিনিস নিয়ে মাটির নিচে কী আছে-সে ব্যাপারেও ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা হলো জিনিসটা বড় আর ভারী। তাই ক্লে কে দেখা গেল মনিটরটা টেনে আনছে। সাফিয়া এগিয়ে এল, নিচে কোনও গোপন বেসমেন্ট থাকলে তা মনিটরে দেখা যাবে।

নাহ, কিচ্ছু নেই। শুধু লাইমস্টোন।

সোজা হয়ে দাঁড়াল সাফিয়া, যদি উবারের গোপন হৃদয়ের কোন রহস্য থেকেই থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই মাটির নিচে আছে। কিন্তু কোথায়?

হয়তো ওমাহার ভাগ্য শিকে ছিঁড়বে।

সাফিয়া রেডিও তুলে ধরল, "ওমাহা, শুনতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। কী হয়েছে? কিছু খুঁজে পেয়েছ?"

"নাহ। তোমরা?"

"এখন পর্যন্ত কিছু পাইনি।"

ভ্রূ কুঁচকে গেল সাফিয়ার। উত্তর এই দুই জায়গার কোথাও না কোথাও থাকার কথা। এই দূর্গটা হলো উবারের কেন্দ্র। রাণীর তো উবারের হৃদয়কে ধারে কাছে কোথাও রাখার কথা। আর সেই পথটাকেও লুকিয়ে রাখবার কথা।

লুলুর দিকে ফিরল সে, "আপনি বলেছিলেন, এখানকার দূর্ঘটনার পর, রাণী উবাবের প্রবেশদ্বার সিল করে দেন আর চাবি গুলোকে লুকিয়ে ফেলেন।"

নড করলেন লু'লু, "যতদিন পর্যন্ত না উবার আবার উন্মুক্ত হবার যোগ্য হয়।"

"তারমানে, সিংকহোলের কারণে প্রবেশদ্বারটা ধ্বংস হয়নি।" *কাকতালীয় ব্যাপার। একটু বেশিই কাকতালীয় ব্যাপার।*

"হয়তো এখানে চাবিগুলো নিয়ে আসলে কিছু ঘটবে।" পরামর্শ দিল পেইন্টার।

"নাহ।" পাত্তা দিল না মেয়েটা। গেট পাবার পর চাবিগুলো কাজে আসতে পারে। কিন্তু গেটটা কে তো আগে খুঁজে পেতে হবে।
দীর্ঘশ্বাস ফেলল পেইন্টার, "আবার রাডার দিয়ে খুঁজে দেখব?"
সাফিয়া মাথা নাড়ল। "নাহ, ভুল হচ্ছে আমাদের। আমরা অনেক বেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। এতে কাজ হবে না।"
পেইন্টারকে আহত মনে হলো, হাজার হলেও প্রযুক্তি নিয়েই ওর কাজ।
"আমরা খুব বেশি আধুনিক চিন্তা করছি-মেটাল ডিটেক্টর, রাডার, ম্যাপ। এগুলো তো আগেও করা হয়েছে। এর অর্থ গেটটা আসলে প্রাকৃতিক ভূচিত্রের একটা অংশ। যন্ত্রপাতি বাদ দিয়ে মাথা খাটিয়ে আমাদের তা বের করতে হবে।"
লুলুকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল মেয়েটা। শেবার রাণী আর লু'লু দেখতে একই রকম। কিন্তু মিল কি শুধু চেহারাতেই শেষ? স্বভাবে কি কোন মিল নেই?
রেজিনাল্ড কেনসিংটনের কথা মনে পড়ে গেল ওর। এতদিন ধরে ব্যাপারটা গোপন রেখেছেন লু'লু। নিশ্চয় দেহটাকে তার খুঁড়ে বের করতে হয়েছে, এরপর পাহাড়ের আস্তানায় নিয়ে যেতে হয়েছে। অথচ চাবিগুলো আবিষ্কৃত হবার আগে তিনি কিছুই বলেননি। একাগ্রতার পরাকাষ্ঠা যেন।
হয়তো রাণী বিলকিসও এমন ছিলেন। একাগ্রতার পরাকাষ্টা।
আচমকা ভেতরটা যেন ঠান্ডা হয়ে এল সাফিয়ার। মাথায় খেলে যাওয়া প্রথম প্রশ্নটা মনে পড়ে গেল। *সিংকহোলের কারণে প্রবেশদ্বারটার কোন ক্ষতি হলো না কেন?* উত্তরটাও সাথে সাথে ধরতে পারল। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল ওর চোখ। উল্টো দিকে এগোতে হবে ওকে!
ওর চেহারা দেখে পেইন্টার কিছু একটা আন্দাজ করতে পারল, "সাফিয়া...?"
"আমি জানি প্রবেশদ্বারটাকে কিভাবে সীল করা হয়েছে।"

৯ঃ৩২ এ.এম.

পেইন্টার দ্রুত পায়ে ওদের অস্থায়ী আবাস থেকে চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেল। সাফিয়া ওকে Rad-X স্ক্যানারটা আনতে পাঠিয়েছে। জিনিসটা ওরা পেয়েছে ক্যাসান্ড্রার এসইউভিতে। জিনিসটার ব্যবহারও মেয়েটার কাছ থেকে শিখেছে সাফিয়া।
শুধু স্ক্যানারটাই না, আরো একগাদা যন্ত্রপাতি খুঁজে পেয়েছিল পেইন্টার। কোরাল খুব খুশী হয়েছিল ওগুলো দেখে। তাই পুরো কেসটাই নিয়ে এসেছিল সে।

এগোতে গিয়ে পদে পদে বাঁধা পাচ্ছে পেইন্টার, বাতাসের বাঁধা। ধুলি মিশ্রিত বাতাস যেন চাবুক হানছে ত্বকের উন্মুক্ত স্থানগুলোতে। নাকে ভেসে আসছে বিদ্যুতের গন্ধ। নীলচে আভাও দেখতে পাচ্ছে সে। নাসার চালানো পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এধরনের বালুঝড়ের প্রধান ক্ষতিকারক উপাদান বালু কিংবা বাতাস না, স্থির বিদ্যুৎ।

মাথা নিচু করে দূর্গের দিকে রওনা হলো পেইন্টার। জায়গা মত পৌঁছে, উপরে না উঠে নিচের দিকে নামল সে। সিংকহোলটার দিকে। ওটার লম্বা অক্ষ পূর্ব-পশ্চিম বরাবর। পশ্চিম দিকের প্রান্তে অবস্থিত দূর্গটা।

সাফিয়া তার দল নিয়ে সিংকহোলের পুর্ব দিকে আছে। রেহেমদের অনেকেও চলে এসেছে। বাতাসের হাত থেকে বাঁচতে, মাটিতে শুয়ে আছে তারা।

ওমাহা, কারা আর সাফিয়া তাকিয়ে আছে রাডারের মনিটরের দিকে। "এই যে," মনিটরে কিছু একটা দেখাল সে, "এই পকেটটা দেখ। সারফেস থেকে মাত্র তিন ফুট দুরে।"

"ক্রে," ওমাহা বলল এবার, "রাডারটাকে দুই ফুট পিছিয়ে আনো তো। হয়েছে।"

পেইন্টার যোগ দিল ওদের সাথে, "কিছু পেলে?"

"একটা চেম্বার।" উত্তর দিল সাফিয়া।

ওমাহা ভ্রূ কুচকালো, "প্রাচীন কূপের অংশ এটা। অনেক আগেই শুকিয়ে গিয়েছে।"

পেইন্টার মনিটরের দিকে তাকাল। স্ক্যানারের ঠিক নিচে অবস্থিত ভূ-গর্ভস্থ এলাকার একটা ম্যাপ ভেসে উঠল। কোণের মত দেখতে এলাকাটা, উপরে চিকন কিন্তু নিচে মোটা।

"সবচেয়ে চওড়া জায়গাটাও মাত্র দশ ফুট।"

সাফিয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল, পেইন্টারকে জিজ্ঞাসা করল, "রেডিয়েশন ডিটেক্টর এনেছ?"

"হ্যাঁ।" কেসটা দেখিয়ে দিল সে।

"স্ক্যানারটা চালু কর।"

নির্দেশ মত কাজ করল পেইন্টার। যন্ত্রটা চালু হলে বলল, "রেডি।"

ধীরে ধীরে এক পাক ঘুরল সে। সাফিয়া কি সন্দেহ করছে।

লাল নিডলটা একবিন্দুও নড়ল না।

"কিচ্ছু নেই।" বলল সে।

"আমি বলেছিলাম-" ওমাহা মুখ খুলল। কিন্তু কথা শেষ করার আগেই ওকে থামিয়ে দিল সাফিয়া, "ক্লিফের দিকটা পরীক্ষা করে দেখ। কাছে যাও।"

এবারও নির্দেশ মত কাজ করল পেইন্টার। ক্লিফের কাছে পৌঁছে ডিটেক্টর অংশটা একটু নাড়াল।

হালকা নড়ে উঠল নিডল।

নিজের দেহ ব্যবহার করে, বাতাসের ঝাঁপটা থেকে আড়ালে রাখল যন্ত্রটা। কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে স্থির হলো নিডল। খুব দূর্বল রিডিং পাচ্ছে। কিন্তু পজিটিভ রিডিং তো!

চিৎকার করে বলল, "এখানে কিছু একটা আছে!"

সাফিয়া উত্তর দিল, "ক্লে যেখানে আছে, ওখানেই খুঁড়তে হবে। তিন ফুট নিচে।"

ওমাহা ঘড়ি দেখল, "আর মাত্র বিশ মিনিট সময় আছে।"

"যথেষ্ট। যদি কয়েকজন একসাথে কাজ করে তো..."

এক মিনিটের মধ্যে কাজে লেগে পড়ল উৎসাহী কয়েকজন।

সাফিয়া পিছু সরে এল। ওমাহা জানতে চাইল, "কী হচ্ছে এখানে, তা বলবে?"

নড করল মেয়েটা, "আমার নিশ্চিত হতে হতো। আমরা ভুল ভাবে এগোচ্ছিলাম। আমরা জানি সিংকহোলে পড়ে উবারের অর্ধেক ধ্বংস হয়ে যায়। আর এই দূর্ঘটনার পর, শেবার রাণী উবারের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেন।"

"তো?" হোজার পাশে দাঁড়ানো কারা জানতে চাইল।

"আচ্ছা তোমার কি এই ভেবে অবাক লাগেনি যে, দুর্ঘটনায় এত কিছু হলো কিন্তু এই প্রবেশদ্বারের কিছু হলো না কেন? মানুষজন পালাচ্ছে আর রাণী এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই প্রবেশদ্বারটাকে লুকিয়ে রাখার মত কঠিন কাজ করে ফেললেন?"

"তা কিছুটা লেগেছে।" বলল কারা।

"তোমার ইঙ্গিত ধরতে পারছি।" উজ্জ্বল হয়ে বলল ওমাহা, "আমরা উল্টো দিকে এগোচ্ছিলাম।"

"তোমরা কি দয়া করে মনুষ্য ভাষায় কথা বলবে?" পেইন্টার বিরক্ত হয়ে বলল।

ব্যাখ্যা করল ওমাহা, "আমরা ঘটনা প্রবাহ বলতে যা জেনেছি, তা ভুল। ডিম আগে না মুরগি আগে, সেই অবস্থা আরকি। আমরা ভেবেছিলাম, সিংকহোলের জন্য প্রবেশদ্বার সিল করা হয়েছিল।"

"নতুন করে ভেবে দেখ," এবার সাফিয়া ব্যাখ্যা করার ভার নিল, "মনে কর তুমিই রাণী। ঐ দুর্ঘটনায় রাজ বংশের কী যায় আসে? উবারের আসল ক্ষমতা, আসল ঐশ্বর্য তো অন্যখানে। রাণী চাইলেই আবার নতুন করে সবকিছু গড়তে পারতেন।"

সাফিয়া থামতেই শুরু করল ওমাহা, "এই শহরটা রাজ বংশ বা রাণী, কারও জন্যই গুরুত্বপূর্ণ না। আসলে এটা একটা ধোঁকা। উবারকে নিরাপদে রাখার ধোঁকা।"

“শহরটাকে ব্যবহার করা হয়েছে,” দক্ষ টিমের মত আবারও হাল ধরল সাফিয়া, “প্রবেশদ্বারটাকে লুকাবার জন্য।”

কারা মাথা দোলাল, পেইন্টারের মত সে-ও কিছু বুঝতে পারেনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওমাহা, “রাণীকে কিছু একটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। যে ভয়ে ভীত হয়ে উবারের ঐশ্বর্যকে ত্যাগ করেছিলেন তিনি, নিজের বংশধরদের জন্য বেছে নিয়েছিলেন যাযাবর জীবন। তোমার কি মনে হয়, তার মত কেউ একজন এই সিংকহোলটাকে এতটা ভয় পেয়েছিলেন?”

“মেনে নিলাম।” বলল পেইন্টার। নিজস্ব সাবজেক্ট পেয়ে ওমাহা আর সাফিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠছে, এখানে আর ওর কোনও স্থান নেই। ঈর্ষার ছুঁড়ি যেন ঘাই বসাল ওর কলিজায়।

“কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছিল রাজবংশ। চিরদিনের জন্য সীল করে দিতে চেয়েছিল উবারের প্রবেশদ্বার। সে জিনিসটা কী, তা জানিনা। কিন্তু রাণী যে চিন্তাভাবনা না করে কোন পদক্ষেপ নেননি, সেটা বলতে পারি। নিজেই চিন্তা করে দেখ। তিনি চাবি বানিয়েছিলেন, পবিত্র স্থানগুলোতে চাবিগুলো স্থাপন করেছিলেন। সহজে যেন খুঁজে না পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। এটা কি কোন ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের আচরণ হতে পারে?” একটানা কথা বলে থামল সাফিয়া। দম নেবার জন্য থামল। চাইল ওমাহার দিকে।

ওমাহা ওর হয়ে বলে দিল কথাটা। “রাণী ইচ্ছা করেই সিংকহোলের ধ্বসে পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।”

হতভম্ব হয়ে গেল সবাই।

“নিজের শহর নিজের হাতে ধ্বংস করেছেন?” কারা জানতে চাইল, “কিন্তু কেন?”

নড করল সাফিয়া, “শহরটা আসলে ছিল তার উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার।”

“মানসিকভাবেও দারুণ কাজ করেছিল বুদ্ধিটা।” ওমাহা বলল, “স্থানীয় লোকদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আমার তো মনে হয়ে রাণী নিজে সেই আগুনে ইন্ধন দিয়েছিলেন।”

“এত কিছু কিভাবে বুঝলে?” পেইন্টার জানতে চাইল।

“প্রথমে তো শুধু আন্দাজ করেছিলাম।” বলল সাফিয়া, “নিশ্চিত হওয়া বাকি ছিল। যদি এই সিংকহোলটা কোন কিছু চেপে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে এর নিচে অবশ্যই কিছু না কিছু আছে। যেহেতু মেটাল ডিটেক্টর কিছু পায়নি, সেহেতু হয় জিনিসটা অনেক গভিরে প্রোথিত, নাহয় সেটা কোন ধরনের চেম্বার।”

পেইন্টার খোদকদের দিকে তাকাল।

“এমনকি চাবিগুলো লুকাবার সময়ও, রাণী প্রতীক আর মিথলজীর সাহায্য নিয়েছেন।” কথা থামায়নি সাফিয়া, “প্রথমত লোহার হৃদপিন্ডের কথাই ধর।

জিনিসটা উবারের হৃদয়কে প্রতিনিধিত্ব করে। আর অধিকাংশ শহরের ক্ষেত্রে কেন্দ্রে অবস্থিত পানির কূপ-ই তার হৃদয়। তাই প্রবেশদ্বারটাকে কূপের নিচে ফেলে, সেটাকে ধ্বসিয়ে দেন তিনি।"

"ভয়ে পালিয়ে যায় সবাই।" বিড়বিড় করে বলল পেইন্টার। কেশে গলা পরিষ্কার করে জানতে চাইল, "রেডিয়েশন সিগনেচারের ব্যাপারে কি বলবে?"

"এই রকম সিংকহোলের জন্য ডায়ানামাইট দরকার।" উত্তর দিল ওমাহা।

নড করল সাফিয়া, "অথবা পদার্থ-প্রতি পদার্থ বিস্ফোরণ।"

লুলুর দিকে তাকাল পেইন্টার। হোজা এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। *আসলেই কি এই মহিলার পূর্ব পুরুষদের এত ক্ষমতা ছিল?*

হোজা নড়ে উঠলেন, "তুমি আন্দাজে কথা বলছ। রাণী সাহেবা কেবলমাত্র উবারের রহস্যকে ধামাচাপা দেবার জন্য এত গুলো নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করবেন না।"

সাফিয়া হেঁটে তার কাছে উপস্থিত হলো, "এই সিংকহোলের পাশে কোন মরদেহ বা তার কোন অংশ পাওয়া যায়নি। আমার মনে হয় তিনি সবাইকে শহর থেকে কোন না কোনভাবে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন, এরপর ধ্বসিয়ে দিয়েছিলেন শহরটাকে।"

হোজাকে তাও সন্দিহান মনে হলো, এমনকি সাফিয়ার কাছ থেকে এক পা পিছিয়ে এলেন তিনি।

খোদকদের ওদিক থেকে শোরগোল শোনা গেল, "আমরা কিছু একটা পেয়েছি!" ড্যানি চিৎকার করে বলল। "আরো খোঁড়ার আগেই এসে দেখে যাও।"

ট্রেঞ্চের মত দেখতে ফাটলের ঠিক মাঝখানে তাকিয়ে দেখতে পেল, লাল বালুর চিহ্ন মাত্র নেই ওখানে। ওগুলো যেন বরফ হয়ে গিয়েছে।

"কি ওগুলো?" কারা জানতে চাইল।

সাফিয়া নেমে পড়ল নিচে, সাদা তলের উপর হাত বুলিয়ে বলল, "এগুলো বালু না। ধুনো।"

"কী?" অবাক পেইন্টার জিজ্ঞাসা করল।

"রূপালী ধুনো।" ব্যাখ্যা করল সাফিয়া, "লোহার হৃদপিন্ডেও এই জিনিস ছিল। একধরনের সিমেন্ট বলতে পার। চেম্বারটার মুখ বন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়েছে।"

"আর তার নিচে?"

শ্রাগ করল সাফিয়া, "তা জানার মাত্র একটাই পথ আছে।"

৯:৪৫ এ.এম.

ক্যাসান্ড্রা ওর ল্যাপটাপটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। আবহাওয়া আর মরুভূমিকে পূর্ণ শ্রদ্ধা দেখিয়ে, মোটামুটি গতিতে এগোচ্ছে ওর ট্রাক্টর। এমন ঝড় শুরু হয়েছে যে, কয়েকগজ দূরের জিনিসও দেখা মুশকিল।

ওর পিছু পিছু আসছে যে কোন ধরনের জমিতে চলতে সক্ষম এমন পাঁচটা ট্রাক। একেবারে পিছন পিছন আসছে VTOL কপ্টার বহনকারী যান।

ল্যাপটপের স্ক্রীনে ফুটে ওঠা ঘড়ির দিকে তাকাল সে। ওর দলটাকে রাস্তায় নামাতে প্রায় পনের মিনিট লেগে গিয়েছিল। কিন্তু সময়টা পুষিয়ে নিয়েছে। বিশ মিনিটের মাঝে ওদের শিশুরে পৌঁছে যাবার কথা।

তাও কোন ঝুঁকি না নিয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে সে, ঝড়টার গতিপথ দেখছে। হিসেব অনুযায়ী, ঝড় আঘাত হানবার ঠিক আগে আগে মরুদ্যানটায় পৌঁছাবে ওরা। সামনের কয়েকটা ঘন্টা খুব কষ্টকর হবে।

মনিটরের অন্য স্ক্রিনে ফুটে আছে শিশুরের ম্যাপ। গ্রামটার প্রতিটা দালানের ডায়াগ্রাম ফুটে আছে, এমনকি ধ্বংসাবশেষগুলোও বাদ যায়নি। ছোট্ট একটা নীল ঘূর্ণায়মান বৃত্ত-ও আছে। ধ্বংসাবশেষের ঠিক মাঝখানে জ্বলছে।

ড. সাফিয়া আল-মায়াজ।

ক্যাসান্ড্রা নীল বৃত্তটার দিকে তাকিয়ে রইল। *কী করছ তুমি?* ওকে ধোঁকা দিয়েছে এই মেয়ে, ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে ওর পুরস্কার। ঝড়টাকে ব্যবহার করতে চাইছে। বুদ্ধি আছে বটে মেয়েটার, নিজেকেই বলল ক্যাসান্ড্রা। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে আর কতদূর যাওয়া যায়? সেই সাথে দরকার শক্তি। সিগমা এই জিনিসটা ওকে ভাল করেই শিখিয়েছে।

উপযুক্ত শাস্তি পাবে ড. আল-মায়াজ।

তুমি বুদ্ধিমতী হতে পার, কিন্তু ক্ষমতা আমার হাতে।

সাইড মিররের দিকে চাইল। একশত জন মিলিটারি ট্রেনিং পাওয়া লোক, সর্বাধুনিক অস্ত্র হাতে ওকে অনুসরণ করছে।

ড. আল-মায়াজ হয়তো গুপ্তধন আবিষ্কার করবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আসবে ক্যাসান্ড্রার হাতেই।

ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে চাইলো আবার। ঝড়টা এলাকার ম্যাপের প্রায় পুরোটাই দখল করে নিয়েছে। তাই শিশুরের ম্যাপ সম্ভলিত স্ক্রিনের দিকে তাকাল।

আঁতকে উঠে সোজা হয়ে বসল সে। ম্যাপ থেকে নীল বৃত্তটা উধাও হয়ে গিয়েছে।

হারিয়ে গিয়েছে ড. আল-মায়াজ।

৯:৫৩ এ.এম.

মই ধরে ঝুলছে সাফিয়া। উপরে থাকা পেইন্টারের দিকে একবার চাইল সে। লোকটার হাতে ধরা ফ্লাশলাইটের আলো ওর চোখ ধাধিয়ে দিচ্ছে। মিউজিয়ামের কথা মনে পড়ে গেল ওর। সেদিনও ও ঝুলছিল, আর পেইন্টার নিচে দাঁড়িয়ে ওকে অভয় দিচ্ছিল। এখন ব্যাপারটা উল্টে গিয়েছে। পেইন্টার এখন উপরে আর সে নিচে। কিন্তু এবারও ওকেই অভয় দিতে হচ্ছে।

"আর কয়েকটা ধাপ।" বলল পেইন্টার।

নিচের দিকে তাকাল সাফিয়া, ওমাহা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে। বলছে, "আমি মই ধরেছি।"

সাফিয়ার চারপাশের বাতাসে ধুনোর সুগন্ধ। ওমাহার পায়ের কাছে দলা হয়ে পড়ে আছে ওগুলো। পিক অ্যাক্স ব্যবহার করে চেম্বারের মুখ খুলতে ওদের একদম বেগ পেতে হয়নি।

মুখ খুলে যেতেই, ভেতরটা দেখার জন্য ওমাহা একটা মোমবাতি নিচে নামিয়ে দিয়েছিল। সেই সাথে ভেতরের বাতাস শ্বাসযোগ্য কিনা, তার পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছিল। এরপর নিজে মই বেয়ে নিচে নেমে চেম্বারটা পরীক্ষা করে দেখে। সন্তুষ্ট হলে পরে সাফিয়াকে নামতে বলে।

আহত এক কাঁধ নিয়ে নামতে বেগ পেতে হচ্ছে সাফিয়ার। শেষের দিকে যখন ওমাহা ওর কোমর জড়িয়ে ধরল, তখন অজান্তেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মেয়েটা।

"আমি ঠিক আছি।" ওমাহা ওকে ছাড়ছে না দেখে বলল।

লজ্জা পেয়ে হাত সরিয়ে নিল ওমাহা।

পেইন্টারও নেমে এসেছে, তিন তিনটা ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় জ্বলজ্বল করছে চেম্বারের দেয়াল।

"মনে হচ্ছে, পিরামিডের মধ্যে আছি।" বলল সে।

নড করল সাফিয়া। তিনটা রুক্ষ দেয়াল এই চেম্বারে।

ওমাহা হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল মেঝেতে।

"বেলে পাথর।" বলল সাফিয়া, "দেয়াল আর মেঝে-দুটাই বেলে পাথরে তৈরি।"

"সেটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ?" জানতে চাইল পেইন্টার।

"এই চেম্বারটা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়নি, মনুষ্য নির্মিত। লাইমস্টোনের উপর বানানো হয়েছে। এরপর বাইরে থেকে ঢেলে দেয়া হয়েছে বালু।"

ওমাহা চোখ তুলে চাইল, "আর এই জায়গাটা যেন কেউ খুঁজে না পায়, সেজন্য সিংকহোলটার উৎপত্তি হয়েছে।"

"কিন্তু কেন?" জানতে চাইল পেইন্টার, "এত ঝামেলার দরকার কী?"

"বুঝতে পারনি?" ওমাহা হাসল।

"কি বুঝতে পারিনি?

ওমাহা ওর দুই হাত ছড়িয়ে দিল, "এই স্থাপনা তুমি আগেও দেখেছ।"

পেইন্টার ভ্রূ কুঁচকালো।

ওমাহা যে দুষ্টুমি করছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে সাফিয়া।

"এরকম এক স্থাপনার সাথে বাড়ি খেয়েছিল আমাদের গাড়ি। অবশ্য অনেক ছোট ছিল সেটা।"

পেইন্টারের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, "উপাসনার পাথর!"

"ট্রাইলিথ।" বলল ওমাহা, "আমরা একটা বিশাল ট্রাইলিথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

সাফিয়ার সন্দেহ হলো, ওমাহা লাফানো শুরু করে দেয় কিনা! তবে ওর নিজেরও যে সে ইচ্ছা হচ্ছিল না, তা বললে মিথ্যা হবে। "চাবিগুলো এখানে নিয়ে আসা দরকার।"

"ঝড়ের কথা ভুলে গেলে?" পেইন্টার সাবধান করে দিল।

"চুলোয় যাক ঝড়," বলল ওমাহা, "তুমি অন্যদেরকে নিয়ে গ্রামে আশ্রয় নাও। আমি এখানেই থাকব।" সাফিয়ার দিকে তাকাল সে।

নড করল মেয়েটাও, "এই আশ্রয়টাই যথেষ্ট। শুধু কাউকে দিয়ে চাবিগুলো, পানি আর কিছু রশদ পৌঁছে দাও। আমি আর ওমাহা এই সময়টা কাজে লাগাই। হয়তো ঝড় শেষ হবার আগেই রহস্যভেদ করে ফেলব আমরা। ঝড়ের জন্য কাজ বন্ধ রাখলে পুরো এক দিন নষ্ট হবে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পেইন্টার, "আমিও থাকি।"

"দেখো ক্রো," বলল ওমাহা, "এখানে তোমার কোন কাজ নেই। তুমি যেমনটা আমাকে বলেছিলে, তেমনটাই বলি-এক্ষেত্রে আমি বেটার। তুমি এখানে থাকলে শুধু ঝামেলা পাকবে।"

চেহারা কালো হয়ে গেল পেইন্টারের।

স্বান্তনা দেয়ার ভঙ্গিতে ওর হাতে হাত রাখল সাফিয়া, "ওমাহা ঠিক বলেছে। আর তাছাড়া রেডিও তো রইলোই। কিছু লাগলে, সাথে সাথে জানাব। আমাদের চেয়ে তোমাকে অন্যদের অনেক বেশি প্রয়োজন।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিল পেইন্টার। তবে মইয়ে উঠে একবার সাফিয়া আর আরেকবার ওমাহার দিকে তাকাল সে। "কিছু লাগলে রেডিও তে জানিও।" এরপর সবাইকে নিয়ে রওনা হলো গ্রামের দিকে।

হঠাৎ করেই সাফিয়া উপলব্ধি করতে পারল, ও আর ওমাহা এখন একেবারে একা। একটু আগেই যেটাকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল, এখন তা অস্বাভাবিক মনে হলো ওর কাছে।

"কোত্থেকে শুরু করা যায়?" ওমাহা জিজ্ঞাসা করল।

"প্রথমে সূত্র খুঁজে দেখা যাক।"

পিছিয়ে এসে একে একে তিনটা দেয়ালেই আলো ফেলল সে। দেখতে শুনতে একই মনে হলো দেয়ালগুলোকে। শুধু একটা দেয়ালের মাঝামাঝিতে একটা ছোট চতুর্ভুজাকৃতি গর্ত আছে, হয়তো প্রদীপ রাখার জন্য।

মেঝে থেকে একটা মেটাল ডিটেক্টর তুলে নিল ওমাহা।

"ওই জিনিস কোন কাজে আসবে বলে-" ওকে মানা করতে চাইল সাফিয়া।

কিন্তু ততক্ষণে যন্ত্রটা চালু করে ফেলেছে সে, পিং করে আওয়াজ করল ওটা। "বিগেনারস লাক।" বলল ওমাহা। কিন্তু মেঝে বরাবর যেখানেই ডিটেক্টরটা ধরে ওমাহা, সেখানেই পিং করে ওঠে যন্ত্রটা। যেন সারা মেঝেতে ধাতু ছড়িয়ে আছে। দেয়ালগুলোর দিকে ধরেও একই ফল পেল সে।

"ওকে।" হার মানল ওমাহা, হাত থেকে নামিয়ে রাখল যন্ত্র। "আমার কিন্তু এখন রাণীকে একদম পছন্দ হচ্ছে না।"

"খড়ের গাদায় সূচ ঢুকিয়ে রেখেছেন তিনি।"

"প্রযুক্তি বাদ দিয়ে চেষ্টা করে দেখা যাক," ওমাহা পকেট থেকে নোট খাতা আর পেন্সিল বের করল। কম্পাস হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "চাবিগুলো...?"

"কি হয়েছে চাবিগুলোর?"

"যদি ওগুলো উবারের ধ্বংসের সময় বানানো হয়, তাহলে ওগুলো ২০০ বি.সি. এর মূর্তিতে গেল কিভাবে? উবার কি ৩০০ এ.ডি. তে ধ্বংস হয়নি?"

"তোমার চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখ।" বলল সাফিয়া, "এরা যে খুব দক্ষ কারিগর, সেটা তো স্পষ্ট। প্রথমে ওই পবিত্র সমাধিগুলো খুঁজে বের করেছে, ওখানে এমনভাবে চাবিগুলো লুকিয়ে রেখেছে যে পরে টের পাবার আর কোন পথ নেই।"

মেনে নিল ওমাহা, ম্যাপ এঁকে চলছে।

রেডিও থেকে হঠাৎ গলার আওয়াজ ভেসে এল। পেইন্টারের গলা, "সাফিয়া, চাবি গুলো আমার হাতে আছে। পানি আর কিছু রশদ নিয়ে আসছি। আর কিছু লাগবে?"

সাফিয়া কিছুক্ষণ ভাবল। এরপর বিশেষ একটা জিনিস নিয়ে আসতে বলল।

"ঠিক আছে, আনছি।"

কথা শেষ হলে ঘুরে দাঁড়াল ও, দেখতে পেল ওমাহা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখে চোখ পড়তেই নজর সরিয়ে নিল সে।

“যতটুকু পেরেছি,” বলে ম্যাপটা সাফিয়াকে দেখাল সে।

“কোনও কিছু বুঝতে পারছ?” জানত চাইল মেয়েটা।
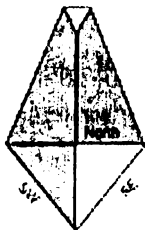
“সাধারণত, ট্রাইলিথের তিনটা দেয়াল স্বর্গীয় ত্রয়ীকে নির্দেশ করেঃ *সাডা*, *হের্ড* আর *হাবা*।”

“চন্দ্র, সূর্য আর ভোরের তারা।” বর্তমানে প্রচল্তি নামগুলো বলল সে, “এই এলাকার পূর্ব পর ধর্মগুলো এই ত্রয়ীর উপাসনা করত।”

“কিন্তু কোন দেয়ালটা কার প্রতিনিধি, সেটা বুঝব কিভাবে?” ওমাহা জিজ্ঞাসা করল।

নড করল মেয়েটা, “কোনদিক থেকে শুরু করা যায়?”

“আমি বলি কি, সকাল থেকেই শুরু করা যাক। ভোরের তারা সূর্যোদয়ের সময় দক্ষিণপূর্ব আকাশে ওঠে।” ওমাহা দক্ষিণপূর্ব দেয়ালে হাত রাখল।

“তাহলে বাকি রইল আর দুইটা।” বলল সাফিয়া। “উত্তরের দেয়ালটা পূর্ব-পশ্চিম অক্ষের সাথে মিলিয়ে বানানো।”

“আকাশে সূর্য যেভাবে ভ্রমণ করে।”

উজ্জ্বল হয়ে গেল সাফিয়ার চেহারা, “উত্তরের দেয়ালের ঐ ছোট গর্তটা সম্ভবত জানালার প্রতিনিধিত্ব করছে। যা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে সূর্যের আলো।”

“তাহলে এই শেষ দেয়ালটা চন্দ্রের প্রতিনিধি।” দক্ষিণপশ্চিম দেয়ালে হাত রাখল সে, “কেন? সেই ব্যাখ্যা অবশ্য দেয়া যাচ্ছে না।”

“কিন্তু দেয়ালগুলোকে কেমন খালি খালি দেখাচ্ছে।” বলল ওমাহা।

“কিছু একটা মিস করছি মনে হচ্ছে...” বলতে বলতে ওর দিকে এগিয়ে এল সাফিয়া।

পদশব্দের আওয়াজ পেইন্টারের উপস্থিতি ঘোষণা করল।

ওমাহা মইয়ের অর্ধেকটা উঠে পেইন্টারের হাত থেকে রশদ নিয়ে নিচে সাফিয়ার হাতে দিল।

“সব ঠিক আছে?” পেইন্টার জানতে চাইল, “অগ্রগতি কেমন?”

“খুব ধীর।” বলল সাফিয়া।

“কিন্তু অগ্রগতি হচ্ছে।” পাশ থেকে জানাল ওমাহা।

পেইন্টার সোজা হয়ে দাঁড়াল। বোঝা নামিয়ে রাখলেও, ওকে দেখে মনে হচ্ছিল পরবর্তী বাতাসের দমকায় যেন উড়ে যাবে।

“নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া দরকার তোমার।” পেইন্টারকে সাবধান করে দিল সাফিয়া।

একটু স্যালুট ঠুকে চলে গেল পেইন্টার।

“কী যেন বলছিলাম?” হাতের কাজের দিকে ওর মনোযোগ ফিরিয়ে নিল ওমাহা।

১০:১৮ এ.এম.

সিংকহোল থেকে বেড়িয়ে এসেই ঝড়ের সামনে পড়ে গেল পেইন্টার। অদ্ভুত এক রাত নেমে এসেছে। সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে ধুলো, চোখের এক হাত সামনের জিনিসও দেখতে পাচ্ছে না সে। এমনকি নাইট ভিশন গগলস পরেও কয়েক গজ দূরের জিনিস দেখতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

গ্রামের দালানগুলো ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে বালু মিশ্রিত বাতাস, সেই সাথে যেন পানির মত প্রবাহিত হচ্ছে ওর পায়ের নিচের মাটি। বাতাসে বিদ্যুতের গন্ধ, মুখের ভেতর যেন তার স্বাদ পাচ্ছে সে।

অবশেষে ওদের আশ্রয়ের আচ্ছাদনের নিচে এসে পৌঁছুল সে। এখানে ঝড়ের প্রকোপ কিছুটা কম।

ঠিক ওর দুই এক ফুট সামনে, ভূতের মত উদয় হলো এক রেহেম স্কাউট। হাতে রাইফেল, পাহারা দিচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, চোখে দেখার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মেয়েটার উপস্থিতি টের পায়নি পেইন্টার। নড করে এগিয়ে গেল সে, কিন্তু কোনও উত্তর পেল না।

কিছু দূর গিয়ে পিছু ফেরে দেখল, ভূতের মতোই উধাও হয়ে গিয়েছে মেয়েটা।

ঝড়ের কারণে এমনটা মনে হলো, নাকি আসলেই মেয়েটার কোন অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে? সাফিয়ার বলা গল্প বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। যদিও হোজা তাঁদের মানসিক ক্ষমতার প্রমাণ দেখিয়েছেন। একটা বিছেকে বারবার মাটিতে ৪ মত হয়ে বাঁকতে বাধ্য করেছেন তিনি। তবে সেটা কি আসলেই হোজার মানসিক ক্ষমতা, নাকি সাপুড়েদের মত কোন ট্রিক, তা কে বলতে পারে?

ভাবতে ভাবতে হ্যাতলের কাছে এসে পৌঁছল পেইন্টার। বাতাসের গর্জন এতক্ষণে কান সওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন কানে আসছে অন্য রকম একটা শব্দ। মনে হচ্ছে শব্দটা বাতাসের না, বাতাস শব্দটাকে বয়ে আনছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাল করে শোনার চেষ্টা করল সে। কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না।

ঝড়ের কারসাজি? নাকি সে-ই ভুল শুনেছে? সোজা পূর্ব দিকে চাইল সে। শব্দটা যে ওদিক থেকে এসেছে, এ ব্যাপারে ওর কোন সন্দেহই নেই। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

ভেতরে মানবদেহ গাদাগাদি করে বসে আছে। কালো সমুদ্রে আইসবার্গ খুঁজে বের করতে যেমন বেগ পেতে হয় না, তেমনি রেহেমদের মাঝ থেকে কোরালকে খুঁজে পেতেও পেইন্টারের বেগ পেতে হলো না। বন্দুক পরিষ্কার করছিল মেয়েটা। ওকে দেখে এগিয়ে এল।

পেইন্টারের চেহারার চিন্তিতভাব নজর এড়ালো না মেয়েটার, "কী সমস্যা?"

১০ঃ২২ এ.এম.

বালিয়াড়ির আড়ালে থেমে দাঁড়িয়েছে ট্রাকগুলো, অপেক্ষা করছে নির্দেশের। শিশুর এখান থেকে মাত্র সিকি মাইল দূরে।

ক্যাসান্ড্রা আর জন কেন ট্রাক্টরে বসে আছে। ক্যাসান্ড্রার পরণে খাকি ফেটিগ, মাথা হুডে ঢাকা আর চোখে নাইট ভিশন গগলস।

দশ মিনিট আগে বিশ জন যোদ্ধাকে সামনে পাঠিয়েছে ও, তাদের সাথে কথা বলছে কেন। "রজার দ্যাট। পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা কর।" এয়ার পিসে বলল লোকটা। ক্যাসান্ড্রাকে জানাল, "দলটা গ্রামের কাছে পৌঁছে গিয়েছে।"

"গ্রাম আর ধ্বংসাবশেষ দুজায়গাই ঘিরে রাখতে বল। স্নাইপারদের পজিশন নেবার নির্দেশ দাও। আমি চাই না ওখান থেকে কেউ পালাবার সুযোগ পাক।"

"আই, ক্যাপ্টেন।" নির্দেশ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন।

দলের একেবারে পেছনের দিকে যাচ্ছে ওরা। ছয়টা ফ্ল্যাটবেড ট্রাকে VTOL কপ্টার রাখা আছে ওদিকে। একেবারে শেষ দুই ট্রাকের কাছে চলে এল।

"এই দুজন তোমার সেরা পাইলট তো?" ক্যাসান্ড্রা জানতে চাইল।

"না হলে, ওদের কপালে দুর্ভোগ আছে।" ঝড়ের দিকে চেয়ে বলল কেন।

উভয়েই জানে, বেঁচে থাকতে হলে এই মিশনে সফল হতেই হবে। জবের সমাধিক্ষেত্রের ব্যর্থতা ওদেরকে বিপদে ফেলে দিয়েছে। গিল্ড কমান্ডের কাছে ব্যর্থতার স্থান নেই।

পাইলট দুজনকে আপেক্ষমান অবস্থায় দেখতে পেল ক্যাসান্ড্রা, যার যার হেলমেট বগল দিয়ে চেপে ধরে আছে। ওদের দিকে এগিয়ে গেল সে। ওদের বিশেষভাবে নির্মিত হেলমেটের সাথে লাগানো আছে তার, যেন কপ্টার চালাবার সময় রাডারের ডাটা সরাসরি দেখতে পায়। এই আবহাওয়ায় উড়তে হলে, পুরোপুরি যন্ত্রের উপর নির্ভর করে উড়তে হবে।

ক্যাসান্ড্রাকে চিনতে পেরে সোজা হয়ে দাঁড়াল ওরা।

“গর্ডন, ফাউলার। এই ঝড়ের মাঝে কপ্টারগুলোকে ওড়াতে পারবে?”

“ইয়েস, স্যার।” বলল গর্ডন, ফাউলারও নড করল, “ইঞ্জিনে যেন বালু না ঢোকে, সেই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। রাডার সিস্টেমে আপলোড করা হয়েছে বালিঝড় সংক্রান্ত সফটওয়্যার। আমরা তৈরি।”

ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই চেহারায়, বরং উল্টো। উত্তেজিত দেখাচ্ছে দুজনকে।

“সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ রাখবে। বুঝতে পেরেছ?”

উত্তরে কেবল নড পেল সে।

“একজন গ্রামটায় স্কাউটিং করবে আর আরেকজন ধ্বংসাবশেষ। কেনের কাছে তোমাদের কপ্টারের কম্পিউটারে জন্য একটা সফটওয়্যার প্যাচ পাবে। আমাদের প্রাইমারি টার্গেটের লোকেশন জানাবে সেই প্যাচ। টার্গেটের যেন কোন ক্ষতি- আবারও বলছি-টার্গেটের যেন কোন ক্ষতি না হয়।”

“বুঝতে পেরেছি, স্যার।” বলল গর্ডন।

“এছাড়া যাকে পাও, গুলি করে মেরে ফেল।” শেষ আদেশটা দিল ক্যাসান্ড্রা।

আবারও নড পেল উত্তর হিসেবে।

ঘুরে দাঁড়াল ক্যাসান্ড্রা, “তাহলে যাও, কপ্টারগুলোকে হাওয়ায় ভাসাও।”

১০:২৫ এ.এম.

ওমাহা তাকিয়ে তাকিয়ে সাফিয়ার কাজ করা দেখছে। নিজের কাজে মনোস্থির করতে বেগ পেতে হচ্ছে ওর। সাফিয়ার সাথে কাজ করার আনন্দ প্রায় ভুলতে বসেছিল সে। এই মুহূর্তে একাগ্রচিত্তে কাজ করে চলছে মেয়েটা। ভ্রুর উপরে এসেছে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, গালের সাথে লেগে আছে মাটি। এই সাফিয়াকেই চেনে সে।

তেল আবিবের ঘটনাটা ঘটার আগে...ঠিক এমনটাই ছিল সাফিয়া।

আরেকবার কি সুযোগ পাওয়া যাবে না? ওদের মাঝে সবকিছু কি একেবারেই শেষ হয়ে গিয়েছে?

সাফিয়া হাত দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করছিল। কাজ থামিয়ে ওর দিকে মুখ তুলে চাইল।

নড়ে উঠল ওমাহা, আমুদে স্বরে বলল, "কী করছ? কাজের মেয়ে কাল সকালেই চলে আসবে!"

"এটা দক্ষিণপূর্ব দিক। ট্রাইলিথের এই দেয়ালটা ভোরের তারার প্রতিনিধি।"

"বুঝলাম। তো?"

গত দশ মিনিট ধরে চুপচাপ কাজ করছিল সাফিয়া। পেইন্টারের এনে দেয়া রশদগুলো সামনে সাজাচ্ছিল। এরপর বেশ কিছুক্ষণ চাবিগুলোকে পরীক্ষা করে দেখেছে।

পূর্বের কাজে ফিরে গেল সাফিয়া, "কোন দেয়াল কার প্রতিনিধিত্ব করে, সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি। এখন বের করতে হবে, কোন চাবি কার প্রতিনিধিত্ব করে।"

নড করল ওমাহা, "তোমার কী ধারণা?"

"আমাদের ভাবতে হবে প্রাচীন সময়কে মাথায় রেখে।" বলল সাফিয়া।

আশেপাশের দেয়ালের দিকে তাকাল ওমাহা, রহস্য সমাধানে বদ্ধপরিকর, "ভোরের তারা কিন্তু আসলে কোন তারা না। ওটা একটা গ্রহ, ভেনাস।"

"রোমানরা এই গ্রহ আবিষ্কার এবং নামকরণ করেছিল।"

সোজা হয়ে দাঁড়াল ওমাহা, নজর চাবিগুলোর দিকে, "ভেনাস হচ্ছে রোমানদের ভালবাসা আর সৌন্দর্যের দেবী।" ঝুঁকে দাঁড়িয়ে শেবার রাণীর আবক্ষ মূর্তি সম্বলিত বর্শাটা স্পর্শ করল সে, "আর ইনি যে সুন্দরী, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।"

"আমিও তেমনটা ভাবছিলাম। জবের সমাধির মতো, এখানেও নিশ্চয় এমন কোন না কোন জায়গা আছে, যেখানে এই চাবিটা ঢুকাতে হবে। মেঝেতে কোন গর্ত?"

ওমাহার গর্ত খোঁজায় মন দিল, কিন্তু ওর দৃষ্টি মেঝেতে নয়-অন্য কোথাও। "ভুল করছ," বলল সে, "দেয়ালগুলো গুরুত্বপূর্ণ, মেঝে নয়।" দক্ষিণপূর্বের দেয়াল বরাবর হাত বোলাতে শুরু করল সে, "যেহেতু এই দেয়াল ভোরের তারার প্রতিনিধি, সেহেতু এই দেয়ালেই পাওয়া যাবে-"

দেয়ালে একটা খাঁজ আবিষ্কার করায় হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সে। ওর বুক বরাবর অবস্থিত খাঁজটা। একদম প্রাকৃতিক মনে হয়, আবছা আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাওয়া অসম্ভব।

সাফিয়া উঠে দাঁড়াল। আনন্দের সাথে বলল, "খুঁজে পেয়েছ!"

"চাবিটা নিয়ে এসো।"

তাড়াতাড়ি গিয়ে লোহার বর্শাটা নিয়ে এল মেয়েটা। এরপর দুইজনে মিলে গর্তটায় ঢুকিয়ে দিল বর্শাটার দন্ড। এমনকি বর্শার পুরো দেহটা ঢুকে গেল গর্তে! বাইরে রইল শুধু আবক্ষ মূর্তিটুকু।

আরেকটু প্রবেশ করালো সাফিয়া, "এই যে দেখ, দেয়ালের এখানকার খাঁজ গুলো চেহারার খাঁজের সাথে মিলে যায়।" হাতের এক মোচড়ে, খাঁজে খাঁজ মিলিয়ে দিল সে।

"নিখুঁতভাবে ফিট হয়েছে।"

একপা পিছিয়ে এল সাফিয়া, "তালায় যেমন চাবি ফিট হয়।"

"মূর্তিটা চোখের দৃষ্টি কোথায়, দেখ!"

"চন্দ্রের দেয়ালের দিকে।"

"এবার হৃদপিন্ডটার পালা।" বলল ওমাহা, "কিন্তু কথা হলো, সেটা যাবে কোথায়? চন্দ্রের দেয়ালে না সূর্যের?"

"আমার মনে হয়, সূর্যের দেয়ালে। এই এলাকার সবচেয়ে সম্মানিত ঈশ্বর ছিল চাঁদ। তাই, শেষ চাবিটা চন্দ্রের দেয়ালে হবার সম্ভাবনাই বেশি।"

ওমাহা উত্তর দিকের দেয়ালের কাছে চলে গেল, "তাহলে হৃদপিন্ডটা আসবে এখানে।"

বলে হাতে তুলে নিল হৃদপিন্ডটা। এই দেয়ালের গর্তটা ও আগেই খুঁজে পেয়েছে। ভেবেছিল, ওটা বানানো হয়েছে প্রদীপ রাখার জন্য। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ঘটনা অন্য। দেয়ালের জানালার মত গর্তটায় হাত বুলিয়ে বলল, "এখানেও খাঁজ কাটা আছে দেখছি।"

খাপে খাপে মেলাতে একটু এদিক ওদিক করতে হলো হৃদপিন্ডটাকে। কিন্তু অবশেষে সক্ষম হলো সে। সোজা হয়ে বসল জিনিসটা।

"বসেছে। এবার?" জানতে চাইল ওমাহা।

অবশিষ্ট দেয়ালে হাত বুলালো সাফিয়া, "এখানে কিছু নেই।"

"অন্ধকারে দেখা পাওয়া যাবে এমন কিছু নেই।" বলল ওমাহা।

সাফিয়া ওর দিকে ফিরে বলল, "আলো। এই তিনটার প্রত্যেকটাই আলো দানকারী। সূর্য আলো দেয়, ভোরের তারাও আলো বিকিরণ করে।"

"কিন্তু দেয়টা কাকে?" ভ্রূ কুঁচকে বলল ওমাহা।

পিছিয়ে এল সাফিয়া। মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল দেয়ালটাকে। এবড়ো খেবড়ো, চাঁদের মতই অনেকটা। "ফ্ল্যাশ লাইট।" বিড়বিড় করে বলল সে।

দুই জনে তুলে নিল দুইটা ফ্ল্যাশ লাইট। ওমাহা দাঁড়াল হৃদপিন্ডটার কাছে আর সাফিয়া, আবক্ষ মূর্তির কাছে।

“লেট দেয়ার বি লাইট।” বলে মাথার উপর ফ্ল্যাশ লাইটটা ধরল ওমাহা। এমনভাবে ধরল, যেন জানালা দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করছে। “উঁচু জানালা দিয়ে প্রবেশ করে সূর্যের আলো।”

“আর ভোরের তারা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় দিগন্তে।” বলে হাঁটু গেঁড়ে বসল সাফিয়া। আবক্ষ মূর্তিটার চোখ যেখানে তাকিয়ে আছে, ঠিক সেই বরাবর আলো ফেলল।

দুই কোণ থেকে ফেলা আলো দেয়ালের উপর পরে সৃষ্টি করল একটা আকৃতির।

পিট পিট করে তাকাল ওমাহা, “দেখে মনে হচ্ছে উটের মাথা, গাভীর মাথাও হতে পারে।”

“ষাঁড়!” সাফিয়া ওমাহার দিকে তাকিয়ে বলল, উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ দুইটা। “সাডা, চন্দ্র ঈশ্বরকে চিহ্ন হিসেবে সবাই ষাঁড়ের প্রতিকৃতি ব্যবহার করত। কারণ আর কিছুই না, প্রাণীটার চন্দ্রাকৃতি শিং।”

“কিন্তু,” আকৃতিটা লক্ষ করে বলল ওমাহা, “এই ষাঁড়ের শিং কোথায়?”

দেয়ালের আকৃতিটার দুই কানের মাঝে কিছুই নেই।

সাফিয়া রসদের দিকে ইঙ্গিত করল, “আমি লাইট ধরছি, আমাকে যন্ত্রটা দাও।”

ওমাহা গর্তটার উপর ওর হাতের ফ্ল্যাশ লাইট রেখে দিল। এরপর রসদের কাছে গিয়ে শটগানের মত দেখতে একটা যন্ত্র হাতে তুলে নিল, যন্ত্রটার পিছন দিকটা স্যাটেলাইট ডিশের মত দেখতে। সাফিয়া পেইন্টারকে বিশেষভাবে এই যন্ত্রটাই আনতে বলেছিল। জিনিসটা কিভাবে কাজ করে, তা দেখার জন্য ওমাহা উদগ্রীব হয়ে আছে।

যন্ত্রটা মেয়েটার হাতে দিয়ে, তার কাছ থেকে ফ্ল্যাশ লাইটটা নিল সে।

চেম্বারের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াল মেয়েটা, হাতের লেজার এক্সক্যাভেটারটা তাক করল দেয়ালের উপর ষাঁড়ের আকৃতির উপর। একটা লাল আলোর বৃত্ত দেখা গেল সেখানে। দীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে টেনে ধরল যন্ত্রটার ট্রিগার। লাল বৃত্তটা শুরু করে দিল কাজ করা। বালু আর ধুলো উড়তে শুরু করল দেয়াল থেকে। সেই সাথে আরো উজ্জ্বল কিছু একটা। লাল, ধাতুর টুকরা।

লোহার গুড়া, এতক্ষণে ওমাহা বুঝতে পারল, কেন মেটাল ডিটেক্টরটা পাগলের মত আচরণ করছিল। প্রাচীন আর্কিটেক্টটারা বালুর সাথে লোহা মিলিয়ে চেম্বারটা বানিয়েছিল।

দেয়ালের উপর যেন জাদু দেখাচ্ছিল সাফিয়ার যন্ত্র, এমনভাবে বেলে পাথর কাটছিল যেন মাটি খুড়ছে। ফ্ল্যাশ লাইটের উজ্জ্বল আলোয় ওমাহা দেখতে পেল, দেয়ালের গা থেকে উজ্জ্বল কিছু একটা বেরোচ্ছে।

লৌহ নির্মিত কিছু একটা।

সাফিয়া লেজার একবার উপরে আর আরেকবার নিচে তাক করছে। কয়েক মিনিটের মাঝেই, শিং এর মত দেখতে একটা জিনিস বেড়িয়ে এল।

"ষাঁড় যে, সে ব্যাপারে আর কোনই সন্দেহ নেই।" ওমাহা মেনে নিল।

"সাড়া," যন্ত্রটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বিড়বিড় করে বলল সাফিয়া, "চন্দ্র।"

এগিয়ে গিয়ে শিং এর উপর হাত রাখল সে, যেন নিশ্চিত হতে চাইছে-ওটা আসল। স্পর্শ করতেই নীল স্ফুলিঙ্গ ছুটল। "আউচ!"

"ঠিক আছ তো?"

"হ্যাঁ," বলল মেয়েটা, "স্থির বিদ্যুতের কারণে শক লেগেছে।"

কিন্তু তবুও এক পা পিছিয়ে এল সে, এক দৃষ্টিতে দেয়ালে লাগানো শিং এর দিকে তাকিয়ে আছে।

চন্দ্রাকৃতির শিং, দেয়ালের গা থেকে বের হয়ে এসেছে। এদিকে চেম্বার জুড়ে উড়ছে বালু আর ধুলো। দেয়াল খোদার কারণে উৎপত্তি হয়েছে ওগুলোর।

উপরের দিকে তাকাল ওমাহা, সিংকহোলের উপরের আকাশটা কালো দেখাচ্ছে। কিন্তু তারচেয়ে কালো কিছু একটা আচমকা নিচে নেমে এল। একটা চোখ ধাঁধানো আলো বের হলো জিনিসটা থেকে।

ওহ...নো...

১০ঃ৪৭ এ.এম.

সাফিয়া টের পেল, ওমাহা কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে টেনে সরিয়ে দিচ্ছে। ছায়ার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। "কী করছ-"

কথা শেষ করতে পারল না সে, তার আগেই মাথার উপর থেকে খুব বেশি উজ্জ্বল একটা আলো চেম্বারে এসে পতিত হলো।

"হেলিকপ্টার," ওমাহা ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল।

এতক্ষণে সাফিয়া শুনতে পেল হেলিকপ্টারের পাখার আওয়াজ।

"ক্যাসান্ড্রা নিশ্চয়।" বলল ওমাহা।

কিছুক্ষণ পরেই ওদের উপর থেকে ফ্লাড লাইটের আলো সরে গেল, কিন্তু একেবারে দূরে চলে গেল না কপ্টারটা। ঝড়ের মাঝে কিছু একটা খুঁজছে।

হঠাৎ করেই চেম্বারটাকে আগের চেয়ে বেশি অন্ধকার মনে হতে লাগল। "পেইন্টারকে সাবধান করতে হবে।" বলল সাফিয়া।

মটোরোলা রেডিওটার দিকে এগিয়ে গেল সে। কিন্তু যন্ত্রটাকে স্পর্শ করা মাত্রই শিকার হলো আরেকটা নীলাভ স্ফুলিঙ্গের। হাত টেনে সরিয়ে নিল মেয়েটা। এতক্ষণে স্থির বিদ্যুতের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াটা বুঝতে পারল সে। মনে হলো, ত্বকের উপর দিয়ে পিঁপড়া হাঁটছে।

“সাফিয়া, ফিরে এসো।”

ওমাহার চোখ বড় বড় হয়ে আছে। ওর দিকে এগিয়ে এল সে। তবে ছায়া ছেড়ে বেরোল না। ওমাহার মনোযোগ এখন পুরোপুরি চেম্বারের মাঝখানটার দিকে।

সাফিয়া ওর সাথে যোগ দিল।

হেলিকপ্টারের আলো যেখানে পড়েছিল, সেখানে একটা নীলচে আভা দেখা যাচ্ছে। কাঁপছে ওটা, বাতাসে ভাসছে আর ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রতিটা মুহূর্তে আকারে বড় হচ্ছে।

“স্থির বিদ্যুৎ।” বলল ওমাহা, “চাবিগুলোকে দেখ।”

লোহার তিনটা চাবিই-হৃদপিন্ড, আবক্ষ মূর্তি আর শিং-লালচে বর্ণ ধারণ করেছে।

“বাতাস থেকে বিদ্যুৎকে নিজের দিকে টানছে। ঝড়টার ফলে উৎপন্ন স্থির বিদ্যুৎ টেনে নিচ্ছে।”

কিছুক্ষণের মাঝেই স্পন্দনরত মেঘের আকার ধারণ করল সেই নীলচে আভা। আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল চাবিগুলো। বাতাস চড়চড় করে উঠল। জামার প্রতিটা ভাঁজে জন্ম নিল স্রোতের মত দেখতে নীল রঙ।

আঁতকে উঠল সাফিয়া। বেলে পাথর বিদ্যুৎ কুপরিবাহী। শিংটাকে খুদে বের করে, নিশ্চয় ওরা কোন ধরনের সার্কিট পূর্ণ করেছে। এখন চেম্বারটা ম্যাগনেটিক বোতলের ন্যায় আচরণ করছে। বন্দি করছে শক্তিকে।

“এখান থেকে পালানো দরকার।” জোরালো গলায় বলল ওমাহা।

সাফিয়া তবুও চেয়ে আছে, মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখছে সামনের দৃশ্য। কিভাবে যাবে ওরা? যে জিনিস দেখছে, তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে। এই জিনিসকে ফেলে কি পালানো যায়?

ওমাহা আঁকড়ে ধরল মেয়েটার কনুই, “স্যাফ, চাবিগুলো! ওগুলো মিউজিয়ামের লোহার উটের মত আচরণ করছে। দেখ, এখানেও একটা বল লাইটনিং তৈরি হচ্ছে।”

বিট্রিশ মিউজিয়ামের স্মৃতি ফিরে এল সাফিয়ার মনে। ঠিকই বলেছে ওমাহা।

“আমার মনে হয়, আমরা অজান্তেই একটা বোমা চালু করে ফেলেছি।” সাফিয়াকে টানতে টানতে মইয়ের কাছে নিয়ে বলল ওমাহা, “যেকোন মুহূর্তে ফাটবে।”

মইয়ের প্রথম ধাপে পা রাখতেই, সাদা আলোতে ভরে উঠল দুনিয়া। কুঁচকে উঠল ওর দেহ, যেন ও কোন হরিণী। আর শিকারি ওর উপর আলো ফেলেছে।

ফিরে এসেছে হেলিকপ্টারটা, চক্কর দিচ্ছে মাথার উপরে।

মৃত্যু ওদের জন্য অপেক্ষা করছে উপরে।

কিন্তু সমস্যা হলো, নিচেও যে সে মুখ হাঁ করে বসে আছে!

ডাউন দ্য র‍্যাবিট হোল

৪ঠা ডিসেম্বর, ১১ঃ০২ এ.এম.
শিগুর

পেইন্টার দালানের ছাদে শুয়ে আছে। ওর আলখেল্লা দলা পাকিয়ে রেখেছে দুই পায়ের ফাঁকে। স্কার্ফের খোলা মাথাটাও সুন্দর করে গুঁজে রেখেছে। চায় না, কাপড় ওড়া দেখে কেউ ওর অবস্থান আঁচ করতে পারুক।

হেলিকপ্টারটার জন্য অপেক্ষা করছে সে। মাত্র একটাই সুযোগ পাবে ও। ধরে নিয়েছে, কপ্টারে নিশ্চয় নাইট ভিশনের ব্যবস্থা রাখা আছে। তাই মাজল ফ্ল্যাশ দেখা মাত্রই, ওর অবস্থান বুঝে যাবে পাইলট। তাই খুব ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে সে। একটা ইসরায়েলি গালিল স্নাইপিং রাইফেল ধরে আছে, বাইপডের উপর স্থির হয়ে আছে অস্ত্রটা। তিনশ গজ দূরের লক্ষ্যেও এই অস্ত্র দিয়ে গুলি লাগানো যায়। কিন্তু ঝড়ের কারণে বলতে গেলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই জন্যই কপ্টারটাকে কাছে পাবার অপেক্ষা।

অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই পেইন্টারের।

উড়ন্ত শিকারি কপ্টারটা, ঝড়ের মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে শিকার করতে চায়। যেকোন ধরনের নড়া চড়া দেখতে পেলেই গুলি ছোঁড়া শুরু করবে সে।

ধ্বংসাবশেষের দিক থেকে আরেকটা আলো ভেসে আসছে। নিশ্চয় ওদিকেও কোন কপ্টার পাঠিয়েছে ক্যাস্যান্ড্রা। সাফিয়া আর ওমাহার জন্য এই মুহূর্তে প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই করার নেই ওর। রেডিওতে ওদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু পারেনি। এরপর নিজেই হেঁটে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু হেলিকপ্টারটা সে আশাতেও পানি ঢেলে দিয়েছে।

যেহেতু দু-দুটা কপ্টার পাঠিয়েছে ক্যাসান্দ্রা, তাই ধরে নেয়া যায় মেয়েটা ওর পূর্ণশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে। সাফিয়ার ধোঁকা ওকে বেশীক্ষণ বোকা বানাতে পারেনি।

"কমান্ডার," কানে পড়া ইয়ারপিসে কোরালের গলা শুনতে পেল সে, "যেমনটা ভেবেছিলে, সব দিক থেকে শত্রুরা এগিয়ে আসছে। একটা একটা করে বিল্ডিং খুঁজে দেখছে।"

"বাচ্চা আর বয়স্কাদের কী খবর?"

"রেডী। বারাক তোমার সিগন্যালের অপেক্ষা করছে।"

পেইন্টার আকাশের দিকে চাইল। *কপ্টারটা কোথায় লুকাল?* এই নাগপাশ থেকে বেরোতে হলে, কপ্টারটাকে ধ্বংস করা অত্যন্ত জরুরী। প্ল্যান ছিল ধ্বংসাবশেষের পশ্চিম দিকে এগিয়ে সাফিয়া আর ওমাহাকে তুলে নেবে। প্রতি মুহূর্তে ঝড়টা আরো ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে, ওদের কাভার হিসেবে কাজে দেবে। ক্যাসান্দ্রা হয়তো ধ্বংসাবশেষ ফাঁকা পেলে, ওদের খুঁজে বের করার প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দেবে না। একবার পাহাড়ে পৌঁছতে পারলেই...

নিজের ভেতর সর্বগ্রাসী রাগের বেড়ে ওঠা টের পেল সে। পিছিয়ে আসতে পছন্দ করে না পেইন্টার। বিশেষ করে যেখানে পিছিয়ে আসা মানে, ক্যাসান্দ্রার হাতে বিজয় তুলে দেয়া। মেয়েটা যে ভারী ভারী যন্ত্রপাতি এনে খনন-কার্য শুরু করে দেবে, সে ব্যাপারে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই। নিচে কিছু একটা যে আছে, রেহেমরা তার প্রমাণ। ওর একমাত্র আশা এখন সাফিয়াসহ সবাইকে নিয়ে পালানো। কোনভাবে ওয়াশিংটনে বিশ্বস্ত কারও কাছে সংবাদ পৌঁছানো...

সিগমার কাউকে যে আর বিশ্বাস করা যায় না, তার প্রমাণ তো সে পেয়েই গিয়েছে।

ফাঁদে ফেলা হয়েছে ওকে, শুধু ওকে না-সবাইকে।

কোরালের রিপোর্ট মোতাবেক, ওদেরকে ঘিরে ফেলতে ক্যাসান্দ্রার খুব একটা সময় লাগবে না। কপ্টারটা যদি নিজে থেকে দেখা না দেয়, তাহলে ওটাকে টেনে বের করে আনতে হবে।

"নোভাক, খরগোশটা দৌড়াবার জন্য তৈরি তো? (খরগোশ-এখানে কোড নেম)।"

"তোমার আদেশের অপেক্ষা শুধু।"

"ইঞ্জিন চালু কর।"

বন্দুকটা গালে ঠেকাল আপেক্ষমান পেইন্টার। একচোখ টেলিস্কোপিক লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখছে, অন্যটা সাদা চোখে। গ্রামের এক দালানের দরজা দিয়ে তীব্র সাদা আলো দেখতে পেল হঠাৎ। নাইট ভিশন গগলসটার ভেতর দিয়ে আরো উজ্জ্বল দেখাল আলোটাকে। গর্জন করে উঠল একটা ইঞ্জিন।

"চালাও।" আদেশ দিল পেইন্টার।

"খরগোশ খাঁচা থেকে বের হয়ে গিয়েছে।"

দালানটা থেকে লাফিয়ে বেরোল একটা স্যান্ড সাইকেল। খালি চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তাই বাহনটার যাত্রাপথ বুঝতে হলে হেডলাইটের আলোর বিকল্প নেই। আকাশের দিকে নজর ফেরালো পেইন্টার।

দেখতে পেল কপ্টারটাকে।

গর্জে উঠল ওটার বন্দুক।

হাতে ধরা স্নাইপার রাইফেলটা অ্যাডজাস্ট করে নিল পেইন্টার, তাক করল গুলির উৎসের দিকে, টিপে দিল ট্রিগার। বন্দুকের ধাক্কাটা খেয়ে মনে হলো, যেন ঘোড়া লাথি মেরেছে। আরো তিনটা গুলি করল সে।

আগুনের ঢেউ দেখা গেল আসমানে, এরপর শুনতে পেল কান ফাটানো আওয়াজ। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে বিস্ফোরিত কপ্টারটার অবশিষ্টাংশ।

"যাও, যাও।" রেডিও তে গর্জে উঠল পেইন্টার।

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে পড়ল ছাদ থেকে। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে একগাদা ইঞ্জিনের খুক খুক শব্দ। জলে একের পর এক হেড লাইটের আলো। বগি-গাড়ি আর স্যান্ড বাইক গলি ধরে ছুটে যাচ্ছে সামনে।

অস্থায়ী আশ্রয়ের দরজা দিয়ে বেড়িয়ে এল কারা, একটা বাচ্চা মেয়েকে কোলে নিয়েছে সে। ওর পিছু পিছু বেড়িয়ে এল অন্যরা। বারাক এক বয়স্কা মহিলাকে সাহায্য করছে, ক্লে আর ড্যানি নিয়েছে বাচ্চাদের ভার। একে বারে নিশ্চুপ সবাই, এমনকি ক্লে-ও।

"আমাকে অনুসরণ কর।" নির্দেশ দিল পেইন্টার। কাঁধে রাইফেল, কিন্তু সেই সাথে হাতেও একটা পিস্তল নিয়েছে।

কিছুদূর এগিয়েছে কি এগোয়নি, ধ্বংসাবশেষের দিক থেকে একটানা গুলির আওয়াজ ভেসে এল। অন্ধকার চিরে দিল উজ্জ্বল আলো। আরেকটা হেলিকপ্টার!

"ওহ, গড..." কারা ওর পেছন থেকে বলে উঠল। গুলির লক্ষ্য আন্দাজ করতে পারছে সহজেই।

সাফিয়া আর ওমাহা!

১১:১২ এ.এম.

"দৌড়াও!" ছুটে যেতে যেতে চিৎকার করে বলল ওমাহা। কিন্তু গুলি বর্ষণের আওয়াজে, নিজের কানেই পৌঁছল না শব্দগুলো। সাফিয়াকে ধাক্কা দিয়ে ওর সামনে এগিয়ে দিল। অনেকটা অন্ধের মত ছুটছে ওরা, ঘূর্ণায়মান বালুতে দেখতে পাচ্ছে না কিছুই।

ওদের ঠিক সামনেই সিংকহোলের পশ্চিম ক্লিফ, দূর্গের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। উপরের অংশটা একটু বেশিই এগিয়ে এসেছে, আড়াল পাওয়া যাবে।

সাফিয়া ওর ঠিক এক হাত সামনে দৌড়াচ্ছে, স্লিংটা এখনও পরে আছে। আচমকা গোলা বর্ষণ শুরু হওয়ায়, গগলস চোখের উপর নামাবার সময় পায়নি কেউই।

এই অল্প কিছুক্ষণ আগে, উভয়ে মিলে হিসাব করে দেখেছে, ট্রাইলিথ চেম্বারে থাকলে বাঁচার কোন ,আশা নেই। তারচেয়ে ঝুঁকি নিয়ে কপ্টারের মুখোমুখি হওয়া ভালো।

ঠিক ওদের পিছু ধেয়ে আসছে কপ্টার থেকে ছোঁড়া গুলির বৃষ্টি।

বালিঝড়টার কারণেই এখনও বেঁচে আছে ওরা। এই বাতাসে যন্ত্রটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে পাইলট, লক্ষ্যস্থির করার সুযোগই পাচ্ছে না।

আর তাই, নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে অন্ধভাবে দৌড়াবার সুযোগটা পেয়েছে ওরা।

গুলিবিদ্ধ হবার জন্য অপেক্ষা করছে ওমাহা, ঠিক করেছে জীবনের শেষ শ্বাসটা দিয়ে হলেও সাফিয়াকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে সে।

কিন্তু কপাল ভাল, ওর শেষ নিঃশ্বাসের প্রয়োজন হলো না এই মুহূর্তে।

যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল গুলি বৃষ্টি, তেমনই আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। অবাক ওমাহা পিছু ফিরে তাকাল, কপ্টারের ফ্লাড লাইট ওদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে!

মনোযোগ হারাবার খেসারত দিতে হলো ওকে, পাথরে হোঁচট খেয়ে।

"ওমাহা...!"

সাফিয়া ওকে সাহায্য করবার জন্য ফিরে এল, কিন্তু ওমাহা হাত নেড়ে বলল, "আমি ঠিক আছি, তুমি যাও!"

উঠে দাঁড়াল সে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পিছু নিল সাফিয়ার। গোড়ালীতে আঘাত পেয়েছে। অসাবধানতার জন্য নিজেকেই গালি দিল সে।

সিংকহোলের পূর্ব পার্শে চলে গিয়েছে কপ্টার। কিন্তু কেন? খোলা মাঠে মুরগী শিকারের মতো সহজে ওদেরকে গুলি করত পারত পাইলট। তাহলে করল কেন?

হচ্ছেটা কী এখানে?

১১:১৩ এ.এম.

"ঈগল ওয়ান, টার্গেটের উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়া বন্ধ কর!" ক্যাসান্ড্রা চিৎকার করে রেডিওতে আদেশ জানাল। এই মুহূর্তে একটা আর্মারড এম৪ ট্রাক্টরে বসে আছে সে। ল্যাপটপে এই মাত্র নীল বৃত্ত-টা ফিরে এসেছে।

বন্দুকের গুলি, বাইরে বের করে এনেছে কিউরেটরকে।

ঈগল ওয়ান জবাব দিল, "বন্ধ করেছি। দুইজনকে দেখতে পাচ্ছি। টার্গেটকে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না।"

একদম ঠিক সময়ে আদেশ দিয়েছে ক্যাসান্ড্রা, না হলে পাইলট গুলি করে ফেলে দিত মেয়েটাকে। এখানকার সব রহস্য সমাধানের জন্য কিউরেটর মেয়েটা ওর

সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আর গর্দভটা কিনা আরেকটু হলে, সেই মেয়েটাকেই মেরে ফেলত।

"কাউকে গুলি করতে হবে না।" বলল সে, "যে গর্ত থেকে দুজন বেরিয়েছে, সেটাকে পাহারা দাও।"

নিশ্চয় সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন গর্ত।

ল্যাপটপের দিকে ঝুঁকে এল সে, নীল বৃত্তটা এখনও জ্বলজ্বল করছে। এখান থেকে কিউরেটর যেখানেই যাক না কেন, সে ওকে ট্রাক করতে পারবে। যেহেতু প্রবেশমুখটা সে খুঁজে পেয়েছে।

ট্রাক্টরের ড্রাইভার, জন কেনের দিকে ফিরল ক্যাসান্দ্রা, "আমাকে নিয়ে চল ওখানে।"

কেঁপে উঠে সামনে এগোল বাহনটা।

বালিয়াড়ির উপরে ওঠা মাত্রই খাড়া হয়ে গেল ট্রাক্টরের নাক, এরপর আবার নেমে এল নিচে। সামনেই শিশুর মরুদ্যান। কিন্তু জেনন হেডলাইটের আলো সত্ত্বেও মাত্র কয়েক গজ পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। থেকে থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে। ওর দল আর অজানা শত্রুর মাঝে গুলি বিনিময় চলছে।

অজানা হলেও, শত্রুর ব্যাপারে একটা জিনিস জানিয়েছে ওর অগ্রগামী দলের ক্যাপ্টেনঃ *শত্রুরা সবাই মেয়ে!*

কিছুই বুঝতে পারছে না ক্যাসান্দ্রা। মাসকাটের গলিতে তাড়া করা মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল মেয়েটি। সেই মেয়ে আর এই মেয়েদের দলের মাঝে কি কোন সম্পর্ক আছে?

থাকলেই বা কি?-ভাবল সে। খেলা এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে, কোন কিছুই ওকে বিফল করতে পারবে না।

রেডিওটা তুলে নিল ক্যাসান্দ্রা, আর্টিলারি (ভারী অস্ত্র) দলের প্রধানের সাথে কথা বলবে। "পজিশন নিয়েছ?"

"ইয়েস স্যার। আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছি।"

ল্যাপটপটা আবার দেখে নিল ক্যাসান্দ্রা। সিংকহোলেই আছে নীল বৃত্ত-টা। বাকিদের নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। ও যা খুঁজতে, তার খোঁজ একমাত্র কিউরেটর দিতে পারবে।

শিশুর থেকে ভেসে আসা ঝাপসা আলোর দিকে মনোনিবেশ করল ক্যাসান্দ্রা। রেডিও হাতে নিয়ে, অগ্রগামী দলকে পিছু হটার নির্দেশ দিল। এরপর একটা মাত্র আদেশ দিল আর্টিলারি টিমকে, "মাটিতে মিশিয়ে দাও গ্রামটা।"

১১ঃ১৫ এ.এম.

প্রথম হুইসেলের মত শব্দটা যখন কানে এল, তখন পেইন্টার কেবল সবাইকে গ্রাম থেকে বের করে এনেছে। ঝড়ের তীব্র গর্জনকে ছাপিয়েও শুনতে পেল সেই আওয়াজ।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, প্রথম শেলটা আঘাত হানছে গ্রামে। ওর চোখের সামনে মেঘের দিকে উঠে গেল একটা আগুনের গোলা, অল্প সময়ের জন্য আলো ফেলল গ্রামটার ক্ষুদ্র একটা অংশে। বুম শব্দটা যেন পেইন্টারের পেটে এসে আঘাত হানল। আঁতকে উঠল আশেপাশের সবাই। হুইসেলের মত আওয়াজে ভারী হয়ে এল বাতাস।

রকেট আর মর্টার ওড়ার আওয়াজ।

ক্যাসান্দ্রার হাতে যে এত গোলা বারুদ আছে, সেটা কল্পনাও করতে পারেনি সে।

রেডিওকে কোরালকে নির্দেশ জানাল, "লুকিয়ে পড়।"

হঠাৎ লুকানো জায়গা থেকে বের হয়ে আসা বাহনগুলো ওদেরকে যে সুবিধাটুকু এনে দিয়েছিল, সেটার উপযোগীতা শেষ। এবার পালাবার সময়।

ওদিকে গ্রামের সবগুলো বাহনের হেডলাইট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অন্ধকারের আড়াল নিয়ে ধ্বংসাবশেষের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে মেয়েরা। একটার পর একটা রকেট আর মর্টার আঘাত হেনে চলছে গ্রামে।

"কোরাল!" চিৎকার করে উঠল পেইন্টার, রেডিও একদম ঠোঁটের কাছে ধরা।

কোনও উত্তর এল না।

বারাক ওর হাত আঁকড়ে ধরল; "চিন্তা কোরও না। ওরা জানে রঁদেভু কোথায় হবে।"

পেইন্টার ঘুরে দাঁড়াল। একের পর এক রকেট বিস্ফোরণের শক ওয়েভ আঘাত হানল ওর দেহে।

সিংকহোলের ওদিক থেকে আর কোন গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। হচ্ছেটা কি?

১১ঃ১৭ এ.এম.

সাফিয়া আর ওমাহা একে অন্যকে ঝড়িয়ে ধরে পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ঠিক উপরে ক্লিফ আর সেই ক্লিফে অবস্থিত দূর্গ। বিস্ফোরণের ফলে ক্লিফ থেকে আলগা নুড়ি পাথর নিচে পড়ছে।

দক্ষিণ দিকের আকাশটা আগুনের আভায় লালচে দেখাচ্ছে। ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে ভেসে এল আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দ। অন্যরা পালাবার সময় পেয়েছিল তো? রেডিওগুলো ট্রাইলিথ চেম্বারে ফেলে এসেছে, তাই যোগাযোগ করার কোন উপায় নেই।

পেইন্টার, কারা...

ওমাহা সাফিয়ার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, পুরো দেহের ভার চাপিয়ে রেখেছে ডান পায়ের উপর। গোড়ালি মচকে গিয়েছে। "তুমি চাইলে এখনও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পার।"

সাফিয়া নিজেও খুব ক্লান্ত, আহত কাঁধটাও ব্যথা করছে, "কিন্তু হেলিকপ্টারটা..."

যান্ত্রিক পাখিটা এখনও সিংকহোলের উপর উড়ছে, ফ্লাড লাইট বন্ধ। কিন্তু কানে আসছে পাখা ঘোরার আওয়াজ। ওদেরকে আটকে ফেলেছে পাখিটার পাইলট।

"একটু আগে আওতার মাঝে পেয়েও পাইলট গুলি করেনি। ঝড়ে কিছু দেখতে পাচ্ছে না মনে হয়। দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেলে...আমি গুলি করে নজর সরিয়ে রাখব।" বলল ওমাহা, পিস্তলটা হাতছাড়া করেনি সে।

"আমি তোমাকে রেখে যাব না।" ফিসফিসিয়ে বলল সাফিয়া, আঁকড়ে ধরল ওর হাত।

ওমাহা ছাড়াবার চেষ্টা করল, "যা বলছি করো। আমি শুধু শুধু বোঝা হয়ে থাকতে চাইনা।"

আরো জোরে ওর হাত আঁকড়ে ধরল সাফিয়া, "না...আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে *পারব* না।"

হঠাৎ করেই যেন সাফিয়ার কথা পরিষ্কার হয়ে এল ওর কাছে। মেয়েটা ওর কাছে সাহস চাইছে। ওকে ফেরাবে না সে।

কপ্টারটা এখনও মাথার উপর ঝুলছে, ধীরে ধীরে আরো জোরালো হয়ে আসছে যন্ত্রটার আওয়াজ। সিংকহোলের উপরে এসে স্থির হলো ওটা।

ওমাহার আরো কাছে চলে এল সাফিয়া। লোকটার কাঁধ যে কত চওড়া, সেটা প্রায় ভুলতেই বসেছিল সে। ভুলতে বসেছিল, কতটা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সে একদা ওই চওড়া বুকে আশ্রয় নিত। ওমাহার কাঁধের উপর দিয়ে কপ্টারটার দিকে চাইল

সে। দেখতে পেল, সিংকহোলের মাঝখান থেকে নীল আভা ভেসে আসছে, আকারে আগের চাইতেও বড়।

ওহ, গড...

আরো জোরে ওমাহাকে আঁকড়ে ধরল সে।

"সাফ," মেয়েটার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে বলল ওমাহা, "তেল আবিবের পর-"

বিস্ফোরণের আওয়াজে চাপা পড়ে গেল বাকি শব্দ গুলো। প্রচন্ড গরম বাতাস যেন ওদেরকে চেপে ধরল দেয়ালের সাথে। দৃষ্টিকে ভাসিয়ে নিচ্ছে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো।

পাথর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল ওদের চারপাশে। উপর থেকে ভেসে এল প্রচন্ড এক আওয়াজ-*ক্রাক*। বিশাল বড় এক পাথর এসে আছড়ে পড়ল ওদের মাথার উপরে। ক্লিফের বের হয়ে থাকা অংশটার উপর।

আধা অন্ধ সাফিয়া টের পেল, দূর্গটা ধ্বসে পড়ছে!

১১ঃ২১ এ.এম.

সিংকহোলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে পেইন্টার, এমন সময় কেঁপে উঠল ধরণী। এক মুহূর্তের ওয়ার্নিং পেয়েছিল সে, দেখেছিল-একটা নীল আভা। এরপরই চেম্বার থেকে বেড়িয়ে এসে দৃষ্টিসীমার শেষ পর্যন্ত উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল নীলচে আগুন। এমনকি ঝড়টাও যেন পিছিয়ে গিয়েছিল তার প্রচন্ডতায়।

পায়ের নিচে কেঁপে উঠল মাটি।

নীলচে আগুনের ফুঁসে ওঠা থাম, হেলিকপ্টারটার ঠিক মাঝখানে গিয়ে আঘাত হানল। চরকির মত পাক খেতে খেতে আরো উপরে উঠে গেল পাখিটা। কিন্তু বেশীক্ষণ টিকতে পারল না, কেননা ফুয়েল ট্যাংকে আগুন লেগে গিয়েছে। পরমুহূর্তেই লাল আগুনের ঢেউ গ্রাস করল যন্ত্রটাকে। তাপের তীব্রতায় গলে গলে পড়তে লাগল কপ্টারটার ধাতব দেহ।

সিংকহোলটার দক্ষিণ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল পেইন্টার। ওখান থেকে দূর্ঘটাকে পরিষ্কার দেখা যায়। তাই সেটাকে কাত হয়ে নিচে পড়ে যেতে দেখতে, বিন্দুমাত্র কষ্ট হলো না ওর।

সেই সাথে দুইটা মানব দেহ দেখতে পেল সে, ওদের চারপাশে পাথর-বৃষ্টি হচ্ছে।

সাফিয়া আর ওমাহা।

১১ঃ২২ এ.এম.

ঝলসানো আলোতে হতভম্ব ওমাহা বাধ্য হলো সাফিয়ার উপর নিজের দেহের ভর ছেড়ে দিতে। বালুর মাঝখান দিয়ে অনেকটা যুদ্ধ করে এগোতে হলো ওদের। চোখ দিয়ে পানি ঝরছে ওর। কিন্তু অল্পকিছু ক্ষণের মাঝে দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল। তবে সম্ভবত না এলেই ভাল হত।

কেননা, বাইবেলে বর্ণিত পাথর-ঝড়ের মতো ওদের আশে পাশে পাথর ঝড় হচ্ছে।

"এখান থেকে বেরোতে হবে!" চিৎকার করল সাফিয়া।

হঠাৎ কিছু একটা ওমাহার ভাল পায়ে এসে আঘাত হানল। ছিটকে, বালুতে পড়ে গেল দুজনে।

"ধ্বসে পড়ছে দূর্গটা!"

১১ঃ৩৩ এ.এম.

সিংকহোলের ভেতর দিয়ে সাফিয়াদের দিকে ছুটছে পেইন্টার।

ওর বা দিকে, দূর্গের অর্ধেকটা আছড়ে পড়েছে ফাটলে। এখনও নড়া চড়া বন্ধ হয়নি ওটার। প্রতিবার নড়ার সাথে সাথে পাথর বালু দিয়ে ভরে তুলছে গর্তটার একটা দিক।

ঝড়ের মধ্য দিয়েই ওমাহা আর সাফিয়াকে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে পা বাড়াতে দেখেছে সে। কিন্তু বার বার আছড়ে পড়ছে ওরা।

সময়মত ওদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না পেইন্টার।

ওর পিছন থেকে ধমকের মত সুরে কেউ বলে উঠল, "সরে দাঁড়াও!"

ঘুরে দাঁড়াল সে, সাথে সাথে চোখে পড়ল ফ্লাড লাইটের আলো। মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেল সে। কিন্তু পাশে ডাইভ দিয়ে পড়তে ভুললো না।

ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল স্যান্ড বাইক। বার বার লাফাচ্ছে, কিন্তু অপূর্ব দক্ষতায় সেটাকে ঠিকই দুই চাকার উপর রাখছে কোরাল।

বাইকের পিছু নিল পেইন্টার। কিন্তু এঁকে বেঁকে ছুটছে স্যান্ড বাইক, সে ধারে কাছে পৌঁছাবার অনেক আগেই লক্ষ্যে পৌঁছে গেল কোরাল। শুনতে পেল মেয়েটা বলছে, "শক্ত করে ধরে!" বিনা দ্বিধায় নির্দেশ মানল সাফিয়া আর ওমাহা।

সাথে সাথে বাইকটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার ফিরতি পথে রওনা হলো কোরাল। বাইকের সীট ধরে ঝুলছে ওমাহা আর সাফিয়া।

নিরাপদ স্থানে এসে থামল ওরা। এদিকে পেইন্টার তখনো ঢাল বেয়ে নামছে। সিংকহোলের মেঝেতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বন্ধ হয়ে গেল দুর্গটার নড়াচড়া। যেখানে ছিল খাড়া ক্লিফ, সেখানে এখন দেখা যাচ্ছে ঢালু পথ।

ওদিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে বাইকের দিকে এগোল সে। সাফিয়া ততক্ষণে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে আর ওমাহা হেলান দিয়ে আছে সীটের সাথে। কোরাল বসে আছে বাইকের উপর।

চারজন একসাথে তাকিয়ে রইল চোখের সামনের গর্তটার দিকে। ধোঁয়া উঠছে, মনে হচ্ছে জায়গাটা যেন নরকের প্রবেশদ্বার! ট্রাইলিথ চেম্বারটার মুখ যেখানে ছিল, ঠিক সেখান থেকেই বেরোচ্ছে ধোঁয়া। তখন মুখটা সরু ছিল, কিন্তু এখন দশ ফুট চওড়া হয়ে গিয়েছে।

সেই সাথে দেখা যাচ্ছে বুদবুদ ওঠা পানি!

কোরাল আলো ফেলল ওখানে।

নেই হয়ে গেল পানি, আলো পড়তেই সরে গেল যেন।

যে দৃশ্যটা দেখা গেল, তা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।

১১ঃ২৩ এ.এম.

একদৃষ্টিতে এমঃ ট্রাক্টরের উইন্ডশিল্ড দিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে ক্যাসান্ড্রা। এই এক মিনিট আগে, ওর চোখের ঠিক সামনে সোজা আসমানে উঠে গিয়েছে নীল আলোর একটা স্তম্ভ !

কিউরেটর যেদিকে আছে, ঠিক সেদিক থেকে।

"কী ছিল ওটা?" ড্রাইভারের সীট থেকে জানতে চাইল কেন।

শিশুর থেকে ঠিক একশ গজ দূরে ট্রাক্টর থামিয়েছে সে। ওদের বাম দিকে, জ্বল জ্বল করে জ্বলছে গ্রামটার কিছু অংশ। কিন্তু ঠিক সামনে, অর্থাৎ ধ্বংসাবশেষের দিক থেকে এক বিন্দু আলোও আসছে না।

"আমাদের মর্টার যে না, সেটা নিশ্চিত।" আবারও বলল কেন।

ঐ রকম বিস্ফোরণ ঘটাবার ক্ষমতা আমাদের কেন, দুনিয়ার কোন মর্টারের নেই।

ল্যাপটপের দিকে তাকাল ক্যাসান্ড্রা। এখনও কিউরেটরের নীল বৃত্ত-জ্বলছে। তবে কেঁপে কেঁপে, মনে হচ্ছে কিছু একটা সিগন্যালকে বাঁধা দিচ্ছে। কী হচ্ছে ওখানে?

একমাত্র যে লোকটার কাছে উত্তর পাওয়া গেলেও যেতে পারে, তাকে রেডিওতে কল করল সে, "ঈগল ওয়ান, শুনতে পাচ্ছ?"

উত্তরের অপেক্ষা করল সে, কিন্তু এল না সেই কাঙ্ক্ষিত উত্তর।

কেন মাথা নাড়ল, "দুটা পাখিই শেষ।"

“আরো দুটাকে আকাশে ওড়াও।”

ইতস্তত করল কেন। কেনও করল, সেই উত্তর ক্যাসান্দ্রা জানে। ঝড়টা এরইমধ্যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, কিন্তু আসল অংশটাই এখনও ওরা দেখেনি। আর যদি দক্ষিণ থেকে পরিবর্তিত বায়ুচাপের ফলে সৃষ্ট ঝড়টা এসে এই বালিঝড়ের সাথে যোগ দেয়, তাহলে তো আরো ভয়াবহ হবে পরিস্থিতি। ওদের হাতে মোট ছয়টা কপ্টার ছিল। আরও দুটা পাঠালে, সামনে প্রয়োজন পড়লেও আর আকাশ পথে আক্রমণ চালানো যাবে না।

কিন্তু দরকারটাও বুঝতে পারছে কেন। এখন রয়ে সয়ে কাজ করার সময় না, সবকিছু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়। ক্যাসান্দ্রার কথা মত নির্দেশ দিল সে। এরপর চাইল মেয়েটার দিকে।

“সামনে এগোও।” নির্দেশ দিল মেয়েটা।

“কপ্টারগুলো বাতাসে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ভাল হত না?”

“দরকার নেই। আমাদের বাহন আর্মার পরিহিত।” পেছনের কম্পার্টমেন্টে বসা কেনের কমান্ডো টিমের দিকে তাকাল সে, “আমাদের সাথে যথেষ্ট লোকবল আছে। ওখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা যে ঘটেছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি।”

আর কথা বাড়ালো না কেন, নড করে চালিয়ে দিল ট্রাক্টর। ধ্বংসাবশেষের দিকে এগিয়ে চলল বাহনটা।

১১:২৬ এ.এম.

এক হাঁটু গেঁড়ে বসে, গর্তটার ধারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সাফিয়া। জায়গাটা কত গরম, সেটা হাতের তালু দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল সে। বাতাস কাছে টানছে ওকে, থেকে থেকে নাকে মুখে ঢুকে যেতে চাইছে বালু। কিন্তু গতি কেন জানি বেশি নেই। একটু শান্ত হয়ে এসেছে ঝড়টা, যেন কয়েক মিনিট আগের বিস্ফোরণটা তার শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে।

“সাবধান।” বলল ওমাহা।

গর্তটার ভেতরে উঁকি দিল সাফিয়া। পানি এখনও নিচে নেমেই চলছে। যে যে এলাকা পানিমুক্ত হচ্ছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে স্বচ্ছ কাঁচ। ট্রাইলিথ চেম্বারটার কোন অস্তিত্ব নেই এখন, এখন শুধু অবশিষ্ট আছে কাঁচ। কর্ক স্ক্রুর মত নিচের দিকে নেমে গিয়েছে।

উবারের আসল প্রবেশ পথ।

এবার গর্তটার ধারের বাইরের দিকে হাত রাখল সাফিয়া, আস্তে আস্তে হাতটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল কাঁচের দিকে। এখনও কয়েক ফোঁটা পানি লেগে আছে কাছে। বাইকের আলোতে জ্বলছে মুক্তা বিন্দুর মত।

একটুও গরম মনে হলো না।

অবশেষে কাঁচে হাত দিয়েই ফেলল সাফিয়া। উষ্ণ, বেশ উষ্ণ। কিন্তু ফোসকা পড়ার মত না। "একেবারে সলিড।" বলল সে, "এখনও ঠান্ডা হচ্ছে। কিন্তু তলটা শক্ত।" যেন কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই, হাত দিয়ে কাঁচে হালকা করে আঘাত করল সে।

উঠে দাঁড়িয়ে এবার পা রাখল কাঁচের উপর। ওর ওজন বহন করতে সক্ষম হলো কাঁচ, "পানি নিশ্চয় এটাকে যথেষ্ট পরিমাণে ঠান্ডা করতে পেরেছে।"

পেইন্টার ওর দিকে এগিয়ে গেলো, "আমাদের এই এলাকা ছেড়ে যাওয়া দরকার।"

বাইকের পাশে দাঁড়ানো কোরাল বলল, "কমান্ডার, রেহেমদের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করা গিয়েছে। এখন তোমার আদেশ পেলেই আমরা রওনা হতে পারি।"

কর্ক স্ক্রুর মতো বেঁকে নামা কাঁচের দিকে তাকাল সাফিয়া, "আমরা কিন্তু এই জিনিসটাই খুঁজতে এসেছিলাম।"

"আমরা যদি এখনি রওনা না দেই, তাহলে ক্যাসান্দ্রা আমাদেরকে ঘিরে ধরবে।"

ওমাহা ওদের কথাবার্তায় যোগ দিল, "কোথায় পালাবো আমরা?"

পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করল পেইন্টার, "মরুভূমিতে, ঝড়টাকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।"

"পাগল হয়েছ? আসল ঝড় তো এখনও শুরুই হয়নি। আর দুই ঝড় মিলিত হলে আমাদের অবস্থা কী হবে, তা একবার ভেবে দেখেছ?" ওমাহা মাথা নাড়ল, "তারচেয়ে ঐ হারামজাদীর মুখোমুখি হওয়া সহজ।"

মানসচোখে ক্যাসান্দ্রাকে দেখতে পেল সাফিয়া, বরফের মতই শীতল। দয়ামায়ার লেশ মাত্র নেই চোখে। এখানে যাই পাওয়া যাক না কেন, তা ওই মেয়ে বা তার উপরওয়ালার হাতে পড়তে দেয়া যাবে না।

"আমি নিচে যাচ্ছি।" কথা কাটাকাটি থামিয়ে দিল সে।

"আমিও তোমার সাথে যাব।" বলল ওমাহা।

আচমকা গুলির আওয়াজ ভেসে এল। চমকে উঠে উৎসের দিকে তাকাল সবাই।

"বাছাবাছির আর সুযোগ থাকল না।" বিড় বিড় করে বলল ওমাহা।

কোরাল আর পেইন্টার দুইজনেই যার যার রেডিওতে আদেশ দেয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

অনেকগুলো বাহন একসাথে ওদের দিকে নেমে আসা শুরু করল।

"কি করছে ওরা?" জানতে চাইল ওমাহা।

নিজের রেডিওটা সরিয়ে রাখল পেইন্টার। চেহারা কালো করে বলল, "মেয়েদের কেউ একজন টানেলটা দেখতে পেয়েছে।"

হোজাই হবেন, ভাবল সাফিয়া। যেহেতু উবারের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে, রেহেমদের পালাবার প্রশ্ন ওঠে না। জীবন দিয়ে হলেও জায়গাটাকে রক্ষা করবে ওরা। লু'লু পুরো গোত্রটাকে নিয়ে আসছেন।

গোলাগুলিও বন্ধ হয়ে গেল।

কানে রেডিও ধরে আছে কোরাল, সেটা না নামিয়েই ব্যাখ্যা করল, "ওই টাওয়ার গুলোর একটার চুড়োয় শত্রু স্নাইপার বসেছিল। তাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

রেহেমদের দক্ষতায় যে মেয়েটা মুগ্ধ, সেটা তার বলার ভঙ্গিতেই প্রকাশ পেল।

কিছুক্ষণের মাঝে বাহনগুলো ওদের পাশে এসে থামল। প্রথম বগি-গাড়ি থেকে নামল কারা, ড্যানি আর ক্লে। ঠিক তার পেছন পেছন স্যান্ড বাইক নিয়ে থামল বারাক।

লাফিয়ে নামল কারা, বাতাস আবার তার গতি ফিরে পেয়েছে। মেয়েটার হাতে পিস্তল দেখতে পেল সাফিয়া। "আমরা দূর থেকে হেডলাইট দেখতে পেয়েছি।" পূর্ব দিকে নির্দেশ করল সে, "অনেকগুলো হেডলাইট। বড় বড় ট্রাকের। অন্তত আরেকটা হেলিকপ্টারও দেখেছি।"

পেইন্টার হাতের আঙুলগুলোকে মুষ্ঠিবদ্ধ করে ফেলল, "ক্যাসান্দ্রা ওর সর্বশক্তি নিয়ে আসছে।"

হোজা বললেন, "উবারের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, উবারই আমাদেরকে রক্ষা করবে।"

গর্তের দিকে উঁকি দিল ওমাহা, "তবুও আমি আমার বন্দুক হাতছাড়া করতে চাই না।"

পেইন্টার পূর্বদিকে তাকাল, "আমাদের আর কোন অপশন নেই। সবাই নিচে চলে যাও। একসাথে থাকবে। যতটা সম্ভব রশদ নিয়ে নাম। বন্দুক, গুলি, ফ্ল্যাশ লাইট-যা পার।"

হোজা সাফিয়ার দিকে নড করে বললেন, "তুমি আমাদেরকে পথ দেখাবে।"

পেঁচানো কাঁচের দিকে তাকাল সাফিয়া, হঠাৎ করেই নিজের উপর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। দম ফেলতে কষ্ট হচ্ছে ওর। নিজের জীবন নিয়ে নাহয় ছিনিমিনি খেলা যায়, কিন্তু অন্যের জীবন নিয়ে?

একজোড়া বাচ্চার দিকে দৃষ্টি পড়ল ওর, ক্লে-এর দুই হাত ধরে আছে বাচ্চা দুজন। ওদেরকে ক্লে-এর মতোই ভীত দেখাচ্ছে। কিন্তু দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা।

ওকেও তাই করতে হবে। হৃদপিন্ডের ধুকপুকানি নাহয় হৃদপিন্ডেই থাকুক। বাইরে কোন কিছু প্রকাশ পেতে দেবে না ও।

ভারী আর বিশাল কিছু একটা এগিয়ে আসার আওয়াজ শুনতে পেল সবাই। দেখতে পেল আলোও। ক্যাসান্দ্রা এসে পড়েছে!

"যাও!" সাফিয়ার চোখে চোখ রেখে নির্দেশ দিল পেইন্টার, "সবাইকে নিচে নিয়ে যাও।"

কোন কথা বলল না সাফিয়া, নড করে নির্দেশ পালনে মন দিল।

শুনতে পেল, পেইন্টার কোরালকে বলছে, "তোমার বাইকটা আমার দরকার।"

১১:৪৪ এ.এম.

ক্যাসান্দ্রার চোখের সামনে ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে ভোজবাজীর মত উবে গেল নীল বৃত্তটা। কিউরেটর আবারও পালাচ্ছে।

"আমাদেরকে ওখানে নিয়ে চল," দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে, "এক্ষুনি।"

"পৌঁছে গিয়েছি প্রায়।"

বালির আবরণ ভেদ করে উঁকি দিল একটা পাথুরে দেয়াল, এখন আর তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই ওটার। হেড লাইটের আলোয় ভাস্বর।

পৌঁছে গিয়েছে ওরা।

"অর্ডার?" কেন ওর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল।

কাছাকাছি একটা ভাঙা টাওয়ার দেখতে পেয়ে, সেদিকে ইঙ্গিত করল ক্যাসান্দ্রা, "তোমার কমান্ডো টিমকে কাজে লাগিয়ে দাও। আমি চাই, এই পুরো এলাকা থেকে যেন একটা মাছিও বেরোতে না পারে।"

অল্প একটু গতি কমালো কেন, ওর ক্র্যাক টিমের জন্য সেটাই যথেষ্ট। বিশজন কমান্ডো অস্ত্রশস্ত্রসহ নেমে পড়ল মাটিতে। ভাঙা টাওয়ারটার দিকে এগোল।

শামুকের গতিতে ট্রাক্টর আগে বাড়ালো কেন।

ঠিক সামনেই শুয়ে আছে সিংকহোলটা, কালো আর নিশ্চুপ।

খেলা শেষ করবার সময় হয়েছে।

ব্রেক কষলো ট্রাক্টর, হেড লাইটের আলো সামনের দিকটা উজ্জ্বল করে রেখেছে।

একে একে সিংকহোলে নেমে পড়লো কমান্ডো টিমের সবাই। ক্যাসান্ড্রা ওদের পজিশন নেবার সময়টুকু অপেক্ষা করল।

"ইন পজিশন-কোয়াড্রান্ট থ্রি..."

"টাওয়ারের উপরে, মনগুজ ফোর..."

"আরপিজি লোডেড..."

কি-বোর্ডের কিউ বাটনটা চাপল ক্যাসান্ড্রা। মনিটরের ম্যাপে একুশটা লাল আলো ফুটে উঠল। প্রত্যেক কমান্ডোর ফেটিগে একটা করে লোকেটর বিকন লাগানো আছে।

ট্রাক্টর থেকেই দলের সবাইকে পরিচালনা করছিল কেন। এবার ওর দিকে ফিরে বলল, "সবাই পজিশন নিয়ে নিয়েছে। নিচে কিছুই নেই।"

ক্যাসান্ড্রা জানে, আর কেউ না থাকলেও, সাফিয়া অবশ্যই ওখানে আছে, "আলো জ্বালাও।"

কেন আদেশ দিল।

পুরো ফাটলটা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা কমান্ডোরা একসাথে একডজন ফ্ল্যাশ লাইটের আলো ফেলল ওতে। ঝড়ের মধ্যেও এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ফাটলটা।

রেডিও এয়ারপিসের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে কেন, "শত্রু পক্ষের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু কয়েকটা বাইক আর বাগি আছে।"

"ওখানে কি কোন গুহামুখ আছে?"

নড করল কেন, "হ্যাঁ। যেখানে বাহনগুলো পার্ক করা আছে, সেখানে। এক্ষুনি ভিডিও ফিড এসে যাবে, চ্যানেল থ্রি-তে।"

ল্যাপটপে আরেকটা স্ক্রিন ফুটিয়ে তুলল ক্যাসান্ড্রা, ওতে লাইভ ফিড দেখা যাবে। ইমেজটা কাঁপছে, ঝিরঝিরে আসছে। কিন্তু কিছু করার নেই। আরও সামনে ঝুঁকে এল ক্যাসান্ড্রা।

ফাটলটার মেঝে দেখতে পাচ্ছে স্ক্রিনে। স্যান্ড বাইক আর বগি-গাড়িও দেখতে পেল। কিন্তু ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে ওগুলো। মানুষ কই? হঠাৎ ঘুরে গেল ক্যামেরা। একটা তিন গজ লম্বা গর্তের দিকে পড়ল ক্যামেরার চোখ। দেখে ক্যাসান্ড্রার মনে হলো, সদ্য সমাপ্ত হওয়া কোণ খনন-কার্য দেখতে।

একটা টানেলের মুখ।

সব গুলো খরগোশ নিশ্চয় ওই টানেলে প্রবেশ করেছে (অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের একটা উদ্ধৃতি)।

ইমেজটা এলএেল হয়ে গেল। পরমুহূর্তে ঠিক হলো কিন্তু আবার ঠিক পরমুহূর্তে নেই!

অভিশাপ দিতে দিতে থেমে গেল ক্যাসান্দ্রা। নিজের চোখে দেখতে চায় পরিস্থিতি। একবার কেনের লোকদের নেয়া অবস্থান পর্যালোচনা করে দেখল-এলাকাটা খুব ভালভাবেই ঘিরে রেখেছে।

"দেখতে যাচ্ছি, এদিকটা সামলে নিও।" সীট বেল্ট খুলতে খুলতে বলল সে।

মাটিতে পা রেখেই, বাতাসের তীব্রতা টের পেল ক্যাসান্দ্রা। বাতাস যেন ওকে উড়িয়ে নিতে চাচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা স্কার্ফ বের করে নাক-মুখ ঢাকল সে।

ট্রাক্টরের বিশাল বড় বড় চাকার খাঁজে হাতে রেখে নিজেকে সামলে নিল মেয়েটা। বাতাস বার বার ওকে ধাক্কা দিচ্ছে, কেনের দলের লোকদের প্রতি বাড়তি শ্রদ্ধা বোধ করছে। ট্রাক্টরের ভেতরে বসে ওদের অবস্থান নেয়াটাকে কেবল মাত্র দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মনে হয়েছিল ওর কাছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অসাধারণ।

ক্যাসান্দ্রা ট্রাক্টরের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। উজ্জ্বল হেড লাইটের আলোয় সিংকহোলটা উদ্ভাসিত। অল্প একটু দূরে অবস্থিত সিংকহোলটা, কিন্তু ধারে দাঁড়িয়ে সে টের পেল-বাতাসের গর্জনে বেমালুম নেই হয়ে গিয়েছে ট্রাক্টরটার ইঞ্জিনের আওয়াজ।

"সবকিছু ঠিক আছে তো ক্যাপ্টেন?" কেন জানতে চাইল।

ঝুঁকে এসে নিচের দিকে উঁকি দিল ক্যাসান্দ্রা। ওর অবস্থানের উল্টোদিকে ধ্বসে পড়ছে পাথর। পাথর ধ্বস! কিন্তু কেন?

টানেলের প্রবেশমুখ যেন ওর দিকে চেয়ে আছে। স্বচ্ছ, কাঁচের মত।

কাঁচ!

হৃদ-স্পন্দন দ্রুত হয়ে এল ওর। ওটা নিশ্চয় গুপ্তধনের গুহার প্রবেশমুখ। প্রবেশমুখের চারপাশে পার্ক করে রাখা গাড়িগুলোর উপর নজর পড়ল ওর। না হ, ওর গুপ্তধন অন্য কেউ ছিনিয়ে নেবে! অসম্ভব।

"কেন, ঐ টানেলের মুখে পাঁচ মিনিটের মাঝে আমি একটা দলকে দেখতে চাই।"

উত্তর নেই।

"কেন।" আরো উঁচু গলায় বলল সে, ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

হেডলাইডের উজ্জ্বল আলো ওকে প্রায় অন্ধ করে দিয়েছে।

একপাশে সরে দাঁড়াল সে, সন্দেহ ঢুকেছে মনে।

সামনে এগিয়ে দেখতে পেল-বালির কবর থেকে একটা স্যান্ড বাইক উঁকি দিচ্ছে।

এমন বুদ্ধিমান মাত্র একজনই হতে পারে।

১১:৫২ এ.এম.

ওর মুখের দিকে ছুটে এল ছুরিটা। ফ্লোরে গড়াগড়ি খাচ্ছে পেইন্টার, মাথাটা এক ঝটকায় সরিয়ে নিয়ে ছুরির আঘাতের হাত থেকে বাঁচল।

কিন্তু পুরোপুরি বাঁচতে পারল না, ওর চোখের নিচের চামড়ায় স্পর্শ করে গেল ওটা।

রাগ আর হতাশা যেন পেইন্টারকে বাড়তি শক্তি উপহার দিল। রক্ত ঝড়ছে, কিন্তু তাও পা দিয়ে আঁকড়ে রেখেছে অন্য লোকটার নিম্নাঙ্গ। সেই সাথে কনুই দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছে গলা।

হারামজাদা ষাঁড়ের মতই শক্তিশালী।

কেনের ছুরি ধরা হাতটাকে ওর-ই দেহ দিয়ে চেপে ধরল পেইন্টার।

ক্যাসান্দ্রা বোকামি করে ফেলেছে, নামার সময় ট্রাক্টরের দরজা লাগাতে ভুলে গিয়েছিল। বালুর নিচে লুকিয়ে ছিল পেইন্টার। সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে। সঠিক জায়গা বেছে নিয়েছিল সে, জানত ক্যাসান্দ্রার দলের কেউ না কেউ এদিকে যানবাহন নিয়ে আসবে।

কিন্তু তা যে ট্রাক্টরটা হবে, সেটা বুঝতে পারেনি। দেখে মনে হয়, বিশ টনী কোন দানব। তবে ওর পরিকল্পনার জন্য এই দানবটা একদম পারফেক্ট।

ট্রাক্টর থামতেই, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে। লুকিয়ে লুকিয়ে খোলা দরজা দিয়ে উদ্যত বন্দুক হাতে ঢুকে পড়েছিল ভেতরে।

কিন্তু কপাল মন্দ, ওর শত্রু জন কেন কিভাবে কিভাবে যেন টের পেয়ে গিয়েছিল। স্প্লিন্ট পড়া পায়ের উপর দেহের ভার ছেড়ে ভাল পা দিয়ে আঘাত হেনেছিল ওর বন্দুক ধরা হাতে।

এই মুহূর্তে ফ্লোরে ধ্বস্তাধস্তি করছে দুজনে।

পেইন্টার এক মুহুর্তের জন্যও হাতের বাঁধন আলগা করেনি। কেন মাথা দিয়ে ওর নাকে আঘাত হানতে চাইল, কিন্তু পেইন্টার তা হতে দিলে তো! উল্টা সে আরো জোরে আঁকড়ে ধরল লোকটার গলা, সর্বশক্তিতে শক্ত মেঝের সাথে টুকে দিল শত্রুর মাথা।

হালকা একটা চিৎকার শোনা গেল।

আরও তিনবার একই কাজ করল পেইন্টার। নড়া চড়া বন্ধ হয়ে গেল লোকটার। কিন্তু তবুও বাঁধন আলগা করল না পেইন্টার। তবে নড়া চড়া বন্ধ হওয়ায়, অন্য দিকে নজর দেবার সুযোগ পেল সে, দেখল ফ্লোরে রক্ত! নাক ভেঙে গিয়েছে জন কেনের।

হাতে আর সময় বেশি নেই। পেইন্টার লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চিতা ব্যাটাবে দুর্বল না করে দিলে, পেইন্টারের জেতার কোনও আশা ছিল না।

ড্রাইভারের সীটে বসে ক্লাচ চেপে ধরল সে। সামনে এগিয়ে গেল দানবটা, এত বিশাল বাহন যে এত সহজে নড়াচড়া করতে পারবে সেটা সে বুঝতেই পারেনি। সরাসরি সিংকহোলের দিকে এগোল পেইন্টার।

আচমকা শুরু হলো গোলা-বৃষ্টি, শত্রুরা ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গিয়েছে।

গুলি অগ্রাহ্য করে সামনে এগিয়ে গেল পেইন্টার, ট্রাক্টরটা আর্মার পড়ানো। সামনেই দেখা যাচ্ছে সিংকহোলটাকে। যত ইচ্ছা গুলি করুক শত্রুরা, এই দানবের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

বাহনটার সামনের দিকে সিংকহোলের প্রান্ত পার হয়ে এগিয়ে গেল।

পেইন্টারের পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট। জড়তার উপর ভরসা রাখল সে, সীট থেকে উঠে এল। সামনের দিকে ঝুঁকে গেল ট্রাক্টর।

পেছনের দরজার দিকে এগোল পেইন্টার। ইচ্ছা-ট্রাক্টরটা আছড়ে পড়ার আগেই বেড়িয়ে যাবে। কিন্তু একটা হাত ওর পা আঁকড়ে ধরল। আচমকা টানে ফেলে দিলে ফ্লোরে। ফ্লোরের সাথে ধাক্কায়, ফুসফুস থেকে সব বাতাস যেন বেড়িয়ে এল পেইন্টারে।

কেন, জন কেন! হারামজাদা জ্ঞান ফিরে পেয়েছি।

পেইন্টারের নষ্ট করার মত কোন সময় নেই, একটু পরেই আছড়ে পড়বে ট্রাক্টর। পায়ের গোড়ালি দিকে লোকটার ভাঙা নাকে আবারও আঘাত হানল সে। চাবুকের মত পিছিয়ে গেল কেনের মাথা। নিস্তেজ হাতটা ছেড়ে দিল পেইন্টারকে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে ট্রাক্টরটা থেকে বেড়িয়ে এল সে। লাফ দিয়ে ধরে ফেলল সিংকহোলের প্রান্ত থেকে বেড়িয়ে থাকা একটা পাথর।

অভিকর্ষ তার দিকে টেনে নিল দানবটাকে, কান ফাটানো একটা আওয়াজ করে সিংকহোলের উপর আছড়ে পড়ল বিশ টনি ট্রাক্টর। আবছা আলোয় অনেকগুলো অবয়ব দেখতে পেল পেইন্টার।

ওর দিকেই ছুটে আসছে।

ঝুলতে ঝুলতেই নিচের দিকে তাকাল সে।

চল্লিশ ফুটের নিচের দৃশ্য দেখে আনন্দে ভর উঠল ওর মন। দানবটা একটা ছিপির মত করে আটকে দিয়েছে টানেলের মুখ।

কাজ চলবে।

ধরে রাখা পাথরটা আর পারল না ওর ওজন বইতে। খসে পড়ল সেটা।

দূর থেকে কেউ ওর নাম ডাকছে, শুনতে পেল পেইন্টার।

একটা বেরিয়ে থাকা পাথরের সাথে বাড়ি খেল ওর কাঁধ, নিচ থেকে মাটি যেন উঠে এল ওর সাথে মিলিত হতে।

পঞ্চম খন্ড

ফায়ার ডাউন বিলো

এনি পোর্ট ইন আ স্টর্ম

৪ঠা ডিসেম্বর, ১২ঃ০২ পি.এম.
আন্ডার গ্রাউন্ড

সাফিয়া দ্রুত গতিতে পেঁচানো টানেল দিয়ে এগোচ্ছে, ওকে অনুসরণ করছে অন্যান্যরা। উপর থেকে কোন কিছুর আছড়ে পড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সবাই। অবশ্য কাঁচ, পাথর আর ধাতব বস্তুর বৃষ্টির মত ঝড়ে পড়া দেখেও বোঝা যায়-কিছু একটা ঘটেছে।

"কী হয়েছে?" জানতে চাইল সাফিয়া।

মাথা দোলাতে দোলাতে জবাব দিল ওমাহা, "পেইন্টার কিছু একটা করেছে।"

কারা এগিয়ে এসে সাফিয়ার পাশে দাঁড়াল, "বারাক আর কোরাল খোঁজ নিতে গিয়েছে।"

ড্যানি আর ক্রেও আসছে সাফিয়াদের পিছু পিছু। ওদের হাতে শোভা পাচ্ছে ফ্ল্যাশ লাইট। ক্রে এক হাতের জায়গায় দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে সেটা, যেমনভাবে ডুবন্ত ব্যক্তি খড়কুটো আঁকড়ে ধরে।

রেহেমরা একদম পিছনে। ওদের হাতে রশদ, ফ্ল্যাশ লাইট মাত্র দুই একটা। ছয়জনকে হারিয়েছে ওরা, সে বেদনা রেহেমদের সবার চোখে মুখে ফুটে আছে। একটা বাচ্চা কাঁদছে ফুপিয়ে ফুপিয়ে। রেহেমদের মত একটা গোত্রে, একজনকে হারানোও অনেক বড় ব্যাপার। এখন মাত্র ত্রিশ জন বাকি রয়েছে গোত্রে, তাদের এক-চতুর্থাংশই বৃদ্ধা আর বাচ্চা।

পায়ের নিচের কাঁচ এখন পাথর দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। নিচের দিকে তাকাল সাফিয়া।

"বেলে পাথর," ওকে পায়ের দিকে তাকাতে দেখে বলল ওমাহা। "বিস্ফোরণের রেঞ্জের বাইরে চলে এসেছি।"

কারা একবার পাথরের উপর আর আরেকবার কাঁচের উপর আলো ফেলল, "এসব কিছু বিস্ফোরণের ফল?"

"হ্যাঁ।" ওমাহা খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না, "এই পেঁচানো পথের অধিকাংশ সম্ভবত আগে থেকেই ছিল। ট্রাইলিথ চেম্বারটা ছিল এর ছিপি।"

ওমাহা যে ব্যাপারটা সহজ করে তুলে ধরছে, সেটা বুঝতে পারল সাফিয়া। কিন্তু কিছু না বলে এগিয়ে গেল সে। সম্ভবত টানেলের শেষ মাথায় এসে পৌঁছেছে ওরা পায়ের নিচের বেলে পাথরকে কেমন যেন ভেজা ভেজা লাগছে।

আচমকা ভেসে আসা চিৎকার-চেঁচামেচি ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কোরাল আর বারাক ফিরে এসেছে।

"পেইন্টার সফল হয়েছে। একটা বিশাল ট্রাক ফেলে বন্ধ করে দিয়েছে প্রবেশমুখ।" হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কোরাল।

"বিশ টনি বাহন।" যোগ করল বারাক।

"পেইন্টারের কী খবর?" জানতে চাইল সাফিয়া।

কোরাল জিহবা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল, চেহারায় চিন্তার ছাপ, "কোন খবর নেই। পেইন্টার আমাদেরকে কিছুটা বাড়তি সময় এনে দিয়েছে।" আগে বাড়ার ইঙ্গিত দিল মেয়েটা, "এসো, সেটাকে কাজে লাগাই।"

বুক ভরে শ্বাস নিল সাফিয়া, কোরাল ঠিকই বলেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার চলা শুরু করল সে।

"মাটির কত নিচে আছি আমরা?" জানতে চাইল কারা।

"আমার মনে হয় দুইশ ফুটের কিছু বেশি হবে।" ওমাহার জবাব।

আরেকটা বাঁক ঘুরে ওরা উপস্থিত হলো একটা বিশাল বড় গুহায়। ঠিক মাঝখানে একটা পানির কূপ। সিলিং থেকেও চুইয়ে চুইয়ে পানি পড়ছে।

"পানির উৎস পাওয়া গেল।" বলল ওমাহা।

গুহায় প্রবেশ করল সবাই, কুপের ঠিক মুখে বৃত্তাকারে বেরিয়ে আছে পাথর। ওখানে দাঁড়িয়ে নিচে উঁকি দেয়া যায়।

"ওই যে।" গুহার অন্য মাথায় অবস্থিত একটা দরজার উপর আলো ফেলল কারা। সবাইকে নিয়ে রওনা দিল সেদিকে।

দরজার কাছে এসে, ওতে হাত রাখল ওমাহা, "আবারও লোহা!"

হ্যান্ডেলটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না, কিন্তু দরজাটার সামনে একটা বার ঝোলানো।

"এই চেম্বারের চাপ ঠিক রাখার জন্য কাজটা করা হয়েছে।" ওর পেছন থেকে কোরাল বলে উঠল।

ওদের অনেক উপর থেকে ভেসে এল কিছু একটা ভাঙার আওয়াজ।

বারটাকে আঁকড়ে ধরে টান দিল ওমাহা, কিন্তু একচুলও নাড়াতে পারল না। "গড ড্যামিট, আটকে গিয়েছে। তার উপর তেলতেলে।" জামায় হাত মুছল সে।

"মরিচা পড়া বন্ধ করার জন্য তেল দেয়া।" ড্যানি বলল। ভাইকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল, কিন্তু দুইজনে মিলেও কিছু করতে পারল না, "ক্রোবার দরকার।"

"না।" হোজা বললেন। রেহেমদেরকে সরিয়ে সাফিয়ার পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি, "উবারের তালা একমাত্র কোন রেহেমই খুলতে পারবে।"

ওমাহা আবারও হাত মুছল, "লেডী, যত খুশি চেষ্টা করে দেখতে পারেন।"

লুলু ছড়ি দিয়ে বারটা স্পর্শ করলেন, "আশীর্বাদপ্রাপ্ত কাউকে লাগবে। যার স্পর্শে প্রাণ ফিরে পায় চাবিগুলো। যার ধমনীতে প্রথম রাণীর রক্ত বইছে।" সাফিয়ার দিকে ফিরলেন তিনি, "যার মাঝে রেহেমদের আশীর্বাদ আছে।"

"আমার কথা বলছেন?" বিস্মিত সাফিয়া জানতে চাইল।

"হ্যাঁ।" এক শব্দে জবাব দিলেন লু'লু। "উবারের সবকিছু তোমার স্পর্শে প্রাণ ফিরে পায়।"

জবের সমাধির কথা মনে পড়ে গেল সাফিয়ার। গ্লাভস পড়া অবস্থায় যখন বর্শা আর আবক্ষ মূর্তিটা স্পর্শ করেছিল সে, তখন কিছুই হয়নি। কিন্তু যখন বৃষ্টির পানি মোছার জন্য স্পর্শ করেছিল সে মূর্তিটাকে...

...তখনই নড়া শুরু করে দিয়েছিল ওটা।

ষাঁড়ের শিং এর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। বের হবার সাথে সাথে কিছু হয়নি, কিন্তু ও স্পর্শ করা মাত্রই শুরু হয় জিনিসটার লাল হয়ে ওঠা।

লুলু ইঙ্গিতে ওকে সামনে এগোতে বললেন।

নির্দেশ পালন করল সাফিয়া।

"দাঁড়াও।" কোরাল ওর পকেট থেকে একটা যন্ত্র বের করে আনল।

"কী ওটা?"

"একটা জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে চাই।" মেয়েটা উত্তর দিল, "ক্যাসান্দ্রার কাছ থেকে দারুণ কিছু যন্ত্রপাতি পেয়েছি।" সাফিয়াকে এগোতে ইঙ্গিত দিল সে।

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে সাফিয়া একহাতে স্পর্শ করল বারটাকে। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু অনুভব করতে ব্যর্থ হলো সে। তাই এবার একহাতেই উঁচু করার চেষ্টা করল বারটাকে। সহজেই উঠে এল সেটা।

"ড্যাম।" আঁতকে উঠল ওমাহা, "আমার টানাটানিতে ছুটে এসেছিল নিশ্চয়।"

মাথা নাড়ল কোরাল, "নাহ। ওটা আসলে একধরনের ম্যাগনেটিক লক।"

"কী?" জানতে চাইল সাফিয়া।

"এই জিনিসটা নাম ম্যাগনোমিটার।" হাতে ধরা জিনিসটা উঁচু করে দেখাল কোরাল, "ম্যাগনেটিক চার্জ ধরতে পারে। তুমি লোহার বারটা ধরা মাত্র জিনিসটার পোলারিটি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল।"

"কিন্তু..."

"লোহা চুম্বকের প্রতি আসক্ত। এখানে কী হচ্ছে, তা এখনও বুঝতে পারছি না। কিন্তু কেন জানি তোমার প্রতি এখানকার লোহার আসক্তি দেখা যাচ্ছে।"

ইমরানের সমাধির কথা মনে পড়ল সাফিয়ার। ওখানেও লোহার হৃদপিন্ডটা কম্পাসের মত নড়ে চড়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল।

উপর থেকে আরেকটা তীব্র আওয়াজ ভেসে এল।

"ওসব পরে হবে। এখন সময় নেই।" বলে হ্যান্ডেলটা ধরে টান দিল ওমাহা। এবার খুব সহজেই খুলে গেল দরজা। দেখতে পেল, একটা পাথর খোদাই করে বানানো সিঁড়ি অন্ধকারের মাঝে নেমে গিয়েছে।

সিঁড়িটা বেশি বড় না, তবে খাড়া বলা চলে। একশ ফুটের মত গিয়ে, আগেরটার চেয়েও প্রায় চারগুণ বড় একটা গুহায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এখানেও একটা কূপের মত এলাকা দেখা গেল, অন্ধকার আর কাঁচের মত। বাতাসের গন্ধটাও অন্যরকম, স্যাঁতসেঁতে তো বটেই। সেই সাথে ওজন গ্যাসের গন্ধও আছে।

কিন্তু সাফিয়ার নজর অন্যদিকে। পানির সাথে একটা পাথরের জেটি। সেটা দখল করে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে অনন্য সুন্দর একটা কাঠের ধাউ (একধরনের নৌকা), লম্বায় ত্রিশ ফুট। ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় যেন চকচক করছে। সোনার পাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে রেলিং আর মাস্তুল। দাঁড়ও আছে, সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা।

উপস্থিত সবাই প্রশংসা না করে পারল না।

বা দিকে একটা প্রশস্ত পানিময় টানেল অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে।

ধাউ-এর সামনে শোভা পাচ্ছে একটা নারী মূর্তি, বুক খোলা। কিন্তু হাত দুটো দিয়ে ঢেকে রেখেছে। চেহারা ঘুরে আছে প্রশস্ত টানেলটার দিকে।

দূর থেকেও নারী মূর্তিটাকে চিনতে পারল সাফিয়া।

শেবার রাণী।

"লোহা।" পাশে দাঁড়ানো ওমাহার কথায় সম্বিত ফিরল ওর। মূর্তিটার দিকে আলো ফেলেছে সে। ধাউ-এর দিকে এগিয়ে বলল, "আরেকবার নৌ-ভ্রমণে যেতে হবে দেখছি।"

১২ঃ৩২ পি.এম.

সিংকহোলের ভেতর দলা মোচড়া পাকিয়ে পরে থাকা দেহটার দিকে তাকাল ক্যাসান্দ্রা। আফসোস, রাগ না ভীতি অনুভব করবে-বুঝতে পারছে না। তবে ওসব নিয়ে ভাববার সময় নেই। এই ব্যাপারটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, সেটা ভাবা দরকার।

"দেহটাকে উপরে নিয়ে এসো, ভরে ফেল ব্যাগে।"

দুজন কমান্ডো তাদের প্রাক্তন নেতাকে তুলে আনার জন্য রওনা হলো। অন্যরা ব্যস্ত বিস্ফোরক বসানোর কাজে। দানব বাহনটাকে ধ্বংস করতে হবে।

কিছুক্ষণ তাদের কাজ পরিদর্শন করল ক্যাসান্দ্রা। বিস্ফোরক বসানো শেষ হলে স্যান্ড সাইকেলে চড়ে বসল। মাফলার আর স্কার্ফ শক্ত করে বেঁধে নিয়ে উপরের দিকে এগোল। পনের মিনিট পর বিস্ফোরণ ঘটবে।

উপরে উঠে মুখোমুখি হতে হলো প্রবল বালিঝড়ের। ধ্যাত, ঝড়টা আরো গতি পেয়েছে। বেশ খানিকক্ষণ কসরত করে, গ্রামের এখনও দাঁড়িয়ে থাকা একটা দালানের সামনে এসে পার্ক করল বাইকটা। ঢুকে পড়ল দরজা গলে।

আহত যোদ্ধারা সারি বেঁধে কটে শুয়ে আছে। অধিকাংশ পেইন্টারের অদ্ভুত দলের সাথে লড়াইয়ে আহত হয়েছে। মেয়েগুলো আসলেই অদ্ভুত। ভূতের মত উদয় হয়ে, ভূতের মতই মিলিয়ে গিয়েছে। এমনকি শত্রু যে কয়জন, সেটাও আন্দাজ করতে পারেনি ক্যাসান্দ্রার দলের কেউ।

কিন্তু এখন শত্রুদের সবই ঐ গর্ত দিয়ে নিচে নেমে গিয়েছে।

একটা বিশেষ কটের সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাসান্দ্রা। মেডিক কটে শোয়া লোকটার শুশ্রূষা করছে। গালের উপর হওয়া ক্ষতটা সেলাই করে দিচ্ছে, কিন্তু মাথায় ফুলে ওঠা জায়গাটার ব্যাপারে ওর করার কিছুই নেই।

পড়ন্ত অবস্থায় মাথায় আঘাত পেয়েছে পেইন্টার। কপাল জোরে নরম বালুর উপরে পড়ায় বেঁচে গিয়েছে সে।

"কি অবস্থা?" জানতে চাইল সে।

"মাথায় হালকা আঘাত পেয়েছে। তবে সিরিয়াস কিছু না। অজ্ঞান শুধু।"

"জাগিয়ে তোল ওকে।"

মেডিক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শত্রুর সেবা করা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে ওর। তবে আপত্তি করল না, কেননা ক্যাসান্দ্রার গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে পেইন্টারের সাথে।

১২:৪২ পি.এম.

“এবার কী?” জিজ্ঞাসা করল ওমাহা, “দাঁড় বাইব? নাকি ধাক্কা লাগাব?”

ধাউয়ের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে। সবাই নৌকাটায় উঠে বসেছে।

কাছ থেকে দেখতে আরো সুন্দর লাগছে ধাউটাকে। সোনা দিয়ে বানানো পাতা যেন মুড়ে রেখেছে পুরো নৌকা। রুপা আর মুক্তারও কমতি নেই। এমনকি দড়িগুলোতেও সোনার উপস্থিতি স্পষ্ট। রাজকীয় নৌকা এটা।

কিন্তু দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন, নৌভ্রমণের জন্য এই মুহূর্তে উপযোগী বলে মনে হচ্ছে না। অন্তত এক ঝলক বাতাস না এলে তো...

শেবার রাণীর মূর্তির দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে কারা আর সাফিয়া। ওদের ঠিক পেছনেই ছড়িতে ভর দিয়ে আছেন হোজা।

“স্পর্শ কর।” কারা সাফিয়াকে অনুরোধ করল। হোজাও তাই বললেন।

“কী না কী হয়...” চিন্তিত সুরে বলল সাফিয়া।

মেয়েটা ভয় পাচ্ছে, ভাবল ওমাহা। ট্রাইলিথ চেম্বারের বিস্ফোরণের কথা মনে পড়ে গিয়েছে নিশ্চয়। তাই এখন উপস্থিত সবার নিরাপত্তা নিয়ে ভয় পাচ্ছে।

পাশে এসে দাঁড়াল ওমাহা, মেয়েটার কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করল। “দেখো, ক্যাসান্ড্রা যেকোন মুহূর্তে এসে পড়বে। এই টুকু রিস্ক তো নিতেই হয়।”

“আচ্ছা।” ফিসফিস করে বলল সাফিয়া। হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিল মূর্তিটার কাঁধ।

হলো না কিছুই।

“আমার মনে হয় না যে আমি-”

“না।” বলল ওমাহা, “কাজ হয়েছে।”

পায়ের নিচে কম্পন টের পাচ্ছে ও, যেন পানি টগবগ করে ফুটছে। খুব আস্তে আস্তে সামনের দিকে অগ্রসর হলো নৌকা।

ঘুরে দাঁড়াল সে, “রশিগুলো খুলে দাও!”

“কি হচ্ছে?” জানতে চাইল সাফিয়া। এখনও মূর্তিটার কাঁধ স্পর্শ করে আছে।

“হাল ধরেছ তো বারাক?” ওমাহা উত্তর না দিয়ে চিৎকার করল।

হাত নেড়ে জানাল বারাক যে ধরেছে।

আস্তে আস্তে বাড়ছে নৌকার গতি। বারাক টানেলটার মুখের দিকে লক্ষ্য করে হাল ঘুরালো।

কত লম্বা টানেল ওটা?

জানার মাত্র একটাই উপায় আছে।

এদিকে কোরাল আর ড্যানি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওদের গবেষণা নিয়ে। "ওজনের গন্ধ পাচ্ছ?" ওমাহার ভাইকে জিজ্ঞাসা করল মেয়েটা।

"হ্যাঁ।"

"দেখ, যেখানে যেখানে লোহা পানির সাথে মিলিত হচ্ছে, সেখানকার পানি কেমন বাষ্পে পরিণত হচ্ছে।"

কৌতুহল সবার দৃষ্টিই পানির দিকে নিয়ে গেল।

"কি করছ তোমারা?" জিজ্ঞাসা করল ওমাহা।

লালচে চেহারা নিয়ে ড্যানি উত্তর দিল, "রিসার্চ।"

চোখ উল্টালো ওমাহা, ওর ভাই আজীবন আঁতেলই রয়ে গেল!

কোরাল সোজা হয়ে দাঁড়াল, "পানিতে একধরনের বিক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমার ধারণা ওই মূর্তিটা পানি স্পর্শ করছে বলেই তা হচ্ছে। অবশ্য এতে আমাদেরই লাভ, সামনে এগোতে পারছি।" আবার রেলিং এর উপর ঝুঁকল সে, "আমি এই পানি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।"

নড করল ড্যানি, "আমি বাকেট নিয়ে আসছি।"

ওদেরকে ওদেরমতো থাকতে দেবার সিদ্ধান্ত নিল ওমাহা।

হোজাকে ওর আর সাফিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল সে, "কোথায় যাচ্ছি, তা কি আপনি জানেন?"

শ্রাগ করলেন বয়স্কা মহিলা, "উবারের হৃদয়ের দিকে।"

১২ঃ৪৫ পি.এম.

আচমকা জ্ঞান ফিরে পেল পেইন্টার।

বসার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ একজন ধাক্কা দিয়ে আবার শুইয়ে দিল। মাথার ভেতর যেন ঘণ্টা বাজছে, চোখ মেলতে কষ্ট হচ্ছে। পাশ ফিরে বমি করে দিল ও।

"জেগেছ দেখছি।"

গলাটা চিনতে পারল ও, সাথে সাথে ঠান্ডা হয়ে গেল শরীর। ব্যথা ভুল পায়ের কাছে দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে তাকাল, "ক্যাসান্দ্রা।"

উঠে বসতে চাইল সে, কিন্তু দুপাশে দাঁড়ানো দুই কমান্ডো ওকে সেই সুযোগ দিলে তো। বিছানার সাথে ঠেসে ধরল ওকে।

হাত নেড়ে মানা করল ক্যাসান্দ্রা।

আস্তে আস্তে উঠে বসল পেইন্টার।

"আমাদের আলোচনায় বসা দরকার। তোমার ঐ ছোট্ট অকাজ আমার বেশ ক্ষতিই করেছে। তবে আমার ল্যাপটপটা উদ্ধার করা গিয়েছে।" পাশের ফোল্ডিং চেয়ারে রাখা কম্পিউটারের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

স্ক্রিনে বালিঝড়ের লাইভ ফিড দেখা যাচ্ছে। সেই সাথে নিচে লেখা তথ্যও নজর এড়াল না পেইন্টারের। আরব সাগরের উচ্চ-চাপের ফলে সৃষ্ট ঝড়টা আর ঘন্টা দুয়েকের মাঝেই এই বালিঝড়ের সাথে মিলিত হতে চলেছে।

অবশ্য তাতে আর এখন কিছু যায় আসে না।

"আমি মুখ খুলব না।" কোনক্রমে বলল সে।

"তোমার কাছে কিছু জানতে চেয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

ল্যাপটপের কাছে এগিয়ে গেল মেয়েটা, কি-বোর্ড চাপল। সাথে সাথে মনিটরে ফুটে উঠল একটা নতুন ম্যাপঃ এই এলাকার। গ্রাম, ধ্বংসাবশেষ, মরুভূমি-সব ফুটে উঠেছে। সাদা কালো ম্যাপ, তবে একটা ছোট নীল বৃত্ত দেখা যাচ্ছে। রিংটার নিচে X-, Y- আর Z-অক্ষ বরাবর কো-অর্ডিনেট দেখা যাচ্ছে। চিনতে পারল পেইন্টার। এটা ওরই ডিজাইন, একটা মাইক্রো ট্রান্সিভারের সিগন্যাল।

"কি...কি করেছ...?"

"ড. আল-মায়াজের ভেতর অনুপ্রবেশ করিয়েছি। হাজার হলেও, তাকে হারালে আমরা বিপদে পরে যাব।"

"সিগন্যাল...মাটির নীচ থেকে..." কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

"প্রবেশমুখটা পুরোপুরি আটকাতে পারনি তুমি। ছোট ফাঁক রয়ে গিয়েছে, একটা অ্যান্টেনা ঢোকাবার জন্য যথেষ্ট।"

"আমাকে এসব বলছ কেন?"

ক্যাসান্দ্রা ওর কটের পাশে এসে দাঁড়াল, হাতে একটা ট্রান্সমিটার। "তোমার ডিজাইনে ছোট্ট একটা পরিবর্তন এনেছি আমি। জানো, ছোট একটা ব্যাটারি থাকলেই সি-ফোর এর বিস্ফোরণ ঘটানো যায়? ডিজাইন দেখবে?"

রক্ত যেন জমে গেল পেইন্টারের, "ক্যাসান্দ্রা, কী করেছ তুমি?" সাফিয়ার মুখটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে।

"বেশি না, এই অল্প একটু সি-ফোর যোগ করে দিয়েছি ট্রান্সিভারের।"

"না..."

একটা ভ্রূ উঁচু করল মেয়েটা, আগে এই দৃশ্য পেইন্টারকে উত্তেজিত করত। এখন ভয় পাইয়ে দিল।

"তুমি যে প্রশ্নই করো না কেন, উত্তর দিব আমি।" বলল ও।

"আহ, এরকম সহযোগী মনোভাবই তো চাই। কিন্তু পেইন্টার, আমি তোমাকে কোনও প্রশ্ন করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।" ট্রান্সমিটারটা উঁচু করে ধরে স্ক্রিনের দিকে নজর ফেরাল ক্যাসান্দ্রা, "তোমার শাস্তির সময় উপস্থিত।"

বাটনটা চেপে দিল সে।

"না!"

পেইন্টারের চিৎকারকে ছাপিয়ে দিল একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। মনে হলো, ওর হৃদয় বিস্ফোরিত হচ্ছে।

ক্যাসান্দ্রার দিকে নজর পড়তে দেখল, পরিতৃপ্তির হাসি হাসছে মেয়েটা।

চারপাশে হাসির রোল উঠল।

মেয়েটা বলল, "ওহ হো। এটা দেখি ভুল ট্রান্সমিটার। ট্রাক্টরটার চারপাশে বসানো বিস্ফোরকের জন্য এটা। আমার বিশেষজ্ঞ টিম আশ্বস্ত করেছে যে আধ ঘন্টার মাঝেই টানেলের ঢোকার মত পথ করে দিতে পারবে।"

পেইন্টারের হৃদপিন্ড তবুও পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলছে।

আরেকটা ট্রান্সমিটার হাতে নিল ক্যাসান্দ্রা, "এটা কিন্তু আসল, সাফিয়ার ট্রান্সিভারের। চেপে দেখব নাকি, কি হয়?"

মাথা নিচু করে রইল পেইন্টার। মেয়েটার বিশ্বাস নেই। উবারের পথ এখন উন্মুক্ত। এখন আর সাফিয়ার কোন দরকার নেই।

ওর দিকে ঝুঁকে এল ক্যাসান্দ্রা, "এখন...এখন আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি।"

১:৫২ এ.এম.

আধ ঘন্টা আগের কথা, হঠাৎ শোনা বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠেছিল সাফিয়া।

"ক্যাসান্ড্রা পথ করে নিয়েছে।" ওমাহা বলেছিল।

গত আধ ঘন্টায় অনেকটা পথে চলে এসেছে ওদের নৌকা। কিন্তু ওর দুশ্চিন্তা একবিন্দুও কমেনি। যদিও পানি পথে ওদেরকে ধরতে হলে ক্যাসান্ড্রার কোন না কোন বাহন ব্যবহার করতে হবে।

নৌকাটা জোর কদমে হাঁটার গতিতে এগোচ্ছে, কিন্তু এগোচ্ছে এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে। কমপক্ষে ছয় বা সাত মাইল পারি দিয়েছে ওরা।

একটা একটা মুহূর্ত অতিবাহিত হচ্ছে, আর একটু একটু করে স্বস্তিবোধ করছে সবাই। তাছাড়া, ক্যাসান্ড্রা বোমা ফাটিয়েছে। তাতে তো প্রবেশমুখ পরিষ্কার নাও হতে পারে!

কিন্তু একটা চিন্তা সাফিয়াকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

পেইন্টার।

কী হলো লোকটার? মারা গিয়েছে, বন্দি নাকি ঝড়ের শিকার?

পেছনে অবস্থানরত রেহেম রমণীরা গান গাওয়া শুরু করল। ভাষাটা চিনতে পারল ও-অ্যারামিক।

"আমাদের আদি ভাষা। এখন মৃত, কিন্তু আমরা নিজেদের মাঝে ব্যবহার করি।" লু'লু জানালেন।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সেই গান শুনছে সাফিয়া, যেন অতীত আর বর্তমানের মাঝে মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে।

কারা আর ওমাহা ঘুমাচ্ছে, বারাক এখন হাল ধরে আছে। এই প্যাসেজটা হয়তো কোন ভূ-গর্ভস্থ নদীর অংশ ছিল এক কালে।

কয়েক পা দূরে, একগাদা যন্ত্রপাতির মাঝে বসে আছে কোরাল। কাজ করছে, ড্যানি সাহায্য করছে ওকে।

একাকী দাঁড়িয়ে আছে ওদের দলের শেষ সদস্য ক্লে। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

সাফিয়াকে চেয়ে থাকতে দেখে, এগিয়ে এল ছেলেটা।

"কী অবস্থা?" জানতে চাইল সাফিয়া।

"তোমার কাছে আমার একটাই দাবী, এতকিছুর পরও যদি ভাল মার্ক না পাই..." হাসল ক্লে।

"উম...ভেবে দেখব। জানই তো, সবসময় মার্ক কাটার মত জায়গা থাকে।" দুষ্টুমি করল ও।

"তাই? তাহলে আর কোনদিন তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে আহত হচ্ছি না।" অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্লে, "এখানে এতো পানি কেন?"

ছেলেটার সমুদ্রভীতির কথা মনে পড়ে গেল ওর।

ড্যানি নড়ে উঠল। বলল, "আমি আর কোরাল সেটা নিয়েই আলোচনা করছিলাম। শুধু স্থানীয় বৃষ্টিপাত বা ভু-গর্ভস্থ পানি দিয়ে এই নদীর ব্যাখ্যা দেয়া যায় না।"

ওমাহা নড়ে উঠল, এতক্ষণ মাথা নিচু করে ছিল সে। ঘুমায়নি। "তাহলে?"

"পানিটা পৃথিবী নিজস্বর সৃষ্টি।" উত্তর দিল কোরাল।

"কী বললে?"

"১৯৫০ সাল থেকে আমরা জানি যে, পৃথিবীতে যে পরিমাণ পানি আছে, তা কোনভাবেই বাষ্পীভুত হওয়া আর বৃষ্টি পড়ার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অনেকগুলো বিশাল পানির ঝর্ণা দেখা দিয়েছে। বিশাল অ্যাকুইফার বলতে পার।" (অ্যাকুইফার-এমন পাথরের স্তর যেটা পানি ধরে রাখতে পারে)

ড্যানি যোগ দিল এবার, "কোরাল...মানে ড. নোভাক বলছিল যে নিউ ইয়র্কের হার্লেম হসপিটালে খনন-কার্যের সময় এমন ঝর্ণা পাওয়া গিয়েছে। মিনিটে দুই হাজার গ্যালন পানি বের হচ্ছিল ঐ ঝর্ণা দিয়ে। অবশেষে টনকে টন কংক্রিট ঢালাই করে ফুটো বন্ধ করতে হয়েছে।"

"এই পানি আসল কোত্থেকে?"

কোরালের দিকে ইঙ্গিত করল ড্যানি, "তুমি বলো।"

এবার কোরালের পালা, "স্টিফেন রেইস নামের একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং জিওলজিস্ট ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এই পানি পৃথিবীর অভ্যন্তরে তৈরি হয়, প্রকৃতিগতভাবে পাওয়া হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের সম্মিলনে। এই দুই গ্যাস আবার তৈরি হয় ম্যাগমাতে। এক ঘন কিলোমিটার গ্রানাইটকে সঠিক তাপমাত্রায় সঠিক পরিমাণে চাপ দিলে আট বিলিয়ন গ্যালন পানি উৎপন্ন হয়। এই পানিই আমাদের বাড়তি পানি। এক বিশাল একুইফার সিস্টেমে প্রবেশ করে পৃথিবীকে ঘিরে চক্কর দেয়।"

"এই আরব মরুভূমির নিচেও?" অবিশ্বাসের সাথে জিজ্ঞাসা করল ওমাহা।

"কেন না? রেইস ১৯৮৫ সালে মারা যান। তার আগে তিনি পঞ্চাশ বছর ধরে সফলতার সাথে এমন সব জায়গা থেকে পানি খুঁজে বের করেন, যেখানে পানি আছে বলে কেউ ভাবতেই পারেনি।"

"তোমার ধারণা এই পানিও সেই একুইফারের অংশ?"

"হয়তো।" কোরাল আর কিছু বলল না। ওর মেশিনের দিকে নজর ফেরালো। ভ্রূ কুঁচকে আছে।

"কী সমস্যা?" জানতে চাইল ড্যানি।

"এখানকার পানিতে অন্যরকম কিছু একটা আছে।"

"কী?"

একটা টেস্ট টিউব বের করল মেয়েটা, "আমি পানি জমাট বাধাতে চেষ্টা করছিলাম।"

“তারপর?”

“নাইট্রোজেন কুলারে রেখেছিলাম, নেগেটিভ থার্টি ডিগ্রী সেলসিয়াসে। কিন্তু তাও জমাট বাধেনি।”

“কী?” ওমাহা এগিয়ে এল।

“আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সাধারণত তাপ শক্তি ত্যাগ করে বরফে পরিণত হয় পানি। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমনটা হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এই পানির অভ্যন্তরিত শক্তি অসীম।”

সাফিয়া ওদের দিকে তাকাল, একটা কথাও ওর মিস হয়নি। “এখনও Rad-X স্ক্যানারটা আছে না?” (এই স্ক্যানার দিয়ে প্রতি-পদার্থে বিকিরণ দেখা হয়)

নড করল কোরাল, চোখ বড়বড়। “অবশ্যই।”

স্ক্যানারটা টেস্টটিউবের উপর ঘুরিয়ে আনল ও। চোখের দৃষ্টিই বলে দিল মনের কথা। “পদার্থ-প্রতি পদার্থ বিক্রিয়া!”

রেলিং পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেল যন্ত্রটাকে, “প্রতি ধাপে মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।”

“মানে কী?” ওমাহা জানতে চাইল।

“মূর্তি যে লোহা দিয়ে বানানো, তার চৌম্বকীয় ধর্মের প্রভাবে বিক্রিয়া ঘটছে।”

“প্রতি পদার্থ? কোথায়?”

কোরাল ওর চার পাশে তাকাল, “আমরা প্রতি-পদার্থের মাঝ দিয়ে এগোচ্ছি।”

“অসম্ভব। পদার্থের সংস্পর্শে আসা মাত্রই প্রতি পদার্থ ধ্বংস হয়ে যায়। পানিতে প্রতি পদার্থ থাকতেই পারে না। থাকলে অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যেত।”

“তা ঠিক। কিন্তু নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারিনা। এখানকার পানিতে প্রতি পদার্থের পরিমাণ বিস্ময়কর রকম।”

“সেটাই কি নৌকাটাকে সামনে এগিয়ে নিচ্ছে?” জানতে চাইল সাফিয়া।

“হয়তো।”

“আর এর ভারসাম্য নষ্ট হওয়াটা?” জানতে চাইল ওমাহা।

শক্ত হয়ে গেল সাফিয়া, পেইন্টারের বলা কথাগুলো ওদের সাবরই মনে আছে।

স্ক্যানারের দিকে তাকাল কোরাল, “আমার তো কোন অস্বাভাবিক রিডিং নজরে পড়ছে না। তবে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হতে পারে।”

প্রথম বারের মত কথা বলে উঠলেন হোজা, “টানেল শেষ হচ্ছে।”

সামনে তাকাল সবাই, কোরালও বাদ পড়ল না।

ছোট্ট একটা আলো দেখা গেল সামনে।

টানেল থেকে বের হয়ে এক বিশাল ভূগর্ভস্থ চেম্বারে প্রবেশ করল নৌকা।

“মাদার অফ গড!” বিস্ময়ে বলে উঠল ওমাহা।

২ঃ০৪ পি.এম.

কানের সাথে শক্ত করে স্যাটেলাইট ফোনটা ধরে রেখেছে ক্যাসান্দ্রা। অন্য কানটাও হাত দিয়ে চেপে ধরেছে।

শুনতে শুনতে অস্থায়ী হেডকোয়ার্টারের দ্বিতীয় তলায় পায়চারী করছে সে। গিল্ড প্রধানের পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরে শোনা কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে ওর।

"গ্রে লিডার," মিনিস্টার বলছেন, "এই রকম পরিস্থিতিতে বিশেষ দল বা রশদ পাঠালে পুরো মিশন ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। গিল্ডের সামনে আসার সম্ভাবনার কথা নাহয় বাদই দিলাম।"

"আমি তা জানি মিনিস্টার, কিন্তু আমরা টার্গেটকে খুঁজে পেয়েছি। বিজয় থেকে অল্প একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছি এখন। রশদগুলো পেলে হয়তো ঝড় শেষ হবার আগেই মিশন সফলতার সাথে শেষ হয়ে যাবে।"

"মিশন যে সফল হবে, তার কি নিশ্চয়তা দিতে পারো?"

"আমি আমার জীবন বাজী ধরতে রাজী আছি।"

"গ্রে লিডার, এরইমধ্যে তোমার জীবন বাজিতে লেগে গিয়েছে। গিল্ড কমান্ড তোমার ব্যর্থতা নিয়ে সন্তুষ্ট না। এরপরও যদি আমাদেরকে হতাশ কর, তাহলে তোমার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাবতে বাধ্য হব।"

হারামজাদা, মনে মনে গাল বকল ক্যাসান্দ্রা। নিজে নিরাপদে ডেস্কের পেছনে বসে বসে, আমার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছ? তবে দোষটা কার উপর চাপাতে হবে, তা জানে সে। সেজন্য পেইন্টারের একটা ধন্যবাদও প্রাপ্য।

"মিনিস্টার, আমি আমার সফলতার ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত। কিন্তু আমি একটা ব্যাপার আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই। আমার সাথে মার্সেনারিদের টিম লিডার হিসেবে দেয়া হয়েছিল জন কেনকে। আমি তাকে বেছে নেইনি। জন কেন আমার আদেশ মানতে দেরী করেছে বা পুরোপুরি মানেনি। নিজের বোকামির মূল্য জান দিয়ে চুকাতে হয়েছে ওকে। এদিকে আমি নিজ হাতে আক্রমণকারীকে ধরেছি। ডারপার এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এই শত্রু।"

"পেইন্টার ক্রোকে আটক করেছ?"

"জি, মিনিস্টার।" মিনিস্টারের মত একজন পেইন্টারকে চিনতে পারবে, সেটা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি ক্যাসান্দ্রা।

"খুব ভাল, গ্রে লিডার। তোমার উপর আস্থা রেখে ভুল হয়নি দেখছি। তোমার রশদ পাবে। এরিমাঝে চারটা আর্মাড ট্রাক তোমার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।"

ক্যাসান্দ্রা জিহ্বা কামড়ে ধরল, তাহলে এত শত কথার উদ্দেশ্য ছিল ওকে সাবধান করে দেয়া!

“ধন্যবাদ, স্যার।” কোনক্রমে বলল সে, কিন্তু তার আগেই লাইন কেটে দিয়েছেন মিনিস্টার। ফোন রেখে পায়চারী শুরু করে দিল সে।

গর্তের মুখ থেকে ট্রাক্টরটাকে সরিয়ে দেবার সময়, নিজের বিজয় নিয়ে শতভাগ নিশ্চিত ছিল মেয়েটা। পেইন্টারকে তো ধরেই ফেলেছে, অন্যদের ধরতেও সময় লাগবে না আর।

কিন্তু নিচে নেমে দেখে, পাখি উড়ে গিয়েছে। একটা ভূ-গর্ভস্থ নদী যে ওখানে আছে, তা কে জানত!

তাই পরিকল্পনা বদলাতে হয়েছে...আবারও।

ইচ্ছা না থাকলেও, মিনিস্টারের কাছে সাহায্য চাইতে হয়েছে ওকে। কপাল ভাল, বলির পাঁঠা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য জন কেন ছিলো।

অনেকটা শান্ত হয়ে এল ক্যাসান্দ্রা, এগোল সিঁড়ির দিকে। এখনও কিছু কাজ বাকি আছে। সেটা নিজেই দেখাশোনা করবে। নিচে নেমে মেডিককে সামনে পেল সে।

“রশদ আসছে। ঘন্টা দুয়েক লাগবে।”

আশ্বস্ত মনে হলো লোকটাকে।

পেইন্টারের দিকে তাকাল মেয়েটা, ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছে। লোকটার বিছানার কাছেই নিজের ল্যাপটপ ফেলে গিয়েছিল সে। স্ক্রিনে এখনও নীল বৃত্তটা জ্বলছে।

সতর্কবার্তা।

ট্রান্সমিটারটা পকেটে পুরে রেখেছে সে, যেন পেইন্টার বাধ্য ছেলের মত কথা শোনে।

ঘড়ির দিকে তাকাল মেয়েটা, আর বেশীক্ষণ লাগবে না সব চুকে বুকে যেতে।

২ঃ০৬ পি.এম.

ধাউয়ের একদম সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাফিয়া আর কারা। মূর্তিটায় একহাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে সাফিয়া, অন্য হাতটাকে কারা নিজ হাতের মুঠোয় চেপে রেখেছে। অবশেষে দুবোন এমন একটা কাজ করতে পেরেছে, যা ওদের বাবা পারেননি।

উবার খুঁজে বের করেছে ওরা!

ধাউটা টানেল থেকে বেরিয়ে প্রবেশ করল একটা বিশাল গুহায়, উচ্চতায় তা কম করে হলেও ত্রিশ তলা বিল্ডিং এর চেয়ে বেশি হবে। লম্বায় মাইলখানেক। গুহার ঠিক মাঝখানে একটা বিশাল লেক।

ধাউ থেকে সবাই আলো ফেলল গুহার দেয়ালগুলোতে। কিন্তু বাড়তি আলোর প্রয়োজন ছিলো না। সিলিং বরাবর বারবার বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ ঝলসে উঠছে। সেই আলোতেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু।

আটকা পড়া স্থির বিদ্যুৎ, খুব সম্ভবত উপরের ঝড় থেকে এদের উৎপত্তি।

কিন্তু ধাউয়ের সবাই অবাক হলো চারপাশ থেকে আলোর প্রতিফলন আসতে দেখে।

"কাঁচ।" বলল সাফিয়া।

পুরো গুহাটাই যেন বালুতে ডুবে থাকা এক কাঁচ নির্মিত গোলক। এমনকি সিলিং থেকে কাঁচের চাই ঝুলছে।

"স্লাগ গ্লাস," বলল ওমাহা। "গলিত বালু শক্ত হয়ে এমনটা হয়েছে।"

"কিভাবে সম্ভব?" ক্লে জানতে চাইল।

নিশ্চুপ রইল সবাই, আন্দাজ করার পর্যন্ত সাহস পেল না কেউ।

কোরাল লেকের দিকে চাইল, "এতো পানি!"

"নিশ্চয় পৃথিবী নিজে থেকে তৈরি করেছে।" বিড়বিড় করে বলল ড্যানি।

"যদি প্রতি পদার্থ থাকে এতে..."

ভয়ে সবার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল।

হঠাৎ আঁতকে উঠল সাফিয়া। লোহার মূর্তিটির কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিলে ও, চেপে ধরল মুখ।

"সাফিয়া, কী-" বলতে বলতেই ব্যাপারটা টের পেল কারা। সামনে তীর দেখা যাচ্ছে, পানি থেকে উঠে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কালো কাঁচের পিলার মেঝে থেকে উঠে ছাদ স্পর্শ করেছে। শত শত কলাম, বিভিন্ন আকারের।

"উবারের সহস্র পিলার।" ফিসফিসিয়ে বলল সাফিয়া।

কাছে গিয়ে আরো পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল সবকিছু। অন্ধকারের চাদর ভেদ করে ওদের সামনে ফুটে উঠল একটা শহর, উজ্জ্বল আর ঝকঝকে।

“সবই কাঁচ।” ক্রে বলল।

কিংবদন্তীর শহরটা তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। উবার, মরুভূমির আটলান্টিস!

ডেকের দিকে ফিরে কারা দেখতে পেল, রেহেমদের সবাই হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে। দুই সহস্রাব্দ পর ঘরে ফিরছে তারা। মরুভূমি কেড়ে নিয়েছিল একজন রাণী, ফিরিয়ে দিয়েছে ত্রিশ জনকে।

সাফিয়া হাত তুলে নেয়ায়, থেমে গিয়েছিল ধাউ, জড়তার জন্য এগোচ্ছে এখন।

ওমাহা মেয়েটার পাশে এসে দাঁড়াল। ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, “অবশেষে।”

চওড়া কাঁধটায় আশ্রয় খুঁজে নিল সাফিয়া। হাত বাড়িয়ে দিল মূর্তিটার দিকে। ধাউ আবার চলা শুরু করল।

হুইল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বারাক চিৎকার করে উঠল, “আরেকটা জেটি!”

ধাউয়ের মুখ ঘুরিয়ে দিল লোকটা। জেটির কাছাকাছি আসতেই চিৎকার করে সাফিয়াকে বলল, “গতি কমাও।”

আবারও হাত তুলে নিল সাফিয়া। সাথে সাথে কমে এল ধাউয়ের গতি। জেটিতে বাহনটা ভেরাতে বিন্দু মাত্র কষ্ট হলো না বারাকের। “বেঁধে ফেলো।”

ওমানি যোদ্ধার হুকুম শোনা মাত্র সোজা হয়ে দাঁড়াল রেহেম মহিলারা। জেটির সাথে নৌকা বাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বাঁধা শেষ হতেই পাথুরে জেটিতে পা রাখল সবাই।

“অবশেষে ঘরে ফিরেছি আমরা।” লু'লু বললেন, চোখে আনন্দাশ্রু।

হাত ধরে হোজাকে নামাল কারা। শক্ত পাথরে পা রেখে তিনি সাফিয়াকে কাছে ডাকলেন।

“আমাদেরকে নেতৃত্ব দাও। কেননা তুমিই আমাদেরকে উবারে ফিরিয়ে এনেছ।”

পিছিয়ে আসতে চাইল সাফিয়া, কিন্তু কারা বাঁধা দিল, “বয়স্ক মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে মেনে নাও।”

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ধাউ থেকে নামল সাফিয়া, উবারের কাঁচের সৈকতের দিকে এগিয়ে চলল। ওর ঠিক পেছনে রইলেন লু'লু আর কারা। এমনকি ওমাহা পর্যন্ত নিজেকে ছুটে যাওয়া থেকে বিরত রাখল। এ মুহূর্ত শুধুই রেহেমদের।

সৈকতে এসে পৌঁছুতেই, সবগুলো ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে উঠল।

কারা আশেপাশে তাকাল। অমনোযোগী বলে, কখন সাফিয়া আর হোজা দাঁড়িয়ে পড়েছে তা টেরই পেল না। বোনের পিঠের উপর আছড়ে পড়ল সে।

“হায় খোদা...” গুঙিয়ে উঠল সাফিয়া।

আর লু'লু হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লেন।

ওদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল ওমাহা আর কারা। একসাথে ভয়াবহ দৃশ্যটা নজরে পরল ওদের। চেহারা কুঁচকে গেল ওমাহার, এক পা পিছিয়ে এল কারা।

কয়েক গজ সামনে, রাস্তা থেকে যেন উঠে এসেছে একটা মমিকৃত কঙ্কাল। ওটার দেহের নিচের অংশটা এখনও কাঁচে ঢাকা। ওমাহা আরো সামনের দিকে আলো ফেলল। রাস্তাজুড়ে এমন অসংখ্য দেহ। এমনকি একটা ক্ষয়ে যাওয়া বাচ্চার হাত দেখতে পেল কারা। এমনভাবে মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে যাছে, যেমনটা ডুবন্ত কোন ব্যক্তির হয়ে থাকে।

কাঁচের সমুদ্রে ডুবে মরেছে এখানকার সবাই।

ওমাহা আরো কাছে এগিয়ে গেল, কিন্তু আচমকা লাফ দিয়ে সরে এল পাশে। ফ্ল্যাশ লাইটটা দিয়ে একটু আগে পা দেয়া রাস্তার উপর আলো ফেলল সে। ওর ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় একটা মরদেহ দেখতে পেল কারা। একদম হাড় পর্যন্ত পুড়ে গিয়েছে, কুঁচকে আছে অবয়বটা।

চেষ্টা করেও নজর সরাতে পারল না কারা-ঠিক ওর বাবার মত অবস্থা।

অবশেষে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলল মেয়েটা।

ওর পেছন থেকে ওমাহা বলে উঠল, "আমার মনে হয়, উবারের শেষ রাণী কোন বিপর্যয়ের কারণে জায়গাটা সিল করে দিয়েছেন, তা আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি।" হাত দিয়ে মরদেহগুলোকে দেখাল সে, "আসলে উবার কোন শহর নয়, সমাধিক্ষেত্র।"

৪ঠা ডিসেম্বর, ৩ঃ১৩ পি.এম.
শিগুর

ঠেকা কাজ চালাবার জন্য বানানো মেডিক্যাল ওয়ার্ডের উপর নজর বুলাল পেইন্টার। সিডেটিভের প্রভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি, তবে এখন একটু ভাবতে পারার মত সুস্থ হয়েছে ও। ব্যাপারটার প্রকাশ যেন আচরণে না ঘটে, সেদিকে নজর রাখছে।

ক্যাসান্দ্রাকে রুমে ঢুকতে দেখল সে। মেয়েটা ঢুকল ঝড়ো হাওয়ার মতোই, সাথে নিয়ে এল বাতাস আর বালু। বাইরে ঝড়ের প্রচন্ডতা অনেক বেশি, দুইজন মিলে বন্ধ করতে হলো দরজা।

পেইন্টার একটু আগে শোনা কথায় বুঝতে পেরেছে যে, মেয়েটার সাফিয়াদেরকে ধরার সর্বশেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তবে বিস্তারিত বুঝতে পারেনি। তার চলার আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে, পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি সে। অনেকদিনের পরিচয় থাকার কারণে পেইন্টার জানে, মেয়েটা ব্যাকআপ প্ল্যানের ব্যাকআপ প্ল্যান করে রাখে।

পেইন্টারের এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকাটা মেয়েটার নজর এড়াল না। এগিয়ে এসে ওর পাশের কটে বসে পরল সে। পেইন্টারের জন্য নিযুক্ত গার্ড পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল, একটু নড়ে উঠল লোকটা। হাজার হলেও, বস নিজে এসে উপস্থিত। একটা বন্দুক বের করে কোলের উপর রাখল ক্যাসান্দ্রা।

এখনই কি তাহলে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে?

চোখের কোণ দিয়ে ল্যাপটপের মনিটরে ফুটে ওঠা নীল বৃত্তটাকে এখনও দেখতে পাচ্ছে পেইন্টার। সাফিয়া এখনও বেঁচে আছে। শিগুর থেকে অনেক দূরে আছে মেয়েটা, উত্তরে যাচ্ছে। Z-অক্ষের মান দেখে মনে হচ্ছে, সাফিয়া মাটির অনেক নিচে আছে। একশ ফুটের বেশি।

ক্যাসান্দ্রা বডিগার্ডের দিকে হাত নাড়ল, "সিগারেট খেয়ে এসো, বন্দীর দিকে আমি নজর রাখছি।"

"ইয়েস ক্যাপ্টেন, থ্যাংক ইউ স্যার।" বলে রওনা দিল বডিগার্ড। ভয় পাচ্ছে পাছে বস মন পরিবর্তন করে ফেলে। ক্যাসান্দ্রাকে যে এখানকার সবাই ভয় পায়, তা বডিগার্ডের কম্পিত কণ্ঠ শুনেই আচ করতে পেরেছে পেইন্টার।

আড়মোড়া ভাঙল ক্যাসান্দার, "তাহলে ক্রো..."

বেডশীটের আড়াল হাত মুষ্ঠি বদ্ধ হয়ে এল পেইন্টারের। অবশ্য ওর কিছু করার ক্ষমতা নেই। একটা গোড়ালি কটের সাথে কাফ দিয়ে বাঁধা, আর ক্যাসান্দ্রা ওর নাগালের ঠিক বাইরে বসে আছে।

"কী চাও স্যানচেজ? গর্ব করতে এসেছ?"

"নাহ। জানাতে এসেছি যে, আমার উপরওয়ালাদের নেক নজর তোমার উপরে পড়েছে। আসলে, তোমাকে বন্দী করতে পেরেছি বলে সম্ভবত কয়েক ধাপ উপরে উঠে যাব আমি। গিল্ড সফলতার পুরস্কার দিতে জানে।"

অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল ও, "দ্য গিল্ড? ওরাই তাহলে তোমাকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে?"

"কী আর বলব বলো, অংকটাও তো দেখতে হবে।" শ্রাগ করল মেয়েটা, "অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও বেশি। রিটায়ারমেন্টের সময় মোটা অংকের টাকা, নিজস্ব খুনী দল। পছন্দ না করার কোন কারণ নেই।"

মেয়েটার গলার আত্মবিশ্বাস আর আনন্দ ওর কান এড়াল না। ব্যাপারটা সাফিয়াদের জন্য একদম ভাল হবে না। নিজের বিজয়ের ব্যাপারে ক্যাসান্দ্রা একেবারে নিশ্চিত। "গিল্ডের সাথেই কেন?" জানতে চাইল পেইন্টার।

"আসল ক্ষমতা কাদের হাতে জানো? যারা নিয়মের বাইরে যেতে রাজি। আইন কানুন যোগ্য মানুষকে বেঁধে রাখার হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই না।" অতীতে চলে গেল ওর নজর। "আমি এমন এক সীমা অতিক্রম করতে পেরেছি, যেটা খুব কম মানুষের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব। জানো কী পেয়েছি? পেয়েছি ক্ষমতা। পুনরায় আর সীমার মাঝে ফিরে যেতে রাজি নই আমি...এমনকি তোমার জন্যও না।"

তর্ক করে লাভ হবে না, বুঝতে পারল পেইন্টার।

"তোমাকে বার বার সাবধান করে দিয়েছি।" বলল ক্যাসান্দ্রা, "গিল্ডের সাথে লাগতে এসো না। পাত্তা পাবে না। যাই হোক তোমার প্রতি বিশেষ নজর পড়েছে গিল্ডের।"

গিল্ডের ব্যাপারে অসমর্থিত সূত্র থেকে অনেক কিছুই শুনেছে পেইন্টার। ধরে নেয়া হয়, গিল্ডের উৎপত্তি হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছাই থেকে। শুরুতে রাশিয়ান গুন্ডা আর প্রাক্তন কেজিবি এজেন্টদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল গিল্ড। কিন্তু পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। এর গঠন প্রণালী টেরোরিষ্টদের মত। নেতারা সব আত্মগোপন করে থাকে। এদের উদ্দেশ্যঃ টাকা, ক্ষমতা, প্রভাব। আর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ঠান্ডা মাথায় খুন করতেও আপত্তি নেই। একবার যদি প্রতি পদার্থের উৎসের খবর এরা পেয়ে যায়, তাহলে গিল্ড হয়ে উঠবে অপ্রতিরোধ্য।

ক্যাসান্দ্রার চেহারা ভাল ভাবে পরখ করে দেখল ও। কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে গিল্ডের হাত। ওয়াশিংটনের কতটা ভেতরে প্রবেশ করতে পেরেছে এরা। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠানো ই-মেইলটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। অন্তত একজনকে যে কিনে ফেলেছে গিল্ড, সে ব্যাপারে পেইন্টার নিশ্চিত। শেন ম্যাক নাইটের চেহারা

চোখের সামনে দেখতে পেল ও। প্রথম থেকেই ওকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। হাত মুঠি করে ফেলল পেইন্টার।

উঠে দাঁড়াল ক্যাসান্দ্রা, "এই ঝামেলা শেষ হলে, তোমাকে গিফটের প্যাকেটে পুরে গিল্ড কমান্ডের কাছে পাঠাব আমি। তোমার ভেতর যত তথ্য আছে, সব বের করে আনবে গিল্ড।"

ডানে-বায়ে মাথা নাড়ল পেইন্টার, কিন্তু কেন তা নিজেই জানে না।

"নিজের চোখে ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পদ্ধতি দেখেছি বলেই বলছি। তুমি নিজেও মুগ্ধ হয়ে যেতে। এক এমআই ফাইভ এজেন্টের কথা বলি। ইন্ডিয়ায় গিল্ডের একটা দলে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। ধরা পরার পর এমন কিছু নেই, যা সে বলেনি।। অবশ্য জীবন্ত মাথার ছাল ছাড়িয়ে সরাসরি ইলেক্ট্রোডের শক খেলে কেইবা মুখ না খুলে থাকতে পারে বলো? তোমাকে এসব কেন বলছি! নিজের চোখেই তো সব দেখতে পাবে।"

মেয়েটার মাঝে যে এতটা ধুর্ততা আর নিশৃংসতা আছে, তা কোন দিন টের পায়নি পেইন্টার। এই মেয়েটাকে কিনা ভালবাসতে বসেছিল সে। ল্যাপটপের দিকে নজর চলে গেল ওর, *সাফিয়া*। নিজের অনুভূতি আবার পরীক্ষা করে দেখল ও। নাহ, এখন পর্যন্ত অনুভূতিটাকে ভালবাসা বলা যায় না। কিন্তু শ্রদ্ধা আর বন্ধুত্বের চেয়ে বেশি কিছু। মনটা আনন্দে ভরে গেল ওর, পৃথিবীতে সাফিয়ার মতো ভালো মেয়েও আছে।

ক্যাসান্দ্রার দিকে তাকাল ও। মেয়েটাও নিশ্চয় এতক্ষণ ওকে দেখছিল। আশাহত মনে হলো ওকে, হয়তো ভেবেছিল পেইন্টারের চেহারায় পরাজয় আর হতাশা ফুটে উঠবে। কিন্তু তার বদলে এখন শান্তি আর শক্তি দেখতে পাচ্ছে।

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্যাসান্দ্রা। বন্দুক তুলে নিল হাতে। নজর সরালো না পেইন্টার, গুলি করলে করুক। এই মেয়ের উপরওয়ালার হাতে পরার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

হাসি আর টিটকারির মাঝামাঝি একটা শব্দ করল মেয়েটা, "তোমাকে মিনিস্টারের জন্য তুলে রাখলাম, তবে আমি দেখতে আসব কিন্তু।"

"মিনিস্টার?"

"তোমার দেখা সর্বশেষ চেহারার নাম।" চলে গেল মেয়েটা।

একটু আগে শোন গার্ডটার মত, ক্যাসান্দ্রার গলাতেও ভয়ের রেশ শুনতে পেল সে। কড়া কোন উপরওয়ালাকে মানুষ যখন ভয় পায়, তখন এভাবে কথা বলে।

আচমকা ওর মস্তিষ্ক যেন তার পূর্ণ ক্ষমতা ফিরে পেল। *মিনিস্টার*। গিল্ডের প্রধান...নিদেন পক্ষে ক্যাসান্দ্রার বসের পরিচিতি আঁচ করেতে পেরেছে সে।

পরিস্থিতি ওর ধারণার চাইতেও খারাপ।

০৪:০৪ পি.এম.

"ওটা নিশ্চয় রাণীর প্রাসাদ।" বলল ওমাহা।

কালো গ্লাসে ঢাকা একটা কোর্ট ইয়ার্ডের ওপাশ থেকে মুখ তুলে চাইল সাফিয়া। ওমাহা আলো ফেলে একটা বিশাল উঁচু, খিলানযুক্ত দালান দেখাচ্ছে। দালানটা নিচের দিকে চতুর্ভুজ আকৃতির। কিন্তু উপরের চার তলা গোল টাওয়ারের মতো। একেবারে উপরে খাঁজকাটা শীর্ষ। বাদামী কাঁচের খিলান দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে দালানটাকে। মাঝে মাঝে বের হয়ে আছে ব্যালকনি। ওখানে দাঁড়িয়ে রাণী নিশ্চয় শহরটাকে দেখতেন, ভাবল ও। দেয়াল আর রেলিং জুড়ে নীলকান্তমণি, হীরা আর রুবি। সোনা আর রূপা নির্মিত ছাদ।

তবে সাফিয়ার দক্ষ চোখে মিলটা ধরা পড়ে গেল, "উপরের ধ্বংসপ্রাপ্ত দূর্গ আর এই দালানের ডিজাইন অবিকল।"

"মাই গড, সাফ। ঠিক ধরেছ।" কোর্ট ইয়ার্ডে পা রাখল ওমাহা।

জায়গাটা দুপাশে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ। সামনে একটা বিশাল খিলানকরা দরজা।

একবার পেছনে তাকাল সাফিয়া। এটা যে রাণীর প্রাসাদ, তা নিশ্চিত। গুহার দেয়ালের সাথে লেগে আছে। শহরের একদম শেষ মাথায় অবস্থিত। উবারের অন্য অংশগুলো তার সামনে। পিলার আর পিলার দেখা যাচ্ছে চারিদিকে।

"ভেতরে ঢুকবে নাকি?" বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে এগিয়ে গেল ওমাহা, তার পিছু পিছু ক্লে।

কারা লু'লুকে সাহায্য করছে। হোজা প্রাথমিক ধাক্কাটা এখনও সামলে নিতে পারেননি।

এখানে আসার পথে একের পর এক মমিকৃত লাশ পার হয়ে এসেছে ওরা। অধিকাংশ আংশিকভাবে কাঁচে ঢুবে আছে। আর কিছু আছে পুরোপুরি কাঁচে নিমজ্জিত। এই সব লাশের চেহারায় ফুটে আছে অবর্ণনীয় কষ্টের ছাপ। এর মাঝে একটা মহিলার মমির কথা না বললেই না। প্রায় পুরোটা দেহ কাঁচের মাঝে ডুবে আছে। কিন্তু বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্য হাত উপরে তুলে আছে। মনে হচ্ছে যেন ঈশ্বরে ভেট দিচ্ছে। তবে বাঁচেনি বাচ্চাটাও।

নাহলেও কমপক্ষে এক হাজার লোকের আবাস ছিল উবার। গোত্রের গণ্য মান্য ব্যক্তিরা ভূ-গর্ভস্থ শহরে থাকতেন। বাঁচেননি একজনও।

রাণী শহরটাকে সিল করে দিয়েছিলেন, কিন্তু কথা কী আর চেপে থাকে। আরব্য রজনীর দুইটা গল্পের কথা মনে পরল সাফিয়ারঃ "দ্য সিট অফ ব্রাস (পিতলের শহর)" আর "দ্য পেট্রিফাইড সিটি (প্রস্তরীভূত শহর)"। দুটো গল্প এমন এক শহরকে নিয়ে, যে শহরের সবাই পিতল বা পাথরে পরিণত হয়েছিল।

প্রাসাদের প্রবেশমুখের সামনে এসে দাঁড়াল ওমাহা, "এই সবকিছু নিয়ে স্টাডি করলে, বছর পার করে দেয়া যাবে। শুধু এই কাঁচের জিনিসপত্রের শৈল্পিক দিকটা দেখ।"

কারা কথা বলে উঠল, "উবার এক হাজার বছর ধরে এই এলাকার শ্রেষ্ঠ শহর ছিল। এমন এক শক্তির আধার ছিল এদের কাছে, যেমনটা তার আগে বা পরে কেউ দেখেনি। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এমন যে তা সবকিছু ব্যবহার করার কোনও না কোনও উপায় খুঁজে বের করে। এই শহরটা সেই বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ।"

সাফিয়ার কানে কারার বলা কথাগুলো ঢুকল ঠিকই, কিন্তু নিজে থেকে কিছু বলার আগ্রহ পেল না সে। এটা আসলে মৃতদের শহর। আবিষ্কার প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ না, বরং ভয় আর দুঃখের শহর।

দুঘন্টা ধরে হেঁটে হেঁটে শহরটার উপরে এসে পৌঁছেছে ওরা। বহু শতাব্দী আগে ঘটে যাওয়া বিপর্যয়ের কারণ খুঁজে বের করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু একদম চূড়ায় পৌঁছেও কোন সূত্র খুঁজে পায়নি।

ওদের দলের অন্যান্যরা এখনও নিচেই রয়ে গিয়েছে। কোরাল লেকের পাশে বসে কাজ করছে। রসায়ন বিদ্যা সংক্রান্ত ওর সমস্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে উত্তর খুঁজছে। মেয়েটাকে সাহায্য করছে ড্যানি। কিন্তু ছেলেটার আগ্রহ কাজের দিকে ... নাকি কাজটা যে করছে তার দিকে-বলা মুস্কিল। কোরাল মনে হয় কিছু একটা ধরতে পেরেছে। সাফিয়াদের ক্ষুদ্র দলটা এখানে আসার উদ্দেশ্যে যখন রওনা দেবে, তখন এক অদ্ভুত অনুরোধ করেছে মেয়েটিঃ রেহেমদের কয়েকজনের আর সাফিয়ার কয়েক ফোঁটা রক্ত চেয়েছে। অনুরোধ রেখেছে সাফিয়া। কিন্তু কেন এই অনুরোধ, সেই প্রশ্নের কোন জবাব মেলেনি।

এদিকে বারাক আর অন্য রেহেমরা এই সমাধি থেকে পালাবার রাস্তা খুঁজতে লেগে পড়েছে।

ওমাহা পথে দেখিয়ে ওদের এই ছোট্ট দলটাকে প্রাসাদের কোর্ট ইয়ার্ডে নিয়ে এল।

খোলা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা বিশাল লৌহ নির্মিত গোলক দেখা গেল, ব্যাস চার ফুট হবে। কাঁচ কেটে হাতের মত বানানো একটা আকৃতির উপর বসে আছে। ভাস্কর্যটাকে ঘুরে ঘুরে দেখল সাফিয়া। সম্ভবত রাণীর লোহার উপর যে আলাদা ক্ষমতা আছে, তা বোঝাতে ভাস্কর্যটা বানানো হয়েছে।

এমনকি লু'লুও ওটাকে পরীক্ষা করে দেখছেন, খেয়াল করল সাফিয়া।

ভাস্কর্যটা পার হয়ে গেল সাফিয়া।

"এদিকে তাকাও," বলে ওমাহা তাড়াহুড়ো করে সামনে এগিয়ে গেল।

আরেকটা ভাস্কর্য দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তা বেলে পাথরের তৈরি। একটা কাঁচের বেদীতে শোভা পাচ্ছে। জিনিসটার একপাশে প্রাসাদের প্রবেশদ্বার। ভাস্কর্যটা একট আলখেল্লা পরিহিত মানুষের, একহাতে লম্বা বর্শার মত দেখতে একটা ল্যাম্প ধরে আছে। লোহার হৃদপিন্ডটা যে মূর্তির ভেতর লুকানো ছিল, তার রেপ্লিকা। তবে পার্থক্য হলো, এই মূর্তিটার গায়ে অঙ্কিত দাগ গুলো ধুয়ে মুছে যায়নি। সবকিছু বোঝা যাচ্ছে। এমনকি কাপড়ের ভাঁজ, ল্যাম্পের মাথায় আগুন, চেহারার নরম ভাব-সব আছে। মূর্তিটা এক যুবতীর।

প্রবেশদ্বারটার অন্য পাশে তাকাল সাফিয়া। ওখানেও একটা কালো কাঁচের বেদী আছে, কিন্তু কোন মূর্তি নেই। “রাণী এখান থেকেই তার নিজের মূর্তি নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম চাবিটাকে লুকাবার জন্য।”

নড করল ওমাহা, “নবী ইমরানের সমাধিতে স্থাপন করেছিলেন।”

প্রবেশদ্বারটার দিকে তাকাল কারা আর লু'লু। ভেতরে আলো ফেলল প্রথমজন, “একবার দেখে যাও।”

ওমাহা আর সাফিয়া ওর সাথে যোগ দিল। প্রবেশদ্বারটার পরেই একটা ছোট হলো। দেয়ালে আলো ফেলল কারা। সাথে সাথে বিভিন্ন রঙের আলো প্রতিফলিত হলো।

“বালু চিত্র।” বলল কারা, “কাঁচের সাথে মিশ্রিত বালু।”

এধরনের শিল্পকর্ম আগেও দেখেছে সাফিয়া। বিভিন্ন রঙের বালু দিয়ে এগুলো আঁকা হয়। সাধারণত কাঁচ ব্যবহার করে সুরক্ষিত রাখা হয়। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে শিল্পকর্মের বাইরে কাঁচের আবরণ দেয়া হয়। আর এক্ষেত্রে আঁকাই হয়েছে কাঁচের ভেতরে বালু মিশিয়ে। দেয়াল, সিলিং, মেঝে-সবখানে আছে ওগুলো। মরুভূমির মাঝে এক টুকরা মরুদ্যান আঁকা হয়েছে। ছাদে আঁকা হয়েছে একটা সূর্য, সোনালী বালু দিয়ে বোঝানো হয়েছে তার রশ্মি। নীল সাদা আকাশও বাদ পড়েনি। দুই দিকের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে খেজুরের গাছ, দূরে হাতছানি দিয়ে ডাকতে দেখা যাচ্ছে নীল পানিকে। একটা দেয়ালে আবার লাল বালিয়াড়ি আঁকা হয়েছে। পায়ের নিচে আছে বালু আর পাথর।

ভেতরে ঢুকতে যেন অনেকটা বাধ্য হলো ওরা। নিচের শহরের বীভৎস দৃশ্যগুলোর পর, এই শিল্পকর্ম যেন ওদের হৃদয় তৃপ্ত করে দিল। ঢোকার মুখে অবস্থিত হলওয়েটা ছোট। এরপর একটা চেম্বার, আর সেখান থেকে বিশাল আরেকটা হলো শুরু হয়েছে। ডান দিকে বাঁকানো সিঁড়িও আছে, উপরে যাবার পথ ওটা।

রুমের প্রায় পুরোটা জুড়ে কাঁচের সাথে বালু মিশিয়ে তৈরি করা শিল্পকর্ম। কোথাও মরুভূমি, কোথাও সমুদ্র আর কোথাও পাহাড়।

“এই প্রাসাদ কি শুরু থেকেই এমন ছিল?” নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল ওমাহা, “নাকি বিপর্যয়ের পর রাণী এই অবস্থা করেছে?”

ভেতরে ঘুরে দেখল ওরা। এই এক রুমের মাঝে যা আছে, তা ওদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট। সাফিয়া প্রবেশমুখের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত একটা শিল্প কর্ম দেখতে মগ্ন। রুমে ঢুকলে প্রথমেই এই শিল্প কর্মটা নজরে পরে।

মরুভূমির দৃশ্য আঁকা হয়েছে এতে, সূর্য ডুবছে, লম্বা হয়ে আসছে ছায়া। আকাশটা গাঢ় নীল রঙ ধারণ করেছে। বেশ পরিচিত একটা সমতল শীর্ষ বিশিষ্ট দালানের ছায়া পড়ছে। দালানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাম্প হাতে এক আলখেল্লা পরিহিত মানুষ। সমতল শীর্ষ থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে উজ্জ্বল আলোক রশ্মি।

“উবার আবিষ্কারের দৃশ্য।” বলল লু'লু, “শেবার রাণী, কম বয়সে যখন মরুভূমিতে হারিয়ে গিয়েছিলেন, তখন খুঁজে পেয়েছিলেন এই জায়গা।”

ওমাহা সাফিয়ার পেছনে এসে দাঁড়াল, “ঐ দালানটাকে দূর্গের মত লাগছে না?”

এতক্ষণে দালানটাকে পরিচিত মনে হবার কারণ বুঝতে পারল সাফিয়া। অন্যান্য কাজের তুলনায় এই কাজটা অনেক বেশি রুক্ষ। হয়তো অন্য গুলোর অনেক আগে আঁকা হয়েছে বলে এই অবস্থা। উপরের উবার আর নিচের উবারের কয়েকটা চিত্র দেখা গেল। দুইটাতেই হয় এই প্রাসাদ আর নাহয় উপরের দূর্গের সদর্প অবস্থান দেখা যাচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ উবারের চিত্রের সামনে দাঁড়াল সাফিয়া। এই চিত্রটায় গাঢ় নীল আর কালো রঙের প্রাধান্য বেশি। ছোট ছোট বৈশিষ্ট্যগুলোও অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমনকি প্রবেশমুখের দুই পাশে অবস্থিত দুই মূর্তিও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মেয়েটা। কোর্ট ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে আছে উবারের রাণী। সাফিয়া হাত দিয়ে রাণীকে স্পর্শ করল, নিজের পূর্বতনকে বুঝতে চাচ্ছে।

এখানে এত বেশী রহস্য লুকায়িত আছে যে, তার সবগুলোর উত্তর কোনও দিন জানা সম্ভব হবে না।

“ফিরে যাওয়া দরকার।” অবশেষে বলল কারা।

নড করল সাফিয়া। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফেরার পথ ধরল সবাই। ওমাহার ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় পথ দেখে চলছে, অন্য কেউ আর ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালাবার সাহস পায়নি।

দল বেঁধে যত নিচে নামছে তত শহরটার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে ওরা। এরকমটা সাধারণত কোন চার্চ বা দরগায় ঢুকলে হয়। বাতাসটাও ভারী হয়েছে আছে। যেন আবহাওয়াও অপেক্ষা করছে কিছু একটা হবার।

কী হবে এরপর?

৪:২৫ পি.এম.

সাফিয়াকে হোজার সাথে হেঁটে যেতে দেখছে ওমাহা। মেয়েটাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে খুব। ওর ইচ্ছা হচ্ছে দৌড়ে গিয়ে মেয়েটার পাশে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভয়ে পারছে না।

কারা ওর কাছে এসে দাঁড়াল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কতটা ক্লান্ত সে। নিচু গলায় মেয়েটা ওকে উদ্দেশ করতে বলল, "সাফিয়া এখনও তোমাকে ভালবাসে।।"

হোঁচট খেল ওমাহা।

"এখন তুমি শুধু দুঃখিত শব্দটুকু বললেই হয়।"

কিছু বলার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার বন্ধ করে ফেলল ওমাহা।

"জীবন এমনিতেই কঠিন, আর ভালবাসাকে কঠিন বানাতে হয়।" ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল কারা, "দরকার কী? জীবনে অন্তত একটা বারের জন্য হলেও পুরুষের ন্যায় আচরণ কর ইন্ডিয়ানা।"

থমকে দাঁড়াল ওমাহা, হাত থেকে ফ্ল্যাশ লাইটটা নিচে পরে গেল। পা দুটোকে জেলি দিয়ে বানানো বলে মনে হচ্ছে। অবশিষ্ট পথটা নিঃশব্দে কাটল।

লেকের ধারে এসে উপস্থিত হলো ওরা। ওমাহা অন্যান্যদেরকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। বারাক এখনও ফেরেনি, কিন্তু রেহেমদের প্রায় সবাই ফিরে এসেছে।

ওমাহাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল ড্যানি, "ড. নোভাক বেশ কিছু কৌতূহলোদ্দীপক জিনিস খুঁজে পেয়েছে। দেখবে, এসো।"

ড্যানিকে অনুসরণ করে এগোল ওমাহারা। কোরাল অস্থায়ী একটা ল্যাবরেটরি বানিয়ে নিয়েছে। চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। মেয়েটার একটা যন্ত্র গলে গিয়েছে, পাশেই পরে আছে ওটা। ধোঁয়া বেরোচ্ছে এখনও।

"কী হয়েছে?" জানতে চাইল সাফিয়া।

মাথা নাড়ল কোরাল, "অ্যাক্সিডেন্ট।"

"কী খুঁজে পেয়েছ তুমি?" জানতে চাইল ওমাহা।

কোরাল একটা এলসিডি স্ক্রিন ওদের দিকে ঘুরিয়ে ধরল। স্ক্রিনটার একদিকে ডাটা দেখা যাচ্ছে। মেয়েটার প্রথম কথাটাই ওদের মনোযোগ কেড়ে নিল।

"ঈশ্বরের অস্তিস্ব খুঁজে পাওয়া যায় পানিতে।"

ভ্রূ উঁচু করে তাকাল ওমাহা, "দয়া করে ব্যাখ্যা করবে? দর্শন কপচাবার ইচ্ছা নেই।"

"দর্শন না, তথ্য উপাত্ত। শুরু থেকে শুরু করা যাক।"

“লেট দেয়ার বি লাইট (বাইবেল অনুসারে স্রষ্টা এই বাক্য উচ্চারণ করলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়)।”

“অতটা অতীতেও না ড. ডান। বেসিক রসায়ন। পানি তৈরি হয় দুই পরমাণু হাইড্রোজেন আর এক পরমাণু অক্সিজেন দিয়ে।”

“H_2O.” বলল কারা।

নড করল কোরাল। “পানির অণু সবচেয়ে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো, এটা আসলে একটু বাঁকানো।” স্ক্রিনে ফুটে ওঠা একটা ড্রয়িংয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে।
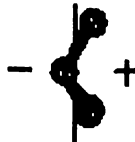
“এই বাঁকটার কারণেই পানির প্রান্তিকতার উৎপত্তি। নেগেটিভ চার্জটা অক্সিজেনের দিকে আর পজিটিভ হাইড্রোজেনের দিকে। এই জন্যই বরফের মত অস্বাভাবিক আকৃতি ধারণ করতে পারে পানি।”

“বরফ অস্বাভাবিক?” ওমাহা জিজ্ঞাসা করল।

“যদি বার বার এভাবে আমার কথা মাঝে নাক গলাও...” বিরক্ত কোরাল বলল।

“ইন্ডিয়ানা, শেষ করতে দাও ওকে।”

নড করে কারাকে ধন্যবাদ জানালো কোরাল। “যখন কোন বস্তু সংকুচিত হয়, তখন সে তরল থেকে কঠিনে রূপান্তরিত হয়। কঠিন অবস্থায় বস্তুর আকারও সংকুচিত হয়ে পরে, আগের চেয়ে কম স্থান দখল করে। কিন্তু পানি আলাদা। পানি চার ডিগ্রী সেলসিয়াসে সবচেয়ে ঘন। এরপর সেটা বরফে পরিণত হয়। আর বরফে পরিণত অবস্থায় পানির অণুগুলো আরো বেশী স্থান দখল করে। বরফ পানির চেয়ে অনেক কম ঘন বলেই তা পানিতে ভাসে। যদি এমনটা না হতো, তাহলে পৃথিবীতে প্রাণের জন্ম হতো না। প্রথম দিককার জীবনগুলো বরফচাপা পড়ে মারা যেত।”

“এর সাথে প্রতি পদার্থের কী সম্পর্ক?” জানতে চাইল ওমাহা।

“বলছি। পানির আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা বরফ ছাড়াও অন্য একধরনের অদ্ভুত গঠন তৈরি করতে পারে। তবে পৃথিবীতে সেই গঠন টেকে মাত্র কয়েক ন্যানো সেকেন্ড। মহাকাশে অবশ্য অনেক বেশী সময় টিকে থাকে তা।”

পরবর্তী ড্রয়িংটা দেখাল কোরাল, "এই যে দেখ। দ্বিমাত্রিক ভাবে বিশটা পানির অণূ মিলে এমন আকার ধারণ করে। একে বলে পেন্টাগোনাল ডোডেকাহেড্রন।"
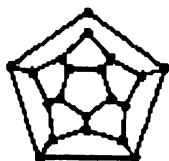
"তবে ত্রিমাত্রিকভাবে আরো পরিষ্কার দেখা যায় এটাকে।"

তৃতীয় ড্রয়িংটা দেখাল কোরাল।

"একটা বড় ফাঁকা গোলকের মতো দেখাচ্ছে।" বলল ওমাহা।

নড করল কোরাল, "আসলেই তাই। এদেরকে আমরা বাকিবল নাম ডাকি। *বাকমিনস্টার ফুলার*-এর নামে নাম।"

"তারমানে দাঁড়াল যে এই বাকিবল গুলো মহাকাশে পাওয়া যায়," বলল সাফিয়া, "কিন্তু পৃথিবীতে এরা টেকে না।"

"হ্যাঁ, অস্থিতিশীল।"

"তাহলে এর কথা তুললে যে?" জানতে চাইল কারা।

ড্যানি উত্তেজনায় যেন নাচছে, "ওই লেকের পানি বাকিবল দিয়ে ভর্তি আর সেগুলো স্থিতিশীল।"

"প্রচুর পরিমাণে বাকিবল আছে পানিতে।" শুধরে দিল কোরাল।

"তা কিভাবে সম্ভব? কোন বস্তুটার এদেরকে স্থিতিশীল বানালো?" জানতে চাইল সাফিয়া।

"আমরা যে জিনিসটা খুঁজতে এসেছি।" কোরাল বলল, "প্রতি পদার্থ।"

আরো কাছে চলে এল ওমাহা।

কোরাল কয়েকটা বোতামে চাপ দিল, "পদার্থ আর প্রতি পদার্থ একে অপরের বিপরীত। তাই এরা একে অপরকে আকর্ষণ করে। সেজন্যই পৃথিবীতে প্রতি পদার্থ পাওয়া যায় না, পদার্থ পাওয়া যায়। এত বেশী যে এর সংস্পর্শে প্রতি পদার্থ মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সুইজারল্যান্ডের সার্ন ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানীরা প্রতি

পদার্থ তৈরি করতে পেরেছেন। ভ্যাকুয়াম তৈরি করে সেগুলোকে খুব অল্প সময়ের জন্য টিকিয়েও রাখতে পেরেছেন। বাকিবল সেভাবেই কাজ করে।"

"মানে?" কোরাল আরেকটা ড্রয়িং বের করে আনতে আনতে জানতে চাইল ওমাহা।

"বাকিবল গুলো চোখে দেখা যায় না, এমন ক্ষুদ্র ম্যাগনেটিক চেম্বার হিসেবে কাজ করে। এই গোলকের ঠিক মাঝখানে থাকে একটা ভ্যাকুয়াম। প্রতি পদার্থ বাকিবলের মাঝে বহাল তবিয়তে থাকতে সক্ষম।" গোলকের মাঝখানটা দেখাল সে, "আবার অন্যদিকে প্রতি পদার্থ থাকায় বাকিবল গুলোও টিকে থাকে। পানির অণুর প্রতি এই প্রতি পদার্থের আকর্ষণের কারণে বাকিবলের গঠন আরেকটু শক্ত হয়। এদিকে ভ্যাকুয়ামের মাঝখানে থাকায় ওরা পদার্থে সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায় না।"

কোরাল ওকে ঘিরে থাকা সবার দিকে তাকাল।

"ফলে স্থিতিশীল হয় প্রতি পদার্থ।" বলল ওমাহা।

"যতক্ষণ পর্যন্ত না এই প্রতি পদার্থবাহী বাকিবলে বিদ্যুৎ এসে স্পর্শ করে অথবা তা কোন শক্তিশালী চুম্বকের সংস্পর্শে না আসে। দুই ক্ষেত্রেই বাকি বল ধ্বসে পরে, পদার্থের সংস্পর্শে এসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় প্রতি পদার্থ।" ওর ধোঁয়া ওঠা যন্ত্রের দিকে তাকাল, "উৎপন্ন হয় অপরিসীম শক্তি।"

কিছুক্ষণের নীরবতার পর কারা জানতে চাইল, "কিন্তু এখানে প্রতি পদার্থ এল কিভাবে?"

ড্যানি নড করল, "তোমরা আসার আগে সে বিষয়েই কথা হচ্ছিল। ওমাহা মনে আছে, গাড়িতে এই এলাকার মরুকরণের কারণ নিয়ে কথা বলার সময় আমরা পৃথিবীর হোঁচট খাবার প্রসঙ্গ তুলে ছিলাম?"

"বিশ হাজার বছর আগের কথা।" বলল ওমাহা।

ড্যানি বলে চলল, "ড. নোভাকের প্রস্তাবনা অনুযায়ী, সম্ভবত একটা বিশালাকার প্রতি পদার্থ দ্বারা নির্মিত উল্কাপিন্ড আরব উপদ্বীপে এসে আছড়ে পড়ে। এরফলে তৈরি হয় এই এলাকার।" বলে আশেপাশে দেখাল সে।

এবার কোরাল কথা বলে উঠল, "আমার ধারণা, উল্কাপিন্ডটা পৃথিবীর নিজের উৎপন্ন করা পানির সংস্পর্শে এসেছিল। এর ফলে প্রভাবিত হয়েছিল পৃথিবীর

একান্ত গভীরের চ্যানেলগুলোও। আক্ষরিক অর্থেই কেঁপে উঠছিল পৃথিবী। যেখানে পরিবর্তিত হয়েছিল এই এলাকার আবহাওয়া, স্বর্গের উদ্যান ইডেন পরিণত হয়েছিল রুক্ষ মরুভূমিতে।"

"আর যখন এই বিপর্যয় ঘটেছিল, তখন গঠিত হয়েছিল এই কাঁচের বাবল।" যোগ করল ড্যানি, "উল্কা পিন্ড আছড়ে পরার ফলে সৃষ্ট বিস্ফোরণ আর তাপের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল ধোঁয়াশা। ঠান্ডা হলে পড়ে প্রতি পদার্থের চারপাশে জমে তৈরি হয়েছে বাকিবল। আর এই এলাকাটা বহু বছর ধরে ছিল অপরিবর্তিত।"

"যতক্ষণ না এই জায়গাটা পুনরায় আবিষ্কৃত হয়।" বলল ওমাহা।

ভবঘুরে এক গোত্র নিশ্চয় এই এলাকা খুঁজে পেয়েছিল, ভাবল ও। এরপর বুঝতে পেরেছিল এই পানির অস্বাভাবিকতা। স্বভাবতই সেই গোত্র চেয়েছিল একে কুক্ষিগত করতে। আর যেমনটা কারা একটু আগে বলেছে, মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি যে কোন জিনিস ব্যবহার করার কোনও না কোনও উপায় বের করেই ফেলে। আরব সমাজে প্রচলিত সব অবিশ্বাস্য গল্পের কথা মনে পরে গেল ওরঃ উড়ন্ত কার্পেট, অসম্ভব শক্তিশালী জাদুকর, জিন ইত্যাদি। ওই সব গল্প কি তাহলে এই রহস্যের দিকে ইঙ্গিত দেয়?

"চাবি আর অন্যান্য জিনিসের কি ব্যাখ্যা দেবে?" জানতে চাইল ও।

"প্রাচীনকালের মানুষেরা যে ঠিক কোন ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিল, তা বুঝে উঠতে পারিনি। ওদের হাতের কাছে যে শক্তির উৎস ছিল, তার সব রহস্য বুঝতে আমাদের অনেক বছর লেগে যাবে। তবে তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। এই কাঁচের শিল্প বা বেলে পাথরের ভাস্কর্যগুলোই তার প্রমাণ।" বলে শ্রাগ করল কোরাল, "আমার তো এও মনে হয়, প্রতিটা চাবির মাঝে এই লেক থেকে নেয়া পানি ভরে দেয়া হয়েছিল। বাকিবলের নিজেরও অল্প পরিমাণে স্থির বিদ্যুৎ সঞ্চয় করার সামর্থ আছে। যদি সেটাকে একটু এদিক ওদিক করা হয়, তাহলে ওগুলো বহন করা লোহার পাত্রটা ম্যাগনেটাইজড হয়ে যাবে। আর যেহেতু বাকিবল গুলোরও চার্জ আছে, তাই অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে না ওগুলো।"

"মিউজিয়ামে অবস্থিত লোহার উটের ব্যাখ্যা?" জানতে চাইল সাফিয়া।

"খাঁটি শক্তির চেইন রিঅ্যাকশন।" উত্তর দিল ড্যানি, "বল লাইটনিংটা নিশ্চয় ওই ম্যাগনেটাইজড লোহার প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল। এই গুহার ছাদের দিকেই তাকাও না, দেখো কিভাবে ঝড় থেকে স্থির বিদ্যুৎ টেনে নিচ্ছে।"

ওমাহা উপরে তাকাল, আসলেই তাই।

"সুতরাং, ধরে নেয়া যায়, বল লাইটনিং একবারে অনেক বেশি শক্তি ধার দিয়েছিল উটটাকে। এতটা বেশি যে তা আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়নি উটটার পক্ষে। ফলশ্রুতিতে-বিস্ফোরণ।"

নড়ে উঠল কোরাল, "তবে সম্ভবত বিস্ফোরণ ঘটার কারণ ছিল, ওই লোহার মাঝে ইউরেনিয়ামের উপস্থিতি। ইউরেনিয়ামের ক্ষয়ের ফলে উদ্ভুত বিকিরণ অস্থিতিশীল করে ফেলেছিল প্রতি পদার্থ মিশ্রিত বাকিবলকে।"

"তাহলে এখন? এই লেকটাও কী...?" বিড়বিড় করে বলল ওমাহা।

ভ্রূ কুচকালো কোরাল, "আমার হাতে ঠিক মতো অ্যানালাইসিস করার যন্ত্রপাতি নেই। আমি এখানে কোন তেজস্ক্রিয় বিকিরণ পাইনি, তবে নেই যে সে ব্যাপারেও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার।"

এই প্রথম কথা বলল ক্রে, দুহাত বুকের উপর রাখা, "তাহলে ৩০০ এ.ডি. তে কী হয়েছিল? এই মানুষগুলো কাঁচের মধ্যে কিভাবে এল?"

কোরাল মাথা নাড়ল, "আমার জানা নেই, কিন্তু এখানে বিস্ফোরণের কোন প্রমাণ নেই। হয়তো কোন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছিল।" সাফিয়ার দিকে ফিরল সে, "তবে ড. আল-মায়াজ, তেমাকে একটা কথা বলতে চাই।"

আচমকা সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল সাফিয়া।

"ব্যাপারটা তোমার রক্ত নিয়ে।" বলল কোরাল।

কিন্তু ব্যাখ্যা করার আগেই লেক থেকে ইঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল, জমে গেল সবাই। আওয়াজটা খুব তাড়াতাড়ি তীব্র আকার ধারণ করল।

জেট স্কি!

লেকের উপর থেকে কেউ একটা ফ্লেয়ার ছুঁড়ে দিল উপরে। উজ্জ্বল হয়ে গেল সবকিছু। সেটা নিভতে না নিভতেই ভেসে এল আরেকটা ফ্লেয়ার।

কিন্তু না... ওটা ফ্লেয়ার না। কারণ একদম ওদের দিকেই ছুটে আসছে সেটা।

"রকেট!" ওমাহা চিৎকার করল, "সবাই কাভার নাও!"

৪:৪২ পি.এম.

পেইন্টার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে।

বালিঝড়ের আঘাতে কেঁপে উঠছে দালানটা। মনে হচ্ছে, কোন হিংস্র প্রাণি প্রবল আক্রোশে আক্রমণ চালাচ্ছে। ঢুকতে চাচ্ছে ভেতরে, মেটাতে চাইছে রক্তৃষ্ণা।

রেডিওতে গান শুনছে কেউ একজন। কিন্তু ঝড়ের প্রচন্ডে তান্ডবের সামনে সেই আওয়াজ ম্রিয়মাণ।

একটু একটু করে ভেতরে প্রবেশ করছে ঝড়-দরজার নীচ দিয়ে, জানালার ফাঁক দিয়ে। বাতাসটাও কেমন যেন গুমোট লাগছে, রক্ত আর আয়োডিনের গন্ধে ভারী হয়ে আছে।

মেডিক আর দুই গার্ড ছাড়া উপস্থিত সবাই আহত। আধ ঘন্টা আগেই অন্যদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ক্যাসান্ড্রা।

ল্যাপটপের দিকে উঁকি দিল পেইন্টার, সাফিয়ার অবস্থান এখনও ফুটে আছে স্ক্রিনে। এখান থেকে ছয় মাইল উত্তরে আছে মেয়েটা, মাটির অনেক নিচে। অবশ্য অবস্থান দেখানো মানেই যে সাফিয়া বেঁচে আছে তা না। কেননা ও মারা গেলেও ট্রান্সিভারটা সিগন্যাল দিয়েই যাবে। তবে পেইন্টারের মন বলছে যে মেয়েটা বেঁচে আছে। কো-অর্ডিনেট পরিবর্তিত হতে দেখে আশাটা আরও বাড়ল ওর।

কিন্তু আর কতক্ষণ বেঁচে থাকবে?

সময় যেন ভারী কোন বস্তুর আকার নিয়ে ওর উপর চেপে বসেছে। থুমরাইত এয়ার বেস থেকে এম৪ ট্রাক্টর আসার আওয়াজ শুনেছে সে। খালি খালি তো আর আসেনি, এসেছে যখন তখন অস্ত্র আর রশদ নিয়েই এসেছে।

রশদ আর অস্ত্র ছাড়াও ক্যাসান্ড্রার সাথে যোগ দিয়েছে রুক্ষ প্রকৃতির আরো ত্রিশ জন লোক। এদের চাল-চলন দেখে মনে হচ্ছে এরা গিল্ডের এলিট টিমের সদস্য। কাজেও তেমনটা মনে হলো। ট্রাক্টর থেকে নেমেই পরণের বালুময় পোষাক পরিবর্তন করে কালো তাপ-নিরোধক ওয়েট স্যুট পরে নিল ওরা।

কটে শুয়ে শুয়ে সব দেখল পেইন্টার।

জন কেনের কথা এরইমধ্যে চাউর হয়ে গিয়েছে। তাই লোকগুলোর চোখের তারায় খুনের নেশা দেখে অবাক হলো না ও। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বের হয়ে গেল লোকগুলো। এমনকি জেট স্কির গর্জন পর্যন্ত শুনতে পেল পেইন্টার।

ওয়েট স্যুট আর জেট স্কি? ক্যাসান্ড্রা কি খুঁজে পেয়েছে নিচে?

চাদরের নিচে নিজের কাজ চালিয়ে গেল ও। একটা এক ইঞ্চি লম্বা নিডল (সুঁই) হাতাতে সক্ষম হয়েছে। এই একটু আগে, দুই গার্ডের অলক্ষে পাশে পড়া থাকা মেডিক্যাল সাপ্লাই থেকে জিনিসটা চুরি করেছে।

উঠে বসে পায়ের দিকে যেই না হাত বাড়িয়েছে, এক গার্ড লাফিয়ে উঠল।

"শুয়ে থাক।"

সাথে সাথে শুয়ে পরল পেইন্টার, "চুলাকাচ্ছে।"

"কিচ্ছু করার নেই।"

দীর্ঘ শ্বাস ফেলল ও, এরপর গার্ডের নজর একটু অন্যদিকে ফিরতেই মুক্ত পাটাকে নিয়ে এল কাফবদ্ধ পায়ের কাছে। একটু আগে মুক্ত পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তার পাশের আঙুলের ফাঁকে নিডলটাকে গুঁজে দিয়েছে। এবার তালা খোলার পালা।

চোখ বন্ধ করে সেই কাজের দিকে মনোযোগ দিল।

একসময় সফলও হলো।

এবার?

৪:৪৫ পি.এম.

ক্যাসান্দ্রা জোডিয়াক বোটের সামনের অংশে নিচু হয়ে বসে আছে, চোখে নাইট ভিশন গগলস। তিন ফ্লেয়ারের আলোয় কাঁচের শহরটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব ভুলে অভূতপূর্ব সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

ওর সাথে আনা ছয়টা জেট স্কি থেকে অনবরত গ্রেনেড ছোঁড়া হচ্ছে। ঠিক শহরের উপর গিয়ে পড়ছে সেগুলো, ধোঁয়া উড়ছে বাতাসে। উপরে স্পন্দিত হচ্ছে শক্তি, বাড়ছে ধীরে ধীরে, সেই সাথে আওয়াজ করে নিজের উপস্থিতি জানাচ্ছে।

এই ধ্বংসযজ্ঞের মাঝেও অপরূপ সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে।

মেশিন গানের গুলির আওয়াজ সৈকতের দিকে ওর মনোযোগ টেনে নিল। আরেকটা জোডিয়াক থেকে ছোঁড়া হচ্ছে ওগুলো।

কমব্যাট জ্যাকেটের পকেট থেকে বহনযোগ্য ট্রাকারটা বের করে হাতে নিল ক্যাসান্দ্রা, তাকিয়ে রইল ওটার এলসিডি স্ক্রিনের দিকে। এখনও জ্বলজ্বল করছে নীল বৃত্তটা। প্রতি মুহূর্তে আরো দূরে সরে যাচ্ছে।

যাচ্ছ? যাও, খেলা তো কেবল শুরু।

৪:৪৭ পি.এম.

অন্যদের পিছু পিছু সাফিয়াও প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। যার পাশ থেকে ভেসে আসছে বিস্ফোরণের শব্দ। কাঁচের বাবলের প্রতিধ্বনি আরও জোরালো ভাবে শোনা যাচ্ছে। অন্ধকারের মাঝে ছুটে চলছে ওরা।

ওমাহা লু'লুকে সাহায্য করতে করতে এগোচ্ছে আর সাফিয়ার হাত ধরে আছে একটা বাচ্চা মেয়ে। প্রতিটা বিস্ফোরণের সাথে সাথে ভয় পাচ্ছে সাফিয়া। যেকোন মুহূর্তে কাঁচের বাবল ধ্বসে পড়তে পারে।

অন্যরা সবাই ওদের পেছনে। রেহেমদের কেউ কেউ স্নাইপিং পজিশন বেছে নিয়ে রয়ে যাচ্ছে। আর কেউ কেউ রয়ে গিয়েছে শত্রুপক্ষকে বাঁধা দেবার জন্য।

সিঁড়ির মাথায় এসে উপস্থিত হলো দলটা। একবার পিছু ফিরে তাকাল সাফিয়া। শহর আর সৈকত, দুইটাই পরিষ্কার দেখতে পেল। উপরে জ্বলতে থাকা ফ্লেয়ারগুলোর আলোয় লালচে দেখাচ্ছে সবকিছু।

লেকে রেখে আসা ধাউটা এই মুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলছে, জেটিটার কোন অস্তিত্ব নেই আর।

"গোলা বর্ষণ বন্ধ হয়েছে।" বলল ওমাহা।

আসলেই তাই।

এগিয়ে আসছে ক্যাসান্দ্রার দল। একসাথে এগিয়ে আসছে জোডিয়াক আর জেট স্কি। সৈকতে বাহনগুলো এসে লাগতেই, সামনে গড়িয়ে পরল সৈন্যরা। রাইফেল হাতে তুলে নিয়েছে।

খন্ডযুদ্ধের আওয়াজ ভেসে এল নিচ থেকে। নিশ্চয় রেহেমরা প্রতিহত করছে ক্যাসান্দ্রার সৈন্যদের। কিন্তু তা কেবল কয়েক মিনিটের জন্য। জেট স্কি থেকে গুলির উৎসের দিকে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ল কেউ। কাঁচ ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল।

গুলি করেই দৌড়-এই নীতিতে চলতে রেহেমদের কোন ক্ষতি হবার কথা না, ভাবল সাফিয়া। সংখ্যায় ওরা নিতান্তই অপ্রতুল। আর দৌড়ালেও বা কোন পর্যন্ত দৌড়াবে? একটা কাঁচের বাবলের মাঝে আটকা পড়েছে সবাই।

ফ্লেয়ারগুলো উজ্জ্বলতা হারাতে শুরু করেছে, ধীরে ধীরে নেমে এল শহরের উপর। অন্ধকার হয়ে গেল উবার। এখন আলোর উৎস বলতে মাথার উপর নেচে বেরানো নীল আগুন।

উপরের দিকে তাকাল সাফিয়া। ছাদটায় যেন নীল রঙের মেঘ উড়ে বেরাচ্ছে। শহর থেকে আরেক দফা গুলি বর্ষণের আওয়াজ ভেসে এল।

"আমাদের এগোন দরকার।" অনুরোধ করল ওমাহা।

"কোথায় যাবে?" জানতে চাইল ও।

মেয়েটার চোখে চোখ রাখল ওমাহা, এই প্রশ্নের উত্তর ওর কাছে নেই।

০৪:৫২ পি.এম.

বালুঝড়টা এখনও প্রবল আক্রোশে দালানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সহ্যের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে সবাই। বালু, ধুলা আর নুড়িপাথর সব কিছু ঢেকে রেখেছে।

ভূগর্ভস্থ যুদ্ধের খবর রেডিও মারফত উপরে পাঠানো হচ্ছে, ব্যাপারটা আরো খারাপ করে ফেলছে পরিস্থিতি। একতরফা লড়াইয়ে বলতে গেলে কোন বাঁধার সামনে পড়তে হচ্ছে না ক্যাসান্দ্রাকে। যুদ্ধের উত্তেজনা নিশ্চল বসে থাকা লোকগুলোর মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে।

"বন্ধ করো রেডিও!" একজন গার্ড চিৎকার করে বলল।

"জাহান্নামে যাও তুমি, পিয়ারসন!" মেডিক পাল্টা জবাব দিল।

ঘুরে দাঁড়াল পিয়রাসন, "শোন..."

দ্বিতীয় গার্ডটা একটা প্লাস্টিকের পানির ব্যারেল নিয়ে ব্যস্ত, কাত করে পানি ঢালার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এরচেয়ে ভাল সুযোগ পেইন্টার আর কখনওই পাবে না।

কট থেকে উঠে বিনাশব্দে গার্ডের কাছে পৌঁছে গেল পেইন্টার। পিস্তল ধরা হাতটা সর্বশক্তিতে ঘুরিয়ে দিয়ে, দুই বার গুলি করল লোকটার বুকে।

গুলির আঘাতে উড়ে গিয়ে কটে আছড়ে পরল গার্ড।

এরপর দ্বিতীয় গার্ডের মাথা লক্ষ করে তিনবার গুলি চালালো পেইন্টার। দুটো লক্ষ্যভেদ করল। পেছনের দেয়ালে ছিটকে গিয়ে লাগল রক্ত আর মগজ।

এক পা পিছিয়ে এল পেইন্টার, ঝড়ের আওয়াজে বন্দুকের গুলির শব্দ চাপা পড়ে যাবার কথা। আহতদের হাতের কাছে কোন অস্ত্র নেই। সুতরাং হুমকি বলতে বাকি রইল কেবল মেডিক।

সেদিকেই তাকাল ও, পেছন থেকে পিয়ারসনের কাতরানির আওয়াজ ভেসে আসছে।

"বন্দুকের দিকে হাত বাড়ালেই মরবে। কিন্তু এই লোকটাকে এখনও বাঁচানো সম্ভব। সিদ্ধান্ত তোমার।" না তাকিয়েই ল্যাপটপের দিকে হাত বাড়াল ও, খুঁজে পেয়ে ডালা বন্ধ করে বগলের তলায় পুরল।

একচুল পরিমাণ নড়েনি মেডিক, সেই যে হাত তুলে রেখেছে তো রেখেছেই।

তবে সতর্কতায় ঢিল দেবার মত লোক পেইন্টার না। খুব সাবধানে, একবারও মেডিকের উপর থেকে নজর না সরিয়ে দালানটা থেকে বেরিয়ে এল সে। প্রচন্ড গতিতে বয়ে চলা বাতাস ওকে স্বাগত জানাল, আরেকটু হলে আবার ভেতরেই পাঠিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হলো পেইন্টারের।

এম ৪ ট্রাক্টরগুলোকে যেখানে থামতে শুনেছে, সেদিকে অগ্রসর হলো ও। চোখ খুলে লাভ নেই, কিচ্ছু দেখতে পাবে না। বন্দুকটা সামনে ধরে অন্ধের মতো এগোল সে।

বেশ কিছুক্ষণ পর ধাতুর সাথে আঘাত খেল বন্দুক।

প্রথম ট্রাক্টরটাকে খুঁজে পেয়েছে সিগমা সদস্য। কিন্তু চাইলেও এটাকে নেয়া সম্ভব না। অন্য গুলো পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাটারী চালু রাখার জন্য ইঞ্জিন বন্ধ না করে ফেলে রাখা হয়েছে দানবটাকে। পেইন্টার দোয়া করল, অন্যগুলোর ইঞ্জিনও যেন চালু থাকে।

চলার গতি বাড়িয়ে দিল সে।

পেছন থেকে গুলির শব্দ শুনতে পেল, ওর পালাবার খবর তাহলে আর গোপন নেই।

মাথা নীচু করে এগিয়ে চলল সে, একেবারে শেষ ট্রাক্টরটার সামনে এসে থামল।

একহাতে দরজা খুলতে গিয়েও পারল না, বাতাস বাঁধা দিচ্ছে। তাই বন্দুকটাকে বক্সারে গুঁজে নিয়ে দুহাত কাজে লাগালো। দরজা একটু ফাঁক হতে, ল্যাপটপ সহ ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। বন্ধ করে দিল দরজা।

ট্রাক্টরটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল গিল্ডের ভাড়াটে সৈন্যরা, কিন্তু আমার্ড ট্রাক্টরটার দেহ ভেদ করা সাধারণ গুলির কম্ম না। পাত্তা না দিয়ে ড্রাইভারের সীটে বসে পড়ল ও। পাশের সীটে রেখে দিল ল্যাপটপটা। উইন্ডশিল্ডের ওপাশে বয়ে যাচ্ছে তুমুল বালিঝড়, মনে হচ্ছে রাত নেমে এসেছে। হেডলাইট জ্বাললো পেইন্টার, তবু দুই গজের বেশী দৃষ্টি যায় না। এই বা মন্দ কী!

ইঞ্জিন চালু ছিল, ওকে শুধু বাইরে বের করে আনতে হলো ট্রাক্টরটাকে।

আরো কয়েক পশলা গুলি বর্ষিত হলো ট্রাক্টরটাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু আগের বারের ন্যায় এবারো কোন ক্ষতি করতে পারলো না।

অল্পক্ষণের মাঝেই শিশুরের বাইরে চলে এল দানবটা, এতক্ষণ ব্যাকগিয়ারে গাড়ি চালাচ্ছিল ও। যতক্ষণ কাজে দেয়, ততক্ষণ আর সামনে যাবার গিয়ার নিয়ে ভাবতে চায় না।

উইন্ডশিল্ডের উপর নজর পড়তে দুইটা আলোর গোলক দেখতে পেল।

শুরু হয়ে গিয়েছে পিছু নেয়া।

০৫ঃ০০ পি.এম.

অল্পক্ষণ বিশ্রামের জন্য থেমেছে সবাই। তবে ওমাহা একদৃষ্টিতে রাণীর প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রাথমিক গোলা-বর্ষণে এর তেমন কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার শেষ প্রচেষ্টাটুকু চালাতে পারে ওরা।

নাহ, নিজের প্রস্তাব নিজেই নাকচ করে দিল।

শুনতে ভালো শোনালেও, আদতে কাজটা খুব একটা ভালো ফল বয়ে আনবে না। চলার উপরে থাকা এখন ওদের বাঁচবার একমাত্র উপায়।

নিচের দিকে তাকাল ও, শহরটাকে দেখতে পাচ্ছে। এখনও খন্ডযুদ্ধ চলছে, তবে সংখ্যায় আগের চেয়ে অনেক কম আর দূরত্বও কমে আসছে। রেহেমদের প্রতিরোধ আস্তে আস্তে দূর্বল হয়ে আসছে।

ওদের যে কোন আশা নেই, তা ওমাহা জানে। কিন্তু তাও, সাফিয়ার দিকে চাইল সে, জীবনের শেষ শ্বাসটা দিয়ে হলেও মেয়েটাকে রক্ষা করবে।

কারা ওর পাশে এসে দাঁড়াল, "ওমাহা..."

ওমাহা! এই নামে তো কখনও ওকে ডাকে না মেয়েটা। অবাক হয়ে কারার দিকে চাইল সে। দূর্বল আর বিদ্ধস্ত মনে হচ্ছে মেয়েটাকে, ওর মতো সে-ও ওদের অবস্থা বুঝতে পেরেছে।

সাফিয়ার দিকে নড করল কারা, "কিসের এতো অপেক্ষা তোমার? ব্লাডি ক্রাইস্ট..." বলতে বলতে সরে গেল সে।

কিছুক্ষণ আগে শোনা কথাগুলো মনে পরে গেল ওমাহার, ও *এখনও তোমাকে ভালবাসে।*

সাফিয়ার দিকে এগোল সে। *জীবন এমনিতেই কঠিন...ভালবাসাকে কঠিন বানাবার দরকার কী?*

একটা বাচ্চা মেয়ের পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে মেয়েটা, দুহাতে ধরে আছে বাচ্চাটার হাত। নিঃশব্দে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ওমাহা।

মুখ না তুলেই সাফিয়া বলল, "এগুলো আমার মায়ের হাত।" একদৃষ্টিতে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আছে, "রেহেমদের সবার মাঝে আমার মা বেঁচে আছে। দেখ।"

ওমাহা ওর পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসল। সাফিয়ার এই মুহূর্তের সৌন্দর্য ওকে অভিভুত করে ফেলেছে।

"সাফিয়া," নরম গলায় বলল।

ওর দিকে ঘুরে তাকাল সাফিয়া।

মেয়েটার চোখে চোখ রেখে ও বলল, "আমাকে বিয়ে কর।"

"কী?"

"আমি তোমাকে ভালবাসি। সবসময় বেসেছি।"

চেহারা ঘুরিয়ে নিল সাফিয়া, "ওমাহা, ব্যাপারটা এত সহজ না..."

মেয়েটার চিবুকে একটা আঙুল রেখে আলতো করে চেহারাটাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল ওমাহা, "আসলে সহজ। একদম সহজ।"

সরে যেতে চাইল সাফিয়া।

কিন্তু এবার এতো সহজে ওকে পালাতে দেবে না ওমাহা, "আমি দুঃখিত।"

উজ্জ্বল হয়ে গেল মেয়েটার চোখ। কিন্তু আনন্দের আতিশায্যে না, অশ্রুর আনাগোনায়। "আমাকে পরিত্যাগ করেছিলে তুমি।"

"বড় ভুল হয়েছিল। কী করব, বুঝে উঠতে পারিনি। তবে বিশ্বাস করো, যে তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিল, সে ছিল একটা বাচ্চা।" সাফিয়ার হাত নিজের হাতে নিল ও, "আর এখন তোমার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে একজন পুরুষ।"

চোখে চোখ রাখল মেয়েটা, কাঁপছে যেন।

সাফিয়ার কাঁধের উপর দিয়ে নড়চড়া দেখতে পেল ওমাহা। পুরুষ, সংখ্যায় এক ডজন।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওমাহা, সাফিয়ার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু ওই ডজন পুরুষের মাঝখান থেকে এগিয়ে এল এক পরিচিত চেহারা।

“বারাক...” হতভম্ব ওমাহা বলে উঠল। আক্রমণ শুরু হবার পর আর কেউ বিশাল আরবকে দেখেনি।

বারাকের পিছু পিছু এগিয়ে এল আরো কয়েকজন, ওদের দলনেতাকে চিনতে পারল ওমাহা। লোকটা বগলের নিচে একটা ক্রাচ ধরে আছে।

ক্যাপ্টেন আল-হাফি।

ডেজার্ট ফ্যান্টমদের দলনেতা হাত তুলে কোন একটা নির্দেশ দিল। শরিফ-ও ওদের সাথে আছে। একেবারে সুস্থ। সদ্য আগত পুরুষের দলটা রাইফেল, গ্রেনেড আর আরপিজি লঞ্চার নিয়ে হারিয়ে গেল নিচের রাস্তায়।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওমাহা।

কী হচ্ছে এখানে, তা বুঝতে পারছে না ও। কিন্তু ক্যাসান্দ্রার জন্য যে একটা বিরাট চমক অপেক্ষা করছে সেটা পরিষ্কার।

৫:০৫ পি.এম.

আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ বাকি নেই।

বোটের উপর এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাসান্দ্রা। বিভিন্ন দলের রিপোর্ট শুনছে সে, কয়েক জায়গায় সামান্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হলেও, খুব সহজেই শহরটা দখল করে নেয়া গিয়েছে। ইলেকট্রনিক ট্রাকারটা আঁকড়ে ধরল ও, সাফিয়ার অবস্থান ওর কাছে একদম পরিষ্কার।

ইঁদুরের মতো খেলিয়েছে ওকে কিউরেটর। ওই কুত্তীটাকে জীবিত ধরতে চায় ক্যাসান্দ্রা। পেইন্টার পালিয়ে যাওয়ায় রাগটা আরো বেড়েছে ওর।

অনেক কষ্টে চিৎকার করে হতাশা প্রকাশ করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে ও।

গার্ডদের সবাইকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

দীর্ঘ একটা শ্বাস নিল সে। এখানে আর ওর করার মতো কিছু নেই। তবে এখানকার রহস্য উন্মোচনের জন্য কিউরেটরকে প্রয়োজন হবে ওর। পেইন্টারকেও শায়েস্তা করা যাবে।

আচমকা এক বিস্ফোরণ ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। *আরেকটা গ্রেনেডের দরকার পরল কেন?* একটা আরপিজির দিকে নজর পড়ল ক্যাসান্দ্রার।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, কেননা ওটা যে...

শিট...

বোট থেকে নেমে সৈকতের দিকে দৌড়াল ক্যাসান্দ্রা। রবার সোলের জুতা পড়ে আছে, তাই কাঁচের উপর দৌড়াতে কষ্ট হচ্ছে না। গ্রেনেডটা এসে আঘাত হানল

বোটে। বিস্ফোরণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কিছু জঞ্জালের আড়ালে আশ্রয় নিল ও।

একটু সামলে নিয়ে শহরের দিকে তাকাল ক্যাসান্দ্রা, কেউ আবার ওদের কোন লঞ্চার দখল করে নেয়নি তো? ও তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আরো দুইটা আরপিজি উড়ে এল।

এক ডজন জায়গায় গর্জে উঠল অটোমেটিক রাইফেল, এমন আওয়াজ তো একটু আগে শোনা যায়নি!

হচ্ছেটা কী এখানে?

৫ঃ০৭ পি.এম.

ক্যাপ্টেন আল-হাফিকে ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সবাই।

লুলুর উপর এসে স্থির হলো ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি। ক্রাচটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসল ডেজার্ট ফ্যান্টম। আরবী কিছু একটা বলল, কিন্তু বাচনভঙ্গি এমন যা খুব কম মানুষের শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। কান খাড়া করে শুনল সাফিয়া, কষ্ট হলেও বুঝতে পারল উচ্চারিত শব্দগুলো।

"মহামান্যা, দেরী করে উপস্থিত হবার জন্য আপনার এই দাসকে ক্ষমা করে দিন।" মাথা নিচু করে বলল।

অন্য সবার মত হোজাকেও বিস্মিত মনে হলো।

সাফিয়ার পাশে এসে দাঁড়াল ওমাহা, "শাহরান উচ্চারনে বলছে।"

শাহরা গোত্র দাবী করে যে তারা রাজা শাদ্দাদের বংশধর। সাফিয়ার মনে পড়ল, শাদ্দাদকে বলা হয় উবারের প্রথম রাজা...তবে সত্যটা হলো শাদ্দাদ উবারের প্রথম রাণীর সহকারী।

ওমাহার কথা শুনে বলে উঠল বারাক, "আমরা সবাই শাহরা গোত্রের।"

উঠে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন, অন্য এক লোক ক্রাচটা এগিয়ে দিল।

কেবল দেখা মুহূর্তটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারল সাফিয়াঃ রাজার বংশধরদের উবারের রাণীর কর্তৃত্ব মেনে নেবার দৃশ্য।

অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে ক্যাপ্টেন আল-হাফি ইংরেজিতে বলল, "আমি ভেবেছিলাম তোমাদেরকে নিরাপদে বের করে নিয়ে যাব। কিন্তু এখন কিছুক্ষণ সময় এনে দেয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। এসো।"

প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল ক্যাপ্টেন। তাকে অনুসরণ করল সবাই।

বারাকের পাশে এসে ওমাহা জানতে চাইল, "তুমি কি শাহরা গোত্রের?"

নড করল আরব।

ক্যাপ্টেন আল-হাফি লু'লুর পাশে পাশে হাঁটছেন। আর হোজাকে হাঁটতে সাহায্য করছে কারা। "এজন্যই কি তুমি আমাদের সাথে আসতে চেয়েছিলে?" জানতে চাইল।

"প্রতারণাটুকুর জন্য ক্ষমা চাইছি," বাউ করল ক্যাপ্টেন, "কিন্তু শাহরা গোত্রের কেউ বাইরের মানুষের সামনে নিজেদের গোপন কথা ফাঁস করে না। রেহেমদের মত আমরাও এই শহরের প্রহরী। উবারের শেষ রাণী আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবার সময় এই দায় ভার ন্যস্ত করে গিয়েছিলেন। চাবিগুলো যেভাবে আলাদা করেছিলেন, সেভাবে আলাদা করেছিলেন দুই বংশকে। গোপনীয়তা দুভাগ করে, রক্ষা করার দায়িত্বও ভাগ করে দিয়েছিলেন।"

সাফিয়া লু'লু আর আল-হাফির দিকে চাইল-আবার একত্রিত হয়েছে উবারের দুই রাজবংশ।

"তোমাদের ভাগে কোন গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব পড়েছে?" জানতে চাইল ওমাহা।

"উবারে প্রবেশের প্রাচীন পথ, যে পথে প্রবেশ করেছিলেন প্রথম রাণী। নগরী আবার আবিষ্কৃত হবার আগে সেই পথ উন্মুক্ত করা নিষেধ ছিল।"

"একটা গোপন পথ!" বলল ওমাহা।

সাফিয়ার আগেই বোঝা উচিত ছিল। রাণীসাহেবা অসম্ভব হিসাবী ছিলেন। বিকল্প পরিকল্পনার বিকল্প পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন।

"এখান থেকে বেরোবার পথ আছে তাহলে?" জানতে চাইল ওমাহা।

"হ্যাঁ, মরুভূমিতে ফেরার পথ আছে। কিন্তু ওদিক দিয়েও পালাবার উপায় নেই। ঝড়ের যে তান্ডব, তাতে উবারের ডোমের উপরের দিয়ে চলাচল করা অসম্ভব। এজন্যই আমাদের আসতে এতো দেরী হয়েছে।"

"একেবারে না আসার চাইতে ভালো।" বলল ড্যানি।

"আরেকটা নতুন ঝড় ধেয়ে আসছে দক্ষিন থেকে। দুই ঝড় এক হলে..." কথা শেষ করল না ক্যাপ্টেন।

"এর অর্থ, আমরা ফাঁদে পড়ে গিয়েছি।" কণ্ঠের হতাশা লুকাতে ব্যর্থ হলো ওমাহা।

"অন্তত ঝড় শেষ না হওয়া পর্যন্ত।"

এরপর আর কোন কথা হলো না, কিছুক্ষণ পর গুহার দেয়ালের কাছে ফিরে এল ওরা। দেখে নিরেট মনে হলেও, ক্যাপ্টেন আল-হাফি চলার গতি কমাল না। আচমকা জায়গাটা নজরে পড়ে গেল সাফিয়ার। কাঁচের দেয়ালে এমনভাবে একটা ফাঁক অবস্থিত, যেটা বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে না দেখলে কারও নজরেই পড়বে না।

ফাঁক গলে ঢুকে পড়ল ক্যাপ্টেন, “একশত পঞ্চাশ ধাপ উপরে মরুভূমি। এই প্যাসেজটাকে বাচ্চা আর মেয়েদের জন্য শেল্টার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।”

“কিন্তু ক্যাসান্দ্রাকে আটকাতে না পারলে, এই শেল্টার পরিণত হবে মৃত্যুফাঁদে। মেয়েটার লোকবল আর অস্ত্র, দুটাই এখনও আমাদের চেয়ে বেশি।”

নড করে বলল ক্যাপ্টেন, “আমার লোকদের যে কোন ধরনের সাহায্য পেলে সুবিধা হবে। বন্দুক চালাতে জানে কেউ?”

ড্যানি আর কোরাল অস্ত্র হাতে নিল। এমনকি ক্লে-ও সামনে এগিয়ে হাত পাতল।

সাফিয়াকে অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, “ওই A টা আমার আসলেই দরকার।” চোখের তারায় ভয় খেলা করছে ছেলেটার, কিন্তু হার মানতে নারাজ।

সবার শেষে অস্ত্র নিল ওমাহা, “আমার একটা আছে, আরেকটা হলে মন্দ হয় না।”

ক্যাপ্টেন ওর দিকে একটা এম-১৬ বাড়িয়ে ধরলেন।

“চলবে।” বলে সরে গেল ওমাহা।

ওমাহার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সাফিয়া, “ওমাহা...” একটু আগে দেয়া প্রস্তাবের উত্তরে হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি সে। লোকটা কী মন থেকে প্রস্তাব দিয়েছে, নাকি মৃত্যু সুনিশ্চিত ভেবে?

হাসল ওমাহা, “এখন কোন উত্তর দিতে হবে না। আমি আমার মনের কথা জানিয়েছি। কিন্তু উত্তর পাবার যোগ্য হইনি।”

সাফিয়া ওর গলা জড়িয়ে ধরল, কানে কানে বলল, “আমিও তোমাকে ভালবাসি...শুধু জানি না যে...” কথা শেষ করতে পারল না মেয়েটা।

“আমি জানি। আর তোমার জানার আগ পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।”

কারা আর ক্যাপ্টেনের তর্কাতর্কির আওয়াজে মনোযোগ ভেঙে গেল ওদের।

“আমি তোমাকে লড়তে দেব না, লেডী কেনসিংটন।”

“আমি অস্ত্র ব্যবহার করতে জানি।”

“তাহলে একটা অস্ত্র নিয়ে সিঁড়ি ধরে উঠে যাও, কাজে আসতে পারে।”

রাগে ফুঁসে উঠল কারা, কিন্তু ক্যাপ্টেনের কথার যথার্থতা বুঝতে পারল। শেষ যুদ্ধটা হয়তো সিঁড়ি মুখেই হবে।

ক্যাপ্টেন আল-হাফি মেয়েটার কাঁধে হাত রেখে বললেন, “তোমার পরিবারের কাছে আমি ঋণী। সেই ঋণ আজ শোধ করতে দাও।”

“কি বলতে চাচ্ছ তুমি?” কারা অবাক হয়ে বলল।

লজ্জিত কণ্ঠে লোকটা জবাব দিল, "এর আগেও তোমার পরিবারের হয়ে আমি কাজ করেছি। তখন আমার বয়স অনেক কম ছিল।" কারার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার নামের প্রথম অংশ হলো-হাবিব।"

আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে এল কারা, "শিকারের দিনটাতে আমাদের সাথে যে গাইড ছিল..."

"আমিই সে। তোমার বাবার উবারের প্রতি আগ্রহ দেখে আমি তার সঙ্গী হয়েছিলাম। শিকারের দিন ভয়ে আমি লর্ড রেজিনাল্ডকে বাঁচাতে এগোইনি। যখন ভয় কাটিয়ে উঠতে পারি, ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। আমি... আমি..."

নিশ্চুপ পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল কারা।

"তাই আজ আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে দাও।"

কারা কেবলমাত্র নড করতে পারল।

হঠাৎ কথা বলে উঠলেন হোজা, "এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি।" অদ্ভুত শব্দ কটা উচ্চারণ করে ফাটলের মাঝে ঢুকে পড়লেন তিনি, "রাণী যে পথে চলেছিলেন, সেপথ ধরে এগোতে হবে আমাদের।"

স্টর্ম ওয়াচ

৪ঠা ডিসেম্বর, ৫:৩০ পি.এম.
শিশুর

এখনও পিছু ধাওয়া বন্ধ হয়নি।

বালুঝড়ের তোয়াক্কা না করে ধাওয়াকারীদের এগিয়ে আসতে দেখল পেইন্টার। নিজের গতি বাড়িয়ে দিল। ঘন্টায় প্রায় ত্রিশ মাইলের গতিতে ছুটছে সে। এরকম ঝড়ের মধ্যে এই সামান্য গতিও মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।

দুপাশের আয়না চেক করল ও। একমূহুর্তের জন্য ধাওয়াকারীদের দেখতে পেল। উভয় পাশ থেকে একটা করে ফ্ল্যাট বেড ট্রাক এগিয়ে আসছে। মালবাহী হওয়া সত্ত্বেও পেইন্টারের চেয়ে জোরে ছুটছে ওগুলো। অবশ্য বৈরি পরিবেশের কারণে গতিতে কিছুটা হলেও ভাটা পড়ছে। অন্যদিকে, পেইন্টার তার বিশ-টনি ট্রাক্টরটা সোজা একদিকে চালিয়ে নিচ্ছে। উঁচু-নিচু পথে ঝাঁকি খেতে খেতে সামনে আসা সকল বাঁধা গুড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

ট্রাক্টরের ক্রুজ কন্ট্রোল (একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে যানবাহনের গতি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়) সেট করে দিল পেইন্টার। বাহনটার অন্যান্য সুবিধাগুলো চেক করতে লাগল তারপর। একটা রাডার ডিশ দেখতে পেল, কিন্তু জিনিসটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানা নেই তার। রেডিওটা খুঁজে পেল। প্রথমে ভেবেছিল, যতটা সম্ভব থুমরাইত এয়ার বেজের গিয়ে ওমানি রয়্যাল এয়ার ফোর্সের সাথে যোগাযোগ করবে। কেউ না কেউ সাড়া তো দেবে। অন্যদের বাঁচাতে হলে এখন আর লুকিয়ে থাকা চলবে না। সরাসরি এখানকার সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

কিন্তু ট্রাক্টরটা তাকে এয়ার বেইজ থেকে দূরে, একেবারে ঝড়ের দিকে নিয়ে চলছে। ধাওয়াকারী ট্রাকগুলো এগিয়ে আসছে দ্রুত।

একটা বালুর ঢিবিতে উঠে পড়তেই পেইন্টারের বাম পাশে বিস্ফোরণ ঘটল। কেঁপে উঠল ধরণী।

আরপিজি ছোঁড়া হচ্ছে ওকে লক্ষ করে।

ট্রাক্টরটা এগিয়ে যেতে লাগল নিজ গতিতে। ঢিবির ঢাল বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে তরতর করে।

কানফাটানো শব্দে আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটল পেছনে। তবে পলি-কার্বনেট আর কেভলারে তৈরি ট্রাক্টরটার কোনো ক্ষতিই করতে পরল না। আক্রমণগুলোকে অগ্রাহ্য

করল পেইন্টার। চেষ্টা করতে থাকুক। এই বালুঝড়ের মধ্যে ঠিকমতো নিশানা করতে পারবে না। আর বাকিটা সামলে নেবে ট্রাক্টরটার মজবুত কাঠামো।

তখনই কেউ যেন পেইন্টারের পেটের ভেতরটা খামচে ধরল।

ট্রাক্টরটার গতি কমে গিয়েছে, পিছলে যেতে শুরু করেছে বাহনটা। সহসাই সে বুঝতে পারল, তার ধাওয়াকারীরা ওকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ছে না।

ছুঁড়ছে টিবির ঢালের উদ্দেশ্যে, খাদ সৃষ্টি করছে সেখানে। পুরো ঢালে ধ্বস নেমেছে, সাথে ট্রাক্টরটাও পিছলে যাচ্ছে নীচে। ক্রুজ কন্ট্রোল বন্ধ করে গতি কমিয়ে আনলো পেইন্টার। চেপে ধরল অ্যাক্সিলেটর, পিছলে যাওয়া ঢালে আবারও উঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু বালুতে ঘূর্ণি তোলা ছাড়া আর কোনো লাভ হলো না।

ব্রেক কষলো এবার। গাড়ির পেছনটা ঘুরাতে ঘুরাতে উল্টো দিকে যেতে লাগল। বালুর স্রোতের সাথে ছুটছে সে এখন। ঢালের সাথে সমান্তরালে না আসা পর্যন্ত ঘুরাতে লাগল ট্রাক্টরটা। বিপজ্জনকভাবে দোল খাচ্ছে বাহনটা। এক মূহুর্তের অসতর্কতার জন্য উল্টে যেতে পারে।

একবার ব্রেক কষে আবার গতি বাড়িয়ে দিল পেইন্টার। সামনে বাড়ল ট্রাক্টরটা, ঝড়ের বেগে নীচে নেমে যেতে লাগল। ধাওয়া করল ট্রাকগুলো। কিন্তু নেমে আসা বালুর কবলে পড়ে গতি কমিয়ে দিতে হয়েছে তাদের।

টিবির পাদদেশে পৌছে কোণা ঘুরল পেইন্টার। অনেক হয়েছে, আর পালাতে রাজি না।

ট্রাক্টরটার দিক ঠিক করে আবার ক্রুজ সেট করে দিল।

সামনে ছুটল বাহনটা। হুইল ছেড়ে দিল পেইন্টার যেন পথ ভুল না হয়। তারপর দ্রুত পেছনে সরে এল। একটা লঞ্চার তুলে নিয়ে তাতে একটা গ্রেনেড ভরে নিল। লম্বা টিউবটা কাঁধে বসিয়ে চলে এল ট্রাক্টরের একেবারে শেষ মাথায়।

লাথি দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল সে। বালুঝড় ঝাপটা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। পেছনে তাকাল সে। দুটো উজ্জ্বল আলো তার দিকে এগিয়ে আসতে আসছে।

"জাহান্নামে যাও।" বিড়বিড় করে বলে নিশানা করল সে।

টেনে দিল ট্রিগার। হুস করে লঞ্চার ছেড়ে বেরিয়ে গেল গ্রেনেড। তপ্ত বাতাসের স্পর্শ এসে লাগল পেইন্টারের মুখে।

একটা আগুনের গোলা উড়ে যেতে দেখল সে।

তার ধাওয়াকারীরাও দেখতে পেয়েছে। ট্রাক দু'টোকে দুপাশে সরে যাবার চেষ্টা করতে দেখল পেইন্টার। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। সশব্দে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। অন্ধকারের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল একটা ট্রাক। আগুনের গোলার ন্যায় আকাশে উঠে গেল সেটা। তারপর আছড়ে পড়ল বালুতে।

অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে অন্যটা। বালুর স্রোতে ডুবে গিয়েছে সম্ভবত। তবে সেটা পরে দেখবে পেইন্টার।

নিজের সিটে ফিরে এল সে। চেক করল দু'পাশের মিরর। অন্ধকার হয়ে আছে পিছনটা।

চুরি করা আনা ল্যাপটপটা চালু করল পেইন্টার। চার্জ থাকলেই বাঁচোয়া। একটা মানচিত্র ফুটে উঠল স্ক্রিনে। তাকিয়ে রইল পেইন্টার।

কোনো নীল রঙের বিন্দু দেখা যাচ্ছে না।

আতঙ্কে শিরশির করে উঠল তার শরীর। তখনই পরিচিত নীলচে বিন্দুটা ফিরে এল। সিগন্যাল গ্রহণ করতে যন্ত্রটা কিছু সময় নিয়েছে। বিন্দুটার অবস্থান চেক করল পেইন্টার। স্থান পরিবর্তন করছে ওটা, যার অর্থ সাফিয়া চলাফেরা করছে। এখনও বেঁচে আছে ও। পেইন্টার আশা করল, বাকিরাও ঠিক আছে।

তাকে সাফিয়ার কাছে...অন্যদের কাছে ফিরতে হবে। ট্রান্সিভারটা এখনও রয়ে গিয়েছে সাফিয়ার শরীরে। ওকে ক্যাসান্দ্রার হাত থেকে মুক্ত করে একজন সার্জন আর বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারীর কাছে নিয়ে যেতে হবে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে পেইন্টার খেয়াল করল, শুধু Z-অক্ষের মানগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে। এই অক্ষ দ্বারা উচ্চতা কিংবা গভীরতা মাপা হয়। অক্ষের ঋণাত্মক মানটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে, প্রায় শূন্যের কাছাকাছি।

উপরে উঠছে সাফিয়া। পৃষ্ঠতলের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছে। গুহা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো রাস্তা পেয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। চালাক মেয়ে।

পেইন্টারের ভ্রূজোড়া কুঁচকে গেল। Z-অক্ষের মানগুলো শূন্য পেরিয়ে বাড়তে শুরু করেছে। সাফিয়া শুধু পৃষ্ঠতলেই পৌঁছেনি, আরো উপরে উঠতে শুরু করেছে।

হচ্ছেটা কী?

সাফিয়ার দূরত্বটা চেক করল পেইন্টার। তার থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে আছে সাফিয়া। ট্রাক্টরটার দিক সেদিকে পরিবর্তন করে দিল পেইন্টার। গতি প্রতি ঘন্টায় আরো পাঁচ মাইল বাড়িয়ে দিল।

সাফিয়া যেহেতু পালানোর একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছে, তারমানে ক্যাসান্দ্রাও খুঁজে পাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সেখানে পৌঁছতে হবে পেইন্টারকে। নীলচে বিন্দুটার দিকে একবার নজর দিল ও। জানে, সে ছাড়াও আরও একজন বিন্দুটার উপর নজর রাখছে।

ক্যাসান্দ্রা... পোর্টেবল ডেটোনেটরটা এখনও তার হাতে।

৫:৪৫ পি.এম.

আঁধারে ঢাকা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে সাফিয়া। তার পিছু পিছু দুই সারিতে উঠছে শিশু, বৃদ্ধা আর আহত নারীরা। কারা তার হাতে থাকা একমাত্র টর্চলাইটটা সামনের দিকে তাক করে রেখেছে। ফলে সাফিয়ার সামনে সামনে চলছে ওর ছায়াটা। নীচের কুরুক্ষেত্র থেকে যতটা সম্ভব দূরে চলে যেতে চাইছে তারা। এখনও গোলাগুলির শব্দ কানে আসছে।

পাশের দেয়ালে হাত বুলালো সাফিয়া। বেলে পাথরের দেয়াল। পায়ের নীচের সিঁড়ি ক্ষয়ে গিয়েছে জুতা আর খালি পায়ের আঘাতে। কতজন চলাফেরা করেছে এই সিঁড়ি দিয়ে? মানসপটে শেবার রাণীকে দেখতে পেল যেন ও, উঠা-নামা করছে এই সিঁড়ি দিয়ে।

কতক্ষণ ধরে উঠছে, জানা নেই সাফিয়ার। অতীত-বর্তমান সব যেন একবিন্দুতে মিলিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার তুলনায় আরবে সময়ের তাল পাওয়া দায়। ইতিহাস এখানে মৃত নয়, পিচঢালা পথ কিংবা আকাশচুম্বী দালানের নীচেও চাপা পড়েনি। এমনকি আটকা পড়েনি জাদুঘরের চার দেয়ালের মাঝে। ইতিহাস এখানে জীবন্ত, এখানকার প্রকৃতির সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে।

লুলু উঠে এল সাফিয়ার পাশে। "আমি তোমার প্রিয়তম এর সাথে তোমাকে কথা বলতে শুনেছি।"

এ বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না সাফিয়ার। "আসলে তা না... অনেক আগেই ওর সাথে..."

"তোমরা দুজনেই এই ভূমিকে ভালোবাসো," সাফিয়ার কথায় পাত্তা না দিয়ে হোজা বললেন, "তোমাদের দুজনের মাঝে হয়তো একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অথচ চাইলে সে দেয়ালও ভাঙ্গা সম্ভব।"

"মুখে বলা অনেক সহজ।"

হাতের আঙুলের দিকে তাকাল সাফিয়া। একসময় সেখানে একটা আংটি পরানো ছিল। মিথ্যে আশ্বাসের ন্যায় সেটা আজ নেই। কিভাবে ও বিশ্বাস করবে যে প্রয়োজনের সময় ওমাহাকে সে পাশে পাবে? *যে তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলে, সে ছিল একটা বাচ্চা। আর আজ তোমার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে এক পুরুষ।* বিশ্বাস করবে কি সাফিয়া? আরেকটা চেহারা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। পেইন্টার। তার কোমল স্পর্শ, নীরব শ্রদ্ধা আর আশ্বাস, এমনকি তার চোখে ফুটে ওঠা ব্যথাও মনে পড়ে গেল সাফিয়ার।

ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন লু'লু বললেন, "মহৎ হৃদয়ের অনেক পুরুষ আছে। শুধু কেড কেউ একটু বেশি সময় নেয়।"

সাফিয়ার চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। "আমার আরও কিছু সময় প্রয়োজন... বিবেচনা করে দেখব।"

"সময় কম পাওনি তুমি। আমাদের মতো তুমিও অনেকটা সময় একাকি কাটিয়েছ। সবকিছু হারানোর আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও।"

কথাটার সত্যতা প্রমাণ করতেই যেন সামনে খোলা গুহামুখের কাছে বাতাস গর্জে উঠল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সাফিয়া। এতক্ষণ নীচে থাকার পর খোলা জায়গায় আসার জন্য আকুপাকু করছিল ওর মন।

"ঝড়ের কী অবস্থা দেখে আসি।" বিড়বিড় করে বলল ও।

"আমিও আসছি তোমার সাথে," পেছন থেকে বলল কারা।

"আমিও," বলল হোজা। "শেবার রাণী কী দেখেছিলেন, তা আমি নিজ চোখে দেখতে চাই। দেখতে চাই উবারের মূল প্রবেশপথটাকে ।"

তারা তিনজনে সিঁড়ির বাকি ধাপগুলো পার হলো বাকিদের পেছনে রেখে। বালুঝড় গুহামুখে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে। মাথার উপর হুড আর চোখে গগলস টেনে দিল তারা।

গুহামুখটা আসলে একটা ফাটল। ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে দিল কারা। বাইরে থেকে যথেষ্ট আলো আসছে।

আরেকটু এগোলেই বেরিয়ে যাওয়া যাবে। গুহামুখের কাছে একটা ক্রোবার দেখতে পেল সাফিয়া। চৌকাঠের ওপাশে একটা বিশাল চ্যাপ্টা পাথরের চাই আংশিকভাবে পথরোধ করে আছে।

"পাথরটা বোধ হয় প্রবেশমুখ লুকিয়ে রেখেছে।" বলল কারা।

নড করল সাফিয়া। ক্যাপ্টেন আল-হাফির লোকজন সম্ভবত ক্রোবার টা ব্যবহার করে পাথরটা এমনভাবে সরিয়ে রেখেছে যাতে চলাফেরা করা যায়। যদি কোনওভাবে ঝড়ের মোকাবেলা করা যায়, তাহলে হয়তো সাফিয়ারা সবাই পালাতে পারবে। পাথরটা আবার জায়গামতো বসিয়ে দিলে আর বের হতে পারবে না ক্যাসান্দ্রা।

তাজা বাতাস সাফিয়ার মনে আশার সঞ্চার করল।

ঝড়ের তেজ কমে এসেছে। আগের মতো আর অন্ধকার হয়ে নেই বাইরের পরিবেশ।

ফাটলটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সাফিয়া। তবে পাথরের আড়ালে রইল। বালুতে ঢাকা পড়েছে সূর্য, গভীর রাত এখন গোধূলিতে পরিবর্তিত হয়েছে। বাঁকা চাঁদের ন্যায় মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে সূর্য।

"ঝড়ের তেজ কমে এসেছে মনে হচ্ছে।" সাফিয়ার ধারণা সত্য প্রমাণ করতেই যেন বলে উঠল কারা।

তবে একমত হতে পারলেন না লু'লু। "বোকার মতো কথা বলো না। উবারের বালু ধোঁকা দিতে পারদর্শী। একারণেই এখানকার গোত্রগুলো এ জায়গাটাকে এড়িয়ে চলে; অভিশপ্ত আর ভূতুড়ে বলে। জীন আর পিশাচের আখড়া বলে পরিচিত এ বালুভূমি।"

হোজা আরও সামনে এগিয়ে গেলেন।

অনুসরণ করল সাফিয়া, ওর আলখেল্লা আর স্কার্ফ বাতাসে উড়ছে। চারদিকে তাকাল ও। বুঝতে পারল, তারা এখন মরুভূমির সমতল থেকে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ ফিট উঁচু একটা টিলায় দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে এরকম আরও অসংখ্য পাথুরে টিলা দাঁড়িয়ে আছে। যাযাবর গোত্রগুলো এগুলোকে "বালুর জাহাজ" বলে থাকে।

আরেকটু বেরিয়ে এল সাফিয়া। এবার টিলার আকৃতিটা চিনতে পারল ও। এরকমই একটা প্রতিকৃতি বালু দিয়ে আঁকা ছিল প্রাসাদে। তিন হাজার বছর আগে এখানেই উবারের প্রথম প্রবেশপথ আবিষ্কৃত হয়েছিল। দুর্গ আর রাণীর প্রাসাদ-দুটোই এই টিলার অনুকরণে সাজানো হয়েছিল। মরুভূমির বাকি সব বালুর জাহাজের চেয়ে মূল্যবান এই জাহাজ।

টিলার পরে, বালুঝড় সাফিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ঘূর্ণায়মান মেঘগুলোকে খুব অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এক মাইলেরও বেশি জায়গা ধরে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে বালুর স্তম্ভ। এত দূর থেকেও বাতাসের গর্জন শুনতে পাচ্ছে সাফিয়া।

"সম্ভবত আমরা ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে আছি।" বলল কারা।

"এটা উবারের কাজ," বললেন লু'লু। "ঝড়কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এ শহর।"

সাফিয়ার মনে পড়ল, চাবি দিয়ে গেটটা খোলার পর অল্প কিছুক্ষণের জন্য যেন ঝড় নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল।

কারা কিনারে গিয়ে দাঁড়ালে নার্ভাস হয়ে পড়ল সাফিয়া।

"চলে এসো ওখান থেকে।" সাবধান করার চেষ্টা করল সাফিয়া। ভয় পাচ্ছে, বাতাসের ধাক্কায় কারা হয়তো পড়ে যাবে।

"এপাশ দিয়ে নীচে নামার রাস্তা দেখতে পাচ্ছি। এই রাস্তা ব্যবহার করে হয়তো আমরা নেমে যেতে পারব। নীচে তিনটা ট্রাক দেখতে পাচ্ছি আমি। ক্যাপ্টেন আল-হাফির যানবাহন ওগুলো।"

কিনারে চলে এল সাফিয়া। এরকম ঝড়ো বাতাসের মধ্যে এমন খাঁড়া আর চিকন পথ বেয়ে নামার কথা কল্পনাই করতে পারে না ও।

ওর সাথে সহমত পোষণ করলেন লু'লু। "এ পথে নামা সম্ভব নয়।" হোজার দিকে ফিরে তাকাল কারা। বৃদ্ধার চেহারা দেখে বুঝতে পারল, এই পথ বেয়ে নামার ইচ্ছা না থাকলেও এখানে থাকারও কোনও ইচ্ছা নেই হোজার। সুযোগটা নেবে বলে ঠিক করল কারা।

তার মতলব বুঝতে অসুবিধা হলো না হোজার। "তোমার মতো তোমার বাবাও বালুর এই সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করেছিল। সেসব তোমার মনে আছে আশা করি।"

কথাগুলো রাগিয়ে দিল কারাকে। "ভয় পাওয়ার কী আছে এখানে?"

হাতদুটো সামনে প্রসারিত করল লু'লু। "এগুলো নিসনাস এর বালু।"

সাফিয়া আর কারা দুজনেই নামটার সাথে পরিচিত। মরুভূমির কালো ভূত। জানে, রেজিনাল্ড কেনসিংটন এর মৃত্যুর জন্য এই নিসনাস দায়ী।

দক্ষিণ-পশ্চিমে ইঙ্গিত করল লু'লু। একটা বালুর ঘূর্ণি পাক খচ্ছে সেখানে। স্থির বিদ্যুতের কারণে অন্ধকারে চমকাচ্ছে টর্নেডোর ভেতরটা। এক মূহুর্তের জন্য ঝলসে উঠল ঘূর্ণি, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

"এরকম বালুর দানব আগে দেখেছি আমি," বলল কারা।

নড করল লু'লু। "নিসনাস কে উপেক্ষা করলে পুড়ে মরতে হয়।"

রেজিনাল্ড কেনসিংটনের কাঁচের ভেতর আটকা পড়া দোমড়ানো লাশটা ভেসে উঠল সাফিয়ার চোখে। সাথে সাথে নীচের মমিকৃত মানুষগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। এদের মধ্যে যোগসূত্র কোথায়?

বালুর মধ্যে থেকে একটা দানব মাথা তুলে দাঁড়াল পূর্বে। আরেকটা দাঁড়াল দক্ষিণে। জীবনে অনেক ঘূর্ণিপাক দেখেছে সাফিয়া, কিন্তু এমন স্থিরবিদ্যুৎ সম্পন্ন ছিলনা কোনটা।

কারা তাকিয়ে রইল। "আমি বুঝতে..."

মূহুর্তেই টিলার ধার ঘেঁষে একটা দানব গজিয়ে উঠল। পাথরের উপর ছিটকে পড়ল সবাই।

"একটা নিসনাস!" চিৎকার করে উঠল লু'লু।

টিলার ঠিক নীচ থেকেই উঠে এসেছে বালুর পাক। গুহার উদ্দেশ্যে পেছনে সরে যেতে লাগল কারা আর হোজা। বিস্মিত সাফিয়া আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

বিশাল বালুর স্তম্ভ বেয়ে ভূমি থেকে আকাশে উঠে যাচ্ছে বিদ্যুতের শিখা। সাফিয়ার কাপড়, চামড়া আর চুলে মটমট করতে লাগল স্থিরবিদ্যুৎ। কষ্টদায়ক হলেও অন্যরকম একটা অনুভূতি ছড়িয়ে যাচ্ছে ওর পুরো শরীরে।

আরও সামনে এগিয়ে গেল ও। তাকাল ঘূর্ণির একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে। তিনটা ট্রাকের একটাকে ঘিরে পাক খেতে দেখল বালুর স্তম্ভটাকে। কনুইতে কিছু একটার স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠল ও। কারা। কোনওমতে ভয় কাটিয়ে দেখতে চলে

এসেছে। সাফিয়ার হাত ধরল সে। তার স্পর্শে সাফিয়া টের পেল, এক পুরানো দুঃস্বপ্ন জেগে উঠছে কারার ভেতরে।

ট্রাকের নীচের বালু কালো হতে শুরু করেছে। একটা পোড়া গন্ধ এসে লাগল তাদের নাকে। সাফিয়ার হাত আঁকড়ে ধরল কারা। গন্ধটা তার পরিচিত।

বালু কালো হয়ে যাচ্ছে। গলিত বালু। কাঁচ।

নিসনাস!

থেকে থেকে ঝলসে উঠছে ঘূর্ণি, স্তম্ভের মত আকৃতির উপরে যেন জ্বলে উঠছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্রাকটাকে গলিত বালুতে ডুবতে দেখল ওরা। প্রথম কিছুক্ষণ খুব আস্তে আস্তে ডুবল বাহনটা, রবারের টায়ারটা গলে গেল প্রথমে, এরপর আচমকা উশ শব্দ করে ট্রাকটার উপর আছড়ে পরল ঘূর্ণি। একেবারে শেষ মুহূর্তে সাফিয়া টের পেল, কাঁচ অন্ধকারের মতো কালো দেখাচ্ছে। এমনভাবে নিচে নেমে গেল ট্রাকটা যেন বাতাস কেটে নামছে। মুহূর্তে হারিয়ে গেল ট্রাকের অধিকাংশ দেহ। যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, বালু এসে ঢেকে দিল তা।

এক মুহূর্ত পর, ট্রাকটাকে গিলে ফেলা বালু যেন ফুলে উঠল।

"তেলের ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়েছে।" বলল কারা।

চোখ তুলে ওরা দেখতে পেল, পুরো এলাকা ভরে উঠেছে ভয়ংকর ঘূর্ণিতে। একডজনের কম হবে না।

"হচ্ছেটা কী?" জানতে চাইল কারা।

মাথা নাড়ল সাফিয়া। এদিকে ওদের দিকে ধেয়ে আসছে ভীষণ কালো আর ভয়ংকরদর্শন আরেকটা ঝড়, চারদিক থেকে ঘিরে ধরছে।

ভয়ার্ত চোখে চারপাশে তাকালেন লুলু, "সমুদ্রে জন্ম নেয়া ঝড়টা এসে পড়েছে। এর সাথে যদি বালুঝড় মিলিত হয়ে, তাহলে অনর্থ হয়ে যাবে।"

"মেগা স্টর্ম।" বলল সাফিয়া, "মেগা স্টর্মের জন্ম দেখতে পাচ্ছি আমরা।"

প্রতি মুহূর্তে জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন ঘূর্ণি। দেখে মনে হচ্ছে, নরকে এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা। এই বালুতে হাঁটা মানে মৃত্যুকে আহ্ববান জানানো।

খুব কাছ থেকে হওয়া একটা আওয়াজ ভেসে এল সাফিয়ার কানে, ওর রেডিও কথা বলে উঠেছে। পকেট থেকে যন্ত্রটাকে বের করে নিলো ও। ওমাহা চালু রাখতে বলেছিল।

"সাফিয়া...যদি...শুনতে পাও..."

কারা ওর পাঁশে এসে দাঁড়ালো, "কে?"

"আমি...আসছি...সাফিয়া, শুনতে পাচ্ছ..."

"কে?"

বড় বড় চোখ করে মেয়েটা উত্তর দিল, "পেইন্টার। বেঁচে আছে।"

আচমকা পরিষ্কার শুনতে পেল লোকটার কথা, "আমি তোমার অবস্থান থেকে দুই মাইল দূরে আছি। ওখানে থাকো, আসছি আমি।"

নিশ্চুপ হয়ে গেল রেডিও।

মুখের কাছে যন্ত্রটাকে নিয়ে এসে সাফিয়া বলল, "পেইন্টার, শুনতে পাচ্ছ? এসো না এখানে! এসো না! শুনতে পাচ্ছ?"

উত্তর এল না কোন।

ঝড়, আগুন আর বাতাসের অপার্থিব দুনিয়ার দিকে তাকাল মেয়েটা।

এখানে নরক গুলজার চলছে আর পেইন্টার কিনা এদিকেই এগোচ্ছে!

৬ঃ০৫ পি.এম.

দলের দুজনের সাথে গুড়ি মেরে বসে আছে ক্যাসান্দ্রা। গোলা গুলি এখনও থামেনি। প্রথম আরপিজিটা আঘাত হানার পরপর যুদ্ধে নেমেছে ক্যাসান্দ্রা। এই মুহূর্তে উবারের দিকে এগোচ্ছে সে।

ধীর গতিতে একটু একটু করে ওর দল দখল করে নিচ্ছে শহরটা।

রাইফেলের স্কোপ দিয়ে তাকিয়ে আছে ক্যাসান্দ্রা, অপেক্ষা করছে। একগুচ্ছ দালান ওর সামনে, নাইট ভিশন গগলস পরে আছে বলে অদ্ভুত দেখাচ্ছে সবকিছু। গগলসের উপরে একটা ইনফ্রা রেড কাঁচ নামিয়ে নেয়ায়, জীবন্ত মানুষকে নড়তে দেখছে ও। একটা বাঁকের কাছে শত্রুপক্ষের একজন ওর চোখে ধরা পড়ল।

শত্রুর কাঁধে একটা টিউব, অত্যন্ত গরম। লঞ্চার নিশ্চয়। দলের সবাইকে আগে থেকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে, যেন শত্রুর দূর পাল্লার অস্ত্র প্রথমে ধ্বংস করা হয়।

খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল শত্রু, লঞ্চার ব্যবহার করতে চায়।

মাথার দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ল ক্যাসান্দ্রা। মাত্র একটা সুযোগ ওর জন্য যথেষ্ট।

ইনফ্রারেডের কারণে পরিষ্কার দেখতে পেল মাথাটার তরমুজের মতো ফেটে যাওয়া।

মারা গেল শত্রু, কিন্তু রিফ্লেক্স বশত শরীর নড়ে উঠল। লঞ্চার থেকে বেরিয়ে এল গ্রেনেড।

ধাঁধাঁ লেগে গেল চোখে, পিছিয়ে এল ও। লক্ষ্য কী ছিল, জানে না ক্যাসান্দ্রা। কিন্তু ছাদ যে ছিল না, সেটা নিশ্চিত। অথচ এখন লম্বা একটা বাঁক নিয়ে উপর দিকে যাচ্ছে গ্রেনেড।

ছাদের বিভিন্ন রঙ ছড়াচ্ছে স্থির বিদ্যুৎ, সেই আলোতে গ্রেনেডটাকে হারিয়ে ফেলল সাফিয়া। তাই সব বাদ দিয়ে খালি চোখে তাকাল ও।

লেকের ওপাশে বিস্ফোরিত হলো লক্ষচ্যুত গ্রেনেড, দূরবর্তী একটা দেয়ালে আঘাত হেনেছে ওটা। গগলসের টেলিস্কোপ অন করে সেদিকে তাকাল ক্যাসান্দ্রা।

শিট... ওর মন্দ ভাগ্য যেন কাটছেই না।

গুহায় আসার টানেলটার ছাদে আঘাত হেনেছে গ্রেনেড। দেয়াল ধ্বসে পড়ে টানেলের প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিল। বেরোবার আর কোন উপায় নেই।

মাটির উপরে রেখে আসা দলের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, সময় হলে তাদের মাটি খুঁড়ে ক্যাসান্দ্রাদের বের করতে হবে। আপাতত সাফিয়া, উবার দখল আর এখানকার রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাবে বলে ঠিক করল ও। আবার পড়ে নিল গগলস আর ইনফ্রারেড।

আবার শিকার শুরু করা যাক।

মেয়েটার দলের লোকেরা এরিমধ্যে মৃত শত্রু কাছ থেকে লঞ্চারটা নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে। একবার ইলেকট্রনিক ট্রাকারের দিকে তাকাল ক্যাসান্দ্রা।

সাফিয়ার কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। লাল ত্রিভুজ, অর্থাৎ ওর দলের লোকেরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে মেয়েটাকে।

সন্তুষ্ট হয়ে যন্ত্রটা পকেটে পড়তে চাইল ক্যাসান্দ্রা, কিন্তু নীল বৃত্তটার উচ্চতা নির্দেশক মান দেখে থমকে দাঁড়াল। বরফ হয়ে গেল যেন, অসম্ভব।

অস্থির ছাদের দিকে তাকাল ক্যাসান্দ্রা। ট্রাকারের হিসাব অনুযায়ী পৃষ্ঠদেশে দাঁড়িয়ে আছে সাফিয়া। এখান থেকে বের হবার আরো রাস্তা আছে নাকি?

গলায় লাগানো মাইকটা স্পর্শ করে সাধারণ একটা সতর্কবার্তা দিয়ে দিল সবাইকে, "এগোও! সর্বোচ্চ গতি ব্যবহার করো! কাউকে ছাড়বে না!"

জায়গা ছেড়ে অন্য সবার সাথে যোগ দিল ক্যাসান্দ্রা।

"ব্যাপারটা শেষ করি চলো।"

৬ঃ১০ পি.এম.

ক্যাপ্টেন আল-হাফির চিৎকার শুনতে পেয়েছে ওমাহা, লোকটা আরবীতে বলছে, "সিঁড়ির কাছে ফিরে চলো!"

কোরাল, ড্যানি আর ক্রে-এর পাশে গুড়ি মেরে বসে আছে ওমাহা। প্রাসাদের কোর্ট ইয়ার্ডের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। মাত্র বিশ গজ দূরে একটা গ্রেনেড ফাটলো। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে ওদের।

"যাওয়া দরকার।" বলল ক্রে।

"যেতে পারলে তো খুশিই হতাম।" বলল ওমাহা, "কথাটা আমাকে না বলে, বাঁকের ওপাশের দু'জনকে বলো।"

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এখানে আটকা পড়ে আছে ওরা। আচমকা একদিক দিয়ে কোর্ট ইয়ার্ডে ঢুকে পড়েছিল ওমাহা আর ক্লে, অন্য দিক দিয়ে কোরাল আর ড্যানি। উভয় দলকে ধাওয়া করছিল কমান্ডো। এখন আটকে পড়ে আছে ওরা। না পারছে পালাতে, আবার না পারছে কমান্ডোদের সাথে লড়তে।

অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেন।

তবে ক্যাসান্ড্রার সেনাদের একটা বাড়তি সুবিধা রয়েছেঃ ওদের কাছে এমন জটিল স্কোপ আছে, যাতে ধরা পড়ছে ওমাহাদের প্রতিটা নড়াচড়া।

"প্রাসাদের দিকে ফিরে গেলে কেমন হয়?" পিস্তলে একটা নতুন ম্যাগাজিন ভরতে ভরতে বলল কোরাল, "ওখানে মোকাবেলা করা সহজ হবে।"

নড করল ওমাহা, চোখ বন্ধ করে দৌড়াল প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের দিকে।

"ক্যাপ্টেন আল-হাফি আর অন্যদের কী হবে?" ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল ক্লে, "ওরা যদি আমাদেরকে ছাড়াই রওনা দেয়?"

এক হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে আছে ওমাহা, বন্দুকের নল কোর্ট ইয়ার্ডের দিকে। ওকে পাশ থেকে কাভার দিচ্ছে কোরাল। ড্যানি আর ক্লে দাঁড়িয়ে আছে পেছনে।

"যাবে কই?" ওমাহা জিজ্ঞাসা করল, "ওই সরু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে লড়ার চাইতে, এখানে থেকে লড়াই করা ভাল। অন্তত এখানে নড়ার-"

ওর কানের পাঁশে এসে আঘাত করল গুলি, ভেঙে খান খান হয়ে গেল কাঁচ। "ড্যাম।"

প্রথমটার পিছু পিছু ভেসে এল আরো কয়েকটা বুলেট। মেঝেতে শুয়ে পড়ল ওমাহা। ড্যানি আর ক্লে রুমের ভেতরের দিকে চলে গেল। ওমাহা যে এখনও গুলি খায়নি, তার একমাত্র কারণ হলো কোর্ট ইয়ার্ডের মাঝখানে থাকা লোহার গোলকসহ হাতের ভাস্কর্য। ওটার জন্যই ক্যাসান্ড্রার সৈন্যরা সরাসরি গুলি করতে পারছে না।

শত্রু পক্ষের এক কমান্ডোকে দেখতে পেল ওরা। লোকটার কাঁধে একটা গ্রেনেড লঞ্চার শোভা পাচ্ছে। প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের দিকে তাক করা। তাকে কাভার দেবার জন্য গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো অন্য কমান্ডোরা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে লঞ্চার কাঁধে দাঁড়ানো লোকটার দিকে পিস্তল তাক করলো কোরাল। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে ওর।

অবশ্য, স্বর্গের প্রভুর দেরি হয়নি।

ছাদ থেকে ছুটে এসে লোকটার কাছেই মেঝেতে এসে আঘাত হানলো একটা বজ্র, রেটিনাকে ঝলসে দিল এক মুহূর্তের জন্য। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে ওটাকে বজ্র বলা যায় না। মেঝে আর ছাদের মাঝে শক্তির আদান প্রদান বলা যায়। সে যাইহোক, কোন গর্ত সৃষ্টি হলো না। এমনকি লোকটাকে স্পর্শ পর্যন্ত করল না।

যা করল, তা বড় বেশি ভয়াবহ।

লোকটার পাতের নিচের কাঁচ এক মুহূর্তের মাঝে কঠিন থেকে পরিণত হলো তরলে। গলিত কাঁচের মাঝে গলা পর্যন্ত ডুবে গেল যোদ্ধা। ওর গলা থেকে যে চিৎকারটা বের হলো, তা একমাত্র নরকের গভীরে শোনা যেতে পারে। তীব্র আগুনে পোড়ার সময় মানুষ এমন চিৎকার করে।

শুরু হবার সাথে সাথে থেমে গেল চিৎকার।

মারা গিয়েছে লোকটা, খোলা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ধোঁয়া।

আবার কঠিনে রূপান্তরিত হলো কাঁচ।

অন্য কমান্ডোরাও দৃশ্যটা দেখেছে। গুলি চালানো বন্ধ করে দিল তাই।

দূর থেকে ভেসে আসছে গুলির আওয়াজ, কিন্তু এখানে সবাই নিরব নিস্তব্ধ। চোখ তুলে চাইল ওমাহা, ছাদে যেন আগুন লেগেছে। আরো বেশ কয়েকটা বজ্র এসে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। কেবল শোনা চিৎকারটার অবিকল আরেকটা চিৎকার ভেসে এল দূর থেকে।

"আবার ঘটছে বিপর্যয়টা।" বলল কোরাল।

মৃত, কাঁচের কবরে শুয়ে থাকা লোকটার দিকে তাকাল ওমাহা, মেয়েটার কথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে।

অগ্নিময় মৃত্যু ফিরে এসেছে উবারে।

৬ঃ১২ পি.এম.

ছোট একটা বালিয়াড়ির উপর দিয়ে পার হলো বিশ-টনী ট্রাক্টর, সিট থেকে কয়েক ফুট উপরে উঠে গেল পেইন্টার। এখন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধের মতো গাড়ি চালাতে হচ্ছে ওকে।

কয়েক মিনিট আগে, হঠাৎ করে আরো তীব্র হয়ে উঠেছে বালুঝড়। মনে হচ্ছে বাতাস নয়, কোন দানব থেকে থেকে আঘাত হানছে ট্রাক্টরের দেহে। কিন্তু হাল ছাড়েনি ও। ল্যাপটপটাকে গাইড বানিয়ে এগিয়ে চলছে।

সাফিয়ার উদ্দেশ্যে।

মেয়েটা ওর রেডিও কল শুনতে পেয়েছে কিনা, তা জানে না ও। কিন্তু এরপর থেকে আর কোন নড়াচড়া নেই সাফিয়ার। এখনও মাটির উপরে...আসলে মাটির চল্লিশ ফুট উপরে আছে ও। সামনে নিশ্চয় ছোট খাটো হলেও কোন একটা পাহাড় আছে।

সাইড মিররে আলোর প্রতিফলন দেখতে পেল পেইন্টার। আরেকটা বাহন পিছু নিয়েছে। ট্রাক্টরের বড় বড় লাইটের আলোয় পথ চলছে ওটা। ও নিশ্চিত, পিছু ধাওয়াকারী বাহনটার ড্রাইভারও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। অনুসরণ করে চলছে ওকে।

অন্ধের দেখানো পথে চলছে আরেক অন্ধ।

থামার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা নেই পেইন্টারের। আচমকা আরো বেড়ে গেল বাতাসের গতি। ক্ষণিকের জন্য এক পাশে কাত হয়ে গেল ট্রাক্টরটা, এরপর আবার নেমে এল। ক্রাইস্ট...

কেন জানে না, হেসে ফেলল ও।

যেমন হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছিল বাতাসের গতি, তেমনি হঠাৎ করেই কমে গেল। মনে হলো, প্রচন্ড গতিতে ঘূর্ণায়মান কোন ফ্যানের সুইচ বন্ধ করে দিয়েছে কেউ।

সাইড মিররের দিকে তাকাল ও। কালো পর্দা ভেদ করে কিচ্ছু দেখতে পেল না। নিশ্চয় ঝড়টার অন্য দিকে চলে এসেছে তার ট্রাক্টর।

পিছু ধাওয়াকারী বাহনটার কোন খবর নেই। হয়তো বাতাসের ঝাপটায় উল্টে গিয়েছে।

সামনের দিকে মনোযোগ দিল সে। প্রায় সিকি মাইল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে এখন। তাই কালো পাথরটার আবছা ছায়া ওর নজর এল না। মরুভূমির মেসা, চিনতে পারল। সাথে সাথে ল্যাপটপের দিকে তাকাল পেইন্টার। নীল বৃত্তটা সোজা সামনে আছে।

"ওখানে আছ তাহলে।"

ট্রাক্টরের গতি বাড়িয়ে দিল ও।

সাফিয়া ওকে দেখতে পাচ্ছে কিনা, তা নিয়ে ভাবল একবার। রেডিওটা তুলে নিল হাতে। একটা চোখ রাস্তার উপর নিবদ্ধ। ছোট ছোট টর্নেডো দেখতে পাচ্ছে, মরুভূমিকে আকাশের সাথে মিল করিয়ে দিচ্ছে ওগুলো। রেডিওটাকে মুখের কাছে ধরে বলল, "সাফিয়া, আমার কথা শুনতে পারলে জানাও। আমাকে দেখতে পাবার কথা।"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল পেইন্টার।

ভাঙা ভাঙা বাক্যে জবাব এল, "-ন্টার! এসো না! ফিরে -"

সাফিয়ার গলা! তবে শুনে মনে হচ্ছে মেয়েটা বিপদে পড়েছে।

"আমি ফিরছি না। আমার কাছে-"

রেডিও রিসিভার থেকে ওর কানের দিকে ছুটে এল বিদ্যুতের নীল শিখা। চিৎকার করে হাত থেকে ফেলে দিল রেডিও। চুল পোড়ার গন্ধ পাচ্ছে নাকে।

বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়েছে পুরো ট্রাক্টর। যেখানেই হাত দিচ্ছে, সেখানেই শক লাগছে ওর। রবারের কোটিং করা হুইলে হাত রাখল ও। জোরালো শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল ল্যাপটপ।

হঠাৎ ফগহর্ণের আওয়াজ শুনতে পেল ও।

নাহ, ফগহর্ণ না...ট্রাকের হর্ণ।

সাইড মিররে তাকিয়ে দেখতে পেল, ঝড়ের কালো দেয়াল ভেদ করে বাইরে এসে পড়েছে পিছু ধাওয়াকারী ট্রাক। প্রথমে এক পাশের চাকা স্পর্শ করল মাটি, এরপর অন্যপাশ। লাফিয়ে উঠল ট্রাকটা, এরপর তিনশ ষাট ডিগ্রী পাক খেল একবার।

গাল বকে উঠল পেইন্টার।

ট্রাক ড্রাইভার নিজেও সম্ভবত বেঁচে ফিরতে পারায় বিস্মিত। অবশ্য ট্রাকটার দফা রফা অবস্থা। সামনের বাম্পার কুঁচকে গিয়েছে। ট্রাকের কার্গোকে ঢেকে রাখা তারপুলিন সরে এসেছে এক পাশে।

অ্যাক্সিলেটরে পা দাবাল পেইন্টার, ওর আর ট্রাকটার মাঝে যতটা সম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাইছে। আরপিজির কথা মনে আছে ওর। একটু জায়গা পেলে ট্রাকটাকে সামলাবার চেষ্টা করবে।

ট্রাকটা পিছু ধাওয়া শুরু করল আবার।

ক্রুজ কন্ট্রোল চালু করে নিজেকে মোকাবেলার জন্য তৈরি করে নীল পেইন্টার।

মরুভূমি এখন স্যান্ড ডেভিলের জঙ্গলে রূপ নিয়েছে। নড়ছে সবগুলো ডেভিল। ভ্রূ কুঁচকে ফেলল ও। ছন্দবদ্ধ ভাবে নড়ছে ওগুলো, যেন ব্যালে নাচ নাচছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বালুর টান অনুভব করল সে।

একটু আগে গ্রেনেড বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট হয়েছিল ধ্বস। তখন ঠিক এই ধরনের টান অনুভব করেছিল ও।

কিন্তু এখন তো সমতল ভূমির উপর চলছে ওর ট্রাক্টর!

চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছে ঘূর্ণি, থেকে থেকে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। অথচ মরুভূমি যেন পিছলে সরে যাচ্ছে ট্রাক্টরের নিচ থেকে। অসম্ভব মনে হলেও, কাদা মাটি জমে আটকে যাচ্ছে বিশ-টনি ট্রাক্টর। গতি কমে এল ওর। অনুভব করতে পারল ঘুরে যাচ্ছে ওর ট্রাকের পেছনের অংশ। থেমে যাচ্ছে ও!

বিশ-টনি দানবটা ঘুরে যাওয়ায়, পাশের জানালা দিয়ে ট্রাকটাকে দেখতে পাচ্ছে পেইন্টার। এগিয়ে আসছে ওর দিকে, ক্ষতিগ্রস্ত টায়ার কামড় বসাচ্ছে বালুতে। কিন্তু ওর চোখের সামনে ট্রাকটার রিম পর্যন্ত ডুবে গেল মাটিতে, এরপর ডুবল অ্যাক্সেল।

শিকারের মতোই আটকে পড়েছে শিকারীও।

যেন অ্যাম্বারে আটকা পড়ে মাছি।

সমস্যা হলো, অ্যাম্বার এখনও প্রবাহিত হচ্ছে।

পরিষ্কার টের পাচ্ছে পেইন্টার, বালু নড়ছে।

৬ঃ১৫ পি.এম.

রেডিওটা ব্যবহার করার আশা ছেড়ে দিল সাফিয়া। আতংকিত চোখে চেয়ে থেকে দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর। কারা আর লু'লু ওর পাশে দাঁড়িয়ে। সামনে তাকিয়ে মনে হলো, জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছে।

ঘূর্ণিপাকের দিকে তাকাল ও, ভয়ংকর বৈদ্যুতিক বিচ্ছুরণ দেখতে পাচ্ছে। সেই সাথে আছে কালো বালুর পুল। আকাশ থেকে নেমে আসছে বজ্র।

কিন্তু সমস্যা ওগুলোকে নিয়ে না।

যতদূর নজর যায়, ততটুকু মরুভূমি এক বিশাল ঘূর্ণিপাকে রূপ নিয়েছে। উবারের ভুগর্ভস্থ বাবলকে ঘিরে আছে ওটা। বেলে পাথরের মেসাটা যেন স্রোতের মাঝে নাক উঁচু করে থাকা একটা পাথর। আরো দুয়েকটা ছোট ছোট পাথর আছে অবশ্য, যেমন পেইন্টারের ট্রাক্টর আর অন্য ট্রাক।

ঘূর্ণিপাকে আটকা পড়েছে ওগুলো।

বা দিক থেকে একটা কিছু ভেঙে পড়ার আওয়াজ ভেসে এল, মেসার একটা অংশ খসে পড়েছে।

"এখানে থাকা অসম্ভব।" বলল কারা, "পরিস্থিত আরো খারাপের দিকে এগোচ্ছে।"

"পেইন্টার..." বলল সাফিয়া। ওদেরকে উদ্ধার করার জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে লোকটা।

"নিজেরটা ওর নিজেকেই দেখতে হবে।" বলল কারা, "আমরা সাহায্য করতে পারব না।"

রেডিও থেকে হঠাৎ আওয়াজ ভেসে এল। জিনিসটাকে যে ধরে রেখেছে, তা মনেই ছিল না সাফিয়ার। *পেইন্টার...*

"সাফিয়া, শুনতে পাচ্ছ?" নাহ, পেইন্টার না। ওমাহা।

"শুনছি।"

ওমাহার গলা শুনে মনে হচ্ছে, যেন সুদূর কোন পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ও। "এখানে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে। স্থির বিদ্যুৎ বজ্রের রূপ নিয়ে কাঁচে আঘাত হানছে। যেখানে পড়ছে, মুহূর্তের জন্য গলে যাচ্ছে কাঁচ। বিপর্যয়টার পুনরাবৃত্তি ঘটছে! এখানে এসো না!"

"তুমি উপরে চলে এসো।"

"পারছি না। ড্যানি, ক্লে, কোরাল আর আমি প্রাসাদে আটকা পড়েছি।"

টানেলে হুটোপুটির আওয়াজ শুনে ফিরে তাকাল ও, শরীফ বেরোচ্ছে টানেল থেকে।

কারা এগিয়ে গেল লোকটার দিকে।

টানেলের দিকে ইঙ্গিত করল শরিফ, "আমরা পিছিয়ে এসেছি। ক্যাপ্টেন আল-হাফি শত্রুদের বাঁধা দেবার চেষ্টা করবেন। তোমাদের-" মরুভূমির দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়াল সে।

আরেকটা ফাটল দেখা গেল মেসায়।

"আল্লাহ্, রক্ষা করো।" প্রার্থনা করল শরীফ।

৬ঃ২৬ পি.এম.

বহুদিন পর আবারও সীমাহীন আতংক অনুভব করল ক্যাসান্দ্রা। এর আগে এমন অনুভব হতো ছোটবেলায়, যখন গভীর রাতে ওর দরজার সামনে ভারী পদশব্দ শুনতে পেত। মনে হচ্ছে, ভেতরটা যেন জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। নিঃশ্বাস কিভাবে নিতে হয়, তাও যেন ভুলে গিয়েছে মেয়েটা।

একটা ছোট চ্যাপেলের মতো দেখতে কাঁচের দালানের ভেতর লুকিয়ে আছে ক্যাসান্দ্রা। ওটার দরজা বলতে আসলে ক্ষুদ্র একটা ফোঁকর, জানালা নেই। বাইরে শহরের নিচু অংশটা ছড়িয়ে আছে।

ক্ষণে ক্ষণে কাঁচের মেঝেতে বজ্রের আছড়ে পড়া দেখতে পাচ্ছে ও। কিছু কিছু তো একেবারে লেকের উপর পড়ছে। ওগুলো আবার ফিরে যাচ্ছে ছাদে, কিন্তু আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল হয়ে। যেন...যেন পানি থেকে শুষে নিচ্ছে শক্তি!

তবে যেগুলো কাঁচের উপর পড়ছে, সেগুলো আর ফিরে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না। অদ্ভুত এক উপায়ে ওগুলোকে শুষে নিচ্ছে কাঁচ। মুহূর্তের জন্য কাঁচের সমুদ্রে পরিণত হয়েই আবার কঠিন রূপ ধারন করছে।

ওর দলের একজনকে সেই কাঁচের সমুদ্রে ডুবে যেতে তো নিজের চোখেই দেখেছে। যে দেয়ালে হেলান দিয়ে ছিল লোকটা, ঠিক সে দেয়ালেই আঘাত হানলো বজ্র। আচমকা অবলম্বন হারিয়ে পেছনে পড়ে যেতে লাগল লোকটা। পরমুহূর্তেই যখন গলিত কাচ কঠিনে পরিণত হলো, দেখা গেল হতভাগা দেহের অর্ধেকাংশ কাঁচের একপাশে আর বাকি অর্ধেকাংশ অন্য পাশে।

এখন আর তেমন একটা গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, জান বাঁচাতে আশ্রয় খুঁজছে সবাই। মমিকৃত লাশগুলোকে দেখেছে, তাই জানে কী ঘটছে এখানে।

গুহায় নেমে এসেছে পিন পতন নীরবতা, মাঝে মাঝে অবশ্য প্রাসাদের পেছনের দেয়াল থেকে খন্ড যুদ্ধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কিউরেটর মেয়েটার দল ওদিকে আশ্রয় নিয়েছে।

মেয়েটার কথা মনে পড়তেই, ইলেকট্রনিক ট্রাকারটা আঁকড়ে ধরল ক্যাসান্দ্রা। লাল ত্রিভুজ গুলোর দিকে তাকাল। ওর দলের লোক, মাত্র কয়েকজন অবশিষ্ট আছে। পঞ্চাশ জন সৈন্য নিয়ে এসেছিল, এখন মাত্র এক ডজন লাল ত্রিভুজ দেখা যাচ্ছে। ও দেখতে দেখতেই হারিয়ে গেল আরেকটা ত্রিভুজ।

শিকারী এখন শিকারে পরিণত হয়েছে।

কাসান্দ্রা জানে, দালানের ভেতর আর বাইরের কোনও তফাৎ এই বজ্র বোঝে না। বেশ কয়েকটা কাঁচে আবদ্ধ লাশ দালানের ভেতরেও দেখতে পেয়েছে ও।

যত দূর বুঝতে পারছে-বজ্রপাতের সাথে সম্পর্ক রয়েছে নড়াচড়ার। হয়তো এই বাবলের মাঝে এতটা স্থির বিদ্যুৎ জমা হয়েছে যে, যেকোনও নড়াচড়া এর স্থিতাবস্থাকে অস্থিতিশীল করে ফেলে।

তাই স্থির হয়ে বসে রইল ক্যাসান্দ্রা, একদম মূর্তির মতো। ছোটবেলায় এভাবেই শুয়ে থাকত বিছানায়। তখন কোনও লাভ হয়নি, মনে হয়না এখন হবে।

৬ঃ১৭ পি.এম.

প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে সটান শুয়ে আছে ওমাহা। নীরবতা প্রচন্ড চাপ ফেলছে ওর উপরে। কোর্ট ইয়ার্ডের বাইরে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে অগ্নিঝড়। থেকে থেকে ঝলসে উঠছে বজ্র, নীলচে সাদা সূর্যের মতো আলো ছড়াচ্ছে গুহার ছাদ।

অবাক হয়ে দেখছে ওমাহা আর অপেক্ষা করছে মৃত্যুর।

অন্তত সাফিয়াকে সত্যি কথাটা তো জানাতে পেরেছে, বলতে পেরেছে ওর ভালবাসার কথা। এখন মরেও শান্তি পাবে। উপরে দিকে চাইল ওমাহা, প্রার্থনা করলো সাফিয়ার নিরাপত্তার। রেডিওতে মেয়েটার বলা কথা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে সে।

উপরে অপেক্ষা করছে মৃত্যু আর নিচে তো তার দিকে চেয়েই আছে ওমাহা।

পার্থক্য শুধু পদ্ধতির।

কোরাল ওর পাশে শুয়ে আছে। ঝড়টাকে দেখছে, "আমরা এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ট্রান্সফরমারের মধ্যে আছি।" .

"কী বলতে চাচ্ছ?"

ফিসফিসিয়ে কথা বলছে দুজন, "কাঁচের কথা বলছি। এখানকার পানিতে যে প্রতি পদার্থ আছে, তা তো তুমি জানোই। কাঁচ, পানি, প্রতি পদার্থ-সব মিলিয়ে গুহাটা পরিণত হয়েছে একটা বিশালাকার ইনস্যুলেটেড সুপারকন্ডাকটারে, নিজের দিকে শক্তি আকর্ষণ করছে অবিরত। পৃষ্ঠতলের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, এমন যেকোন বালুঝড় থেকে শক্তি শুষে নেয়। কিন্তু যখন সেই শোষিত শক্তি ধারণক্ষমতার চেয়ে

বেশি হয়ে যায়, তখন সেটাকে খরচ করার প্রয়োজন পরে। বৈদ্যুতিক ঝড়ের সময় যেমনটা হয় আরকী। কিন্তু পার্থক্য হলো সেক্ষেত্রে বজ্রের উৎপত্তি হয় আকাশে, আর এই ক্ষেত্রে হচ্ছে মাটিতে। উপরের দিকে বজ্রের আকৃতিতে মাটি ছুঁড়ে দিচ্ছে শক্তি। তার প্রভাবে মরুভূমিতে উৎপত্তি হচ্ছে ঘূর্ণির।"

"তা নাহয় বুঝলাম।" বলল ওমাহা, "কিন্তু এখানে কী ঘটছে?"

"মেগা স্টর্মের কাছ থেকে ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক...অনেক বেশি শক্তি শুষে নেয়ার কারণে ঘটেছে এগুলো। যথেষ্ট দ্রুত সেটাকে খরচ করতে পারছে না বাবল। তাই নিজের ভেতরে ঢেলে দিচ্ছে অতিরিক্ত শক্তি।"

"বুঝলাম।"

"শক্তির পুনঃবিতরণ আরকি।" বলল মেয়েটা, "কাঁচ কিন্তু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। যে শক্তিটুকু ভূপৃষ্ঠের মাধ্যমে বের করে দিতে পারেনা, সেটা এখানকার মেঝের দিকে পাঠিয়ে দেয়। কাঁচ সেটাকে খরচ করে ফেলে। এই স্থিতাবস্থাটা সারা বাবল জুড়ে বিদ্যমান। লেকের পানিতে দ্রবীভূত প্রতি পদার্থ স্থিতিশীল থাকার এটাও একটা কারণ।"

"আর গলিত কাঁচের ব্যাখ্যা? সেটা কী?"

"আমার মনে হয়না ওটা 'গলিত কাঁচ'।"

চোখে প্রশ্ন নিয়ে মেয়েটার দিকে চাইল ওমাহা, "কি বোঝাতে চাইছ?"

"কাঁচ কিন্তু সর্বদা তরল অবস্থায় থাকে। জানো কি সেটা?"

"তো?"

"বজ্রগুলো কিন্তু কাঁচ গলিয়ে ফেলছে না, শুধু ওর অবস্থার রূপান্তর ঘটাচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য কাঁচের অণুর সমস্ত বন্ধন এত দূর্বল করে ফেলছে যে আরেকটু হলে তা বাষ্পে পরিণত হত। আর শক্তি খরচ হয়ে যায়, তখন কাঁচ আবার তার পূর্বের রূপ ফিরে পায়।"

ওমাহার মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে, ভাবছে হয়তো কোন সমাধান বের করে ফেলেছে মেয়েটা। "এ সমস্যার সমাধান কী তাহলে?"

"সমস্যা তো ওখানেই ড. ডান," হতাশ গলায় বলল কোরাল, "এ সমস্যার কোনও সমাধান নেই।"

৬ঃ১৯ পি.এম.

মেসার দিক থেকে ভেসে আসা বিস্ফোরণের আওয়াজ মনোযোগ কেড়ে নিল পেইন্টারের।

ট্রাক বিস্ফোরিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে আওয়াজটার। একটা স্যান্ড ডেভিল সেটার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, মাটিতে রেখে যাচ্ছে তার চলে যাবার প্রমাণ-তরল কাঁচ।

স্যান্ড ডেভিলগুলো কোন একভাবে প্রচন্ড তাপ শক্তি উৎপন্ন করছে, বালুকে পরিণত করছে কাঁচে।

রেডিওতে দেয়া সাফিয়ার সতর্কবার্তা মনে পড়ে গেল পেইন্টারের। মেসার দিকে যেতে নিষেধ করেছিল মেয়েটা, কিন্তু মানেনি সে।

ট্রাক্টরে আটকা পড়েছে পেইন্টার। বালুর ঘূর্ণিপাকে পড়ে চরকির মতো পাক খাচ্ছে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে মৃত্যুর নানা নিদর্শন। একটা ঘূর্ণি বন্ধ হলে তার স্থান দখল করে নিচ্ছে আরো তিনটা। পিছু ধাওয়াকারী ট্রাকটাও পাক খাচ্ছে।

দুই বাহনের মাঝখানের দূরত্ব একটা সুযোগ এনে দিয়েছে পেইন্টারকে, তার সদ্ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলো ও।

পরিকল্পনাটা শুনলে বদ্ধপাগল পর্যন্ত কেঁপে উঠবে ভয়ে। কিন্তু বসে বসে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে তো ভালো। মরলে, লড়াই করেই মরবে। নিজের শরীরের দিকে তাকাল একবার, পরনে শুধু একটা বক্সার।

উঠে দাঁড়িয়ে ট্রাক্টরটার পেছনে চলে গেল ও, খুব বেশি কিছু নেয়া যাবে না সাথে।

একটা পিস্তল আর একমাত্র ছুরিকে সঙ্গী বানালো।

গোছানো শেষ করে পেছনের দরজার কাছে চলে এল সে। খুব দ্রুত কাজ সারতে না পারলে...বুক ভরে শ্বাস নিলো একবার, খুলে ফেলল দরজা।

আচমকা বালুর ভেতর থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো একটা স্যান্ড ডেভিল। স্থির বিদ্যুতের ধাক্কায় পিছিয়ে গেল ও। একদম সময় নেই হাতে।

পার্শ্ব দরজার দিকে এগোল পেইন্টার, বলতে গেলে চোখ বন্ধ করে লাফ দিল।

বালুর উপর পড়তেই, হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল ও। এখানকার বালু খুব নরম। এদিকে ওর ট্রাক্টরের দিকে এগিয়ে আসছে একটা স্যান্ড ডেভিল। কোনক্রমে নিজেকে মুক্ত করে নিলো পেইন্টার, দৌড়াল ট্রাক্টরের সামনের দিকে। ঘূর্ণির টানে কমে গিয়েছে ওর গতি।

পঞ্চাশ গজ দূরে ফ্ল্যাটবেডটা দেখতে পেল। দৌড়ালো সেটাকে লক্ষ্য করে।

ট্রাকে থাকা সৈন্যরাও নিশ্চয় দেখতে পেয়েছে ওকে। কেননা খুলে গেল ওটার দরজা, রাইফেল হাতে এক সৈন্যকে দেখতে পেল পেইন্টার।

তবে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে আরো আগেই পিস্তল তাক করেছে ও। একের পর এক গুলি চালিয়ে গেল ও, হিসেব করে গুলি করার কোন অর্থই নেই।

হাত দুদিকে ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল ড্রাইভার।

এদিকে আগুন লেগে গিয়েছে ওর ট্রাক্টরে, বিস্ফোরণের ধাক্কায় চেহারা সামনের দিকে দিয়ে পড়ে গেল সে, কিন্তু সাথে সাথে উঠে বসে আবার শুরু করল দৌড়ানো। জানে, একবার থামলে আর কোনদিন দৌড়াবার সুযোগ না-ও মিলতে পারে। থুতুর সাথে মুখ থেকে পরিষ্কার করল বালু।

ট্রাক্টরটা একদিকে কাত হয়ে গিয়েছে, জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের মতো দেখাচ্ছে। আবার দৌড়াবার দিকে মনোযোগ দিল ও।

ট্রাকের কাছে পৌঁছাবার পর হাচরে পাচরে কোনক্রমে ওটার ফ্ল্যাট বেডে পৌঁছল পেইন্টার। তারপুলিনটা এখনও জায়গামতো আছে, কুঁচকে আছে যদিও। ছুরি দিকে কেটে ফেলল তারপুলিনের বাঁধন।

ট্রাকের বেডে কী আছে, তা আগেই দেখে ফেলেছে পেইন্টার। একটা *ওয়ান ম্যান কপ্টার।*

৬ঃ২২ পি.এম.

পিস্তলের আওয়াজ শুনতে পেল সাফিয়া।

পেইন্টার...

সিঁড়িপথের প্যাসেজে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে ছিল সাফিয়া। তার সাথে দাঁড়িয়ে ছিল কারা এবং লু'লু। কিভাবে এখান থেকে পালানো যায় তা নিয়ে ভাবছিল এতক্ষণ। উত্তরটা মাথায় আসি আসি করেও আসছে না। কোন একটা সূত্র ধরতে পাচ্ছে না। রহস্যটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলছে ও।

একটু আগের চিন্তাটা আবারও মনে পড়ে গেল ওর। কিভাবে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এসে মিলেছে এখানে একবিন্দুতে। চোখ বন্ধ করল সে, উত্তরটা বার বার ফসকে যাচ্ছে।

এরপর শুনতে পেল গুলির শব্দ।

সেই সাথে ভেসে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ, মনে হলো ধারে কাছে কোথাও ট্রাক বিস্ফোরিত হয়েছে।

দৌড়ে মেসার উপর উঠে এল সাফিয়া, দেখতে পেল আগুনের গোলক উঠে যাচ্ছে উপরে। ট্রাক্টরটা একদিকে কাত হয়ে আছে।

ওহ, খোদা...পেইন্টার...

নগ্ন একটা অবয়বকে দৌড়াতে দেখল সে।

কারা যোগ দিল ওর সাথে, "ক্রো!"

আশায় বুক বাঁধল সাফিয়া, "তুমি নিশ্চিত?"

"ওই লম্বা চুল দেখেই বুঝে যায়।"

অবয়বটা ট্রাকের পেছনে উঠে পড়ল। এরপর নজরে এল কপ্টারের রোটর, কানে শুনতে পেল গুঞ্জন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কারা, "মানুষটার মাথায় বেশ ভালোই চিকন বুদ্ধি, মানতেই হয়।"

আচমকা একটা ঘূর্ণিকে ট্রাক আর আর কপ্টারের দিকে এগোতে দেখল সাফিয়া।

কিন্তু পেইন্টার দেখেছে কি?

৬ঃ২৩ পি.এম.

পেইন্টার কন্ট্রোলের পাশে শুয়ে আছে। দুই হাতের কাছে আছে দুই কন্ট্রোল। রোটরের গতি বাড়িয়ে দিল ও। স্পেশাল ফোর্সেস ট্রেনিং নেবার সময় হেলিকপ্টার চালিয়েছে সে, কিন্তু এরকম কোনটা চালায়নি।

কতটুকুই বা পার্থক্য?

ডান থ্রটলটা ধরে টান দিল পেইন্টার। কিছু হলো না। এরপর নজর দিল বাম দিকে, তবুও কিছু হলো না। *পার্থক্য আছে তাহলে।*

যা আছে কপালে ভেবে একসাথে দুই থ্রটল ধরে টান দিল ও। কাজ হলো এবার, সোজা উপরে উঠে গেল কপ্টার। রোটরের গুঞ্জন ওর হৃদপিন্ডের স্পন্দন মিলে গেল একবিন্দুতে।

কপ্টারের লেজের সাথে লেগে থাকা ঘূর্ণিটাকে এতক্ষণে দেখতে পেল পেইন্টার। নরক থেকে উঠে আসা দানবের মত লাগছে ওটাকে।

কন্ট্রোল ধরে নাড়াচাড়া করলো পেইন্টার। বুঝে নিলো কোনটা ডানে, কোনটা বায়ে আর কোনটা সামনে নিয়ে যায়।

সামনে যাওয়াই ভালো।

মরুভূমি পৃষ্ঠের সামান্য উপর দিয়ে এগোচ্ছে কপ্টার, গোত্তা খাবার আগেই যন্ত্রটার নাক তোলার প্রয়াস পেল সে।

কিন্তু সমস্যা হলো, মেসাটাতে পৌঁছাতে হলে ভয়ংকর দর্শন ঘূর্ণি পার হতে হবে ওকে। কোনক্রমে ওটার ধার ঘেঁষে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

একচুল দূর দিয়ে যেতে সক্ষম হলো শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে বিদায়ী উপহার হিসেবে যেন বজ্রের একটা চাবুক চালালো ঘূর্ণি। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বিদ্যুতের শক অনুভব করলো সে। অনুভব করলো কপ্টারটাও।

বন্ধ হয়ে গেল কপ্টারের ইঞ্জিন। মরুভূমির দিকে গোত্তা খেয়ে পড়তে শুরু করল জিনিসটা। রিবুট করার চেষ্টা চালালো পেইন্টার, খক খক করে কাশতে কাশতে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

মেসাটা একদম সামনেই। বন্ধ হয়ে যাওয়া কপ্টারটা মেসার দিকে চালাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালালো পেইন্টার।

আরেক বার রিবুট করার চেষ্টা চালালো ও, সফল হলো এবার। দুটো থ্রটল একসাথে টেনে ধরল।

নাক তুলল কপ্টার।

মেসাটার ক্লিফ ধেয়ে এল ওর দিকে।

"আরেকটু..." দম বন্ধ করে বললো পেইন্টার।

মেসাটার শীর্ষের ওপর এক মুহূর্তের জন্য নজর পড়ল ওর। কপ্টারটাকে কয়েক ইঞ্চি উপরে ওঠাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালালো সে। ধারের সাথে আটকে গেল কপ্টারের ল্যান্ডিং স্কিড, উল্টে গেল কপ্টার। পাথরে বাড়ি খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল রোটর।

কপাল ভালো পেইন্টারের, যে অংশে ও বসে ছিল সেটা মেসার উপর এসে পড়ল। মাথায় আঘাত পেল ও, কিন্তু অন্তত জানে তো বেঁচে গেল।

নিজেকে কপ্টারটা থেকে বের করে আনলো সে। পাথরের উপর শুয়ে শুয়ে হাঁপাল কিছুক্ষণ। নিজের সৌভাগ্যকে নিজের বিশ্বাস হতে চাইছে না।

সাফিয়া দ্রুত এগিয়ে গেল ওর দিকে।

কারা অনুসরণ করলো সাফিয়াকে, হাত বেঁধে তাকাল পেইন্টারের দিকে, "চেষ্টাটা মন্দ ছিল না। কিন্তু আগে কী কখনও শোননি-তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে?"

উঠে বসল সিগমা এজেন্ট, "কেন? কী হচ্ছে এখানে?"

"নিরাপদ কোনও জায়গায় যাওয়া দরকার।" বলল সাফিয়া, পেইন্টারকে উঠে বসতে সাহায্য করল।

"কোথায় যাবে?" কারা ওর অন্য হাত ধরে বলল, "বালুঝড় এই মরুভূমিকে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে। আর নিচে উবারে ধরে গিয়েছে আগুন।"

সোজা হয়ে দাঁড়াল সাফিয়া, "আমি জানি, কোথায় যাওয়া যেতে পারে।"

ফায়ার স্টর্ম
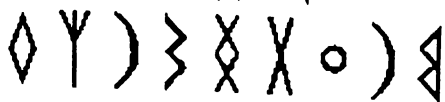
৪ঠা ডিসেম্বর, ৬ঃ৪৫ পি.এম.
উবার

ক্যাপ্টেন আল-হাফির সাথে সিঁড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সাফিয়া। রুমের ছাদে জড়ো হওয়া আকাশী নীল ঝড়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে। চোখ ধাঁধানো সেই ওজ্জ্বল্য ছড়িয়ে পড়েছে সারা রুম জুড়ে। তবে এঝড়ের সবচেয়ে ভয়াবহ বৈশিষ্ট্য হলো, একদম নীরব ওটা।

"প্রাসাদটা কতো দূর?" সাফিয়া জানতে চাইল ক্যাপ্টেনের কাছে।

"চল্লিশ গজ।"

সিঁড়ির দিকে নজর ফেরালো মেয়েটা। রেহেম গোত্রের এখন মাত্র চোদ্দ জন প্রাপ্তবয়স্ক নারী আর সাত জন বাচ্চা বাকি আছে। ক্যাপ্টেন আল-হাফির বারোজন নেমে এসেছে আটে। দুদলের কাউকে উবার-এ প্রবেশ করায় আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে না।

কিন্তু সাফিয়াকে অনুসরণ করার জন্য তৈরি সবাই।

যে পথ ধরে ওদের যেতে হবে, সেদিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। ভুল একটা পদক্ষেপ বয়ে আনবে বীভৎস মৃত্যু।

"তুমি কি নিশ্চিত?" কারা পেছন থেকে ওকে জিজ্ঞাসা করল। লু'লু আর পেইন্টারও সাথে আছে।

"যতটা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।" উত্তর দিল সাফিয়া।

শাহরা গোত্রের একজনের কাছ থেকে আলখেল্লা ধার করেছে পেইন্টার। কিন্তু এখনও খালি পায়ে আছে ও।

ওদের পেছনের প্যাসেজ থেকে ধ্বসে পড়া পাথরের আওয়াজ ভেসে আসছে। প্রস্তুত হতে অনেক বেশি সময় খরচ হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ির উপর দিকটা ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।

"রাণীর উপর অনেক বেশি ভরসা করছ তুমি।" বলল পেইন্টার।

"এই বিপর্যয় থেকে বেঁচে ফিরতে পেরেছিলেন তিনি, তাই না? বাঁচিয়েছেন রাজার বংশকেও। কিন্তু কিভাবে?"

ঘুরে দাঁড়াল সাফিয়া, হাতের ভাঁজে আটকে রাখা আলখেল্লাটা থেকে মুঠো ভরে বালু নিল। ছড়িয়ে দিল সামনের পথে।

"বালু খুব ভালো বিদ্যুৎ কুপরিবাহী। উবারের রাজকীয় প্রাসাদটা দেখোনি? বালু দিয়ে বানানো চিত্রকর্মে বলতে গেলে ঢাকা ছিল ওটা। দেয়াল, মেঝে, ছাদ-কোন জায়গা বাকি ছিলনা। চিত্রকর্মে বালুর উপস্থিতি নিরাপদে রেখেছিল ওই ঘরে আশ্রয় নেয়া সবাইকে।" রেডিওতে টোকা দিল সে, "ওমাহা, কোরাল, ক্রে আর ড্যানি যেমন এতক্ষণ ধরে নিরাপদে আছে।"

নড করল পেইন্টার। লোকটার চোখে শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস দেখতে পেল মেয়েটা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনের মানুষগুলোকে দেখলো সাফিয়া। সবাই কাঁধে বালু ভর্তি বোঝা বহন করছে, বাচ্চারাও বাদ পড়েনি। এখন যেখানে আছে, সেখান থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত বালু দিয়ে একটা পথ বানাতে চাচ্ছে ওরা। সেখানে আশ্রয় নিবে ওরা।

রেডিওটা মুখের কাছে ধরল মেয়েটা, "ওমাহা?"

"আছি, সাফ।"

"আমরা শুরু করলাম।"

"সাবধানে থেকো।"

রেডিও নামিয়ে রেখে কাঁচের উপর ছড়ানো বালুতে পা রাখল সাফিয়া। সামনে থেকে পথ দেখিয়ে সবাইকে নিয়ে যাবে ও। পায়ের বুট ব্যবহার করে ছড়িয়ে দিল বালু। বালু নির্মিত রাস্তার শেষ মাথায় এসে থমকে দাঁড়াল, পেইন্টারের হাত থেকে আরেকটা বালু ভর্তি ব্যাগ নিলো সে। ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে এগিয়ে চলল।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল ও। যেহেতু এখনও বেঁচে আছে, তার অর্থ কাজ হয়েছে পরিকল্পনায়। সাফিয়ার পেছনে একসারিতে এগোচ্ছে সবাই।

"দেখে শুনে পা ফেলো।" সাবধান করে দিলো সাফিয়া, "পায়ের নিচে যেন সবসময় বালু থাকে। ভুলেও দেয়াল স্পর্শ করো না। আর বাচ্চাদের উপর নজর রেখো।"

প্রাসাদের দিকে তাকাল ও, শামুকের গতিতে চলছে।

এখন প্রায় প্রতিক্ষণে ওদের দিকে ছুটে আসছে বজ্র। সাফিয়াদের প্রতিবার নড়াচড়ার সাথে সাথে পরিবর্তন হচ্ছে বাবলের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড। সেটাকে আবার স্থিতবস্থায় আনার চেষ্টা আরকি।

ব্যাগ ভর্তি বালু শেষ হবার সাথে সাথে আরেকটা ব্যাগ হাতে নিল সাফিয়া। কিন্তু সেটাকে ব্যবহার করার আগে শুনতে পেল একটা আর্ত চিৎকার।

পিছলে গিয়েছে শরীফের পা, নিজের সামলাবার জন্য পাশের দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লোকটা।

"না!" চিৎকার করে উঠল সাফিয়াও। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে সে।

শিকারী ঈগলের মতো ছোঁ মেরে এগিয়ে এল উজ্জ্বল বস্তু। গলে তরলে পরিণত হলো দেয়াল, কাঁধ পর্যন্ত দেয়ালে ডুবে গেল লোকটার। পরমুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল কাঁচ। সাথে সাথে মারা গেল ডেজার্ট ফ্যান্টম।

আতংকে কেঁদে ফেলল বাচ্চারা, মার আচলের তলে মুখ লুকালো।

পেছন থেকে সামনে ছুটে এল বারাক, চেহারায় দুঃখের ছাপ একেবারে স্পষ্ট। লোকটার চোখে ওর চোখ পড়তেই বাচ্চা আর মেয়েদের দিকে ইঙ্গিত করল সাফিয়া।

"ওদেরকে শান্ত রাখো।" বলল সাফিয়া, "চলার উপর থাকতে হবে আমাদের।"

নিজেকে খুব কষ্টে সামলে বালুর ব্যাগটা হাতে নিল। কাঁপছে সাফিয়া। পেইন্টার ওর পাশে এসে দাঁড়ালো, "আমাকে দাও।"

নড করল সাফিয়া, পিছিয়ে এল। কারা দাঁড়িয়ে আছে ওর পেছনে। "অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।" বলল মেয়েটা, "তোমার কোন দোষ নেই।"

কথাটা বুঝতে তো পারছে সাফিয়া, কিন্তু মানতে পারছে না।

অনেকক্ষণ পর কোর্ট ইয়ার্ডের দেয়াল অতিক্রম করল ওরা, সামনে প্রাসাদের প্রবেশদ্বার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওমাহা হাতে ফ্ল্যাশ লাইট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"এদিকে...আলো দেখে এসো।" বলল প্রত্নতাত্ত্বিক।

দৌড়াবার ইচ্ছা অনেক কষ্টে সামাল দিল সাফিয়া। এখনও ওরা নিরাপদ না। সেই শামুকের গতিতেই এগোল। লোহার গোলকের ভাস্কর্যটা পার হয়ে এসে উপস্থিত হলো লক্ষ্যে।

সাফিয়াই প্রথমে প্রবেশ করল। ভেতরে ঢুকে জড়িয়ে ধরল ওমাহাকে। শক্তি যেন নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে মেয়েটার। ওমাহার উপর নিজের দেহের ভার ছেড়ে দিল ও। ওমাহা কোলে তুলে নিল ওকে, প্রধান ঘরের দিকে এগোল।

আপত্তি করল না মেয়েটা, ওরা নিরাপদ এখন।

৭:০৭ পি.এম.

একচুল পরিমাণ নড়েনি ক্যাসান্ড্রা। তবে সাফিয়াদের মিছিলটা দেখেছে। জানে, নড়া মানেই মৃত্যু। ওর মাত্র কয়েক গজ পাশ দিয়ে পার হয়ে গিয়েছে পেইন্টার আর সাফিয়া

পেইন্টার! লোকটা এখানে এল কিভাবে?

কিন্তু নড়ার সুযোগ নেই, এমনকি জোরে জোরে শ্বাস নিতেও ভয় পাচ্ছে। বহু বছরের স্পেশাল ফোর্সেস ট্রেনিং আর ফিল্ড অপারেশনের অভিজ্ঞতা ওকে মূর্তির মতো স্থির হয়ে থাকতে শিখিয়েছে। তার সব কটা কাজে লাগাচ্ছে এখন।

ক্যাসান্ড্রা চোখের কোণ দিয়ে ট্রাকারের উপর নজর রেখেছে এতক্ষণ, তাই সাফিয়ার এদিকে আসাতে খুব একটা অবাক হয়নি। অথচ লাল ত্রিভুজগুলো একটাও নেই। ওর দলের একমাত্র সে-ই অবশিষ্ট আছে।

কিন্তু হাল ছাড়তে রাজি নয় ক্যাসান্ড্রা।

সাফিয়ার বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত হয়েছে ক্যাসান্ড্রা।

বালু দিয়ে বানানো পথ!

মাত্র পনের গজ দূরের টাওয়ারের ন্যায় উঁচু দালানটাই যে এই গুহার একমাত্র নিরাপদ স্থান, তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে সে। সাফিয়াদের আনন্দিত গলার আওয়াজও শুনতে পেয়েছে।

ওর অবস্থান থেকে মাত্র দুই গজ দূরে আছে বালুর পথটা। দুটো বড় বড় পা ফেলতে পারলেই...চোখের কোণ দিয়ে উপরে তাকাল মেয়েটা। অপেক্ষায় রইল, দেহের প্রতিটা মাংসপেশি শক্ত হয়ে আছে। তৈরি করে নিচ্ছে নিজেকে।

মাত্র তিন গজ দূরে আঘাত হানল একটা বজ্র।

এতেই কাজ হবে, হতে হবে।

এক জায়গায় পরপর দুবার বাজ পড়েনা-প্রবাদটার উপর ভরসা করে লাফ দিল ও।

এক পলকের জন্য ওর পা স্পর্শ করল কাঁচ, পরের পাটা পড়ল বালুর উপর। সাথা সাথে গুড়ি মেরে বসল।

অবশেষে নিরাপদ।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিল কাসান্ড্রা, স্বস্তিতে ফুঁপিয়ে উঠল। নিজেকে এই এক মুহূর্তের দুর্বলতার বিলাসিতা উপভোগ করার অনুমতি দিল। ঘোড়ার মত দৌড়াতে থাকা হৃদপিণ্ডটাকে শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

একসময় শান্ত হয়ে এল ওর দেহ। নড়ে উঠল এতক্ষণ মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা।

কাজে লেগে পড়ার সময় হয়েছে।

নিজেকে সোজা করে নিয়ে ওয়্যারলেস ডেটোনেটরটা হাতে নিল। অক্ষত আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল। কোন সমস্যা হয়েছে বলে মনে হলো না। একটা বাটন টিপল প্রথমে, এরপর লাল বাটনটা টিপে আরেকবার টিপল প্রথম বাটনটা।

ডেড ম্যানস সুইচ।

আগে বাটন টিপলে বিস্ফোরিত হতো সাফিয়ার দেহে লাগানো সি-ফোর, কিন্তু এখন দরকার বাটন থেকে হাত সরানো।

হোলস্টার থেকে বন্দুকটা বের করে নিল মেয়েটা।

পেইন্টারের মোকাবিলা করার জন্য পুরোপুরি তৈরি এখন ক্যাসান্ড্রা।

৭ঃ০৯ পি.এম.

মেঝেতে বসে রুমের চারদিকে তাকাচ্ছে পেইন্টার।

কোরাল নিজের সব থিওরী, এখানে ঘটা সব ঘটনা খুলে বলেছে পেইন্টারকে। এই মুহূর্তে বসের পাশে বসা আছে ও, বন্দুক পরীক্ষা করে দেখছে।

সাফিয়া রুমের অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছে। রেহেম আর শাহরাদের সবাই ঘিরে আছে ওকে। হাসছে, আনন্দ করছে। নতুন এক পরিবার খুঁজে পেয়েছে মেয়েটা। ওমাহাও পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটাও থেকে থেকে ঝুঁকে পড়ছে ওর দিকে।

কোরাল বন্দুক পরিষ্কারে এক সেকেন্ড বিরতিও দেয়নি। "মাঝে মাঝে হাল ছেড়ে দিতে হয়।"

ও উত্তর দেবার আগে, ডান দিক থেকে ভেসে আসা একটা ছায়া ওর নজর কেড়ে নিলো।

উদ্যত পিস্তল হাতে ক্যাসান্দ্রা ঢুকে পড়েছে রুমে। শান্ত, দুশ্চিন্তামুক্ত দেখাচ্ছে ওকে। যেন বেড়াতে এসেছে।

"আনন্দঘন পরিবেশ মনে হচ্ছে।" বলল সে।

মেয়েটার আচমকা অনুপ্রবেশ চমকে তুলল সবাইকে, বন্দুক হাতে নিলো সবাই।

পাত্তাই দিলো না ক্যাসান্দ্রা। ছাদের দিকে পিস্তল তাক করে আছে সে। ওদের দিকে বাড়িয়ে দেয়া হাতে ধরে আছে একটা পরিচিত ডিভাইস। "এভাবে কি অতিথিকে কেউ স্বাগত জানায়?"

"গুলি করো না!" চিৎকার করে বলল পেইন্টার, "কেউ গুলি করো না!"

এমনকি সাফিয়াকে আড়াল করার জন্য ওর সামনে দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে গেল ও।

"ডেড ম্যানস সুইচটা চিনতে পেরেছ দেখছি।" বলল ক্যাসান্দ্রা, "আমি মরলে ওই সুন্দরীও..." সাফিয়াকে দেখাল, "বাঁচবে না।"

ওমাহার কান এড়াল না কথাগুলো, "এই কুত্তীটা কী বোঝাতে চাইছে?"

"বুঝিয়ে দাও না, ক্রো। হাজার হলেও, তোমার ডিজাইন অনুসরণে বানিয়েছি এই ট্রান্সিভার।"

ক্যাসান্দ্রার দিকে ফিরল পেইন্টার, "এটা ট্রাকার...বোমা না।"

"বোমা? কিসের বোমা?" জানতে চাইল ওমাহা, চোখে আতংক আর রাগ।

ব্যাখ্যা করল পেইন্টার, "সাফিয়া যখন বন্দী করা হয়েছিল, তখন ক্যাসান্দ্রা ওর শরীরে একটা ছোট ট্রাকিং ডিভাইস ঢুকিয়ে দেয়। অল্প পরিমাণ সি-ফোর ছিলো ওই

ট্রাকারে। ক্যাসান্ড্রা হাতে যে জিনিসটা ধরে রেখেছে ওটা ডেটোনেটর। বাটনের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলেই ফাটবে বোমা।"

"আমাদেরকে আগে বলনি কেন?" বলল ওমাহা, "আমরা সরিয়ে ফেলতাম।"

"সে চেষ্টা করলে সাথে সাথে ফেটে যেত বোমা।" বলল ক্যাসান্ড্রা।

সাফিয়ার দিকে ফিরল পেইন্টার, "আমি চেয়েছিলাম তোমাকে কোন নিরাপদ জায়গায় নিয়ে সার্জন আর বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধায়নে ট্রাকারটা সরাবো।"

ওর ব্যাখ্যা শুনেও একবিন্দু কএল না মেয়েটার আতংক।

"আমরা তো সবাই বন্ধু তাই না?" বলল ক্যাসান্ড্রা, "বন্ধুদের মাঝে অস্ত্রের স্থান কোথায়! ফেলে দাও ওগুলো। সবাই। ভুল করো না কিন্তু, নাহলে হয়তো আমার হাত বাটনের উপর থেকে..."

ক্যাসান্ড্রার নির্দেশ মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই কারও।

কোরাল নিজের অস্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো কোর্ট ইয়ার্ডে, কিন্তু প্রবেশদ্বারের সাথেই দাঁড়িয়ে রইল। গুহার দিকে মেয়েটার নজর।

"কী হলো?" জানতে চাইল পেইন্টার।

"ঝড়, আরো প্রচন্ড রূপ ধারণ করেছে। ভয়াবহ অবস্থা।" ছাদের দিকে ইঙ্গিত করল সে, "অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে বাবল।"

"তো?"

"যেকোন মুহূর্তে বিস্ফোরণে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে জায়গাটা।" পেইন্টারের দিকে ফিরে বলল কোরাল।

৭ঃ২২ পি.এম.

প্রাসাদের দ্বি-তল ব্যালকনির উপর থেকে ঝড়ের দিকে তাকিয়ে আছে সাফিয়া। গুহার ছাদ ঢাকা পড়ে গিয়েছে কালো মেঘে। ধীরে ধীরে ঘুরছে মেঘের রূপ নেয়া স্থির বিদ্যুৎ। ডোমের আকৃতির ছাদের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে তৈরি হয়েছে একটা ছোট, নিচের দিকে মুখ করা ফানেল। ধীরে নেমে আসছে ওটা, লক্ষ্য প্রতি পদার্থ ভর্তি লেক।

"নোভাক ঠিক বলেছে।" বলল ক্যাসান্ড্রা। নাইট ভিশন গগলস পরে আছে মেয়েটা, "পুরো ডোমটা ভরে উঠেছে।"

"মেগা স্টর্মের জন্য এমনটা হচ্ছে।" বলল কোরাল, "দুই হাজার বছর আগে যে ঝড়টা এই বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল, তারচেয়ে অনেক ভয়াবহ এই ঝড়। আমার তো ভয় হচ্ছে, প্রতি পদার্থর কিছু অণু না অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।"

"কী হবে এখন?" জানতে চাইল সাফিয়া।

ব্যাখ্যা করল কোরাল, "কখনও কোন ট্রান্সফর্মারকে ফাটতে দেখেছ? এখন এই গুহাটাকে ট্রান্সফর্মার হিসেবে কল্পনা করো। পুরো আরব উপদ্বীপকে হাওয়ায় মিলিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে।"

নিশ্চুপ হয়ে গেল সবাই।

"এখন তাহলে আমরা কী করব?" এমন একজন প্রশ্নটা করে বসল, যার কাছ থেকে এধরনের প্রশ্ন কেউ আশায় করেনি। ক্যাসান্ড্রা। নাইট ভিশন গগলসটা চোখে দিয়ে বলল, "থামাতে হবে ব্যাপারটা।"

ওমাহা বিরক্ত স্বরে বলল, "তুমি সাহায্য করতে চাও? তাও আমাদেরকে? হাহ।"

"আমি মরতে চাইনা, মাথা আমার ঠিক আছে।"

"মাথা ঠিক আছে, কিন্তু বিবেক নেই আরকি।"

"এভাবে না বলে বলো-আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভালবাসি।" কোরালের দিকে ফিরে বলল, "কোন উপায় মাথায় এল?"

মাথা নাড়ল কোরাল।

"ওগুলো তো বিদ্যুৎ, তাই না?" বলল পেইন্টার, "মাটিতে নামিয়ে আনলেই হয়। যদি এই কাঁচের বাবল শক্তি শুষে নেয় আর জমা করে রাখে, তাহলে আমাদের বাবলের নিচের অংশ ভেঙে ফেলতে হবে।"

"থিওরি হিসেবে মন্দ না, কমান্ডার।" বলল কোরাল, "আর লেকের তলদেশে যে কাঁচ আছে, সেটা ভাঙতে পারলে প্রতি পদার্থ বহনকারী পানিও ভূগর্ভস্থ হতে বাধ্য। এতে পদার্থ-প্রতি পদার্থ বিক্রিয়ার সম্ভাবনাও কমে যাবে।"

আশার আলো দেখতে পেল সাফিয়া। তবে কোরালের পরের কথা শুনে নিভে গেল তা, "সমস্যা হলো সেটাকে কাজে লাগানো। আমাদের কাছে অত বড় বোমা নেই।"

পরবর্তী কয়েকটা মিনিট কেটে গেল কিভাবে ওদের কাজে আসবে এমন বোমা বানানো যায়। নিজের শরীরে ঘুরে ফিরে বেড়ানো বোমাটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। আঁতকে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

"এখানে অতটা শক্তিশালী কোন বোমা নেই।" বলল কোরাল।

"আছে।" চোখ খুলে বলল সাফিয়া। কোর্ট ইয়ার্ডের দিকে ইঙ্গিত করলো সে, "ওটাকে কাজে লাগানো যাবে।"

অন্যরা ওর ইঙ্গিত করা দিকে তাকাল।

কাঁচের থাবায় বসে থাকা লোহার গোলকটাকে দেখাচ্ছে কিউরেটর।

"গোলকটাকে লেকে ফেলে দেব।" বলল সাফিয়া।

"বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডেপথ চার্জ।" ড্যানি মন্তব্য করল।

"ওটা যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের উটের মতো বিস্ফোরিত হবে, সেটা কিভাবে জানলে?" কোরাল জানতে চাইল, "সবগুলো লোহার নির্দশণ কিন্তু এক আচরণ করেনি।"

"চল, দেখাই।" বলল সাফিয়া।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল মেয়েটা। প্রধান রুমে এসে বালু দিয়ে আঁকা চিত্রগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল সে।

"এই যে দেখ," একটা তেল চিত্র দেখাল ও, "এখানে উবার আবিষ্কারের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আর ওই দেয়ালে ছবিতে দেখাচ্ছে মাটির উপরের উবার। আর এই দেয়ালের ছবিটা দেখাচ্ছে আসল উবারকে।" প্রাসাদের ছবিটাকে স্পর্শ করল সে, "একেবারে ছোট ছোট বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি রেখেছে এর অঙ্কনকারীরা। এমনকি প্রবেশদ্বারের দুই দিকে থাকা বেলে পাথরের মূর্তিও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু পার্থক্য হলে-*এখানে দুটো মূর্তিই দেখা যাচ্ছে।* আমরা কিন্তু একটা দেখতে পেয়েছি।"

"কেননা একটাতে প্রথম চাবিটা ঢুকিয়ে সেটাকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।" বলল ওমাহা।

নড করল সাফিয়া। "ছবিগুলো নিশ্চয় উবার ধ্বংসের আগে আঁকা। কিন্তু দেখ, আরেকটা জিনিস নেই এখানে। গোলকটাকে দেখতে পাচ্ছি না, হাতের তালুর ভাস্কর্য নেই। ওটার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন শেবার রাণী। নিশ্চয় জায়গাটার গুরত্ব বোঝাবার জন্য।"

"কী বোঝাতে চাইছ?" জানতে চাইল ক্যাসান্দ্রা।

বিরক্ত হলেও সেটাকে সামলে নিল সাফিয়া। ওর বন্ধুদের আর পুরো আরবকে বাঁচাতে হলে, এই...এই জঘন্য মেয়ে মানুষটাকেও বাঁচাতে হবে ওর। "অতীতে ভারসাম্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেখানে রাণী দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে এখন দেখতে পাচ্ছি গোলকটাকে। ওটা নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ।"

"ভাস্কর্যটার অবস্থান দেখ।" বলল ওমাহা, "মনে হচ্ছে গোলকটাকে লেকের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে হাতটা।"

সাফিয়া সবার দিকে মুখ করে বলল, "রাণীর শেষ অস্ত্র, যেন প্রয়োজন হলে লেকটাকে ধ্বংস করে ফেলা যায়।"

"কিন্তু তুমি কি নিশ্চিত?" পেইন্টার জানতে চাইল।

"চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?" উত্তর দিল ওমাহা, "হয়তো কাজে আসবে, হয়তো আসবে না।"

কোরাল বলল, "যাই করো না কেন, তাড়াতাড়ি করো। অবস্থা সুবিধার না।"

সবাই এগিয়ে এল সামনে।

ছাদে তৈরি হওয়া ফানেলটা বিশাল অজদহার মতো নড়ছে, ফানেলটা আকারে আরো বড় হয়েছে।

গুহার মেঝেতে অবস্থিত লেকের পানিও পাক খাচ্ছে।

"কিভাবে সারতে চাও কাজটা?" জানতে চাইল পেইন্টার।

"গোলকটাকে স্পর্শ করতে হবে, তাও আমাকেই।" বলল সাফিয়া। "অন্য চাবিগুলোর মতো এটাকেও..."

"তাহলে চল, গড়িয়ে দেয়া যাক বলটাকে।" বলল ওমাহা।

৭ঃ৩৫ পি.এম.

ওমাহা কোর্ট ইয়ার্ডের বাইরে বানানো বালুর পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সরাসরি ভাস্কর্যের কাছ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে পথটা। এই মুহূর্তে চার ফুট ব্যাসার্ধের গোলকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাফিয়া।

গোলকটার দিকে এগোল সাফিয়া। দুই হাতের তালু ঘষল মেয়েটা। এরপর কাঁচ নির্মিত হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিল ওর হাত।

বুলেটের ক্ষতটা এখনও ভোগাচ্ছে ওকে, টের পেল ওমাহা। দৌড়িয়ে মেয়েটার কাছে যেতে চাইছে ও, চাইছে টেনে সরিয়ে দিতে।

ধাতব গোলককে স্পর্শ করছে সাফিয়ার হাত। ঝিরঝির শব্দ করে একটা নীল আলো ছড়িয়ে গেল গোলকটার তলজুড়ে। আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল সাফিয়া।

ওমাহা হাত বাড়িয়ে ধরিয়ে ফেলল ওকে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

"ধন্যবাদ।"

"শিয়োর, বেবী।" একহাতে জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটাকে।

"দুই মিনিটের টাইমার রাখা হয়েছে গ্রেনেডটায়।" কাঁচের মুঠোর বেসে বোমা বসাচ্ছে ও। "কাভার নাও সবাই।"

একবার গোলকটাকে হাতের মুঠো থেকে মুক্ত করতে পারলে, বাকি কাজ সারবে মধ্যাকর্ষণ শক্তি। ইচ্ছা করে এমন ঢালু করে প্রাসাদের অ্যাভিনু বানানো হয়েছে, যে একবার মুক্ত হলে লেকের উপর গিয়ে পড়বেই পড়বে ওটা।

সাফিয়াকে প্রধান রুমে ফিরে আসতে সাহায্য করল ওমাহা।

ওদের পেছনে দেখা গেল এক উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি। আঁতকে উঠল ওমাহা, ভাবছে গ্রেনেডটা ফাটল না তো?

"গ্রেনেড ফাটেনি..." বলল কোরাল, "বজ্র। গোলকটাকে আঘাত করেছে।"

ঘুরে দাঁড়ালো ওরা দুজনে। গোলকটার সমগ্রদেহ জুড়ে খেলা করছে নীল আলো। আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে কাঁচ, নিজে থেকেই মুক্ত হয়ে যাচ্ছে গোলকটা।

খিলানযুক্ত প্রবেশপথ দিয়ে বের হয়ে গেল ওটা।

অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল কোরাল।

“নিচু হও!” পেইন্টারের চিৎকার শুনে সম্বিত ফিরল সবার।

কান ফাটানো শব্দ শুনতে পেল ওরা। সময়মত ফেটেছে পেইন্টারের বসান গ্রেনেড।

বিস্ফোরণের আওয়াজ মিলিয়ে গেলে, ওর চোখের দিকে তাকাল ওমাহা, “ভালো কাজ দেখিয়েছ।” লোকটার কাঁধে আলতো চাপড় বসালো, “আসলেই ভালো কাজ দেখিয়েছ।”

ব্যালকনিতে গিয়ে অবস্থান নিল সবাই, গোলকটার যাত্রা দেখতে চায়। বিশাল জিনিসটা নড়ছে বলে, থেকে থেকে বজ্রপাত হচ্ছে ওটার ওপর। তবে গতি কমছে না।

“নিজের দিকে শক্তি আকর্ষণ করছে ওটা।” বলল কোরাল।

“আসলেই একটা ডেপথ চার্জ।” যোগ দিল ড্যানি।

“যদি লেকের পানি স্পর্শ করা মাত্র ওটা ফেটে যায়?” ভয়ার্ত কণ্ঠে জানতে চাইল ক্রে।

মাথা নাড়ল কোরাল। “যতক্ষণ চলমান থাকবে, ততক্ষণ ফাটার কোন সম্ভাবনা নেই।”

“কিন্তু যখন তলদেশে গিয়ে থামবে...” যোগ করল ড্যানি।

শেষ করল কোরালঃ “উপরের অবস্থিত পানির তীব্র চাপ এসে পড়বে গোলকটার উপর। এরপর...”

“এরপর বুম...”

“আসলেই, বুম...” কোরাল একমত।

সবার নজর উজ্জ্বল গোলকটার উপর নিবদ্ধ।

কিন্তু অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে থমকে দাঁড়াল জিনিসটা। ক্যাসান্দ্রার বোমা বর্ষণের ফলে সৃষ্টি হওয়া জঞ্জালে আটকা পড়েছে।

“শিট।” বিড়বিড় করে বলল ড্যানি।

“আসলেই, শিট।” একমত হলো কোরাল।

৭:৪৩ পি.এম.

ব্যালকনিতে আবারও শুরু হয়েছে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে সাফিয়া।

"একটা আরপিজি ব্যবহার করলে কেমন হয়?" বলল ক্যাসান্দ্রা।

"প্রতি পদার্থ দিয়ে বানানো বোমার দিকে গ্রেনেড ছুড়োতে চাও?" বিদ্রুপ করল ওমাহা, "খুব ভালো বুদ্ধি!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যাসান্দ্রা। সাফিয়া দেখতে পেল, মেয়েটা এখনও শক্ত করে চেপে ধরেছে ডেড ম্যানস সুইচ। কাউকে এমনকি ধারে কাছেও ঘেঁষতে দিচ্ছে না একগুঁয়ে যোদ্ধা মেয়েটা।

কিন্তু কথা হলো, সাফিয়াও কম একগুঁয়ে না।

ক্রে আড়াআড়ি করে হাত বেঁধে বলল, "এখন দরকার হলো ওখানে গিয়ে একটা জোড়ে ধাক্কা দেয়া।"

"চেষ্টা করে দেখতে কে মানা করেছে?" ক্যাসান্দ্রা বিদ্রুপ করতে ছাড়ল না, "নড়লেই, কাঁচের কবরে শুয়ে পড়তে হবে তোমাকে।"

নড়ে উঠল কোরাল, এতক্ষণ চিন্তার রাজ্যে ডুব দিয়েছিল। "হুম। নড়াচড়া বজ্রকে আকর্ষণ করে। গোলকটাকে যেমন করেছে। কিন্তু কেন? যদি এই গুহাকে মোশন-ডিটেকটিং ফিল্ড হিসেবে ধরে নেই...তাহলে দাঁড়ায় এই ফিল্ডে কেউ নড়াচড়া করলে পরিবর্তন হয় ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে। কিন্তু..." নিচের দিকে চাইল মেয়েটা, "অদৃশ্য কেউ যদি এই ফিল্ডের মাঝ দিয়ে যেতে পারে..."

"কিভাবে?" জানতে চাইল পেইন্টার।

হোজা আর অন্যান্য রেহেমদের দিকে তাকাল কোরাল, "চাইলে ওরা *অদৃশ্য* হয়ে যেতে পারে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর অদৃশ্য হয়না। যে দেখছে, তার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে ওরা।"

"হ্যাঁ। কিন্তু কিভাবে করে?"

উত্তর দিলো না কেউ।

কোরাল চমকে উঠল, "ওহ, তোমাদেরকে তো বলা হয়নি।"

"কী বলা হয়নি?" জিজ্ঞাসা করল পেইন্টার।

কোরাল সাফিয়ার দিকে তাকিয়ে নড করল, "আমি ওর রক্ত পরীক্ষা করে দেখেছি।"

গুহার দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা, "লেকের মতো, রেহেমদের লোহিত কণিকার পানি-আসলে আমার ধারনা ওদের দেহের সমস্ত পানি-বাকিবল দিয়ে ভর্তি।"

“প্রতি পদার্থ আছে?” জিজ্ঞাসা করল ওমাহা।

“নাহ, তা নেই। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলব, ওদের সবার মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ তে কোন না কোন পরিবর্তনের ফলে এমনটা হয়েছে।”

সাফিয়া বুক আতংকে ভরে উঠল, “কী?”

পেইন্টারের দিকে তাকাল কোরাল, “কমান্ডার, রাশিয়ার তানগুসকা বিস্ফোরণের কথা মনে আছে? ওই এলাকার সব প্রাণির মাঝে কিন্তু পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। তার জন্য দায়ী ছিল পদার্থ-প্রতি পদার্থ বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন গামা রশ্মি বিকিরণ। এখানেও তাই হচ্ছে। কে জানে কতো যুগ গামা রশ্মি বিকিরণের মাঝে বাস করেছে এখানকার মানুষ। এরপর হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে যায়। এক মহিলার মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ তে পরিবর্তন আসে।”

“মাইটোকন্ড্রিয়া?” জানতে চাইল সাফিয়া, বাইলোজীতে শেখা জ্ঞান মনে করতে চাইছে।

“মানব কোষের ঝিল্লিযুক্ত অঙ্গ, কাজ-শক্তি উৎপন্ন করা। এক হিসেবে বলতে গেলে, মাইটোকন্ড্রিয়া হলো আমাদের কোষের ব্যাটারি। মজার ব্যাপার হলো ওদের নিজস্ব ডিএনএ আছে, আর তা পোষক দেহের ডিএনএ এর সাথে মেলে না। অনেকে বিশ্বাস করেন, মাইটোকন্ড্রিয়া আগে ছিল এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। বিবর্তনের এক পর্যায়ে মানুষ সেগুলোকে আত্তীকরণ করে ফেলে। মাইটোকন্ড্রিয়া তার স্বাধীন জীবনের ডিএনএ এখনও বয়ে চলছে। আর যেহেতু এই জিনিসটা শুধু কোষের সাইটোপ্লাজমে থাকে, তাই মায়ের মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে হয় বাচ্চার মাইটোকন্ড্রিয়া। এজন্যই রাণীর বংশধর মাঝে ঠিক তার মতো ক্ষমতা বিদ্যমান।”

রেহেমদেরকে দেখাল কোরাল।

“আর গামা বিকিরণের কারণে মাইটোকন্ড্রিয়ায় পরিবর্তন এসেছে?” জানতে চাইল ওমাহা।

“হ্যাঁ, খুব ক্ষুদ্র পরিবর্তন। এর প্রধান কাজ শক্তি উৎপাদন করা হলেও, রেহেমদের ক্ষেত্রে তা অল্প একটু শক্তি ব্যবহার করে বাকিবলকে স্থিতিশীল বানায়। এই চেম্বারের ফিল্ডের জন্যও দায়ী বাকিবল, ধরণ কিন্তু এক।”

“এই মহিলাদের বিশেষ ক্ষমতার জন্যও কি বাকিবল দায়ী?” জানতে চাইল পেইন্টার।

“মস্তিষ্কের শতকরা নব্বই শতাংশ পানি।” বলল কোরাল, “তাই যদি মস্তিষ্কে বাকিবল থেকে থাকে, তাহলে যেকোন কিছু ঘটা সম্ভব। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের উপর এদের প্রভাব আমরা নিজেদের চোখে দেখেছি। নিচু শ্রেণীর প্রাণীদের উপর যে এরা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেটা তো পরিষ্কার। আমাদের উপরও ওদের কিছুটা প্রভাব আছে।”

রেহেমদের দিকে তাকাল মেয়েটা, “আর যদি নিজেদের উপর প্রবল ইচ্ছা শক্তি খাটায়, তাহলে ম্যাগনেটিক ফোর্স ব্যবহার করে নিজের ডিম্বাণুকেও বিভক্ত করতে পারে। অযৌন প্রজনন।”

“পার্থেনোজেনেসিস।” ফিস ফিস করে বলল সাফিয়া।

“ঠিক আছে।” বলল পেইন্টার, “মেনে নিলাম সব। কিন্তু আমাদের কী লাভ হচ্ছে এতে?”

“এতক্ষণ ধরে কী বললাম তাহলে?” লেকে পানির ঘূর্ণন আর ছাদ থেকে নেমে আসা ফানেলের দিকে চাইল ও। সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। “রেহেমদের কেউ চাইলে, নিজের ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে এই গুহার ফিল্ডের সাথে মিলিয়ে নিতে পারবে। কোন ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা ছাড়াই তার পক্ষে হেঁটে যাওয়া সম্ভব।”

“মিলাবে কিভাবে?”

“ইচ্ছাশক্তির দ্বারা।”

“কে এই ঝুঁকি নিতে রাজি হবে?” জিজ্ঞাসা করল ওমাহা।

এক পা এগিয়ে এলেন হোজা, “আমি নেব। আমার কাছে মেয়েটার কথা সত্য বলে মনে হচ্ছে।”

কোরাল বুক ভরে শ্বাস নিল। ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, “আমি দুঃখিত, আপনি খুব দুর্বল... নাহ, শারীরিক সক্ষমতার কথা বলছি না।”

বিভ্রান্ত লু'লু ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন।

ব্যাখ্যা করল কোরাল, “বাইরে ঝড়ের যে অবস্থা, তাতে শুধু অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ হবে না। দরকার হবে এমন কাউকে, যার মাঝে আছে প্রচুর পরিমাণে বাকিবল।”

ঘুরে সাফিয়ার চোখে চোখ রাখল কোরাল, “আমি বেশ কয়েকজন রেহেমের রক্তও পরীক্ষা করে দেখেছি। অন্যদের কোষে যে পরিমাণ বাকিবল আছে, তোমার কোষে আছে তার দশগুণ।”

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল সাফিয়াও, “তা কিভাবে সম্ভব? আমি দোআঁশলা! আমার মাত্র অর্ধেকটা রেহেম।”

“তা ঠিক, তবে তোমার মা রেহেম। তোমার কোষে তার মাইটোকন্ড্রিয়া। ‘হাইব্রিড ভিগর’ নামে প্রকৃতিতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। দেখা যায়, দুটো আলাদা আলাদা বংশ মেশালে যে উত্তরসূরি জন্ম নেয়, তা যেকোন এক বংশের বার বার প্রজননের চেয়ে শক্তিশালী হয়।”

নড করল ড্যানি, “যেমন, সংকরের ফলে জন্মানো কুকুরের স্বাস্থ্য বেশি ভালো হয়।”

"তুমি মাইটোকন্ড্রিয়াদের দিয়েছ নতুন রক্তের স্বাদ।" শেষ করল কোরাল, "আর ওরা সেটা পছন্দ করেছে।"

সাফিয়ার পাশে এসে দাঁড়ালো ওমাহা, "তুমি চাচ্ছ ওই ঝড়ের মাঝে *একে* বাইরে পাঠাতে?"

নড করল কোরাল, "হ্যাঁ। আমি বিশ্বাস করি, সাফিয়া ছাড়া আর কেউ কাজটা করতে পারবে না।"

"চুলোয় যাও।" বলল ওমাহা।

সাফিয়া ওর কনুই-এ চাপ দিল, "আমি কাজটা করতে চাই।"

৮:০৭ পি.এম.

কোর্ট ইয়ার্ডের বালুময় পথে দাঁড়িয়ে আছে সাফিয়া, দূর থেকে ওকে দেখছে ওমাহা। সাথে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সাফিয়া রাজী হয়নি। এই মুহূর্তে কেবল হোজা আছেন মেয়েটার সাথে। তাই বাধ্য হয়ে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে ও। পেইন্টার দাঁড়িয়ে আছে ওর সাথে। সাফিয়ার সিদ্ধান্তে যে লোকটা অসন্তুষ্ট, তা চেহারাতে স্পষ্ট ফুটে আছে। অন্তত এই একটা ব্যাপারে একমত হতে পেরেছে দুজন।

কিন্তু তাতে আর কী লাভ! সিদ্ধান্তটা যে সাফিয়ার।

ওর যুক্তিটাও অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে নাঃ *হয়তো প্ল্যানটা কাজ করবে আর নাহয় আমরা এমনিতেও মারা পড়ব।*

তাই এখন শুধু একটা কাজ করার আছে-অপেক্ষা।

~~~

কান পেতে শুনছে সাফিয়া।

"কাজটা একদম সহজ।" হোজা বললেন, "অদৃশ্য হবার মূলমন্ত্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ নয়, বরঞ্চ ইচ্ছাশক্তিকে মুক্তি দেয়া।"

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল মেয়েটা। তবে হোজার কথার সাথে কোরালের কথা মিলে যায়। ওর দেহের মাইটোকন্ড্রিয়া এই রুমের শক্তির ধরনের সাথে মিলে যায় এমন বাকিবল উৎপন্ন করে। তাই শুধু ওদেরকে নিজেদের কাজ করতে দিলেই...

এক হাত বাড়িয়ে দিলেন হোজা, "প্রথমে তোমাকে কাপড় ছাড়তে হবে।"

তীক্ষ্ণ চোখে বয়স্কা মহিলার দিকে চাইল সাফিয়া।

"কাপড় আমাদের অদৃশ্য হবার ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে। যদি ওই মহিলা বৈজ্ঞানিকের বলা ছাইপাঁশ সত্যি হয়, তাহলে তো আগে থেকে সাবধান হওয়া ভালো।"
~~~

কথা না বাড়িয়ে কাপড় ছাড়ল সাফিয়া। পা থেকে খুলে ফেলল বুট। ব্লাউজ আর প্যান্ট খুলে ফেলল। একটু পর দেখা গেল অন্তর্বাস ছাড়া আর মেয়েটার পরণে কিছু নেই। "লাইক্রা আর সিল্ক দিয়ে এগুলো বানানো। এগুলো ছাড়ছি না।"

শ্রাগ করলেন হোজা, "নিজেকে শান্ত করো। চোখ বন্ধ করে খুব শান্ত আর আরামদায়ক কোন জায়গার কথা ভাব।"

বুক ভরে শ্বাস নিল সাফিয়া। দীর্ঘ দিন ধরে প্যানিক অ্যাটাকের রোগী হওয়ায়, নিজেকে শান্ত করার বিভিন্ন পদ্ধতি ওর জানা। কিন্তু এখন এত চাপের মাঝে সেগুলোকে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হচ্ছে।

"বিশ্বাস রাখতে হবে তোমাকে..." বললেন হোজা, "...নিজের উপর, তোমার রক্তের উপর।"

আবারও বুক ভরে নিঃশ্বাস টানল মেয়েটা। একনজর তাকাল ওমাহা আর পেইন্টারের দিকে। দুজনের চোখে একই দৃষ্টি দেখতে পেল সাফিয়া, ওকে সাহায্য করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে উভয়ের চোখে। কিন্তু এটা যে ওর পথ, ওকে একা একা পার হতে হবে।

সামনের দিকে নজর ফেরাল ও, ভয় পেলেও মনোস্থির করে ফেলেছে। রক্তক্ষয়ী অতীতকে পেছনে ফেলতে হবে। এখানে, এই মুহূর্তে যারা উপস্থিত আছে, তাদের সবাইকে ও-ই নিয়ে এসেছে। এখন আর পিছু হটার সময় নেই।

চোখ বন্ধ করে ফেলল ও, যেতে দিল সব সন্দেহ।

ধীরে ধীরে নিয়মিত হয়ে এল সাফিয়ার শ্বাস নেবার গতি।

"খুব ভালো বাছা। এবার আমার হাত ধর।"

হাত বাড়িয়ে বয়স্কা মহিলার হাত ধরল সাফিয়া, আরেকটু রিল্যাক্স হয়ে এল কেন যেন। হোজার হাতের আলতো চাপ ওকে স্বাভাবিক হতে সাহায্য করছে। মনে হচ্ছে, সদূর অতীত থেকে মা যেন ওর হাতে চাপ দিচ্ছেন। উষ্ণ হয়ে উঠল ভেতরটা।

"সামনে এগোও।" ফিস ফিস করে বললেন হোজা, "ভরসা রাখো আমার উপর।"

গলাটা অবিকল মার, শান্ত। আশ্বস্ত করার মতো।

নির্দেশ মানলো সাফিয়া। জুতাবিহীন এক পা কাঁচ থেকে বালুর উপর রাখল, এরপর অন্যটা।

"চোখ খোলো।"

নিঃশ্বাসের গতিতে কোন পরিবর্তন না এনে চোখ খুলল ও। মন চাইছে না তাও ছেড়ে দিল হোজার হাত। আরেক পা এগিয়ে গেল। হাত ছেড়ে দিয়েছে, অথচ উষ্ণ

অনুভূতিটা রয়ে গিয়েছে ওর মাঝে। মা মারা গিয়েছে অনেক দিন হলো, কিন্তু সাফিয়ার প্রতি তার ভালবাসা এখনও রয়ে গিয়েছে ওর রক্তে, হৃদয়ে।

দৃঢ়, শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সাফিয়া।

কখন যে ওমাহা হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়েছে, নিজেও জানে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে সাফিয়ার হেঁটে যাওয়া। কাঁপছে মেয়েটার অবয়ব, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে এখনও। মনে হচ্ছে অপার্থিব কোন দৃশ্য দেখছে। কোর্ট ইয়ার্ডের খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারের নিচে এক মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেলল সাফিয়াকে।

শ্বাস নিতে ভুলে গেল ওমাহা।

পরমুহূর্তে অবশ্য আবার দেখতে পেল মেয়েটাকে, নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে।

শান্ত চেহারাটা দেখে চোখে পানি চলে এল ওর। ক্ষমতা থাকলে জীবনের বাকি দিনগুলোতে এখনকার অবস্থায় রেখে দিত মেয়েটাকে।

একটু নড়ে উঠে এক পা পিছিয়ে এল সাফিয়া, কবরের মতো নীরব।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল পেইন্টার। অন্যরা সবাই একসাথে বসে ছিল, সেখানে এসে থামল ও, সবার চোখ সাফিয়ার দিকে নিবদ্ধ।

চিন্তা যুক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল কোরাল।

চিন্তিত হবার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে বটে।

লেকের পানির কাছে নেমে এসেছে বিদ্যুতের ঘূর্ণিপাক। আর এদিকে একদম আগের ন্যায় পাক খাচ্ছে পানি। পাকের ঠিক মাঝখান থেকে উপরের দিকে উঠে এসেছে ঘুর্ণায়মান পানির স্তম্ভ-উল্টো ঘুর্ণি। আগুনের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওটা। উপরের শক্তি আর নিচের প্রতি পদার্থ আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে মিলিত হবার।

যদি কোনওভাবে সফল হয়, তাহলে শেষ হয়ে যাবে সবকিছু। প্রতি পদার্থ, শক্তি, আরব। এমনকি, হয়তো পুরো বিশ্ব।

ঝড়ের আলোয় আলোকিত রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে থাকা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল পেইন্টার। ভূতের মত আবছা দেখাচ্ছে সাফিয়াকে। এত শান্তভাবে হেঁটে যাচ্ছে মেয়েটা যে মনে হচ্ছে, অনন্ত সময় ওর হাতে। একবার ঝড় আর আরেকবার মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছে পেইন্টার। প্রার্থনা করছে, মেয়েটার নিরাপত্তার আবার সেই সাথে গতি যেন আরেকটু বাড়ে।

ওমাহাকে দেখা গেল, সবার সাথে যোগ দিতে উপরে উঠে আসছে। নীচ থেকে মনে হয় আর সাফিয়াকে দেখতে পাচ্ছিল না। এক সাথে অনেকগুলো অনুভূতি খেলে যাচ্ছে লোকটার চোখেঃ আশা, ভয় আর...আর ভালবাসা।

গুহার দিকে মনোযোগ ফেরাল পেইন্টার।

সাফিয়া গোলকটার কাছে পৌঁছে গিয়েছে প্রায়।

"আরেকটু..." গুঙিয়ে উঠল ওমাহা।

সবার মনেই কথাটা খেলে যাচ্ছে।

~~~~~

ধীরে সুস্থে সিঁড়ি দিয়ে নামছে সাফিয়া। প্রতিটা পদক্ষেপ সাবধানতার সাথে ফেলতে হচ্ছে। ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। ওগুলোতে লেগে কেটে যাচ্ছে ওর পা।

ব্যথাটাকে পাত্তা না দিয়ে শান্ত রইল ও।

লোহার গোলকটাকে দেখতে পেল সামনে, পৃষ্ঠতল আকাশী নীল দেখাচ্ছে। এগিয়ে এসে ঠিক কী কারণে থেমে গিয়েছে গোলকটা, তা পরীক্ষা করে দেখল। দেয়ালের একটা ভেঙে পড়া অংশ দেখতে পেল সে। বা দিকে মাত্র দুফুট গড়িয়ে দিলেই, গোলকটা আবার চলা শুরু করবে। অবশিষ্ট রাস্তাটায় নজর বুলাল মেয়েটা। পথে আর কোন বাঁধা নেই। শুধু এখন একটা ধাক্কার অপেক্ষা। গোলকটা ভারী হলেও, একদম নিখুঁত বৃত্তাকৃতির। ঠিকমত একটা ধাক্কা দিতে পারলেই...

ওটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সাফিয়া, পা দুটোকে শক্ত করে নিল। এরপর বুক ভরে শ্বাস নিয়ে ধাক্কা দিল গোলকটাকে।

পরমুহূর্তে গোলকটাকে চার্জ করে রাখা বিদ্যুৎ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো ওকে। খিঁচুনি দিয়ে উঠল সাফিয়ার দেহ, ঘাড় বেঁকে গিয়েছে, মনে হচ্ছে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে হাড়ে। কিন্তু দায়িত্ব সফলতার সাথে সমাপ্ত করতে পেরেছে ও। নড়তে শুরু করেছে গোলক।

এদিকে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে সাফিয়া, দলা পাকিয়ে পড়ে আছে গুহার মেঝেতে।

~~~~~

সাফিয়া...!

দূর থেকে দেখলেও, বলতে গেলে কিছুই নজর এড়ায়নি ওমাহার। সাফিয়ার দেহটাকে পুতুলের মতো আছড়ে পড়তে দেখেছে। তারপর থেকেই অনড় মেয়েটা।

অজ্ঞান নাকি মৃত?

হায় খোদা...

ঘুরে দাঁড়াল ও।

হাত আঁকড়ে ধরে ওকে থামাল পেইন্টার। "কোথায় যাচ্ছ?"

"ওর কাছে।"

আরো জোরে চেপে বসল পেইন্টারের আঙুল। "দুই পা ফেলার আগেই ঝড়টা তোমাকে মেরে ফেলবে।"

কারা ওদের সাথে যোগ দিল, "ওমাহা...ঠিক বলেছে পেইন্টার।"

ক্যাসান্দ্রা রেইলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, স্কোপ দিয়ে দেখতে সবকিছু। "না নড়লে মেয়েটার কোন অসুবিধা হবার কথা না। তবে গোলকটা লেকে আছড়ে পড়লে যে কী হবে, তা বলা যায় না। ওভাবে উন্মুক্ত স্থানে পরে থাকাটা মনে হয় না নিরাপদ।"

গোলকটার দিকে তাকাল ওমাহা, লেকের কাছে প্রায় পৌঁছে গিয়েছে ওটা। লেকের উপর নেচে বাড়াচ্ছে দুটো প্রচন্ড ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি, যেন বিশাল গুহাটার ঠিক মাঝখানে তৈরি হয়েছে এক বালুঘড়ি। শক্তির ঘূর্ণির সাথে মিলিত হবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছে পানির স্তম্ভ।

আর গোলকটা ঠিক সেদিকেই এগোচ্ছে।

থেকে থেকে ওটার উপর যেন চাবুক চালাচ্ছে বজ্র।

"চেষ্টা করে দেখতে হবে আমাকে!" বলে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো ওমাহা। দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামল ও।

পেইন্টারও ওকে অনুসরণ করল, "গডড্যামইট, ওমাহা! নিজের জীবনকে এভাবে ছুঁড়ে ফেল না!"

সিঁড়ির শেষ ধাপটাও পার হলো ওমাহা, "জীবনটা আমার, তাই নয় কি?"

হঠাৎ বসে পড়ল মাটিতে, পা থেকে খুলে ফেলল জুতা।

লোকটার কর্মকান্ড দেখে ভ্রূ কুঁচকে ফেলল পেইন্টার। "শুধু তোমার জীবন হলে একটা কথা ছিল। সাফিয়া তোমাকে ভালবাসে। যদি তুমিও বেসে থাকো, তাহলে কাজটা করো না।"

টান দিয়ে মোজা খুলে ফেলল ওমাহা, "আমি জীবনকে ছুঁড়ে ফেলছি না।" ক্রল করে মুঠো ভর্তি করে বালু তুলে আনলো। ইতস্তত না করে ঢেলে দিল মোজার ভেতর।

"কী করছ তুমি?"

"বালু দিয়ে জুতা বানাচ্ছি।" বালু ভর্তি মোজায় পা ঢুকিয়ে দিতে দিতে বলল ওমাহা। এমনভাবে পা নাড়ল, যেন পায়ের তলার এক ইঞ্চি পড়িমাণ জায়গা খালি না থাকে।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল পেইন্টার। "আগে কেন...? সাফিয়ার এত ঝুঁকি নেবার কোনও..."

"কেবল এল মাথায়। জানোই তো প্রয়োজন আবিষ্কারের জননী।"

"আমিও তোমার সাথে যাব।"

"সময় নেই।" পেইন্টারের খালি পায়ের দিকে ইঙ্গিত করলো ওমাহা, "মোজা নেই।"

বালুময় পথ ধরে দৌড়ানো শুরু করল ও। কাঁচের রাস্তার উপরে উঠেও গতি কমালো না। পেইন্টারকে যতটা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছিল, আসলে ওর আত্মবিশ্বাস তার ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারবে না। বজ্র এসে আছড়ে পড়তে শুরু করল আশেপাশে। ভয়ের চোটে আরো বেড়ে গেল ওর গতি। মচকে যাওয়া গোড়ালি প্রতি পদক্ষেপে চিৎকার করে আপত্তি জানাচ্ছে।

তবুও এক বিন্দু কমালো না নিজের গতি।

~~~~

এই মানুষগুলোকে ক্রেডিট দিতেই হয়, ভাবল ক্যাসান্দ্রা। দুর্দান্ত সাহসী এরা। ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় ওমাহার অগ্রযাত্রার উপর নজর রাখছে ও। কোন পুরুষ কি ওকে এতটা ভালবেসেছে কখনও?

পেইন্টার যে ফিরে এসেছে, তা বুঝতে পেরেও অগ্রাহ্য করল মেয়েটা।

আমি কি ওকে সেই সুযোগটা দিতাম?

গোলকটার শেষ কয়েকবার লাফিয়ে ওঠা দেখল ক্যাসান্দ্রা। লেকের প্রায় কাছে পৌঁছে গিয়েছে ওটা। সামনে থাকা অপশনগুলো পরখ করে দেখল ও, বেঁচে থাকলে এরপর কী করবে তা ভেবে নিলো। ডেড ম্যানস সুইচে আরো শক্ত হয়ে বসল ওর আঙুল।

পেইন্টার যে সাফিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ক্যাসান্দ্রা। ওমাহা পৌঁছে গিয়েছে অনড় মেয়েটার পাশে।

হেরে গিয়েছে ওরা দুজনেই।

শেষ বারের মতো লাফিয়ে উঠল গোলকটা, আছড়ে পড়ল লেকের পানিতে।

~~~~

সাফিয়ার কাছে পৌঁছে গিয়েছে ওমাহা। এখন পর্যন্ত একচুল নড়েনি মেয়েটা। ওমাহার চারপাশে একের পর এক আঘাত হানছে বজ্র। কিন্তু পাত্তা দিল না ও; নজর শুধু সাফিয়ার দিকে।

মেয়েটার বুক উঠছে আর নামছে। বেঁচে আছে সে।

লেকের কাছ থেকে ভারী কিছু একটা পানিতে আছড়ে পড়ার আওয়াজ ভেসে এল।

ডেপথ চার্জ জায়গামতো আঘাত হেনেছে।

আর সময় নেই হাতে, ওদের নিরাপদ স্থানে পৌছানো দরকার।

সাফিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো ওমাহা। খেয়াল রাখতে হবে, মেয়েটার দেহের কোনও অংশ যেন কোনও ধরনের তলের সংস্পর্শে না আসে। মেয়েটার দেহ কোলে নিয়েই ঢুকে পড়ল একটা অক্ষত বাড়িতে। গোলকটা লেকের সংপর্শে আসায়, এখন যে কী ঘটবে সে ব্যাপারে ওর কোন ধারনাই নেই। কিন্তু জানে, মাথার উপর একটা ছাদ থাকলে মন্দ হয় না।

নড়ে উঠলো সাফিয়া, "ওমাহা..."

"আমি এখানেই আছি, বেবী..." নিচু হয়ে বসল ও, দেহের পুরো ওজনটা চাপিয়ে দিয়েছে বালুজুতার উপর। "এখানেই আছি।"

ᨓᨓᨓ

তাকিয়ে তাকিয়ে সাফিয়াকে কোলে নিয়ে ওমাহার দালানের ভেতর ঢুকে যাওয়া দেখা ছাড়া পেইন্টারের আর কিছু করার নেই। এদিকে গোলকটা লেকের পানিতে আছড়ে পড়ার পর, উষ্ণ পানির একটা ধারা লাফিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, যেন অনেক উচ্চতা থেকে ফেলা হয়েছে ওটা। ছাদের দিকে রওনা দিল পানি, সংস্পর্শে আসতেই জ্বলে উঠল যেন। এরপর ঝরে পড়ল চারপাশে।

অবশেষে পদার্থের সান্নিধ্য পেল প্রতি পদার্থ।

লেকের পানিতে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিপাক কেঁপে উঠল, ছোট ছোট ঢেউ দেখা গেল পানির পৃষ্ঠদেশে।

ওদিকে ছাদের দিক থেকে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসছে স্থির বিদ্যুৎ।

লেকের দিকে মনোযোগ দিল পেইন্টার।

আবারও আগের রূপ ধারণ করেছে ঘূর্ণি।

প্রথম কিছুক্ষণ ঘটল না কিছুই।

পানির ধারা বেয়ে নীচে নেমে এল আগুন, এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল লেকের পানি। আবার সাথে সাথে নিভেও গেল। স্থিতবস্থায় ফিরে গিয়েছে, প্রকৃতি স্থিতবস্থা পছন্দ করে।

"গোলকটা এখনও থামেনি মনে হচ্ছে। লেকের একেবারে নিচু জায়গাটায় গিয়ে থামবে। সে-ই ভালো। পানির চাপ চেইন রিঅ্যাকশনটার তীব্রতা বাড়িয়ে দিবে। নিচের দিকে পাঠিয়ে দিবে তা।" বলল কোরাল,

মেয়েটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো পেইন্টার, "ওই মাথাটা কি এক মুহূর্তের জন্যও হিসাব নিকেশ বাদ দিতে পারেনা?"

উত্তরে শ্রাগ করল সে, "না, কেন?"

ড্যানি ওর পাশে এসে দাঁড়াল, "আর লেকটার সবচেয়ে নিচু জায়গাটায় পৌঁছাবার পর যদি বিস্ফোরণ হয়, তাহলে পৃথিবীর নিজস্ব পানি সরবরাহের সিস্টেমে সহজেই পৌঁছে যাবে লেকের পানি।"

হতাশ পেইন্টার মাথা নাড়ল, এই দুজন একই ঝাঁকের মাছ।

ক্যাসান্দ্রা সোজা হয়ে দাঁড়াল। কারা আর ওকে নিয়ে মোট পাঁচজন এখনও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। লু'লু রেহেমদেরকে নিচের রুমে নিয়ে গিয়েছে। ক্যাপ্টেন আল-হাফি আর বারাক নিয়ে গিয়েছে অবশিষ্ট শাহ্‌রাদের।

"কিছু একটা ঘটছে।" বলল ক্যাসান্দ্রা।

লেকের মাঝখানটায় কালো পানিতে যেন লাল রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ। অনেক গভীর থেকে উঠে আসছে সেই আভা, আগুন ধরেছে লেকের তলদেশ। দেখার জন্য মাত্র আধ সেকেন্ড সময় পেল সবাই। এরপর সেই লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

হুমপ-গভীর আর তীব্র একটা আওয়াজ শোনা গেল।

পুরো লেকটা লাফিয়ে কয়েক ফুট উপরে উঠে গেল, এরপর আবার আছড়ে পড়ল নীচে।

ঠিক মাঝখান থেকে উৎপন্ন হয়ে লেকের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ছোট ছোট ঢেউ।

"নীচে চলে যাও!" চিৎকার করল পেইন্টার।

কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে।

অদেখা এক শক্তি, বাতাসও না আবার বিস্ফোরণের ধাক্কাও না, গুহার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। সামনে বয়ে নিয়ে এল প্রচন্ড গরম বাতাসের দেয়াল।

শিকারি প্রাণির হিংস্রতায় যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর।

পেইন্টার ততক্ষণে মাত্র বাঁকের অর্ধেকটা ঘুরতে পেরেছে, কাঁধে গরম বাতাসের ধাক্কায় উড়ে গিয়ে রুমের অন্য মাথায় পড়ল। অন্যদের অবস্থাও খুব একটা ভালো না। জোর করে চোখ বন্ধ করে রইল ও, এক বার মাত্র শ্বাস নিয়েছে গরম বাতাসে। কিন্তু তাতেই মনে হচ্ছে, ফুসফুসে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা শেষ হয়ে গেল।

হারিয়ে গেল বাতাসের উষ্ণতা।

উঠে দাঁড়ালো পেইন্টার, "শেল্টার।" কোনরকমে বলতে পারল।

কিন্তু দেরী হয়ে গেল এবারও, এসে পড়েছে ভূমিকম্প।

কান ফাটানো আওয়াজ নিয়ে এল সাথে, মনে হলো পৃথিবীটাই যেন দুভাগ হয়ে যাচ্ছে। লেকের পানির ন্যায় লাফিয়ে উঠল প্রাসাদটাও।

ভূমিকম্পের পরের মুহূর্তগুলো সবসময় বেশি ভয়ানক হয়। এবারও তাই হলো। কেঁপে উঠল টাওয়ার, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল কাঁচ। টাওয়ারের উপরের একটা তলা ভেঙে পড়ল। আরও ভাঙল পিলার, শহর বা লেকের উপর আছড়ে পড়ল সেগুলো।

পুরোটা সময় মাথা নিচু করে শুয়ে রইল পেইন্টার।

কান ফাটানো একটা শব্দ শুনতে পেয়ে, সেদিকে তাকাল ও-*পপ*। ব্যালকনির একটা অংশ আছড়ে পড়ছে নিচে, ছোট্ট একটা হাত নড়তে দেখল সে।

ক্যাসান্দ্রা। ভূমিকম্পের ধাক্কায় অন্যরা প্রবেশদ্বার দিয়ে ছিটকে পড়লেও, মেয়েটার কপাল মন্দ। সে ধাক্কা খেয়েছিল প্রাসাদের বাইরের দিকের দেয়ালের সাথে।

ব্যালকনির সাথে পড়ে গেল মেয়েটা, এক হাতে এখনও ডেটোনেটর ধরে আছে।

পেইন্টার ওকে ধরার জন্য এগোল, কিন্তু পারল না।

তাই কিনারার কাছে পৌঁছে উঁকি দিল নিচে। কাঁচের উপর দলা পাকিয়ে পড়ে আছে ক্যাসান্দা। কপাল ভালো, খুব একটা বেশি নিচে পড়তে হয়নি ওকে। বুকের কাছে ধরে আছে ডেটোনেটর, পিঠের উপর শুয়ে আছে।

"আমার কাছে আছে!" পেইন্টারকে দেখে বলল ও, হুমকি দিল না স্বান্তনা, বুঝতে ব্যর্থ হলো পেইন্টার।

উঠে দাঁড়াল মেয়েটা।

"দাঁড়াও।" বলল পেইন্টার, "আমি আসছি।"

"না-"

ক্যাসান্দ্রা উঠে দাঁড়ালে পায়ের বৃদ্ধাঙুলিতে আঘাত হানল বজ্র। কাঁচের উপর দাঁড়িয়ে ছিল ও, বজ্র এসে লাগতেই গলে গেল তা। গলিত কাঁচের মাঝে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল ওর দেহ, এরপর আবার শক্ত হয়ে গেল কাঁচ।

চিৎকার করল না ক্যাসান্দ্রা, কিন্তু ওর সারা দেহ তীব্র যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠল। আগুন ধরে গিয়েছে পরণের আলখেল্লায়। হাতে এখনও ডেটোনেটরটা ধরে আছে মেয়েটা। অনেক কষ্টে শুধু বলল, "পেইন্টার...!"

কোর্ট ইয়ার্ডের এক জায়গায় বালু দেখতে পেয়ে, জায়গাটা লক্ষ্য করে লাফ দিল পেইন্টার। এরপর লাথি দিয়ে বালু ছিটিয়ে ছিটিয়ে মেয়েটার কাছ পর্যন্ত যাবার পথ বানিয়ে নিল। কাছে গিয়ে বালুতে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল ও। বাতাস মাংস পোড়ার গন্ধে ভারী হয়ে আছে।

"ক্যাসান্দ্রা...ওহমাইগড।"

ট্রান্সমিটারটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল ক্যাসান্দ্রা, চেহারা ব্যথায় কুঁচকে আছে। "আর ধরে রাখতে...ধরো..."

নিজের হাত দিয়ে মেয়েটার হাত আঁকড়ে ধরল পেইন্টার।

হাতের মুঠো নরম হয়ে এল ক্যাসান্দ্রার, পেইন্টারের শরীরে নিজেকে এলিয়ে দিল ও। কাঁচের স্পর্শ লেগে থাকা চামড়া দিয়ে উজ্জ্বল লাল রক্ত বেরোচ্ছে, ধমনীর রক্ত।

"কেন?" জানতে চাইল পেইন্টার।

চোখ বন্ধ করে রইল মেয়েটা, শুধু মাথা নাড়ল একবার, "তোমার কাছে আমি...ঋণী!"

"কিভাবে?"

চোখ খুলে ওর চোখে চোখ রাখল মেয়েটা, ঠোঁট নড়ে উঠল। শোনা যায় না এমন স্বরে বলল, "ইস, আমাকে যদি তুমি বাঁচাতে পারতে!"

পেইন্টার জানে, মেয়েটা এই মুহূর্তের কথা বলছে না...বলছে যখন ওর পার্টনার ছিল, সেই সময়ের কথা। চোখ বন্ধ হয়ে এল মেয়েটার। ওর কাঁধে এসে পড়ল মেয়েটার মাথা।

শক্ত করে ধরে রইল ও।

সেই আলিঙ্গনের মাঝে মারা গেল ক্যাসান্দ্রা।

~~~~~

ওমাহার আলিঙ্গনাবস্থায় চোখ খুলল সাফিয়া। শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরেছে ওমাহা। ওকে কোলে নিয়ে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে আছে প্রত্নতাত্ত্বিক।

ওমাহা এখানে কেন? এখানটাই বা কোন জায়গা?

স্মৃতি ফিরে পেল আচমকা।

গোলক...লেক...

নড়ে উঠল ও, ছাড়া পেতে চাইছে। হঠাৎ ওর নড়ে ওঠায় চমকে গেল ওমাহা।

"সাফিয়া, শান্ত হও।"

"কী হয়েছে?"

ক্লান্তি আর ব্যথার ছাপ ওমাহার চোখে স্পষ্ট। "বেশি কিছু না। বলতে পার, পুরো আরব এলাকাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচালে তুমি।"

জায়গাটাকে চিনতে পারল সাফিয়া, এখানে আটকে গিয়েছিল গোলকটা। দুজনেই লেকের দিকে তাকাল। এখনও আগের মতো দেখাচ্ছে লেকটাকে, ছাদের দৃশ্যের খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

দমে গেল মেয়েটা, "কোনও পরিবর্তন হয়নি।"

"ডার্লিং, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক কিছুই মিস করেছ তুমি।"
~~~~~

যেন সাফিয়াকে তা বোঝাতেই আবার কেঁপে উঠল চারপাশ। এক পা পিছিয়ে এল ওমাহা। লেকের দিকে নজর পড়তে বলল, "তীরের দিকে তাকাও।"

ঘাড় ফেরালো সাফিয়া। পানি প্রায় বিশ গজ ভেতরে চলে গিয়েছে। "পানি নেমে যাচ্ছে।"

আরো শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরল ওমাহা, "পেরেছ তুমি! কোরালের ধারণা একদম ঠিক!"

সাফিয়া এবার ছাদের দিকে মনোযোগ দিল। স্থির বিদ্যুতের ঝড়টাও যেন তীব্রতা হারিয়েছে। শহরের দিকে নজর ফেরালো এবার, প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে জায়গাটা। কিন্তু আশা এখনও আছে।

"বেঁচে গেলাম মনে হচ্ছে।"

"তাও কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই।" বলে ওকে কোলে নিয়েই প্রাসাদের দিকে রওনা দিল ওমাহা।

আপত্তি করলো না ও, কিন্তু খুব দ্রুত ওর কাছে ধরা পড়ে গেল ওমাহা। প্রতিবার পা ফেলার সাথে সাথে কুঁচকে উঠছে ওমাহার চেহারা।

"কী হলো?" জানতে চাইল ও।

"তেমন কিছু না, জুতায় বালু ঢুকেছে।"

~~~

ওদেরকে আসতে দেখল পেইন্টার।

কোর্ট ইয়ার্ডে পৌঁছলে ডাক দিল, "ওমাহা, ঝামেলা শেষ।" বলল সে, "সাফিয়াকে নামিয়ে দিতে পার।"

ওকে গ্রাহ্য না করে এগিয়ে গেল ওমাহা, "এই তো আরেকটু।"

কিন্তু শাহরা আর রেহেম গোত্রবাসীরা ওকে এগোতে দিলে তো! ঘিরে ধরল সাফিয়াকে, যার যার মতো করে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। ড্যানি এগিয়ে এসে ভাইকে জড়িয়ে ধরল। ক্যাসান্দ্রার ব্যাপারে নিশ্চয় কিছু একটা বলেছে কারণ ওমাহা চাইল মেয়েটার মৃতদেহের দিকে।

পেইন্টার ওকে আলখেল্লা দিয়ে ঢেকে রেখেছে, ডেটোনেটরটাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। সাফিয়া এখন নিরাপদ।

উপস্থিত সবার দিকে একবার করে তাকাল পেইন্টার। আহত সবাই, কেটে ছড়ে গিয়েছে। কিন্তু এছাড়া বহাল তবিয়তে আছে সবাই।

সোজা হয়ে দাঁড়াল কোরাল। একহাতে একটা লঞ্চার নিয়ে, অন্যহাতে তুলে ধরল একটা ধাতব বেল্ট। লঞ্চারের সাথে লেগে গেল ওটা। পেইন্টারকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, "ম্যাগনেটাইজড, চুম্বকে পরিণত হয়ে গিয়েছে। ইন্টারেস্টিং।"
~~~

পেইন্টার কোন উত্তর দেবার আগেই আরেকটা ভূমিকম্প কাঁপিয়ে দিল ওদেরকে। তবে প্রথমটার চেয়ে অনেক দুর্বল।

চমকে উঠে সবাই বুঝতে পারল, বিপদ এখনও শেষ হয়নি।

নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে হবে ওদেরকে।

বিপদের গুরুত্ব বোঝাতেই যেন নিচ থেকে একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল। পায়ের নিচের কাঁচ কেঁপে উঠল। আওয়াজটার সঙ্গী হলো একটা নিচু, প্রায় শোনা যায় না এমন শব্দ।

নড়ল না কেউ, দমবন্ধ করে রইল সবাই।

এরপর ঘটল ঘটনাটা।

উষ্ণ পানির একটা ফোয়ারা বের হয়ে এল লেক থেকে, ছাদের দিকে ছুটল। উচ্চতায় কম করে হলেও তিন তলা উঁচু হবে। দুইশ বছর বয়সী রেডউড গাছের সমান মোটা।

এই ধারাটি বের হয়ে আসার আগে, লেকটার পানি এতটা কমে এসেছিল যে আকারে আগের এক-চতুর্থাংশ হয়ে গিয়েছিল ওটা। ফাটল ধরল জমাবদ্ধ পানির চারপাশে, যেন কোনও ভেঙে যাওয়া ডিমের খোসা।

এখন আবার ভরে উঠছে লেকটা।

হা করে তাকিয়ে রইল সবাই।

"কম্পনগুলো নিশ্চয় পৃথিবীর নিজস্ব ওয়াটার সিস্টেমে ফাটল ধরিয়েছে।" বলল ড্যানি।

খুব দ্রুত ভরে উঠছে লেকটা।

"ডুবতে চলেছে এই জায়গাটা।" বলল পেইন্টার, "আমাদের পালাতে হবে।"

"আগুন থেকে পানিতে..." তিক্ত স্বরে বলল ওমাহা, "ভালো। খুব ভালো।"

বাচ্চাদেরকে জড়ো করতে সাহায্য করছে সাফিয়া। প্রাসাদ থেকে পালাচ্ছে ওরা। শাহরা গোত্রের কমবয়সী সাহায্য করছে রেহেম গোত্রের বয়স্কা সদস্যদের।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে দেখল, ভরে উঠেছে লেক। পানি উপচে পড়ছে এখন। কিন্তু তবু উষ্ণ পানির ধারা থামেনি।

ফ্ল্যাশ লাইট হাতে সামনে চলছে শক্তিশালী পুরুষেরা। পথে জায়গায় জায়গায় পাথরের চাই আর স্তূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে, ওগুলো সরিয়ে দিয়ে পথ বানাচ্ছে।

যততটা তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে চলছে দলটা। সবল সাহায্য করছে দুর্বলকে। কতক্ষণ পর জানে না সাফিয়া, আনন্দঘন একটা চিৎকার শুনতে পেল, "*হুর-রে-য়া!*"

নিরাপত্তা!

চলার গতি বেড়ে গেল সবার। পেইন্টার পৃষ্ঠতলে দাঁড়িয়ে আছে। হাত ধরে ওকে টেনে নিল লোকটা। এরপর হাত বাড়ালো কারার দিকে।

মেসাটাকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে সাফিয়ার, এখন সেটা রূপ নিয়েছে একগাদা নুড়ি পাথরের। ঘুরে ঘুরে দেখল চারপাশ। বাতাস জোরে বইছে, কিন্তু ঝড়ের কোন নিশানা নেই। আকাশে ভাসছে পূর্ণ চন্দ্র, রূপালি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে বিশ্ব।

ক্যাপ্টেন আল-হাফি ওর উপর ফ্ল্যাশ লাইটের আলো ফেলল, এরপর আলো ফেলে ফেলেই দেখিয়ে দিল এগোবার পথ।

পাথর থেকে বালুর উপর নেমে এল দলটা। চড়াইয়ে উঠতে হচ্ছে এখন। ট্রাক আর ট্রাক্টরের পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ পার হতে হলো। উল্টো হয়ে থাকা ট্রাক্টরের ভেতর কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেল পেইন্টার, ফিরে এল একটা ল্যাপটপ হাতে নিয়ে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকাল সাফিয়া, কিন্তু কোন ব্যাখ্যা পেল না।

মরুভূমির ভেতর দিয়ে চলছে দলটা, ওদের পেছনে তৈরি হয়েছে নতুন এক ঝর্ণার। মেসাটা ভরে উঠেছে পানিতে। বালুঝড়ের ফলে তৈরি হওয়া ঢাল পানিতে টইটুম্বুর হয়ে উঠতে একদম সময় লাগল না।

ওমাহার হাত ধরে হাঁটছে সাফিয়া। নিচু স্বরে কথা বলছে সবাই। হঠাৎ একাকী হাঁটতে থাকা পেইন্টারের উপর নজর পড়ল মেয়েটার।

"একটু দাঁড়াও।" ওমাহার হাতে আলতো করে একটা চাপ দিয়ে বলল সাফিয়া। এগিয়ে গেল পেইন্টারের দিকে। মেয়েটাকে পাশে আসতে দেখে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল পেইন্টার।

"পেইন্টার, আমি...আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।"

হাসল লোকটা, মুচকি হাসি। "প্রয়োজন নেই, আমার কাজই এটা।"

পাশাপাশি কিছুদূর হেঁটে গেল ওরা, সাফিয়া জানে যে পেইন্টার আসলে ওর অনুভূতি লুকাচ্ছে। বার বার লোকটার নজর সরিয়ে নেয়া তার প্রমাণ।

ওমাহার দিকে তাকাল সাফিয়া, এরপর আবার পেইন্টারের দিকে, "আমি...আমরা..."

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সিগমা এজেন্ট, "সাফিয়া, আমি বুঝতে পেরেছি।"

"কিন্তু-"

ঘুরে দাঁড়াল পেইন্টার, নীল চোখ জোড়ায় দৃঢ়তা, "সত্যি বলছি, বুঝতে পেরেছি।" ওমাহার দিকে নড করল, "মানুষটা ও মন্দ নয়।"

শত সহস্র কথা খেলে গেল সাফিয়ার মনে, যেগুলো পেইন্টারকে জানাতে চায়।

"যাও।"

আর কোন কথা না বলে ওমাহার দিকে এগোল সাফিয়া।

"কী কথা হলো?" স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞাসা করতে চাইল, কিন্তু ব্যর্থ হলো।

"বিদায় জানাচ্ছিলাম..." ওর হাত ধরে বলল মেয়েটা।

ঢালের শেষ মাথায় চলে এসেছে দলটা। ওদের পেছনে এখন একটা পূর্ণ আকৃতির লেক।

"এই পানিতে আবার প্রতি পদার্থ নেই তো?" জানতে চাইল ড্যানি।

মাথা নাড়ল কোরাল, "পানির চেয়ে প্রতি পদার্থ বহনকারী বাকিবলের ওজন বেশি। এতক্ষণে নিশ্চয় অ্যাকুইফারের সাথে মিশে গিয়েছে।"

"নেই তাহলে।" বলল ওমাহা।

"আমাদের ক্ষমতাও নেই।" যোগ করলেন লু'লু। সাফিয়া আর কারার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি।

"বুঝতে পারলাম না?" অবাক সাফিয়া জানতে চাইল।

"আশীর্বাদ আর অনুভব করতে পারছি না।" বয়স্কা মহিলার গলায় নেই কোন আক্ষেপ, মেনে নিয়েছেন তিনি।

"নিশ্চিত আপনি?"

নড করলেন লু'লু, "আগেও অন্যদের সাথে এমন হয়েছে। এই দুর্বল আশীর্বাদ সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। ভূমিকম্পের সময় কিছু একটা হয়েছে, বুঝতে পেরেছি তখন।"

রেহেমরা সবাই নড করল।

সেসময় অজ্ঞান ছিল সাফিয়া।

"ম্যাগনেটিক পালসটা সম্ভবত এরজন্য দায়ী।" বলল কোরাল, লু'লুর কথা শুনে ফেলেছে। "ওটার তীব্রতা বাকিবলকে অস্থিতিশীল করার মতোই ছিল।" লু'লুর দিকে তাকিয়ে নড করল ও, "একবার ক্ষমতা হারালে কি রেহেম আর তা ফিরে পায়?"

হোজা মাথা নেড়ে জানালেন-না।

"ইন্টারেস্টিং।" বলল কোরাল, "কোষের ভেতর মাইটোকন্ড্রিয়ার বাকিবল বানাতে হলে ছাঁচ দরকার। অন্তত দুএকটা বাকিবল থাকতেই হবে। কিন্তু সব যদি সরিয়ে ফেলা হয়, তাহলে আর নতুন বাকিবল তৈরি করতে পারবে না সে।"

“তাহলে সত্যি সত্যি ক্ষমতাটা চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে।” মন খারাপ করে ফেলল সাফিয়া।

ওর হাতে আলতো চাপ দিলেন হোজা, এরপর নিজের বা চোখের নিচে অঙ্কিত রুবি রঙা ট্যাটুতে স্পর্শ করে বললেন, “আমরা রেহেমরা একে দুঃখ বলে ডাকি। উবার ত্যাগ করার সময় শেবার রাণি যে অশ্রুপাত করেছিলেন, তার স্মৃতিচিহ্ন। শহরটার জন্য কেঁদেছিলেন, কেঁদেছিলেন মৃতদের জন্য। তবে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি কেঁদেছিলেন নিজের জন্য। আমরা তার সেই বোঝা বহন করে এসেছি এতদিন।” লু'লু হাত সরিয়ে নিলেন, “এই চাঁদনী রাতে আমরা নতুন করে এর নামকরণ করছি, *ফারাহ*।”

ভাষান্তর করলো সাফিয়া, “আনন্দ...।”

নড করলেন হোজা, “এই অশ্রু হোক নতুন জীবনের আনন্দে কাঁদা আমাদের প্রথম অশ্রু। লুকিয়ে থাকার সময় শেষ, নতুন জীবনে পা রাখতে যাচ্ছি আমরা।”

সাফিয়ার চেহারা থেকে দুঃখের রেশ মেটেনি নিশ্চয়, কেননা হোজা সাফিয়ার কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে দিলেন ওকে। “মনে রেখ বাছা, জীবন কোনও সরলরেখা নয়। যদি কোনও কিছুর সাথে একে তুলনা দিতেই হয়, তাহলে দিতে হবে বৃত্তের সাথে। মরুভূমি কেড়ে নেয়, কিন্তু ফিরিয়েও দেয়।” সামনে নতুন গড়ে ওঠা লেকের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, “উবার নেই, কিন্তু ইডেন ফিরে এসেছে।”

রূপালি আলোয় ঝিকঝিক করছে লেকের পানি।

উবারের আগের, উল্কাপিন্ড আঘাত করার আগের আরবে যেন ফিরে গিয়েছে ও। মরুদ্যান, ঘন সবুজ জঙ্গল আর প্রাণ বৈচিত্রে ভরপুর এলাকা দেখতে পাচ্ছে যেন মানস চোখে-অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের মেলবন্ধন।

তাও কি সম্ভব?

ইডেনের উদ্যান...পুনরুজ্জীবিত।

পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরল ওমাহা।

“ঘরে ফিরে আসায় স্বাগতম, ডার্লিং।” মেয়েটার কানে কানে বলল।

শেষ কথা

৮ই এপ্রিল, ২ঃ৪৫ পি.এম.
ডারপা হেড কোয়ার্টার
আরলিংটন, ভার্জিনিয়া

অফিসের দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পেইন্টার ক্রো। কাস্টডিয়ানকে নেমপ্লেটের স্ক্রু খুলতে দেখছে ও। সিগমা ফোর্সের একদম শুরু থেকে নামটা এই দরজায় শোভা পাচ্ছিল। মিশ্র অনুভূতি হলো ওরঃ অবশ্যই গর্ব আর আত্মতৃপ্তি। কিন্তু সেই সাথে রাগ আর কিছুটা লজ্জাও আছে। এভাবে এই পদে আসতে চায়নি কখনও।

দরজা থেকে খসে পড়ল নেমপ্লেট।

ডিরেক্টর শেন ম্যাক নাইট।

সিগমার প্রাক্তন প্রধান।

নেমপ্লেটের জায়গা হলো ডাস্টবিনে।

সেক্রেটারির ডেস্ক থেকে কালো আর রূপালী রঙের নতুন নেমপ্লেটটা তুলে নিল কাস্টডিয়ান। বৈদ্যুতিক স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করে জায়াগমত লাগিয়ে দিল ওটা। এরপর এক পা পিছিয়ে এল।

"কেমন দেখাচ্ছে?" ক্যাপে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল লোকটা।

নড করল পেইন্টার, একদৃষ্টিতে নেমপ্লেটের দিকে চেয়ে আছে।

ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো।

সিগমার পরবর্তী প্রজন্মের নেতা।

আধ ঘন্টা পর ওর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ওই ডেস্কটার পেছনে কিভাবে বসবে ও?

নিজেকে অযোগ্য মনে হচ্ছে পেইন্টারের, কিন্তু তাই বলে দায়িত্ব পালনে পিছ পা হবে না কখনও। প্রেসিডেন্টের আদেশে পদোন্নতি পেয়েছে। ওমানে যা ঘটে গেল, তারপর ডারপার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরিবর্তন করাটা দরকারী হয়ে পড়েছিল। ভাবা যায়, গিল্ডের প্রধান কিনা ওদের একজন! পেইন্টার ওমান থেকে প্রমাণ নিয়েই এসেছিল। ক্যাসান্দ্রার ল্যাপটপ থেকে সমস্ত তথ্য বের করে আনতে সক্ষম হয়েছে বিশেষজ্ঞ কর্মীরা। সেই সাথে প্রমাণ পেয়েছে ওর দাবীর স্বপক্ষে।

মিনিস্টারের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে।

থামিয়ে দেয়া হয়েছে সিগমাকে কলুষিত করার যত প্রয়াস।

তবে দুঃখের কথা হলো, ধরা যায়নি লোকটাকে। তার আগেই নিজের বন্দুক ব্যবহার করে আত্মহত্যা করেছে সে। সন্দেহ নেই, গিল্ডের জন্য এটা একটা শক্ত আঘাত। কিন্তু এতেও সন্দেহ নেই যে, পৌরাণিক হাইড্রার মতো আবার গজিয়ে উঠবে ওরা।

উঠুক, পেইন্টার প্রস্তুত ওদের মোকাবেলা করার জন্য।

জুতার আওয়াজে ধ্যান ভাঙ্গল ওর। মুখে বড় এক হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল, "আপনি এখানে কী করছেন স্যার?"

শেন ম্যাক নাইট ওর বাড়ানো হাতটা ধরলেন। "পুরনো অভ্যাস। এতো সহজে কি আর যায়? আসলে, তোমাকে দেখতে এসেছি। অসুবিধা হচ্ছে কোনও?"

"না, স্যার।"

শেন ম্যাক নাইট নড করলেন, পেইন্টারের কাঁধে আলতো চাপড় মেরে বললেন, "চিন্তা করো না। সিগমাকে আমি যোগ্য লোকের হাতে ছেড়ে যাচ্ছি।"

"ধন্যবাদ, স্যার।"

ডাস্টবিনে পড়ে থাকা তার নেমপ্লেটটা নিয়ে পকেটে পুরলেন ড. শেন ম্যাক নাইট।

লজ্জায় লাল হয়ে গেল পেইন্টারের চেহারা।

কিন্তু শেন শুধু হাসলেন। জ্যাকেটের পকেটে টোকা মেরে বললেন, "স্মৃতি সংরক্ষণ করছি।" ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, "শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে দেখা হবে।"

আজ ওরা দুজনেই শপথ গ্রহণ করছেন।

শেনের পদে স্থলাবিষিক্ত হচ্ছে পেইন্টার আর শেন হচ্ছেন ভাইস অ্যাডমিরাল টনি "দ্য টাইগার" রেক্টরের পদে।

আরেকটা পরিচয় আছে অ্যাডমিলারের-মিনিস্টার।

রেক্টর, অর্থ ধর্মযাজক। আবার মিনিস্টারের আরেক অর্থও তাই।

হারামজাদা এতটা আত্মবিশ্বাসী ছিল যে নিজের নামটাকে ঘুরিয়ে কোডনেম বানিয়ে নিয়েছিল।

ওমানে থাকা অবস্থায়, পেইন্টার তো শেনকে বিশ্বাসঘাতক বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু যখন ক্যাসান্দ্রার মুখে "মিনিস্টার" শব্দটা শুনতে পেয়েছে, তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল। ওকে এই মিশনে পাঠিয়েছিল দুজন- শেন ম্যাক নাইট আর অ্যাডমিরাল টনি রেক্টর। আর যেহেতু রেক্টর শেনের বস, তাই পেইন্টারের পাঠানো সব তথ্যই সে জানত। ক্যাসান্দ্রাকে তথ্য সরবরাহ করতে তাই লোকটার একদম বেগ পেতে হয়নি।

ল্যাপটপের তথ্যগুলো ওর সন্দেহকে প্রমাণ করে ছেড়েছিল।

সিগমাকে নিজের কাজের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিল রেক্টর। ক্যাসান্দ্রা ছিল ওর প্রথম চর। এমনকি ফক্সউডসে ক্যাসান্দ্রার উপর নির্দেশ ছিল ঝ্যাং এর মাধ্যমে চাইনিজদের কাছে সব তথ্য পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা। সিগমার নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তিবর্গকে বিব্রত আর লজ্জিত করা ছিল উদ্দেশ্য। যেন শেন ম্যাক নাইটকে সরিয়ে সেখানে রেক্টরের কোন পুতুলকে বসানো যায়।

ব্যর্থ হয়েছে সেই ভয়ংকর পরিকল্পনা।

বন্ধ দরজার দিকে তাকাল ও, জীবনের এক নতুন অধ্যায় ওর জন্য দরজার ওপাশে অপেক্ষা করছে।

যে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এই পর্যায়ে আসতে হয়েছে, সেই পথের কথা মনে পড়ল পেইন্টারের। জ্যাকেটের পকেটে এখনও রয়েছে চিঠিটা। দাঁড়িয়ে থেকেই বের করে নিল তা। খামের উপর ওর নামটা সুন্দর করে এমবস করা। গত সপ্তাহে পেয়েছে চিঠিটা। এখন পর্যন্ত খোলার সাহস হয়নি। কিন্তু চিঠিটা না খোলা পর্যন্ত নতুন দায়িত্ব নিতেও পারবে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খুলে ফেলল এনভেলপ, ভেতরের জিনিসগুলোকে বের করে আনল। পাতলা চামড়া দিয়ে বাঁধানো নিমন্ত্রণপত্রের সাথে এক টুকরা কাগজ দেখতে পেল। ওতে লেখা

উপস্থিত থেকো...

-কারা

আলতো করে মাথা ঝাঁকাল পেইন্টার, হাসি ফুটে উঠেছে চেহারায়। এবার নিমন্ত্রণপত্রের দিকে নজর দিল। জুনে বিয়ে, লেক ইডেনের তীরে অনুষ্ঠিত হবে। লেক ইডেন হচ্ছে ওমানের সদ্য আবিষ্কৃত স্বাদু পানির লেক। পাত্র-পাত্রীঃ ওমাহা ডান এবং সাফিয়া আল-মায়াজ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করলো যতটা ভেবেছিল ততটা খারাপ লাগছে না।

অন্য সবার কথা মনে পড়ল ওর। কোরাল একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ইন্ডিয়ায় আছে। ড্যানি আর ক্লে এখন বেষ্ট ফ্রেন্ড। ওরাও খোঁড়াখুঁড়ি নিয়ে ব্যস্ত...তাও ইন্ডিয়ায়। জায়গাটা ড্যানির নির্বাচন করা। আনুষ্ঠানিকতার সাথে শাহরা আর রেহেম, দুই গোত্র এক হয়েছে। নতুন এক *সাবাব ওমান* নির্মাণের কাজ চলছে। কারা সেটা পরিদর্শন করার সাথে সাথে, বিট্রিশ মিউজিয়ামের পুনঃনির্মাণ কাজটাও পরিদর্শন করছে। পিপল ম্যাগাজিনের দেয়া তথ্য মতে, রিহাবে থাকা অবস্থায় এক তরুণ ডাক্তারের সাথে মন দেয়া নেয়া হয়েছে মেয়েটার।

কারার লেখা নোটটার দিকে তাকাল পেইন্টারঃ *উপস্থিত থেকো...*

হয়তো থাকবে।

কিন্তু আগের কথা আগে। এই মুহূর্তে দরজা খুলে নতুন অফিসে প্রবেশ করতে হবে ওকে।

হ্যান্ডেলের উপর হাত রাখল পেইন্টার, দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

দুঃসাহসিক অভিযান ওর জন্য অপেক্ষা করছে যে।

লেখকের কথা

অন্যসব বারের মতই, এবারো পাঠকদের সাথে কিছু তথ্য শেয়ার করার লোভ সামলাতে পারলাম না। আশা করি, এসব তথ্য পাঠকদের মনে উল্লেখিত জায়গা গুলো ঘুরে দেখার আর বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামাবার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পারবে।

প্রথমেই আসি প্রতি পদার্থ প্রসঙ্গে। জিনিসটা কি সায়েন্স ফিকশন? না। সুইজারল্যান্ডের সার্ন ল্যাবরেটরির কারণে এখন প্রতি পদার্থ বাস্তব। সার্ন প্রতি পদার্থ বানাতে আর সেটা অল্প সময়ের জন্য টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। নাসা এবং ফার্মি ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি প্রতি পদার্থ এঞ্জিন বানানোর কাজে বেশ কিছু অগ্রগতি দেখিয়েছে। এমনকি প্রতি পদার্থ সংরক্ষণ ও পরিবহন করার জন্য ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক (তড়িৎ চৌম্বকীয়) পেনিং ট্রাপও উদ্ভাবিত হয়েছে।

এবার আসি প্রতি পদার্থ বহনকারী উল্কা পিন্ডের প্রসঙ্গে। বিজ্ঞানীদের মতে এমন উল্কা পিন্ড মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন শক্ত প্রমাণ কেউ দেখাতে পারেননি বলে, তা কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ। রাশিয়ার তানগুসকায় ঘটা বিস্ফোরণ প্রতি পদার্থ নির্মিত উল্কা পিন্ডের কারণেই হয়েছে-এটা অনেকগুলো প্রস্তাবিত ব্যাখ্যার একটি। তবে এর ফলে যে প্রতিক্রিয়া গুলো দেখা গিয়েছে- বিস্ফোরণের অদ্ভুত প্রকৃতি, ইএম পালস, জৈব জগতের মিউটেশন-সবই বাস্তব।

পানির ব্যাপারটাঃ বইতে উল্লেখিত সমস্ত রাসায়নিক তথ্যাদি সত্য। পানি দিয়ে বানানো বাকিবলসের ব্যাপারটাও সত্য। লভাজনিত বা মাটি থেকে উদ্ভুত পানির ব্যাপারটা নেয়া হয়েছে প্রধানত স্টিফেন রেইসের কাজ থেকে।

এবার আরবের দিকে আসি, এই এলাকার ভৌত গঠন অনন্য। বিশ হাজার বছর পূর্বের ওমানি মরুভুমিতে আসলেই প্রচুর গাছ, নদী আর লেকের অস্তিত্ব ছিল। এই এলাকার এমন মরুকরণের জন্য দায়ী করা হয়ে "অরবিটাল ফোর্সিং" বা "মিলানকোভিচ ফোর্সিং"-কে। ব্যাপারটা আসলে পৃথিবীর ঘুর্ণনের সময় ঘটা আচমকা কম্পন।

ওমান সংক্রান্ত অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তথ্যাদিও সত্য। এমনকি সালালাহে নবী ইমরানের সমাধি, পাহাড়ে আইয়ুব (বাইবেলের ভাষায় জোব) আর শিশুরে উবারের ধ্বংসস্তুপের অবস্থানও সত্য। ঘরের উষ্ণতায় বসে এসব এলাকার ছবি দেখতে চাইলে আমার ওয়েবসাইট ঘুরে আসতে পারেন (www.jamesrollins.com)। আর উবার সম্পর্কে আরো জানতে চাইলে আমি বলব নিকোলাস ক্ল্যাপের লেখা দ্য রোড টু উবার পড়ে দেখতে পারেন।

ছোট খাটো আরো দুই একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমত, সাহারার সঙ্গবিমুখ উপজাতীয় লোকরা ধোফার পাহাড়ে বাস করে। তাদের দাবী, তারা উবারের রাজার বংশধর। এখনও তারা আরবের সবচেয়ে প্রাচীণ উচ্চারণে কথা বলে। ওমানের ফ্ল্যাগশিপ, দ্য *সাবাব ওমান* এর অস্তিত্ব আছে (জাহাজটাকে উড়িয়ে দেয়ার জন্য দুঃখিত)। উড়িয়ে দেয়ার কথায় মনে পড়ল। বইয়ের শুরুতে যে লোহার উট উড়িয়ে দিয়েছিলাম, সেটা এখনও বহাল তবিয়তে ব্রিটিশ মিউজিয়ামেই আছে...অন্তত এখন পর্যন্ত।

-সমাপ্ত-